INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 6th February, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday the 6th February, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and twenty four Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—Today in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 762.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, question No. 762.

QUESTION	REPLY
1. Whether it is a fact that in 1964 a large number of Muslim peasants have left Tripura from the village of Brajendra Nagar and Birjay Nagar under Dharmanagar Division ;	1. No.
2. If so, the total number of land left out by the Muslim peasant and the present possession of that thereof ?	2. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, গত কয়েক বছর আগে ধর্ম্মনগর থেকে বহু মুসলিম ত্রিপুরা ছেড়ে চলে গিয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি প্রথম এবং দ্বিতীয় নং প্রশ্নের উত্তরে যে 'নো' এবং 'ডাজ নট অ্যারাইজ'।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বিরজয়নগর এবং ব্রজেন্দ্রনগর এর মধ্যে মুসলিমদের পরিত্যক্ত জমি নিয়ে গোলমাল আছে এবং সেটা নিয়ে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের কাছে বহু দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—হোয়ার দেয়ার ইজ ল্যাণ্ড দেয়ার মে বি ডিসপুট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অস্বীকার করতে পারেন যে, ব্রজেন্দ্রনগর এবং বিরজয়নগর এর মুসলিম পরিত্যক্ত জমিগুলিকে এই রাজ্যের ভূমিহীন প্রজাদের না দিয়ে শহরের কোন এক ব্যক্তিকে বর্গা করবার জন্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইট ইজ নট নোন্।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ব্রজেন্দ্রনগর এবং কুর্তি থেকে মুসলিম যারা চলে গিয়েছে সেই জমিগুলি গত বছরে ল্যাণ্ডলেস্ যারা আছে তাদের দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইট ইজ নট নোন্ টু মী।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি। দেয়ার ইজ নট অব থ্রার্ড কোয়েশ্চান টুডে। যদি আপনারা একটা কোয়েশ্চানের উপর এত সাপ্লিমেণ্টারী করেন তা হলে ইউ উইল লুজ দি অপোরচ্যুনিটি অব আস্কিং আদার কোয়েশ্চান্স ইন দি হাউস।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যেটা জানবার সেটা যদি না জানতে পারি তা হলেই আমাদের বাধ্য হয়ে আরও প্রশ্ন করতে হয়।

মিঃ স্পীকার :—দেন ইন দ্যাট কেস ইউ উইল লুজ দি অপোরচ্যুনিটি অব আসকিং আদার কোয়েশ্চান্স।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—কারণ ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এর সঙ্গে সেখানে ল্যাণ্ড লেস যারা তারা এগ্রিমেণ্ট সই করেছে এবং তেভাগা হিসাবে ফসল করেছে এবং পরবর্তীকালে ডকুমেণ্ট তারা ঐ মুসলিমদের ডিস ল্যাণ্ডেড করেছে। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা না জানেন তাহলে ডিমাণ্ড নোটিশ বলতে পারেন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখানে অ্যাজারে আমি বলেছি এক নম্বরে যে 'নো'। এবং তার উপর বেসিস করে যদি প্রশ্ন হয়ে থাকে সেই অনুসারে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবং হোয়ার দেয়ার ইজ ল্যাণ্ড দেয়ার মে বী ডিসপুটস্। আর মাননীয় সদস্য মহাশয় বলেছেন কুর্ত্তির কথা। সেটা এখানে নেই।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন সেখানে কোন ল্যাণ্ডলেস গিয়েছে বলে তিনি জানেন না। কিন্তু ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার মারফত তারা ফসল করেছে। এখন পর্য্যন্ত তারা এই ফসল করেছেন কিনা সেটা জানতে চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি ১৯৬৪ ইং সনের কথা বলেছেন। আমি উত্তর দিয়েছি 'নো'।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভুল তথ্য পরিবেশন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে বিভ্রান্ত করেছেন। ঐ এলাকা থেকে মুসলিমরা চলে গিয়েছে ইট ইজ ফ্যাক্ট।

মিঃ স্পীকার :—তিনি ১৯৬৪ ইং সনের কথা বলেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমি সাপ্লিমেণ্টারী করেছিলাম যে গত কয়েক বছরে মুসলিমরা চলে গিয়েছে ইট ইজ ফ্যাক্ট।

মিঃ স্পীকার :—তিনি ১৯৬৪ ইং সনের কথা বলেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমি সাপ্লিমেণ্টারী করেছিলাম যে গত কয়েক বছরে মুসলিমরা চলে গিয়েছে কিনা। তিনি বলেছেন 'নো'। সেটা সত্য নয়।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৪ ইং সনের তথ্য প্রশ্নে বলা হয়েছে এবং সেটা আমি বলেছি 'নো'। তারপর গিয়েছে কিনা সেটা আমি বলেছি ইট ইজ নট উইদিন মাই নলেজ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ত্রিপুরা রাজ্য থেকে একটা অংশের মানুষ চলে গেল সেটা মুখ্যমন্ত্রী জানেন না একটা অদ্ভুত কথা।

Mr. Speaker :—Then Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 476.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 476.

QUESTION

1. What is the number of applications received during the year 1968-69 from the landless Scheduled Castes/Tribes, Jumia and other Communities for settlement and financial assistance ? Division-wise ;

2. What is the number of such landless persons have so far been given settlement and financial assistance during the year 1968-69 ?

3. Total budget provisions made in this regard for the year 1968-69 and total amount utilised during the year 1968-69 ?

ANSWER

1.
(1)	Sadar ...	2318	(6)	Kamalpur ...	390
(2)	Amarpur ...	472	(7)	Belonia ...	702
(3)	Sonamura ...	366	(8)	Dharmanagar ...	319
(4)	Udaipur ...	904	(9)	Khowai ...	832
(5)	Kailasahar...	1054	(10)	Sabroom ...	405

2. (a) 1254 landless persons settled.

   (b) 861 landless persons were given financial assistance.

3. (a) Provision made during the year ... Rs. 18.76500 lakhs.

   (b) Expenditure incurred ... Rs. 11.90900 ,,

শ্রীবি, দাস :—টোট্যাল বাজেট প্রভিশন দেখা যাচ্ছে ১৮ লক্ষ ১৬ হাজার, তারমধ্যে খরচ হয়েছে ১১ লক্ষ। বাকী টাকা কি হল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বাকী টাকা উদ্বৃত্ত হল।

শ্রীবি, দাস :—সেটা কোথায়, কিভাবে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—উদ্বৃত্ত টাকাটা আমাদের জেনারেল বাজেটে দেখানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮৩।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮৩।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর সাব-ডিভিশনে ১৯৬১ইং হইতে ১৯৬৮ইং পর্য্যন্ত তৌজী সার্টিফাই করা হইয়াছে কি না?

২। হইলে মৌজাওয়ারী সার্টিফাই তৌজীর সংখ্যা কত?

৩। না হইয়া থাকিলে কারণ কি?

উত্তর

১। আংশিক ভাবে সার্টিফাই হইয়াছে?

২। প্রত্যেক মৌজার মাত্র একটি তৌজি থাকে, সুতরাং মৌজাওয়ারী সার্টিফাইড্ তৌজির সংখ্যা দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

৩। বর্ত্তমান সার্ভে সেটেলমেণ্ট অনুসারে মৌজার সংখ্যার জমির ও খাজনার পরিমাণের পরিবর্ত্তন হেতু ও ঐ সেটেলমেণ্ট মতে অবধারিত রাজস্বের হারের ভিত্তিতে জমাবন্দি প্রস্তত হইতেছে বিধায় এবং তৌজি স্থাপন কার্য্যে চালিতেছে বিধায়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮২।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮২ স্যার।

প্রশ্ন

১। খোয়াই কল্যাণপুর ও রাধানগরে এ পর্য্যন্ত মোট কতজন ex-servicemenকে পুনর্বসতি দেওয়া হইয়াছে।

২। এই পুনর্বসতি ব্যাপারে সরকার কোন দুর্নীতির অভিযোগ পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।

৩। কেরালা ও পাঞ্জাব হইতে এই এলাকায় ex-service আনার পরিকল্পনা থাকিলে তাহার পিছনে যুক্তি কি?

৪। এই পরিকল্পনা সরকার পরিত্যাগ করিবেন কি?

উত্তর

১। ৫৭ জন প্রাক্তন সৈনিককে খোয়াই মহকুমার করঙ্গীছড়ায় পুনর্বাসনের জন্য জমি দেওয়া হইয়াছে। রাধানগরে কোন প্রাক্তন সৈনিককে পুনর্বসতি দেওয়া হয় নাই।

২। না।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ৫৭ জনকে করংগীছড়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, যাদের পূর্বে এখানে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ছিল তাদের কোথায় সরানো হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই তথ্য এই হাউসে বলেছি যে ৫৭ জনকে করংগীছড়াতে পুনর্বাসন 'এর জন্য জমি দেওয়া হয়েছে এবং রাধানগরে কোন পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, পুনর্বাসনের জন্য কতজন দরখাস্ত করেছিলেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে ৫৭ জনকে পুনর্বাসনের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে, তাদের কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি কেন পরিষ্কারভাবে রিপ্লাই দিতে পারেন না। এখানে প্রশ্ন ছিল মোট কতজন লোককে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে এইরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে তাদের কত জমি এবং কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে, কেন তিনি সেটা বলতে পারেন না সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। এই প্রশ্নের অন্ততঃ পরিষ্কার রিপ্লাই আমি চাই।

Shri S. L. Singh :—Whatever my reply I have given, and other is not within my knowledge.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা যে প্রশ্নটা এখানে করেছেন সেটা কি রিলিভ্যান্ট না ইরিলিভ্যান্ট সেটা আগে স্থির করতে হবে। যদি রিলিভ্যান্ট হয়, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চই তার উত্তর দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বলেছেন যে সেটা উনার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যে ৫৭ জনকে এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হল এরা কি লোক্যাল না অন্য জায়গা থেকে এনে তাদের এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অল্ ইজ লোক্যাল।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—তার কি ঐ করংগীছড়া এলাকার না খোয়াই সাবডিভিশনের ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখানে বলা হয়েছে তারা লোক্যাল কি না, তার উত্তরে আমি বলেছি লোক্যাল। তবে কোন কোন জায়গা থেকে এনে দেওয়া হয়েছে সেটা বলা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩২।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩২ স্যার।

প্রশ্ন

ক) আমবাসার কাঞ্চনপুর বাজারের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

খ) থাকিলে এ পর্য্যন্ত কি কি কাজ হইয়াছে ?

গ) না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

ক) নাই।

খ) প্রশ্ন উঠেনা।

গ) বাজারের ভূমির মালিকানা সম্বন্ধে একটি আপীল ডাইরেক্টার অব্ সেটেলমেন্ট এণ্ড ল্যাণ্ড রেকর্ডসের নিকট বিচারাধীন থাকা হেতু।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী রিপ্লাই দিয়েছেন সেটা হচ্ছে থার্ড কোয়েশ্চানের রিটন রিপ্লাই। তিনি বলেছেন বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ নাই। এটা কোন রিপ্লাই হল ? যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তাহলে তিনি পরিস্কার না বলবেন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি এখানে বলেছি যে বর্ত্তমানে সম্ভাবনা নাই। ফিউচারে হবেনা, একথাতো আমি বলতে পারি না।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Starred Question No. 669 (Postponed).

Shri S. L. Singh :—Starred question No. 669 (Postponed) Sir.

প্রশ্ন

১) যথা সময়ে কৃষক কৃষি ঋণের টাকা সুদ সমেত পরিশোধ করিতে না পারায় উদয়পুর বিভাগে ১৯৬৭ইং সন হইতে ১৯৬৯ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত কোন কৃষকের কৃষি ঋণ বাবদে দায়বদ্ধ কোন সম্পত্তি নিলামে ডাক করানো হইয়াছে কিনা ? হইয়া থাকিলে কতজন কৃষকের কি পরিমাণ সম্পত্তি নীলামে ডাক করানো হইয়াছে ?

২) কৃষি ঋণ এর টাকা যথারীতি দেওয়া সত্বেও সময়মত ঐ টাকাগুলো উশুল করায় কোন কৃষকের কোন সম্পত্তি ঐ সময়ে নীলামে ডাক করান হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ৪ জন কৃষকের ১ দ্রোণ ২ কাণি ১০ গণ্ডা ভূমি।

২) না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এর মধ্যে ট্রাইবেল কত জন আছেন ? এই ৪ জনের মধ্যে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি এখানে নামগুলি বলছি—১) শ্রীপরেশ চন্দ্র দেব, ২) শ্রীআবদুল ছোবান, ৩) শ্রীচন্দ্র মাণিক ত্রিপুরা এবং ৪) শ্রীরোজাহরি নোয়াতিয়া।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন, অনেক সময় দেখা গেছে যে কৃষকেরা কৃষি ঋণ দিয়ে ফেলেছে ঠিক সময়ে, কিন্তু তা সত্বেও তাদের দায়বদ্ধ সম্পত্তি নীলামে ক্রোক করা হয়েছে। যখন ক্রোকদার তাদের সম্পত্তি দখল নিতে গেছে তখন দেখা গেলো যে তাদের সম্পত্তি নীলামের দায়ে ক্রোক হয়ে গেছে। তারপর সে লোক তাড়াতাড়ি এস, ডি, ওর কোর্টে গিয়ে চালান দেখিয়ে বলল যে আমি তো অনেক আগেই আমার দেনা দিয়েছে তথাপি কেন আমার জায়গা নীলাম করা হল, এই রকমের কতগুলি কেস হয়েছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি, no case appeared to have been instituted when the dues have been cleared.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—আমার তুলামুড়াতে এবং সুন্দরনগর মৌজাতে এই রকম কয়েক জন রিফিউজি, সেখানে মুসলমানেরা থাকতে তাদের টাকা দিয়ে গেছে, কিন্তু সেই দাদন আদায় না হওয়ায় তাদের সম্পত্তি এখন নীলাম হচ্ছে, এই রকম ৬।৭টা কেস আমার কাছে আছে, আমি জানতে চাই যে ঐগুলি ঠিক কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি no case appeared to have been instituted when the duse have cleared.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে ১০।১২টা কেসে ২।৩ বছরে আগে পাওনা দেওয়া সত্বেও সেটা জমা না হওয়ায় তাদের সম্প্রত্তি এখন নীলাম হয়ে গেছে। তাছাড়া সেখানে অনেক ট্রাইবেলও আছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—উনি সুন্দর দাসের নাম বলেছেন, আমি সেই পার্টিকুলার কেসটা সম্পর্কে দেখব।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—এছাড়াও আরও অনেক আছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যদি পার্টিকুলার কেস দেওয়া হয়, তাহলে আমি সেগুলি দেখব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ঘটনাগুলি যদি সত্য হয়, তাহাল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—পার্টিকুলার কেস সম্পর্কে আমি বলেছি যে আমি সেগুলি দেখব।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যাদেরকে কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়নি সেক্ষেত্রে তাদের কৃষি ঋণ মকুব করা হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেটা হল সরকারের পলিসি—Whether it should be cleared. So, I can not speak on it now.

Mr. Speaker :—Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid :—Starred Question No. 849 (Postponed).

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 849 (Postponed) Sir.

প্রশ্ন

১) চুড়াইবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনে কয়লা ও ডিজেল ওয়েল ও মবিল তৈল রাখার ফলে পার্শ্ববর্তী জমির ধান্য ফসল কত বৎসর যাবত নষ্ট হইতেছে ?

২) ধান্য ফসল নষ্ট হওয়ার জমির পরিমাণ কত ?

৩) এই বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয় এর নিকট জনসাধারণের কোন অভিযোগ পেঁৗছিয়াছে কিনা ?

৪) পেঁৗছিয়া থাকিলে, কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ হইতে (১৯৬৬ইং সন)।

২) ৮ একরের ফসল সম্পূর্ণরূপে এবং ১০০ একরের ফসল আংশিকভাবে।

৩) হ্যাঁ।

৪) বিষয়টি সম্পর্কে এন, এফ, রেলওয়ের জেনারেল ম্যানাজারের সহিত পত্র বিনিময় চলিতেছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কবে পর্য্যন্ত কৃষকদের এই জমি এই রকম থাকবে, এই ব্যাপারে কোন এ্যাসুরেন্স দিতে পারেন কিনা ?

Shri S. L. Singh :—It is not possible to give any assurance. We are making correspondence with them by which it can be destroyed.

শ্রীবি, দাস :—যে চিঠিটা দেওয়া হয়েছে বললেন সেটার তারিখটা জানাবেন কি ?

Shri S. L. Singh :—It is not known to me now.

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শেষ চিঠিটা কবে দিয়েছেন, সেই তারিখটা জানাবেন কি ?

Shri S. L. Singh :—This is not known to me.

শ্রীবি, দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্ন করে একটা তারিখ পর্য্যন্ত আমরা জানতে পারব না। উনি বলেছেন তাদের সংগে এই ব্যাপারে করেসপনডেন্স হয়েছে, সেই তারিখটা আমরা জানতে পারব না, এটা কেমন করে হয়।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার প্রশ্ন ছিল যে এই বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জনসাধারণের কোন অভিযোগ পৌছেছে কিনা—আমি বলেছি, হ্যাঁ। কিন্তু এমন যদি সাপ্লিমেণ্টারী পুট করা হয়, তাহলে আমার পক্ষে সেটার উত্তর দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

শ্রীবি, দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, সেই তারিখটা এখন তিনি জানাচ্ছেন না। তবে কখন জানাবেন, সেটাতো তিনি বলতে পারেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি এখন বলতে পারছি না, তবে পরে আমি বলতে পারব।

শ্রীবি, দাস :—এটা কি উত্তর হল, স্যার।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—সেখানে ডিজেল ও মবিল ওয়েল থাকার দরুণ অনেক কৃষকের জমি নষ্ট হচ্ছে, এখন সেই জায়গাটা কি রেলওয়ে অথরিটির না ত্রিপুরা সরকারে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—সেটা হল রেলওয়ে অথরিটির, সো ফার দি ল্যাণ্ড আণ্ডার দি রেলওয়ে অথরিটি, ইট ইজ নট উইদিন মাই নলেজ, ইফ মেম্বার কন্‌সার্নড লাইক টু নো দি এ্যাকচুয়েল পজিশান, আই ক্যান গিভ ডিটেইলস্ লেটার অন।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে অহরহ জমিগুলি নষ্ট হচ্ছে, এটার একটা বিহিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার এর তরফ থেকে কোন চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—We are making correspendence with them, to clear up all these from the land on the spot by which the paddy land can be saved,

Mr. Speaker :—Shri Sunil Chandra Dutta

Shri Sunil Chandra Dutta :—Question No. 841.

STARRED QUESTION NO. 841.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই বাজারের বিভিন্ন মহাল হইতে সরকার গত ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ইং আর্থিক বৎসরে কত রাজস্ব আদায় করিয়াছেন ?

২। উপরোক্ত আর্থিক ৩ বৎসরে সরকার খোয়াই বাজারটির উন্নয়নের জন্য কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন ?

৩। বাজারটির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে কি ?

৪। থাকিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮ ৬৯
১। চাঁদিয়ানা মহল	টা: ২১২৯,	টা: ৬২৫	টা: ১৩১৩·৮৩
২। গবাদি বাজার	টা: ২৬১২	টা: ২৬১২	টা: ৯৮৯·০০

২। কোন টাকা খরচ হয় নাই।

৩। হঁ্যা।

৪। চতুর্থ-পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকাল মধ্যে খোয়াই বাজারটির উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা আছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে বর্ষার সময় এই বাজারে হাজার হাজার লোক দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করে কর্দমাক্ত, অস্বাস্থ্যকর এবং পয়:প্রণালী না থাকার জন্য।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি যে তাদের কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং সেজন্যই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাজার উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে চলতি আর্থিক বছরে বাজার উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হবে কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি চতুর্থ পরিকল্পায় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বাজার উন্নয়নের জন্য এবং সেটার পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা হবে এবং সেটা যদি আমরা পাই তাহলে আমরা সেই কাজ সুরু করতে পারব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—খোয়াই বাজারের জন্য স্পেসিফিকেলী কোন বরাদ্দ আছে কিনা জানতে চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—খোয়াইর জন্য স্পেসিফিক আছে, তেলিয়ামুড়ার জন্য আছে এবং সেটার কাজ আমরা হাতে নেব অর্থের বরাদ্দ হলেই।

শ্রীবি, দাস :—প্রশ্ন একটা ছিল যে উন্নয়ন এর জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা থাকিলে তাহার বিবরণ। সেই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা জানতে পারিনি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি চতুর্থ পরিকল্পনাতে বাজার উন্নয়নের জন্য অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে। এখন কোন্ বাজারে কতটুকু ব্যয় করা হবে সেটা নির্ভর করে অর্থের মঞ্জুরীর উপর।

শ্রী ডাঃ বি, দাস :—উন্নয়নের জন্য স্পেসিফিক কোন স্কীম, যেমন পাকা ড্রেন করা বা ঐ ধরণের কোন কিছু আছে কিনা, থাকলে কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা অর্থের বরাদ্দের উপর নির্ভর করবে। ড্রেন করা ইত্যাদি অর্থের বরাদ্দের উপর নিভর করে এবং বিশদ বিবরণ সেটাতেই যুক্ত থাকবে। রাস্তাগুলিকে মেরামত করা, চান্দিয়ানা বাজারগুলিকেও উন্নয়ন করা যায় কিনা সেটা অর্থের বরাদ্দের উপর নির্ভর করে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন চতুর্থ পরিকল্পনায় করা হয়েছে কিন্তু আমার প্রশ্ন হল জনসাধারণ প্রতিদিন লাঞ্ছনা ভোগ করছে সেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই আশ্বাস দিবেন কি যে চলতি আর্থিক বছরে আমাদের বাজেট গৃহীত হলে পরে অনতিবিলম্বে কাজ আরম্ভ হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে অ্যাজ সুন অ্যাজ ম্যান উইল বি স্যাংশাণ্ড উই স্যাল ষ্টার্ট দি ওয়ার্ক। কেবল এখানেই নয়, অন্যান্য জায়গায়ও যেমন কৈলাসহর, উদয়পুর, জামজুরীতেও করব। এইভাবে প্রত্যেক বাজারেই কিছু কিছু উন্নতি করতে হবে। সেইভাবে যদি অর্থের বরাদ্দ পাওয়া যায় তাহলে আমরা করতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। এখানে বলা হয়েছে বিবরণ অর্থাৎ স্কীমে কি কি কাজ করবেন। কাজেই বিবরণটা তো উনি দিবেন। স্কীমে মোটামুটি একটা প্রপোজাল দেওয়া আছে। সেটা উনি বলবেন না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি বাজার উন্নয়নের জন্য এবং পাকা রাস্তা করা যেখানে প্রয়োজন হবে, শ্লুইস গেইট করা যেখানে প্রয়োজন হবে এবং তার জন্য অর্থের বরাদ্দ হলেই সেটা করা হবে। কোন জায়গায় পায়খানা নাই, সেখানে পায়খানা বানাতে হবে। সেটা অর্থের বরাদ্দের উপর নির্ভর করবে। অতএব অর্থের বরাদ্দ হলে পরে টেক্‌নিক্যাল স্যাংশান আনতে হবে এবং তারপর কাজ আরম্ভ হবে। এখন ১২ লক্ষ টাকার উপর আমরা বাজার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছি। সেটা স্যাংশান এলে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অ্যাপ্রোভ্যাল হলে কাজ শুরু হবে।

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে একটা টাকা স্যাংশানের জন্য যায় তখন মোটামুটি একটা স্কীম করা হয়। কাজেই সেই স্কীমটা কি ছিল সেটাই আমরা জানতে পারলাম না। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা আমি বলেছি খোয়াইয়ে একটা স্কীম আছে, একটা শ্লুইস গেইট করা যায় কিনা এবং পায়খানা সেখানে ছিল কিনা, পায়খানা তৈরী করা যায় কিনা এবং বাজারটা এক্সটেনশান করা যায় কিনা। সেটা অর্থের বরাদ্দের উপর নির্ভর করে।

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে খোয়াই বাজারের জন্য একটা শ্লুইস গেইট, ড্রেন, পাকা পায়খানা, অনেক পয়েন্ট শুনলাম, কিন্তু এইগুলির জন্য কত টাকা ধরা হয়েছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—প্রথম একটা টোকেন অ্যামাউন্ট ধরা হয়। তারপর আরও টাকা ধরা হয় মঞ্জুরী পেলে।

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি খোয়াই বাজারের জন্য যে টাকা টোকেন হিসাবে ধরা হয়েছে সেটাই আমরা জানতে পারি কি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা এখন আমি বলতে পারবনা।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 863.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, question No. 863.

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া বাজারের জল নিষ্কাশনের জন্য নালা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে উক্ত পরিকল্পনা কবে রূপায়িত করা হইবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের মধ্যে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তেলিয়ামুড়া বাজার যখন বর্ষা আসে তখন হাঁটু জলে ভরে যায়, এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন পক্ষ থেকে কোন আবেদন করা হয়েছে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—হ্যাঁ. করা হয়েছে এবং সেটাও চতুর্থ পরিকল্পনায় সেই বাজার উন্নয়নের জন্য ধরা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন চতুর্থ পরিকল্পনায় তেলিয়ামুড়া বাজার উন্নয়নের জন্য কাজ কবে আরম্ভ হবে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অ্যাজ সুন অ্যাজ মানি উইল বি স্যাংশাণ্ড দেন উই শ্যাল ষ্টার্ট ওয়ার্ক।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—তেলিয়ামুড়ার অধিবাসীদের যে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় বিশেষ করে এটা একজন মন্ত্রীর এলাকা, তবুও এই দুর্ভোগ যে এতদিনের মধ্যে দূর করা গেল না, এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন কি যে কবে তাদের এই দুর্ভোগ শেষ হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অর্থের বরাদ্দের উপর কাজ আরম্ভ করা নির্ভর করবে, কাজেই কোন সময় নির্দিষ্ট করে বলা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ডেভেলাপমেন্ট স্কীম বলতে কি বুঝায় এবং তেলিয়ামুড়া বাজার উন্নয়নের জন্য যে চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনায় টাকা টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা কবে পর্য্যন্ত হবে ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি একটা কোয়েশ্চানই রিপীট করছেন।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—অর্থের বরাদ্দের উপর খরচ নির্ভর করবে। যখন অর্থের বরাদ্দ হবে তখন আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারব। সেই জায়গাতে সমস্ত কিছুই আন-ডেভেলপ্ড আছে আমরা জানি, সেজন্য আমরা প্ল্যানিং কমিশনের কাছে টাকা চেয়েছি। শুধু তেলিয়ামুড়া নয়, ত্রিপুরার অন্যত্রও ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক আরম্ভ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০২।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০২ স্যার।

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া বিভাগের মাণিকপুর মৌজার সিট নং ১ এর ১৩৭ নং দাগ বর্ত্তমানে ও ৩০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে দখলকার শ্রীবৈশকুমার ত্রিপুরা ও সিদ্ধি কুমার ত্রিপুরা নামে দখল রেকর্ড না করিয়া মানিকপুর J, B. School এর নামে রেকর্ড করা হইয়াছে ?

২। যদি সত্য হয় তদন্তক্রমে রেকর্ড সংশোধন করিবেন কি ?

৩। ঐরূপ ভুল রেকর্ডের জন্য দায়ী কে ?

ANSWER

১। বিলোনীয়া বিভাগে মাণিকপুর নামে কোন রেভিনিউ ভিলেজ নাই।

২। }
৩। } প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১০ স্যার।

প্রশ্ন

১। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য একক বা যৌথভাবে ত্রিপুরার পূর্ব্বতন তালুকী ভূমিতে অবস্থিত কোন চা বাগানের ত্রিপুরা ১৯৬০ এর ভূমি আইনের ১৩৪ ধারা প্রবর্ত্তিত হইবার সময় মালিক ছিলেন কি ?

২। যদি মালিক থাকিয়া থাকেন তবে ঐ বাগানের নাম কি এবং বাগান করিবার নিমিত্ত কত পরিমাণ ভূমি তিনি বা তাহারা মহারাজার নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন ;

৩। বর্ত্তমান সেটেলমেন্ট জরীপে কত পরিমাণ ভূমি উক্ত চা বাগানের খাস দখলে এবং কত পরিমাণ ভূমি প্রজার দখলে পাওয়া গিয়াছে ;

৪। চা বাগানের দখলীয় ভূমির মধ্যে কত পরিমাণ ভূমি চা চাষের অধীনে পাওয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কত পরিমাণ ভূমিতে চা চাষ করা হইতেছে ;

৫। ভূমি আইনের ১৩৬ (১)(b) ধারা মতে প্রশাসক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিয়া থাকিলে কখন এবং কত পরিমাণ ভূমি উক্ত চাষের জন্য সাব্যস্ত করিয়াছেন ?

উত্তর

১)
২)
৩) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৪)
৫)

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪৬ স্যার।

QUESTION

1. Whether it is a fact that a post of Director under the Directorate of Food has been created by the Govt. ;

2. if so, whether requisition for recruitment to the said post of Director sent to the U. P. S, C. ?

ANSWER

1. Yes.

2. Requisition will be sent as soon as Recruitment Rules are finalised in consulation with the Union Public Service Commission.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই পোষ্টটা কত সনে, কত তারিখে ক্রীয়েশান হয়েছে।

Shri S. L. Singh :—A temporary post of Director, Food and Civil Supplies has been created in the month of June, 1969 with effect from the date of filling the post. The post has been filled purely on ad-hoc basis with effect from the 22nd August, 1969 by Shri M. L. Ganguly, a permanent Deputy Collector. This is purely a temporary administrative arrangement. This appointment will not confer any benefit in the matter of promotion, seniority and priority for confirmation. This appointment has already been reported to the U. P. S. C. as is required under the Rules. Steps have already been taken for finalisation of Recruitment Rules for the post. Regular appointment will be made according to the provisions of the Recruitment Rules, soon after this is finalised in consultation with the U. P. S. C.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মানিক গাঙ্গুলীকে যে এড-হক বেসিসে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে সেটা সিনিয়রিটি অবজার্ভ করে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এখানে আগেই বলা হয়েছে যে তিনি অনেক দিন ধরে সেই ডিপার্টমেণ্টে এ, ডি, এম., ফুড হিসাবে পরিচালনা করে আসছেন, অতএব তাকে সেই পোষ্টে এড-হক বেসিসে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই যে পোষ্ট তার পে-স্কেল কত এবং আদার এ্যামিনিটিজ কি ?

Shri S. L. Singh :—Pay-scale is same.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—পে-স্কেল কত ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে এটা টেম্পোরারী বেসিসে করা হয়েছে এবং ডিপুটি কালেক্টার হিসাবে যে রিমিউনারেশান পেতেন সেটাই পাচ্ছেন। This is temporary administrative arragement. This appointment will not confer any benefit in the matter cf promotion, seniority and priority for confirmation. This appointment has already been reported to the U. P. S. C. as is required under the Rules. Steps have already been taken for finalisation of Recruitment Rules for the post. Regular appointment will be made according to the provisions of the Recruitment Rules, soon after this is finalised in consultation with the U. P. S. C.

Mr. Speaker :—Hon'ble Member wants to know the pay-scale of the post of the Director of Food and Civil Supplies.

Shri S. L. Singh :—Pay scale is same.

Shri P, R, Das Gupta :—My question is this Pay-scale of the Deputy Collector is Rs. 325-1000/- যদি এই পে-স্কেলে তাকে দেওয়া হয়ে থাকে if any other additional aminities, privilege তার সংগে দেওয়া থাকে তাহলে সেই জায়গায় সিনিয়রিটি ষ্ট্যাড বি কনসিডারড। আমি এই বিষয়টি জানতে চাই।

Shri S. L. Singh :—The post has been filled purely on ad-hoc basis by a permanent Deputy Collector. This appointment will not confer any benefit in the matter of promoiion, seniority and priority for confirmation. I have told this.

Shri P. R. Das Gupta :—My question is whether he is getting any other benefit on the scale. এই যে পোষ্টটা হোলড করেছেন, তিনি এ, বি, সি, ডি হোয়াটএভার মে, বি, তিনি কি বেতন পাচ্ছেন, কি পে-স্কেল, ডিপুটি কালেক্টারের বেতন প্লাস কোনরকম এ্যাডিশন্যাল এ্যালাউয়েন্স পাচ্ছেন কি না ওন দি পে-স্কেল? সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি বলেছি যে আগে তিনি যে পোষ্টে ছিলেন সেই পোষ্টের বেতন এবং যেসব এ্যামিনিটিজ ছিল সেগুলিই তিনি পাচ্ছেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কনফারমড ডিপুটি কালেক্টার হিসাবে যে পে-স্কেল পেতেন সেটা তিনি পাচ্ছেন, আদার কোন বেনিফিট পাচ্ছেন না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এ, ডি, এম, ফুড হিসাবে যে বেতন পেতেন তাই তিনি পাচ্ছেন নো একসট্রা রিমিউনারেশান।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এ, ডি, এম, (ফুড) হিসাবে তিনি এ্যাপয়েনটেড কিনা কিম্বা এ, ডি, এম, ফুডের যে পাওয়ার তাকে দেওয়া হয়েছে বা তার ছিল, তারপর তাকে এ্যাক্সট্রা অন্য কোন পাওয়ার দেওয়া হয়েছে কিনা অফিসিয়েটিং হিসাবে, সেটা আমার জানার বিষয়।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ, ডি, এম ফুড হিসাবে কাজ করে আসছেন, এখন তাকে অফিসিয়েটিং হিসাবে কিছু পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। সেটাকে আমরা রেগুলেরাইজড করবার জন্যই তাকে ডাইরেক্টর অব ফুডের পোষ্ট দেওয়া হয়েছে। উনি এ, ডি, এম ফুডের পোষ্টে যে রিমিউনারেশান পেতেন, সেই রিমিউনারেশান তিনি বর্ত্তমানেও পাচ্ছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্নটার পরিস্কার কোন উত্তরই তিনি এখানে দিচ্ছেন না, স্যার। প্রশ্নটা হল, মানিক গাঙ্গুলী যিনি ডিষ্ট্রিক্ট কনট্রোলার অব ফুড ছিলেন, এ, ডি, এম হিসাবে তিনি যখন ছিলেন, সেখানে এ, ডি, এম হিসাবে তাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেটা সিনিয়রিটি অবজার্ভ করে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কেবল সিনিয়রিটি নয়, সেখানে এফিসিয়েন্সী এবং সিনিয়রিটি বোথ আর টু বি কনসিডার্ড।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে সিনিয়রিটি নয়, এফিসিয়েন্সী বিবেচনা করেই তাকে দেওয়া হয়েছে, তিনি এটাই বলতে চাইছেন। আমি জানতে চাইছি যে উনাকে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোন কাজে সিনিয়রিটি এবং এফিসিয়েন্সী এই দুইটি বিবেচনা করে কাউকে প্রমোশন দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমি জানতে চাইছি, ওনার বেলাতে এফিসিয়েনসি কনসিডার্ড করা হয়েছে না সিনিয়রিটি কন্সিডার্ড করা হয়েছে। উনি আমার প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই পজিটিভলি দিবেন, এটাই আমরা আশা করি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই দুইটি দিক দেখে প্রমোশান দেওয়া হয় এবং এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এগুলি বড় কথা নয়, অনেককে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে সেটা সিনিয়রিটি এবং এফিসিয়েন্সী দিয়ে দেওয়া হয়েছে, উনি বললেন। কিন্তু এফিসিয়েন্সী সম্বন্ধে বলতে গেল হোয়েদার হি ইজ ষ্টিল আণ্ডার দি ভিজিলেন্স অর নট ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—স্পীকার স্যার উনি যে সব বলছেন...

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আপনি বসুন আমার এখনও অনেক বলার আছে।

মিঃ স্পীকার :—ইউ সুড নট ডাইরেক্ট হিম।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, হি ইজ অবষ্ট্রাকটিং মি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। কারণ সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের সার্কুলার রয়েছে যে ইন অল কেসেস সিনিয়রিটি অবজার্ভ করা হবে। অথচ সেখানে একটা লোককে কতগুলি কনফার্মড ডিপুটি কালেকটারকে অভার রাইট করে, তাদের সিনিয়রিটি ইগনোর করে, তাকে এস, ডি, এম থেকে ডিপুটি কালেক্টার করা হয়েছে। সেটা কি হবে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে এখনও দেওয়া হয়নি, আর দেওয়া হবে কিনা সেটাও একমাত্র ভগবানই জানেন। তবে আমার এই প্রশ্নটা হল একটা হিটচের প্রশ্ন আমাদের এই হাউসের একটা প্রেশটিজের প্রশ্ন। সেজন্য আমি বলছি যে গভর্ণমেন্টের ডাইরেকটিভ রয়েছে সিনিয়রিটি অবজার্ভ করতে হবে। হোয়াই ইন দিস কেস দি সিনিয়রিটি ইজ ইগনোরড, এগেনষ্ট সো মেনি ভিজিলেন্স কেস হেভ বীন মেড।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি এই জায়গাতে বলব যে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার ডাইরেকটিভ এই নয় যে কেবল সিনিয়রিটি। সিনিয়রিটি এবং এফিসিয়েন্সী এই দুইটিই বিবেচনা করে কোন সার্ভিসের জন্য লোক নির্ব্বাচিত করা হয় এবং তাকে প্রমোশান দেওয়া হয়। এবং সেই ক্ষেত্রে সেই পোষ্টে বঝায় রেখে আমরা তাকে ফুড ডাইরেক্টর করেছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—রিসেন্টলী উনি ইউ, পি, এস, সিতে এপিয়ার হয়েছিলেন বাট হি হেজ নট বীন সিলেকটেড। অতএব সেটা দেখে এফিসিয়েন্সীর কথা আসে কি করে।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 33 (Postponed).

Mr. Speaker :—Question hour is over, I am sorry. There are 17 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions and the Starred Questions which was not answered orally.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, a deputation will come here, so I want your permission to meet with the deputation.

Mr. Speaker :—Just now.

Shri S. L. Singh :—Not just now. They will inform me accordingly.

Mr. Speaker :—That's right. I announce to make an Obituary Reference on the sad demise of Bertrand Russell.

OBITUARY REFERENCE

Honourable Members,

I would refer the sad demise of Bertrand Russell the British philosopher who had allied himself with the Indian independence struggle. Born on 18th May, 1872, Bertrand Russell died peacefully at his home near north Wales Town at 00.30 IST on Tuesday last.

Bertrand Russell one of the worlds greatest pacifists was the Chairman of the India League formed in Britain to help Indians and their claims for self-government. One of the greatest philosopher and mathematician of the twentith century Bertrand Russell will live in the world for all time to come. With his death world has lost one of the voices of its conscience. Perhaps Lord Russells voice was one of the most profound, it was certainly one of the loudest.

Bertrand Russell was one of the leading thinkers of all time, a genious who loved of humanity fought against the oppression. Mathematician at the age of 30. philosopher at 50, apostle and prophet at 80 Bertrand Russell was a socialogist and a historian. The entire life of Bertrand Russell has been a centre of many controversies. Bertrand Russell wrote more than 40 books and was a winner of the nobel prize for literature.

This House does most respectfully record its profound sense of grief and condolence at the sad demise of such a greatman and above all philosopher of all ages.

The Honble Members are requested to stand in their seats in silence for one minute to pay homage to the departed soul.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—

মিঃ স্পীকার :—Let me go to the next item of business. I have received Calling Attention Notices from the following Members, viz. Shri Binoy Bhusan Banerjee and Shri Sunil Ch. Dutta on the subject—

"Incident (Mizo attack) took place on Wednesday, the 28th January, 1970 at Laljuri Bazar under Dharmanagar Sub-division."

Now, I would call on the Hon'ble Minister in charge of the Department to make a statement. If the Honble Minister is not in a position to make a

statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice (s) will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—On the 12th February, I shall reply,

Mr. Speaker :—The Hon'ble Minister will make a statement on the 12th of February, 1970.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING RELAYING OF RULES ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Relaying of the following rules on the Table of the House.

i) The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Amendment) Rules, 1969 .... for 7 days.

ii) The Tripura Weights & Measures (Enforcement) Rules, 1968 ,.,. for 13 days,

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন ছিল।

Mr. Speaker :—I have disallowed that.

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—হাউসের বিজনেস অ্যাডজোর্ণ করে আমার এটা ডিসকাশন করার সুযোগ দেওয়া উচিত। কারণ ব্যাপারটা খুব জরুরী।

মিঃ স্পীকার :—আমি এটা আপনাকে কারণ দেখিয়ে ডিস এলাউ করেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা:— তবু এটা ডিসকাশন করার সুযোগ দেওয়া দরকার। কারণ যে অবস্থা চলেছে বন বিভাগে সেটা আর চলতে দেওয়া—

Mr. Speaker :—This should not be recorded in the proceedings.

(Shri Aghore Deb Barma still continued and there was an uproar)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned for 10 minutes.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, আমি খুব দুঃখিত যে হাউস ১০ মিনিটের জন্য আমাকে অ্যাডজোর্ণ করতে হয়েছিল। মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ তারা যেন হাউসের বিজনেস্ অবষ্ট্রাক্ট করে এইভাবে আমাদের অমূল্য সময় নষ্ট না করেন।

Next item of the House is the presentation of the Reports of the Committees :—

RULES COMMITTEE.

Mr. Speaker :—I would call on Shri Monoranjan Nath as authorised by me to proceed to present before the House the Sixth Report of the Rules Committee.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House the Sixth Report of the Rules Committee:

COMMITTEE ON PRIVILEGES

Mr. Speaker:—I would call on Shri Monoranjan Nath to proceed to present before the 8th and 9th Report of the Committee on Privileges.

Shri Monoranjan Nath:—Mr. Speaker, Sir, I the Chairman of the Comimittee on Privileges having been authorised by the Committee to present the 8th Report on Privileges Present its 8th and 9th Reports to the House.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, প্রিভিলেজ কমিটির এইটথ এবং নাইনথ যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে সেই রিপোর্ট পাওয়ার আগে আমার কাছে একটা কপি এসেছে। সেখানে আমি পড়ে দেখলাম যে রিপোর্টটা ইনকম্‌প্লিট। রুলস্‌ অব প্রসিডিউরের মধ্যে আছে যে (রুল ১৮৪)—Any member of a Committee may, if he so desires, record a separate note on any matter or matter dealt with in the report af the Committee, কিন্তু সেটা এই কমিটি রিপোর্টের মধ্যে নাই।

মিঃ স্পীকার :—সেটা পরে আলোচনা হবে।

Shri P. R. Dasgupta :—As a member of the Committee I have brought it to your notice.

PRESENTATION OF PETITION

Mr. Speaker :—Next item in the list of Business is Presentation of Petition. I would now call on the Assembly Secretary to report to the House, the petition submitted by Shri Promode Rn. Das Gupta M. L. A.

Secretary :—Sir, under Rule 216 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I have to report that a petition as per a statement laid on the Table has been received relating to anactment of a Law on Rent Control in Tripura by extention of the West Bengal Rent Control Act, with retrospective effect.

Mr. Speaker :—Under Rule 218 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, the Petition stands referred to the Committee on Petitions.

GOVERNMENT BUSINESS
FINANACIAL.

Presentation of the Demands for Excess Grants for the year 1965—66.

Mr. Speaker :—To day in the List of Business is the presentation of the Demands for Excess Grants for 1965—66.

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to present before the House the Demands for Excess Grants for 1965—66,

Shri Krishnadas Bhattacharjee ;—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to present before the House the Demands for Excess Grants for 1965—66.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, you are requested to submit your Cut Motions, if any on Demands for Excess Grants for 1965—66 within 5 P. M. on Saturday, the 7th February 1970. You are also requested to have your copies of the Demands for Excess Grants for 1965—66 from the Notice Office.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (RESOLUTION)

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Private Members, Resolution. I would call on Shri Bidya Ch. Deb Barma to move his Resolution that—ত্রিপুরা বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে উদয়পুর, ধর্মনগর ও খোয়াইয়ে কলেজ খোলার জন্য সর্ক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক এবং উহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার দাবী জানানো হোক।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি এই রিজুল্যুশান রাখার কারণ হচ্ছে যে আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র তিনটি কলেজ আছে। কিন্তু আজকে আমাদের লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ হয়ে গেছে অতএব সেইদিকে লক্ষ্য রেখে লোকসংখ্যা বাড়ার অনুপাতে যদি কলেজ না বাড়ানো না যায় তাহলে পরে আমরা আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের কলেজে সীট দিতে পারবনা। আজকে যে তিনটি কলেজ আছে তাতে সীট সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, কাজেই আরও তিনটি কলেজ এখানে করা দরকার। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে যারা কলেজে যাবেন। তাদের অনেকেই সীটের অভাবে পড়াশুনা করতে পারছে না। সেইদিক দিয়ে বিবেচনা করেই আজকে এই হাউসের মধ্যে আমি এই প্রস্তাব এনেছি। আরও একটা দিক হচ্ছে যে কলেজ যদি বাড়ানো হয়, তাহলে শুধু ছেলেদেরই নয়, মেয়েদেরও যে কলেজে ভর্তি হওয়ার অসুবিধা আছে সেটাও কিছু পরিমাণ দূর করা যেতে পারে। আমার আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে যে, বেসরকারী যে সমস্ত কলেজ আছে, সেগুলি সরকারী দায়িত্বে নেওয়া হউক। কারণ

বেসরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত কলেজ চলছে, সেইসব কলেজের অধ্যাপকরা ঠিকমত বেতন পাচ্ছেন না। তাছাড়া আরও দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপক নেই, ইত্যাদি কারণে সেখানে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, কাজেই সেই সমস্ত কলেজ সরকারী উদ্যোগে নিয়ে সেখানে যাতে অবিলম্বে অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়, সেইজন্য আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি। ধর্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াইতে যদি কলেজ না করা হয়, তাহলে পরে সেইসব অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করা, উচ্চ শিক্ষা নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। একদিকে আছে তাদের আর্থিক সংকট, এই আর্থিক সংকটের ভিতর তাদের যদি আগরতলা, কৈলাসহর বা বিলোনীয়া গিয়ে লেখাপড়া করতে হয়, সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই এই তিনটি স্থানে কলেজ স্থাপন করা দরকার। ঐ তিন জায়গার জনসাধারণও এইদিকে খুবই আগ্রহশীল। উদয়পুরে আমি জানি যে কলেজ স্থাপনের জন্য চাঁদা করে হাজার হাজার টাকা তারা সংগ্রহ করেছে, কিন্তু দুর্নীতিবাজ কংগ্রেস দল সেই সব টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং তার মধ্যে ২৫ হাজার টাকার মত এখন সেখানে জমা আছে। শুধু উদয়পুরেই নয়, ধর্মনগরেও একটা কলেজ স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে এর কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। খোয়াইতে আমরা দেখি যে চেবী অঞ্চলে দীবানন্দ তালুকদার নামে একজন লোক কলেজের জন্য জমি দিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে কোন এই বিষয়ে সাড়া পাওয়া যায় নাই। ছাত্ররা কলেজ করার জন্য উদয়পুর এবং ধর্মনগর, খোয়াই বহু সভা সমিতি করে, দাবী দাওয়া জানিয়েছিল যে আমরা সরকারী উদ্যোগে কেন কলেজ চাই। তার কারণ হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে যদি কলেজ না হয়, তাহলে সেই যে দুর্নীতি এবং দুর্গতির সৃষ্টি হচ্ছে বেসরকারী কলেজের মেনেজিং কমিটির মধ্যে, সেগুলি বন্ধ করা যাবে না। তাছাড়া বেসরকারী উদ্যোগে কলেজ করলে পরে যে সমস্ত চার্জ ছাত্রদের কাছ থেকে করা হয়, সেটার ১০ ভাগ খরচ মাত্র জনসাধারণের কাছ থেকে নেওয়া হয়, এটা যদি সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয় তাহলে ছাত্ররা সেটা দেওয়া থেকে রেহাই পাবে কারণ গরীব জনসাধারণের পক্ষ থেকে এটা দেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাছাড়া আমরা দেখি যে, যে টাকা উঠে বা কালেকশান হয়, সেই সমস্ত টাকার অধিকাংশই কতগুলি লোক আত্মসাৎ করে। আজকে চতুর্থ পরিকল্পনায় আমরা দেখেছি যে পুলিশ খাতে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু কলেজের জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় নাই। কাজেই আমি এখানে বলব যে পুলিশ খাতে টাকা কমিয়ে, কলেজ বাড়ানোর জন্য টাকার বরাদ্দ বাজেটে করা হউক।

আমরা জানি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্‌চেলার এখানে এসেছিলেন এবং তার সাথে আলাপ আলোচনা করে জানলাম যে তিনিও এখানে আরও কলেজ স্থাপনের জন্য আগ্রহী। কাজেই যারা এই হাউসে প্রগতিশীল সমাজবাদে বিশ্বাসী তাদের কাছে আমি অনুরোধ রাখব যে তারা আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। সরকার থেকে যদি এই কলেজ স্থাপনের দায়িত্ব না নেন, তাহলে ছাত্ররা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কি করে কলেজ আদায় করতে হয়, তাদের দাবী আদায় করতে হয়, সেটা তারা জানে এবং সেটা তারা আদায় করে নেবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু এখানে যে রিজলিউশানটা উপস্থিত করেছেন, তা ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থার সংগে সঙ্গতি রেখেই করেছেন। তিনি রিজলিউশানটা উপস্থিত করতে গিয়ে বলেছেন যে উদয়পুর, ধর্ম্মনগর এবং খোয়াইয়ে কলেজ খোলার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক এবং উহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার দাবী জানানো হউক। এখন উদয়পুর, ধর্ম্মনগর এবং খোয়াইতে কলেজ খোলার যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে আমরা দেখব যে এই প্রস্তাব রাখা সঙ্গত হয়েছে কিনা এবং এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং এই সব জায়গাতে কলেজ স্থাপনের কোন আশু প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। আমরা দেখতে পারছি যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থায় এই সব জায়গাতে কলেজ স্থাপনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ ত্রিপুরাতে সামন্ত রাজার আমলে জনসাধারণের ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া করার কোন বিশেষ সুবিধাই ছিল না। তখনকার সময়ে এখানে লেখা পড়া করা একটা বিশেষ অসুবিধা-জনক ছিল। কেননা সেই সময়ে তেমন কোন স্কুল কলেজ এখানে স্থাপিত হয়নি। আজকের দিনে যদিও আমাদের এই ত্রিপুরাতে অনেক স্কুল হয়েছে এবং মাত্র ৩টি কলেজও রয়েছে, তথাপি ত্রিপুরাতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধার দিক থেকে সেগুলি নিতান্ত কম। ঐ দিনকার সামন্তরাজের আমলে এই ত্রিপুরাতে অধিকাংশ লোকই ছিল অশিক্ষিত। আজকে দিনের পরিবর্ত্তন হয়েছে। ১৯৪৭ ইং সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এখনকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার জন্য একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে। যদিও গত ২ই দশকের বুর্জোয়া শিক্ষা নীতির মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা মানুষ পেয়ে আসছে, তব আমি বলব যে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। ত্রিপুরাতে স্কুলগুলি খোলার সংগে সংগে আমরা দেখব যে এখানে শিক্ষার্থীদের ভীড় ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এই ভীড়ের কোন সীমা আছে বলে আমার মনে হয় না। তার কারণও আছে, দেশ বিভাগের পর থেকে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী পূর্ব পাকিস্তান থেকে দিনের পর দিন এবং বছরের পর বছর শুধু মানুষ সীমান্ত পার হয়ে আসছে নানাবিধ কারণে, তার মধ্যে রাজনৈতিক কারণটাও কোন অংগে কম নয়। এসব কারণে যে ত্রিপুরাতে লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ লক্ষ এখন সেখানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬ থেকে ১৭ লক্ষের মত। অথচ আমাদের যে সব স্কুল হয়েছে এবং কলেজ হয়েছে তা ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদায় তুলনায় কি যথেষ্ট আমরা বলব? না, যথেষ্ট নয় কেননা আমাদের এই পর্য্যন্ত মাত্র ৪টি কলেজ হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল সরকারী আর বাকী ৩টি হল বেসরকারী। তারপর এই সব কলেজের সীট সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের মফঃস্বলের বহু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে স্থান সংকুলানের অভাবে এই সব কলেজে ভর্ত্তি হতে পারে না। তাছাড়া তাদের অভিভাবকেরা তেমন অবস্থাবান নয় যে তারা শহরের কোন কলেজে তাদের ছেলেমেয়েদের রেখে পড়াশুনা করাতে পারে। আর যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তারা কলেজের বোর্ডিং বা বাসস্থানের অভাবে সেখানে রেখে পড়াশুনা করাতে পারছেন। ফলে তারা বাধ্য হয়ে তাদের ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। তাই বলছি যে মফঃস্বলের এই তিনটি জায়গাতে আপাততঃ কলেজ স্থাপন করে আমরা তাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে আমি বলব যে উদয়পুরে কলেজ স্থাপন করার জন্য সেখানকার জনসাধারণ এবং নাগরিকবৃন্দ একটি কমিটি গঠন করেছেন এবং সেই কমিটির মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মত একটা তহবিলও করা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য হল উদয়পুরে যাতে একটা কলেজ স্থাপন করা যায়। কিন্তু দেখা গেলো সেখানে ঐ কলেজের টাকা নিয়ে অনেক গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ নাকি সেই টাকার বেশ কিছু অংশ বেমালুম লোপাট করে দিয়েছে তবুও এখন সেই তহবিলে প্রায় ৪৫ হাজার টাকার মত আছে এবং সেটা স্থানীয় ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে। সেখানে কলেজ স্থাপনের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহের কোন অভাব নেই। কিন্তু সরকার থেকে কোন প্রকার সারা পাচ্ছে না। সরকার যদি এই ব্যাপারে উদ্‌যোগী হন, তাহলে সেখানকার জনসাধারণ তাকে সহযোগীতা করতে সব সময়ে রাজি আছেন এবং এইভাবে উদয়পুরে একটা কলেজ স্থাপিত হতে পারে। এতে যে শুধুমাত্র উদয়পুরের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে এমন নয়, তার আশেপাশের আরও যে তিনটি মহকুমা রয়েছে যেমন সোনামুড়া, সাব্রুম এবং অমরপুর সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা এই কলেজের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন এবং সেই সেখানকার অভিভাবকেরাও যারা এতদিন যাবৎ তাদের ছেলেমেয়েদের আর্থিক অবস্থার জন্য শহরের কোন কলেজের বোর্ডিং বা বাসস্থানে রেখে পড়াতে পারছিলেন না তাদের অনেক সহায় হবে। কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় যে ত্রিপুরা সরকার সেদিক দিয়ে কোন সড়াই দিচ্ছেন না। তারা এই কলেজ স্থাপন করবার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছেন না। যেখানে আজকে ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার পর সেখানকার স্বনামধন্য কংগ্রেসী নেতারা ঐ টাকা নিজেদের পকেটে রেখে বেশ মজা লুঠছে। এই কারণে কিছুদিন আগে, সেখানকার ছাত্র সমাজ একটা ধর্মঘটও করেছিলেন এবং সরকারকে সেখানে একটা কলেজ স্থাপনের জন্য তাদের মনোভাবও জানিয়ে দিয়েছেন। তারপরে সেখানে উদয়পুর বন্ধেরও ডাক দেওয়া হয়েছিল। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাড়া জাগছে না। অথচ এই সরকারের যারা বড় নেতা, তারাই বলছেন যে দেশের মধ্যে যদি শিক্ষা বিস্তার না করা যায়, তাহলে দেশের উন্নতি হবে না, দেশকে এবং দেশের জনসাধারণকে আগে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এবং দেশের সমস্ত ছাত্র সমাজকে আজকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং সেই সুযোগ সুবিধা তাদেরকে সর্বাগ্রে দিতে হবে।

তারপরে ধর্মনগরেও আর একটা কলেজ খোলবার জন্য চেষ্টা চল্‌ছে এবং তারজন্য সেখানেও একটা কমিটি করা হয়েছে তারা কয়েকটা সভাসমিতি ও সেখানে করেছেন এবং সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে ধর্মনগরে একটা কলেজ হওয়া একান্ত দরকার। এরকমভাবে আজকে খোয়াইতেও কলেজ খোলার দাবী উঠেছে। এই প্রস্তাবেই উত্থাপক মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু এখানে বলেছেন যে চেবরীর দিবানন্দ দেববর্ম্মা নামে একজন বলেছেন যে তিনি সেখানে কলেজ খোলার জন্য যত জমি দরকার তা সরকারকে দান করবেন। এতসব করার পরও সেখানে একটা কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার থেকে কোন প্রচেষ্টাই করা হচ্ছে না। সরকার এই ব্যাপারে জনসাধারণের কাছ থেকে কোন সাহায্য চাইছে না, এমন করে কি কোন কলেজ হয়? আমি এখানে বলতে চাই যে কলেজগুলি স্থাপন করার জন্য সরকার কোন রকম

আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণ সরকারের সহিত এর এই ব্যাপারে সহযোগীতা করতে একান্তভাবে ইচ্ছুক। সরকার তাদের সাহায্য ও সহযোগীতা চাইলে তারা সেটা দিতে কখনও কার্পণ্য করবেন বলে আমার মনে হয় না। অথচ এই সমস্ত কলেজগুলি সরকারী উদ্‌যোগ হওয়া উচিত এবং এগুলি করলে পরে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের তাঁদের যে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ আছে, সেটা লাভ করার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া যেতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা কেন এই কথাটা বলছি, তার কারণ হচ্ছে বেসরকারী উদ্‌যোগে কলেজে হতে গেলে সেখানে শতকরা ১০ ভাগ করে জনসাধারণকে দিতে হবে কিন্তু আজকে তাদের যে আর্থিক অবস্থা এই ১০ ভাগ দেওয়াও তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তাছাড়া সরকারী উদ্‌যোগে যে সব কলেজ হয়েছে সেগুলির পরিচালনার ব্যাপারে ত্রিপুরার জনসাধারণের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। এই তো সেদিনকার ব্যাপার, কৈলাশহরের আর, কে বিদ্যালয়ের অবস্থা, সেটা তো আর সেখানকার মানুষ এখনও ভুলে যায় নি। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে অনেক গোলমাল চলেছিল। সেখানকার কলেজের যে ম্যানেজিং কমিটি আছে, তারা কলেজের বহু টাকা গায়েব করে দিয়েছে। সেজন্য গত বছর সেখানে অনেকগুলি গোলমাল হয়েছে। তার পরে আছে আগরতলা শহরের রামঠাকুর কলেজ। এখানেও ঐ একই অবস্থা। দুই দিন পরে পরে অধ্যাপকদের ছাঁটাই করা হতে থাকে। তাতে করে এই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের লেখা পড়ার অনেক অসুবিধা হয়। কলেজের অন্যান্য ষ্টাফেরা এবং এই স্কুলের মাষ্টারেরা রীতিমত তাদের বেতন পান না। এইসব বেসরকারী কলেজগুলি স্থাপন হওয়ার সংগে সংগে স্বনামধন্য এবং সমাজতন্ত্রের প্রচারকেরা এই সব কলেজের মাধ্যমে বেশ কিছু টাকা নিজেদের লুটে নেওয়ার একটা সুযোগ হয়। তারপরে কলেজ ডেভেলাপ-মেন্টের নামে শতকরা ১০ ভাগ অভিভাবকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার উপরে ছাত্রদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার উপরে ছাত্রদের কাছ থেকে এই ডেভেলাপমেন্টের নামে বেশ কিছু টাকা আদায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু কই কোথাও তো সেই রকম কোন ডেভেলাপমেন্ট হচ্ছে বলে চখে পড়ে না। ঐ ভেগদারী নেতারা ঐ সব টাকা পয়সা দিয়ে বেশ ফুর্ত্তি করে আমোদ করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সামান্য খেলাধুলার ব্যাপারে পর্য্যন্ত কোন রকমের ব্যবস্থা করে তারা দিতে পারছেন না। অথচ এগুলি করা একান্ত দরকার। এসব করে দেওয়ার মত ক্ষমতা কি ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের আছে? আমি বলব না, কেননা তারা বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল। যার জন্য দেখা যায় যে তারা অনেক সময়ে তাদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয় বা দেওয়া হয়। যা হউক, ত্রিপুরার সামগ্রিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আমরা বলতে পারি যে এই প্রস্তাবটা সংগত হয়েছে এবং প্রস্তাব যাতে কার্য্যকরী হয় সেজন্য আমি রুলিং পার্টির সদস্যদের অনুরোধ জানাব যাতে করে তারা এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন। এবং এই প্রস্তাব যাতে কার্যকরী করা হয়, এই প্রস্তাব যাতে মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যরা গ্রহণ করেন সেই ব্যবস্থা করবেন কারণ তাঁরাও অস্বীকার করতে পারেন না যে আজকে কলেজ

দরকার। সুতরাং তাঁরা যাতে মনে প্রাণে এই প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থন করেন এবং উদয়পুর, ধর্মনগর এবং খোয়াইতে যাতে কলেজ স্থাপন করা যায় এবং তাতে গরীব ছাত্র ছাত্রীরা যাতে লেখা পড়ার সুযোগ পায় এবং সরকার যাতে এই কলেজগুলি স্থাপনে উদ্যোগী হন সেজন্য সকল দেশবাসীই তাদের সহযোগিতা পাবেন এবং আমরাও সহযোগিতা করব এবং সেজন্য আমি আশা করি রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন এবং এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে সাহায্য করবেন। এই বলেই আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্ম্মা যে ধর্ম-নগর, খোয়াই এবং উদয়পুরে কলেজ স্থাপনের জন্য প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। আজকে হয়ত রুলিং পার্টির মাননীয় মিনিষ্টারগণ এই কথা বলতে পারেন এবং সব সময়েই বলে থাকেন যে আমরা অনেক কিছু করেছি। কিন্তু এটাও ঠিক যে লোকসংখ্যা প্রি-পার্টিশানের আমলে ত্রিপুরায় যা ছিল তার থেকে অনেক বেড়েছে। সেই দিক দিয়ে সরকারী এবং বেসরকারী যে কলেজগুলি আছে সেগুলি ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। ইদানীং আমরা দেখেছি যে বীর বিক্রম কলেজ, উইমেন কলেজ, কৈলাসহর এবং বিলোনীয়াতে যে কলেজগুলি আছে এইগুলিতে ভর্তির ব্যাপার নিয়ে যে গোলমাল সুরু হয় এটা মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন। রামঠাকুর কলেজেও একশ'এর বেশী ছাত্র ভর্তি করবে না। মৌখিক অর্ডার আছে ফ্রম দি ডিরেক্টর। কিন্তু লিখিত কোন অর্ডার নাই। কাজেই ছাত্রের ভীড় থাকলেও একশ' এর বেশী ভর্তি করা যাচ্ছে না। তাহলে অন্যান্য ছাত্রদের অবস্থাটা কি? কলেজের দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাব এসেছে সেটা অত্যন্ত যুক্তিসংগত। আজকে ছাত্র সংখ্যা যেমন বেড়েছে সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি রেখেই খোয়াই, উদয়পুর এবং ধর্মনগরে ইমিডিয়েটলি কলেজ খোলা দরকার। সেজন্য এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি বলছি। এইকথা সব সময়েই শোনা যায় যেমন ত্রিপুরার যারা মিনিষ্টার তারা ত্রিপুরার শিশু শিক্ষার জন্য অনেক সময়ে আমরা দেখি তাদের ঘুম হচ্ছে না। কিন্তু কলেজে ভর্ত্তি বা স্কুলে ভর্ত্তির ব্যাপারে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখি অবস্থা দিনের পর দিন জটিল হয়ে আসছে। অবশ্য সরকারী প্রচেষ্টাও চলছে যাতে লোকসংখ্যা কমানো যায় এবং সেজন্য নানারকম বার্থ কনট্রোল মেজার নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরার আর্থিক ব্যাপারে কোন কিছু করতে হলেই কেন্দ্রের কাছে যেতে হয়। এটাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যে হারে দিন দিন ত্রিপুরার লোক সংখ্যা বাড়ছে—কথাটা অবশ্য অপ্রাসংগিক, তবু রেফারেন্স হিসাবে বলতে হচ্ছে। কাজেই এই দিক দিয়ে যদি স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর না দেওয়া হয় তাহলে মিনিষ্টার যেমন আজকাল বলে থাকেন ছাত্রছাত্রীদের পলিটিক্স করা উচিত নয়, এইরকম অনেক উপদেশ বাণী দিয়ে থাকেন। কিন্তু যে সমস্ত ছাত্ররা শিক্ষাদীক্ষা চায় তারা লেখাপড়া শিক্ষতে পারছে না। কিন্তু আমরা যথেষ্ট করেছি, আর করা দরকার নেই এই কথা মিনিষ্টারগণ বলতে পারবেন না। আমাদের চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রীর কাছেই এই ব্যাপারে অনেক দরবার আসে, ভর্তির ব্যাপারে,

কলেজ খোলার ব্যাপারে দরবার আসে। কাজেই যেসমস্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেটা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কাজেই ত্রিপুরার জনসংখ্যার এবং ছাত্র সংখ্যার যে বৃদ্ধি তার দিকে দৃষ্টি রেখে এই কলেজগুলি খোলা দরকার।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় মেম্বার বিদ্যা দেববর্মা মহাশয় খোয়াই, ধর্ম্মনগর এবং উদয়পুরে কলেজ স্থাপনের জন্য যে প্রস্তাবটি এনেছেন এর গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করি। আমি ধর্ম্মনগরের অধিবাসী। ধর্ম্মনগরের জনসাধারণ কলেজ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবত নিজেরা চেষ্টা করছেন। এই চেষ্টায় আমরা অংশ নিয়েছি। কিন্তু মাঝে মাঝে রাজনৈতিক বিভ্রান্তির জন্য জনতার মধ্যে একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। কাজেই সরকারী প্রচেষ্টা ভিন্ন একটি কলেজ স্থাপন করতে যে টাকা দরকার সেই টাকা দরিদ্র ধর্ম্মনগরবাসী সংগ্রহ করতে পারবে না এবং আমরা দেখি উচ্চ শিক্ষা তারা দিতে চায়। কিন্তু তারা অসহায়। তাদের ছেলেদের আগরতলা রেখে শিক্ষা দেওয়ায় যে খরচ কৈলাসহরে রেখেও সেই খরচ। তাই অনেকেই উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্খা থাকলেও তারা তা পারে না। উচ্চ শিক্ষা যদি তারা পায় তাহলে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় তারা তাদের যোগ্যতা দেখাতে পারবে এবং চাকরীতেও তারা সুযোগ পাবে। তারা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেও বেকার বসে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি যে ধর্ম্মনগরে একটা কলেজ সরকারী প্রচেষ্টায় হওয়া দরকার। আমার বন্ধুরা বলে থাকেন যে বেসরকারী কলেজ হলেই গোলমাল. সরকারী কলেজ হলেই ভাল হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে কলেজ সরকারী বা বেসরকারী কোন পার্থক্য নাই। এই গুলিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে ব্যবহার হচ্ছে। তাদের দাবী ভাল। কিন্তু তার মধ্যেও কংগ্রেসের নেতাদের আক্রমন করার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তা' তারা দূর করতে পারেন নাই। তাই আমি ত্রিপুরার কয়েকটি সাব-ডিভিশনে শিক্ষার অগ্রগতির দিক লক্ষ্য রেখে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি এবং আশা করব সরকার এই বিষয়টি উপলব্ধি করে যাতে সত্বর কলেজ স্থাপন করতে পারেন সেই চেষ্টা করবেন। আমি এই অনুরোধ রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

Mr. Speaker :—Now any other Member willing to participate?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা হাউসে যে প্রস্তাব রেখেছেন ধর্ম্মনগর, খোয়াই এবং উদয়পুরে সরকারী উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আমি তার গুরুত্ব উপলব্ধি করি। ধর্মনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি—অর্থাৎ বিরোধী পক্ষ থেকে যে আজ প্রস্তাব এসেছেন, আমি বলব ধর্মনগরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি দীর্ঘদিন পূর্বে যখন বাজেট আলোচনা বিভিন্ন সময়ে এই হাউসে হয়েছে, আমি সেই আলোচনার মাধ্যমে ধর্মনগরে সরকারী উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বলেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মনগর আমি বলব যে লোকসংখ্যার অনুপাতে ত্রিপুরার মধ্যে দ্বিতীয় টাউন। আজকে টাউনের মধ্যে তথা ধর্ম্মনগর টাউনের মধ্যে যে পরিমাণ লোক হয়েছে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইদিকে দৃষ্টি রেখে অবিলম্বে সেখানে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা দরকার এবং একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে

পরে যে সমস্ত আবহাওয়া দরকার সেখানে সেই সমস্ত সবই আছে। যদি কমিউনিকেশনের কথা বলা হয়, তাহলে ধর্মনগর শ্রেষ্ঠ স্থান, যদি স্কুলের কথা বলি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে স্কুলের সংখ্যা নগণ্য নয়। আমরা যদি টাউনের অবস্থিতির দিক থেকে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব যে এটা বর্ডার চেয়ে অনেক দূরবর্তী, এই সমস্ত অবস্থায় ধর্মনগরে একটা কলেজ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ছাত্রদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছা থাকা সত্বেও, আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় বিভিন্ন স্থানে যেয়ে তারা ভর্তি হতে অক্ষম হয় এবং বাধ্য হয়ে তাদের যে উচ্চ শিক্ষার আকাংখা, সেটা আর তাদের হয়ে উঠে না, এই দিকে চিন্তা করে দেখলে পরে সেখানে সরকারী উদ্যোগে করেন, সেখানে না হলে পরে জনসাধারণের পক্ষে নানারকম fund যে দিতে হয়, যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এফিলেশান পাওয়ার জন্য fund রাখতে হয়, সেইসব fund ইত্যাদি ধর্মনগর'এর গরীব অধিবাসীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। তাদের থেকে চাঁদা তুলে fund রাখা সম্ভবপর নয়। আরেকটা জিনিষ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধর্মনগরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি হয়েছে এবং চাঁদা তুলতে, চেষ্টা করেছে, কমিউনিষ্ট পার্টির মাননীয় সদস্য আজকে যে প্রস্তাব রেখেছেন, তারা একমাত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই আজকে প্রস্তাব রেখেছেন, তারা কলেজ সেখানে চান না, যদি তারা তা চাইতেন তাহলে কংগ্রেস থেকে কমিটি করে যখন চাঁদা আদায় করতে গিয়েছেন, কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা বাঁধা দিয়েছে এবং বলেছে চাঁদা দিবে কেন, তোমরা বরং আমাদের কমিটির মধ্যে চাঁদা দাও এবং সেই কারণে চাঁদা আদায় করতে পারে নাই। এইসব কারণে ধর্মনগর কলেজ করা সম্ভব হয় নাই, এইসব প্রতিবাদ করে তারা সেখানকার কলেজ করার যে উদ্যোগ সেটা প্রতিহত করেছে, কিন্তু আজকে এখানে এই প্রস্তাব রেখেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য নয়, পশ্চিমবংগের মত দলাদলি করে কলেজ ভাংগার চেষ্টা করছেন। কলেজে দলাদলি করে, উচ্ছৃংখলতার সৃষ্টি করে যাতে ছেলেমেয়েরা রীতিমত পড়াশুনা না করতে পারে তার চেষ্টা করছে। এই কারণেই সরকারী উদ্যোগ ছাড়া ধর্মনগরে কলেজ হওয়া সম্ভব নয়। ধর্মনগরে যে পরিস্থিতি তা আমি বললাম। যাতে সেখানে সরকারী উদ্যোগে একটা কলেজ সেখানে করা হয়, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্ম্মা যে উদয়পুরে, ধর্মনগরে এবং খোয়াই সরকারী উদ্যোগে তিনটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য রিজল্যুশান এই হাউসে এনেছেন, আমি সেটা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। কারণ আমরা বহু পূর্ব্ব থেকে— ১৯৬১ সন থেকে একটা কলেজ উদয়পুরে গঠন করার জন্য আবালবৃদ্ধবণিতা চেষ্টা করেছি এবং আমরা ২৬।২৭ হাজার টাকার একটা ফাণ্ড কালেকশান করেছি এবং সেটা এখন ষ্টেটব্যাংকে জমা আছে। আমরা একথা আমাদের শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি, উনারা বলেছেন যে, অর্থ সংকুলান যদি হয় তাহলে কলেজ দেবেন। উদয়পুরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে পরে কেবল উদয়পুরই উপকৃত হবে তা নয়, সোনামুড়া, অমরপুর, আশেপাশে যে সাবডিভিশন আছে, সেখানকার ছাত্রছাত্রীদেরও উপকার হবে। আমাদের এখানে নূতন দিনের সূচনা হয়েছে। আমাদের চীফ কমিশনারের জায়গায় এখন লেফটানেন্ট গভর্ণর পেয়েছি এবং তিনটি

ডিষ্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার হবে একটা নর্থে, একটা সাউথে এবং একটা সদরে, এইভাবে তিনটি হেডকোয়ার্টার হওয়ার প্রস্তাব আছে। যখন ত্রিপুরা উন্নতির দিকে এগুচ্ছে. আমরা শিক্ষায় পেছনে পড়ে থাকব সেটা হতে পারে না। আমাদের ছেলেমেয়েরা মেট্রিকুলেশন পাশ করে কৈলাশহরে যদি পড়তে যেতে হয় বা বিলোনীয়ায় বা আগরতলা যেয়ে পড়তে হয় সেটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি জানি অর্থের অভাবে তারা আগরতলা বা অন্য সাবডিভিশনে তারা স্থান করতে পারে নাই, বাড়ীতে বসে আছে, এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে। আমি তাই আশা করব যাতে নাকি উদয়পুর, ধর্মনগর এবং খোয়াই এই তিনটি স্থানে কলেজ করা হয়, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমতি রেণু চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রস্তাবের যুক্তিকতা সম্বন্ধে কিছু অস্বীকার করছি না। কারণ, জনসংখ্যার অনুপাতে কলেজের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার এবং কলেজে কত পরিমাণ সীট থাকবে সেটা জন সংখ্যার বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের ষ্টেটিষ্টিক্স না নেওয়া পর্যন্ত সঠিক করে এখন কিছু বলা চলে না। তবে স্কুল কলেজে যত বাড়বে, শিক্ষার মানও আমাদের তত বাড়বে এবং তাতে করে আমাদের জনসাধারণের এবং জাতীয় জীবনের অনেকের অনেক উন্নতি হবে এটাই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে, আমাদের ত্রিপুরার বর্তমান আর্থিক অবস্থা কি? আমাদের ত্রিপুরার রেভিনিউ কি? ত্রিপুরার আয় কি? আমাদের সব কিছুই নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর, তারা টাকা দিলেই আমাদের বাজেট তৈরী হয় এবং সেই মত আমাদের খরচ করতে হয়, এটা বোধ হয় কারও অজানা নয়। আগামী ৪র্থ পরিকল্পনায় আমাদের জন্য শিক্ষা খাতে কতটাকা ধরা আছে এবং ঐ টাকার দ্বারা আমরা আমাদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কতটুকু উন্নতি করতে পারব সেটা আমাদের এখনই ভেবে দেখতে হবে। আমরা জানি যে আমাদের যা চাহিদা আছে, এই টাকার মধ্যে সব কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন ৪র্থ পরিকল্পনায় আমাদের কলেজ খোলার দাবী হবে কিনা সেটাও আমাদের ভেবে দেখা দরকার এবং এসব দিকে চিন্তা করে এই ধরণের একটা প্রস্তাব এই হাউসের সামনে উপস্থিত করলে ভাল হত বলে আমি মনে করি। কারণ মাননীয় সদস্য, মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন এই কলেজ খোলার ব্যাপারে আমরা আগেও অনেক আলাপ আলোচনা করেছি, এটা নূতন কিছু নয়। আমি একটু আগেও বলেছি যে আমরা অনেক সময়ে আমাদের অনেক প্লেন বা স্কীম বন্ধ করে রাখতে হয় টাকার অভাবে এবং অর্থের জন্য সব সময়ে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তাদের স্যাংস্যান যতক্ষণ আমরা না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের কিছু করার থাকে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখানে যে চেষ্টা হচ্ছে না, তা নয়। যদিও স্কুল সংখ্যায় অনেক বেড়েছে, তবু আমাদের এখনও অনেক কিছু করার আছে। আর কলেজ আছে এখানে ৪টি—আগরতলা সহরে রয়েছে আমাদের এম, বি, বি কলেজ আর একটা ওমেন্স কলেজ। তার পরে ইদানিং এম, বি, বি কলেজে রাত্রির বেলার জন্য একটা সিফ্ট খোলা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে কৈলাসহরে আর, কে, মহাবিদ্যালয় এবং বিলোনিয়াতে রয়েছে আর একটি কলেজ এবং রামঠাকুর কলেজ আগরতলাতে। আমরা ক্রমবর্ধমান জনসাধারণও

ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে যতটুকু আমাদের পক্ষে করা সম্ভব আমরা তা করেছি। তার পরেও যদি আমাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে সেটা করবার জন্য আমরা নিশ্চয় চেষ্টা করব, তবে সেটা নির্ভর করবে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দের উপর, আর সেটাই আমাদের ভাববার বিষয়। তবে এও মনে রাখা দরকার যে ভারতবর্ষে কাশ্মীরের পরে আমাদের এই ত্রিপুরাতে লেখাপড়ায় যতটা সুযোগ সুবিধা আছে, দেশের অন্যত্র আর কোথাও তেমনি নেই। লেখা পড়ার জন্য যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে, তার প্রায় সবটাই আমাদের এখানে দেওয়া হয়ে থাকে। এর উপরে আরও যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী সেই সব ব্যবস্থা করবেন বলে আমার বিশ্বাস আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের সামনে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটা না রাখলেই ভাল হ'ত বলে আমি মনে করি এবং আমাদের ভবিষ্যতে যেসব সমস্যা আসবে তার সমাধানের প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any other member who will participate in the discussion ?

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বিদ্যা বাবু হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছেন, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। তার কারণ এই যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলে সেটা বুঝতে পারবেন যে তিনি বলেছেন যে উদয়পুরে কলেজ হউক, ধর্মনগরে কলেজ হউক এবং খোয়াইতে কলেজ হউক। এই সমস্ত অঞ্চল দরিদ্র অঞ্চল, কাজেই সেখানকার অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের বাহিরে রেখে পড়াশুনা করানো সম্ভবপর নয়। তাহলে দেখা যায় যে প্রত্যেক গ্রামের কাছাকাছি একটা করে কলেজ খুলতে হবে। কেননা, ৩/৪ মাইল দূরে হলে ছেলেমেয়েদের স্কুলে বা কলেজে আসতে পারবে না, আর ৫/৬ মাইল হইলে তো সেটা মোটেই সম্ভব নয়। তাহলে নিশ্চয় বোর্ডিং এ অথবা কোন রকম একটা বন্দোবস্ত করে বা কোন লোকের বাড়ীতে রেখে বা কোন রকম খরচপত্র করে তাকে রাখতে হবে। সেই খরচ আগরতলাতে যা অন্যান্য জায়গাতেও তা। সুতরাং এটা কোন একটা কথা নয়। দরিদ্র এলাকার ছাত্রগণের আগরতলাতে পড়াশুনা করতে অসুবিধা বা তাদেরকে কৈলাসহরে রেখে পড়াশুনা করতে অসুবিধা বা তাদেরকে অন্য কোথাও পড়াশুনা করাতে অসুবিধা এই রকম কথাটা কোন একটা যুক্তির মধ্যে আসে না। পড়াশুনা করতে হলে প্রত্যেকের বাড়ীর কাছে স্কুল বা কলেজ পাবে এমন কোন কথা নেই এবং এমনটি কোথাও আছে কিনা, তাও আমার জানা নেই। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে উনারা প্রায় সব সময় বর্ধিত জনসংখ্যার উপর জোর দিয়ে থাকেন। এই কলেজ বা স্কুল জনসংখ্যার উপর পড়ে না, পড়ে ছাত্রসংখ্যার উপরে। এখন দেখতে হবে সেখানে এ্যাডুকেটেড ষ্টুডেন্টস কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং তাদের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে স্কুল বা কলেজ দেওয়া হয়। উদয়পুর, ধর্মনগর এবং খোয়াইতে কি পরিমাণ ছাত্র সংখ্যা আছে, সেখানে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল কতগুলি আছে সেখানে কোন কলেজ আছে কিনা, এই সমস্ত দেখে এগুলি করা হয়। কলেজ করে যদি সেটা শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে বা অর্ধেক যদি

না থাকে তাহলে এই রকম কলেজ স্থাপনের কোন সার্থকতা থাকে না। ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা এইটুকু করতে পারি যে সমস্ত কলেজ আছে. সেগুলিকে আপ-গ্রেডেড করে যাতে করে অধিক ছাত্রের সংকুলান করা যায় এবং বিভিন্ন মফঃস্বলের ছাত্রগণ ঐসব কলেজে স্থান পায় তার একটা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করা দরকার। আমার মনে হয়, আমরা এতে করে অনেক লাভবান হব। এছাড়া আর একজন সদস্য বলেছেন যে এই ধরণের প্রস্তাব আমরা এর আগেও রেখেছি। সুতরাং নতুন করে এই ধরনের প্রস্তাব আনার পেছনে নিশ্চয় একটা দুরভিসন্ধিমূলক কিছু আছে. তা আমি দেখিয়ে দিতে পারি। কারণ এক জায়গায় বিদ্যাবাবু বলেছেন লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে সেটা নাকি কংগ্রেসের নেতারা আত্মসাত করে দিয়েছেন। আমি একটা বইতে পড়েছিলাম—সেটা এই রকম—লাখে লাখে সৈন্যগণ কাতারে কাতারে, গুণে দেখি মাত্র ৫০ হাজার। কাগজ পত্রে বলে এই ধরণের একটা কথার মধ্যে শুধু প্রবঞ্চনাই আছে। কাতারে কাতারে সৈন্য বাহিনী লাখে লাখে, গুণে দেখি মাত্র ৫০ হাজার। ঠিক এই রকম কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে একটা ভাওতা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা নেই। যেহেতু আন্তরিকতা নেই এবং তার পিছনে কোন একটা রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। যদিও উনি এই প্রস্তাবকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন এবং আমরাও সেটা বুঝি যে যুক্তিসঙ্গত শিক্ষার প্রসার লাভ দেশের পক্ষে প্রয়োজন তথাপি তার ভিতরে কোন আন্তরিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না। তাই দেখা যাচ্ছে যে এইগুলির মধ্যে একটা ভাওতা বাজির বোল ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা কথা আছে যে বিষে পরিপূর্ণ মুখে তার ক্ষীর ... .. সুতরাং এর মধ্যে যে একটা দুরভিসন্ধিমূলক কিছু আছে, তা সহজে অনুমাণ করা যায়। এই প্রস্তাবের মধ্যে কলেজ খোলার বা কোন একটা বিদ্যাপীঠ স্থাপন করা যেতে পারে না। তবে আমাদের দেখতে হবে এই যে তাদের কথা এবং কাজের মধ্যে কতটুকু মিল আছে, কিন্তু বাস্তবে দেখব মিল তো দূরের কথা ফারাক অনেক রয়েছে।

তারপর একজন সদস্য বলেছেন যে আমরা কলেজ করবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। কলেজ উদয়পুরে হউক, ধর্মনগরে হউক আর খোয়াইতে হউক যাতে করে সেটা বেসরকারী উদ্যোগে না হয়ে সরকারী উদ্যোগে হয়, এতে করে তারা সরকারের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। তারা সেখানকার জনসাধারণ এবং ছাত্র সমাজের উপরও এই চাপ সৃষ্টি করছেন যাতে করে ত্রিপুরাতে বেসরকারীভাবে কোন কলেজ করার জন্য ফাণ্ড তৈরী না করা হয়। তাদের এই প্রচেষ্টা একটা দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা। তারা হাউসে এসে বলবে যে আমরা কলেজ চাই আর বাহিরে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবে যে আমরা বিধান সভাতে কলেজ খোলার দাবী করেছি কিন্তু সরকার সেটা মানে নি, কাজেই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি কর এবং এই দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট কর. বন্ধ কর ইত্যাদি নানারকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর। তোমরা কলেজ স্থাপন না করে যদি কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা কর তাহলে তোমরা অনেক লাভবান হবে। এই যে তাদের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা, তাদের কথার মধ্যে কোন কথার সংগে কোন কথার মিল নেই। তাই আমি বলছি যে তাদের এই রকম প্রচেষ্টাকে

আমাদের এই হাউসের মধ্যে সমর্থন করা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। যদি এটা একটা যুক্তি সঙ্গত প্রস্তাব হত, যদি তাদের মাথা এবং পেটের কথার মধ্যে কোন মিল থাকত তাহলে দেখা যেত যে আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে পারি। আমি জানি যে আমাদের সরকারের একটা প্রচেষ্টা অনেক আগে থেকে রয়ে গেছে, যদিও এক্ষুণি কোন কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে না তবে যাতে করে বর্ত্তমানে আমাদের যে কলেজগুলি আছে, তাতে আরও বেশী সংখ্যায় যাতে ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হতে পারে এবং বিভিন্ন মফঃস্বল অঞ্চল থেকে ছাত্রছাত্রী এসে যাতে এই সব কলেজে ভর্ত্তি হতে পারে এবং তাদের লেখাপড়া করার ব্যাপারে যতটা সুযোগ সুবিধা তারা পেতে পারে, সেই চেষ্টা সরকার থেকে করা হবে।

এবং সেইদিকে আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সেটা আমরা জানি এবং সেই দিক দিয়ে চেষ্টা চলছে এবং যেখানে কলেজ চালানোর মত ছাত্রসংখ্যা পাওয়া যায় না সেই জায়গায় কলেজ খোলবার প্রচেষ্টা নিলে আমাদের শিক্ষার উন্নতি হবে না, বরঞ্চ অবনতি হবে। দেখা যায় যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং সেই পরিমাণ ছাত্র বা অধ্যাপক সেখানে না থাকে এবং সেখানে যদি কোনরকম কাজ না চলে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন ধ্বংসের দিকে যায়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান চালানোর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না করা যাবে এবং আর্থিক ও মানসিক উন্নতি লাভ না হবে ততক্ষণ সেখানে হঠাৎ করে একটা কলেজ দাঁড় করিয়ে দিলেই ভাল হবে বলে আমার মনে হয় না। দেখা যায় যে সমস্ত কলেজ আছে সেই কলেজের মধ্যে যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছাত্ররা এবং অধ্যাপকেরা সেই চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু একদল উস্কানী দাতা, যেমন কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা ছাত্রদের উস্কানী দিয়ে কুপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। সুতরাং তারা যেহেতু সর্বত্রই তা করছেন এবং এখন আর সেই চেষ্টা করার স্থান পাচ্ছেন না, সেজন্য তারা এখন গ্রামাঞ্চলে সেই চেষ্টা করছেন, এই রকম অভিসন্ধি তাদের থাকতে পারে। সুতরাং আমি আশা করব যে যখনি তারা এইরকম জিনিষের জন্য প্রচেষ্টা চালান তখনি যেন শুভবুদ্ধি নিয়ে তারা অগ্রসর হন। অশুভবুদ্ধি নিয়ে যেন তারা অগ্রসর না হন। এই জন্য আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং:— অনারেবল স্পীকার স্যার, আমাদের হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা একটা খুব মূল্যবান প্রস্তাব এনেছেন যেটা আমাদের জাতির ভবিষ্যত ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। এই বিষয়টা সামনে রেখেই প্রস্তাবটা এনেছেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য প্রস্তাবের ভূমিকায় যে উদ্দেশ্য নিহিত সেখানে যে আন্তরিকতা নাই, সেটা উনার বক্তব্য থেকে প্রকাশ পেয়েছে কারণ এটাকে দেশের সামনে এবং জনসাধারণের সামনে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনষকে তুলে ধরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা উচিত নয়। তাহলে সাধারণ মানুষ এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখা দরকার। কিন্তু এর উদ্দেশ্যটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সকলের তা বুঝা উচিত। সেটা আর কিছুই নয় ভাওতা দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি রাশিয়ার

একটা আর্টিক্যাল পড়েছিলাম। ভারতবর্ষেরই একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ রাশিয়া সরকারের নিমন্ত্রণে কয়েকটা ইউনিভারসিটিতে গিয়েছিলেন। সেখানে উনার কমেণ্টি হচ্ছে রাশিয়াতে টাকা পয়সার অভাব নেই, কিন্তু সেখানেও দেখা যায়, ডিমাণ্ড থাকা সত্বেও ইউনিভার্সিটি এডুকেশনটাকে তারা হাতের মুঠোয় রেখেছে। কারণ এটাকে কোয়ানটিটেটিভ না করে তার কোয়ালিটেটিভ করবার চেষ্টা করছে। কারণ যে, ছেলে পি, এইচ, ডি পরতে চায় তাকে পাঁচটি বছর পড়াশুনা করে রিসার্চ করলে পর হী ইজ অ্যালাউড টু বি এ ডক্টর এবং সেখানে পাঁচটি বছর না পড়লে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। তাকে সমস্ত অ্যামেনিটিজ দেওয়া হয়। ফ্রি হোষ্টেল, খাওয়া বাদে সমস্ত অ্যামেনিটিজ দেওয়া হচ্ছে। এত বড় একটা রাষ্ট্র, সেখানেও এত ষ্ট্রিক্টনেস। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে কথাটা বলেছেন একদিকে বেকার বাড়ছে এবং তাতে আরও এডুকেটেড বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়ে দিয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ করবার স্লোগটা করিয়ে দিচ্ছেন বলেই মনে হচ্ছে' জনসাধারণের কাছে রাজনীতিকরা আবেদন করবেন এটাই সত্যি কথা। কিন্তু আমাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য কলেজ আমরা পাচ্ছি না। আমাদের কলেজগুলির কি করে মান উন্নয়ন করা যায় সেটাই আমরা দেখতে পারছি না। আমাদের ইচ্ছা আছে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার। সে ব্যাপার দুটি পথ আছে। নূতন কলেজ খোলা এবং যে কলেজ আছে সেটাকে এক্স্টেনশান করা। নূতন কলেজ করতে যে টাকা খরচ হয় সেটা আমাদের ইউনিয়ন টেরীটরির পক্ষে মুশকিল। আমাদের এখানে ৩টি মাত্র হাইস্কুল ছিল। আজ সেখানে ৫০টি হয়েছে। মানুষ যদি আগ্রহান্বিত হয় তাহলে সে ইচ্ছা করলে তা করতে পারে। জনসাধারণের মাধ্যমে যে কলেজগুলি স্থাপন করা হচ্ছে সেখানে সরকারী সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে। মণিপুরে আমি দেখেছি সেখানে সরকারী কলেজ মাত্র তিনটি। অথচ পাবলিক কলেজ আছে ১৫টি। মণিপুরের ইকনমিক কনডিশন এবং ত্রিপুরার ইকনমিক কনডিশান এক বলেই আমি মনে করি। অতএব আমাদের এখানে যদি পাবলিক ইনিসিয়াটিভ না থাকে তাহলে রাজনৈতিক দৃষ্টি দিয়ে উনারা এই কথা বলতে চেয়েছেন বলেই মনে হয়। অর্থাৎ তারা জনসাধারণের ইনিসিয়াটিভকে বন্ধ করতে চান এবং তারা জনসাধারণকে এই কথা বলবার একটা সুযোগ খুঁজছেন যে, আমরা তোমাদের জন্য কলেজ করার কথা বলেছি। সেজন্যই আমি এই রিজলিউশনটাকে সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, এই প্রস্তাবের বয়ানে যেন কিছু ভুলত্রুটি আছে বলে মনে হয়। কারণ দেখা যায়, এখানে বলা হয়েছে—"ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, উদয়পুর, ধর্মনগর ও খোয়াইয়ে কলেজ খোলার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক এবং উহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার দাবী জানানো হোক"। এই প্রস্তাব থেকে মনে হয় আমাদের সরকার, শিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষামন্ত্রী কলেজ করবার জন্য সক্রিয় নন, নিষ্ক্রিয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তারা দাবী জানান না। এইজন্য এইখানে ভুলত্রুটি আছে বৈকি।

কারণ আমরা জানি ত্রিপুরা সরকার, ত্রিপুরার প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে যাতে উচ্চ শিক্ষা পায় তার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এখানে উদয়পুর, ধর্মনগর এবং খোয়াই কলেজ স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি বলব যে সবচেয়ে প্রয়োজন ডুম্বুরনগর প্রভৃতি পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে যেখানে শিক্ষিতের হার কম। ডুম্বুরনগর, রাইমা সরমা, কমলপুর যেখানে অগ্রগতি হচ্ছে না। লেখাপড়ার নামগন্ধ নেই, এখনও অনগ্রসর এরিয়া, সেইসব অঞ্চলে আমি মনে করি কলেজ হওয়া সর্বাগ্রে দরকার। তার সাথে সাথে সাব্রুম, সোনামুড়া, অমরপুর, কমলপুর এইগুলির কথাও বলা উচিত কারণ তারাও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের লোক, সেখানেও ছাত্র ছাত্রী আছে। আমাদের সরকার সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় কারণ সর্বত্র যাতে কলেজ হয়, তার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। কারণ ত্রিপুরায় যেখানে কলেজ ছিলনা বললেই হয়, আগরতলায় যেখানে মাত্র একটি কলেজ ছিল, উমাকান্ত স্কুলে ট্রাইবেল ছাত্রের জন্য সেখানে মাত্র ১৬ জনের সীট ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের আর কোথাও কোন বোর্ডিং ছিলনা, আজকে সেই জায়গাতে ত্রিপুরা রাজ্যে তিনটি কলেজ হয়েছে। প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজের সংখ্যা এবং সীট বেড়ে গেছে। কাজেই সরকার সক্রিয় নয়, নিষ্ক্রিয় এর দ্বারা একথা বুঝায় না। যখনই আমাদের কলেজ করবার প্রয়োজন হবে এবং যেখানে কলেজ করা দরকার- যখনই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা পাওয়া যাবে তখনই সেইসব জায়গায় দরকার মত কলেজ নিশ্চয়ই খোলা হবে, সেই বিষয়ে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী সজাগ আছেন। সুতরাং এখনই একটা প্রস্তাব এনে যেখানে আরও কলেজ খোলা ঠিক হবে না। কলেজ খোলার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাদের মাননীয় সদস্যরা প্রস্তাব এই ভাবে না এনে, কলেজ খোলার প্রচেষ্টা করা হউক এইভাবে আনলে ভাল হবে বলে আমি মনে করি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এই হাউসে রিজলুশান এনেছেন যে তিনটি কলেজ খোলা হউক, যদিও এটা সমর্থন করণীয়, আমার মনে হয় উনারা যেভাবে হাউসে যুক্তি দেখিয়েছেন এটার মূল উদ্দেশ্য কলেজ চাওয়া হয়, কোন একটা দলের উপর আক্রমণ এনে একে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা। কেন আমি বলছি, এখানে তিনটি কলেজ চাওয়া হয়েছে, ঘনশ্যাম দেওয়ান মহাশয় তার কিছু উত্তর দিয়েছেন, আমি একথা বলব যে এখানে একজন সদস্য বলেছেন যে মহারাজার আমলে কোন স্কুল কলেজ ছিলনা, এখন কলেজ হয়েছে, সরকারী এবং বেসরকারী ভাবে, কিন্তু আরও চাই। এখানে তাকে প্রশংসা করতে হয়, যে তিনি একথাটা স্বীকার করেছেন যে মহারাজার আমলে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলনা —বর্তমানে হয়েছে যদিও তুলনায় কম হয়েছে, আরও হওয়া দরকার। আরেকজন সদস্য বলেছেন যে যতগুলি কলেজ কমিটি আছে, সবগুলির সদস্যই চোর। হাউসে কলেজ কমিটিকে এইভাবে চোর বলছেন, আমি জানিনা উনারা কোথাকার সাধু।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আরেকটা যুক্তি উনারা দেখিয়েছেন যে আগে লোকসংখ্যা কম ছিল, বর্তমানে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে কাজেই কলেজ বাড়ানো দরকার। আমি

বলব যে লোকসংখ্যা বেড়ে বেড়ে গেছে একথা যেমনি সত্য, তেমনি স্কুল কলেজের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। কারণ উনারা একথা বলেন নি যে বোর্ডিং নাই, কলেজ নাই, উনারা বলেছেন যে বিভিন্ন মফঃস্বল টাউন থেকে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায়, তাদের পড়াশোনা চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু বছর বছরই বোর্ডিং এবং কলেজে সীট বাড়ানো হচ্ছে এবং আমি জানি যে বোর্ডিং এবং হোষ্টেলে সব্বত্র ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বছর বছর বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু উনারা সেকথা বলছেন না, কাজেই তাদের হিসাবের মধ্যে ভুল আছে। গত বছর দশ হাজার ছেলে মেয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ করে বেড়িয়েছে সরকার আগে থেকে হিসাব কষে রাখতে পারেন না যে আগামীতে কত ছাত্র ছাত্রী পাশ করবে কাজেই সরকার'এর উপর যেরকম চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে স্কুল কলেজ এবং বোর্ডিং ইত্যাদি হচ্ছে।

আমি শুধু এখানে একথা রাখতে চাই যে উদয়পুর কলেজ সম্পর্কে আমার দরদী বন্ধু যে এখানে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমার মনে হয় আমি ইতিপূর্ব্বেও এই হাউসে এই সম্পর্কে বলেছি এবং শিক্ষামন্ত্রীও এই বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন যাতে সেখানে একটা কলেজ হতে পারে সেই ব্যবস্থা উনি রাখবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ঐ প্রস্তাব এই হাউস থেকে তুলে নিয়েছিলাম। উদয়পুরে কলেজ প্রয়োজন বিধায় একটা কমিটি কিছু চাঁদা আদায় করেছিলেন, উনারা বলছেন যে সেই কমিটি নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা খেয়েছেন, কিন্তু আমাদের যে হিসাব তাতে দেখা যায় য এখানে ২৫ হাজার টাকা আছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব যে এই যে কমিটির উপর উনি এই কটাক্ষপাত করেছেন, তার জবাব উনি যখন মাঠে ময়দানে যাবে তখন তাকে পেতে হবে।

এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এস. ডি. ও. আর সেক্রেটারী ছিলেন বে-সরকারী স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক, আমি উনার নাম এখানে বলতে পারি উনি হচ্ছে শ্রীধীরেন দত্ত। সেই কমিটির হিসাব পত্র যখন হয় তখন ঐ সেক্রেটারী মহোদয়ও ছিলেন। আমি এই কলেজ কমিটি যেটা হয়েছে তার সব সঠিক তথ্য দিতে পারি, উনারা কিন্তু ঠিক মত তথ্যাদি দিতে পারেন নি। কেউ বলেছেন ২৫ হাজার, আবার কেউ বলেছেন ২৭ হাজার টাকা, আবার বলেছেন যে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠে ছিল কিন্তু এখন অংকে জমা আছে মাত্র ২৫ হাজার টাকা। এই কমিটিতে কিছু কংগ্রেসী লোক ছিল বলে এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের সমর্থকেরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল বিভিন্নভাবে যেমন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে এবং সভা সমিতি করে। সেই কমিটির উপর তারা আক্রমণ আনে, এটা সবাই জানে এবং সেখানকার জনসাধারণের কারও অজানা নয়। সেখানে ছাত্রদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে লেলিয়ে দিল, ঐ কমিটি লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে এই কলেজের

নামে। তারপর হল কি ? এই কমিটি তাদের হিসাব দাখিল করল, সেখানে বিরাট জনসভার আয়োজন করা হল, লাল নেতা বেঁধে বিভিন্ন সাব-ডিভিশন থেকে তাদের সেই সব লাল সেনাদের ঐ সভাতে সমাবেশ করল। সমিতি সেখানে এই জনসাধারণের কাছে সাহসের সহিত তাদের হিসাব দাখিল করল। তারা এখানে বলছেন লাখ লাখ টাকা আবার বলছেন যে তা নয় মাত্র ২৫ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা আছে। কলেজ যদি আরম্ভ হয় তাহলে আমরা যে টাকা দিয়েছি সেটাতো আর হিসাবের মধ্যে থাকবে না। আমরা শুধু সেই টাকা কলেজ করবার জন্য দান করেছি। আপনারা অনেক কিছু বলতে পারেন, এটা আপনাদের স্বভাব। কিন্তু উদয়পুরবাসীরা যে দান করেছে এটাতো আপনারা স্বীকার করছেন। এই টাকা আমাদের আছে, এখন কলেজেও কাজ আরম্ভ করলেই হল। কিন্তু সেটাতো আর হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না তারা একবার কমিটি করছে আবার সেটাকে ডিজল্‌ভ করছেন এই তাদের কাজ। তারা শুধু ধ্বংস চায়, কিছু গড়তে চায় না। তারা যে নতুন করে কমিটি করেছেন, সেটা কি উদয়পুরবাসীদের বাদ দিয়ে করতে পেরেছেন ? তাতো করতে পারেন নি। সেই কমিটিতেও উদয়পুর সাব-ডিভিশনের ৩৩টি গ্রাম সভা থেকে ৩৩জন প্রধানকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কমিটির বিরুদ্ধেও তারা কোর্টে মোকদ্দমা করেছে এবং সেখানে ১০৯ জন সদস্য নিয়ে উদয়পুর টাউন হলে যে সভা হয়েছিল সেখানেও তারা মোকদ্দমা সৃষ্টি করছে ঐ লাল শয়তানের দল। কিন্তু ফলে কি হল ? শেষ পর্যন্ত তারা সেটা তুলে নিতে বাধ্য হল।

গ্রামের লোক কি বলেছিল যে গ্রামের লোককে রাখতে হবে। কৃষকেরা কি বুঝবে কলেজের, কিন্তু তাদের কাছ থেকে যে আর্থিক সাহায্য নেওয়া হল সেজন্যতো জবাব দিতে হবে তাদের কাছে, তাই তারা হাউসের সামনে বলছে কলেজ আর কলেজ। বা কি চমৎকার! এ যেন মার পুড়ে না মাসীর দরদের মত। তারা গ্রামের লোককে কলেজের কমিটিতে রাখবে কিন্তু তারা তো যে সাহায্য দিয়েছে, সেটার জন্য অবশ্যই হিসাব চাইবে। আর এই হিসাব চাইতে গেলে তারা বেশ করে নাক ঘষে দিবে। তাই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ায় জন্য আজকে এখানে রিজলিউশান আনতে হচ্ছে তাদের। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের সমস্ত তথ্য আমি আজকে ফাঁস করে দেবো। তারা উদয়পুরের কলেজের জন্য দরদী হয়ে উঠছে। তাই বলছেন যে আমাদেরও কিছু লোক রাখুন। মোট কথায় আজকে তাদের কার্য্যকলাপের জন্য আর কেউ তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই হিমসিম খেয়ে কেউ বলছেন লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে, আর কেউ বলছেন না ২৫ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা আছে। ওদের কথাবার্ত্তার সংগে আসল জিনিষের কোন মিল নেই। তাই বলছেন যে ঐ টাকা থেকে কিছু কিছু আত্মসাৎ হয়ে গেছে। উদয়পুর সাব-ডিভিশনের ৩৩টি গ্রাম সভার লোকদের উপর দোষারূপ করছেন, যে কেন বে-আইনী কমিটি গঠন করা হল।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—লক্ষ লক্ষ টাকা আমি বলেছিলাম, সেটা আমার ভুল হয়েছে, তাই তো তার সংশোধন করে বলেছিলাম হাজার টাকা। তিনি আবার এখানে বার বার

বলছেন যে লক্ষ লক্ষ টাকা ইত্যাদি, আমি যেখানে ভুল সংশোধন করেছি সেখানে আবার কেন তিনি ঐসব কথা বলছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি এখন নিজের ভুল স্বীকার করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার জানা মতে কিছু তথ্য আমি এখানে দিলাম তারপর সেখানে কমিটি হল, আমাদের রমেশ স্কুলের হেডমাষ্টার হলেন তার সেক্রেটারী। তাদের উপর আমরা সমস্ত দায়-দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কিছুদিন ঐ কমিটি থাকার পর হঠাৎ করে একটা আন্দোলন করা হয়। তারপরে একটা মিটিং এর ডেট দেওয়া হল কিন্তু ঐ সেক্রেটারী মহাশয় ৬।৭ মাসের জন্য তার ব্যক্তিগত কাজের জন্য কোথায় চলে গেলেন। তারপরে দেখা গেল যে একদিন ঐ সেক্রেটারী মহাশয় ঐ কমিটির কাছে তার রেজিগনেশান সাবমিট করলেন।

তারপরে বে-সরকারীভাবে কলেজ করার দরকার নেই, সরকারীভাবে কলেজ করা হউক বলে তারা একটা আন্দোলন করলেন, আর তার জন্যই তারা সরকারীভাবে আজকে একটা রিজলিউ-শান এনেছেন এই হাউসের সামনে। তবে এই কথা ঠিক যে উদয়পুরে একটা কলেজ হওয়া দরকার। আমি ত্রিপুরার ছেলে বলতে পারি যে আমাদের ত্রিপুরাতে অন্যান্য রাজ্যের চাইতে কলেজে পড়া ছেলেমেয়ের সংখ্যা কোন অংশে কম নয়। আজকে উনারাও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরাতে লোক সংখ্যা বাড়ছে। আমরাও এটা স্বীকার করি। সেই সংখ্যা অনুপাতে আমাদের কলেজের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু কথা হচ্ছে আজকাল তারা যেভাবে স্কুল কলেজের মত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পবিত্র স্থানেও একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছেন তাই আমি আশঙ্কা করি যে ত্রিপুরাতেও তারা এই রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারেন। আজকে যে শুধু ত্রিপুরার ছেলেরাই কলেজে ভীড় করছে তা নয়, বাহির থেকে যেমন পশ্চিম বঙ্গ, আসাম এবং অন্যান্য জায়গা থেকে এই রাজ্যে এসে ছেলেরা কলেজে পড়তে চাইছে এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলছি যে সরকার থেকে টেন পার্সেন্ট যেটা বেসরকারি কলেজগুলি কম দেওয়া হয়, সেটাও ছেলেমেয়েদের গার্ডিয়ান থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং তা দিয়ে স্কুল কলেজ পরি-চালনা করা হয়। আমি বলছি যেখানে ১ লক্ষ টাকা সরকার থেকে দেওয়া হয় সেখানে হয়তো মাত্র টেন পার্সেন্ট টাকা কমিটির থেকে দেওয়া হয়। এই টাকাটা আবার বিভিন্নভাবে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। সেজন্য আমি বলব যে এই টেন পার্সেন্ট টাকাও যাতে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আদায় না করে সরকার থেকে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় যে সেইসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার দিক দিয়ে অনেক সুবিধা হবে এবং গ্রামবাসীদের এর থেকে মুক্ত দেওয়া সম্ভব হবে। আর একটা কথা আমি এখানে রাখছি যে আমাদের উদয়পুরে একটা কলেজ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তার কারণ অমরপুর, সাব্রুম, সোনামুড়ার মধ্য সেন্টারটা হল উদয়পুর। সেখানে আমাদের কলেজের জন্য একটা কমিটি করা হয়েছিল এবং বেশ কিছু জায়গা আমরা দিতে চেয়ে চীফ মিনিষ্টার মহোদয়ের কাছ থেকে আশ্বাসও পেয়ে-

ছিলাম। সেই জায়গা আমরা বাউণ্ডারী করে রেখেছি এবং সেই কমিটির টাকাও আছে এবং শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে উদয়পুরে একটা কলেজ হতে পারে। আর এই কথা বলার কারণ হচ্ছে যে ত্রিপুরাতে লোকসংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে এবং অমরপুর উদয়পুর প্রভৃতি জায়গায় এখন বেশ কয়েকটা হাই স্কুলও হয়েছে। তাতে ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। সেজন্য একটা কলেজের বিশেষ প্রয়োজন। অন্যান্য সাবডিভিশনেও কলেজের দাবীর যৌক্তিকতা আমি অস্বীকার করছি না। ধর্মনগরেও একটা কলেজের প্রয়োজন। সরকার যেন এইদিকে নজর দেন সেই অনুরোধ করছি। এই রিজলিউশনের উপর আমার এই কথাও বলতে হয় যে উদয়পুরে যারা আগুন লাগিয়েছে কলেজ কমিটি ভাংগার পেছনেও তারাই। তবুও কংগ্রেসরা বসে থাকবে না। তারা হয়ত লোকের কাছে বলবেন যে আমরা কলেজের জন্য বলেছি। সেজন্যই তারা এই প্রস্তাব এনেছেন। উদয়পুরে তারা বলছেন যে বন্ধ কর, এই কর সেই কর। কিন্তু মানুষ আর সেহ দিকে সাড়া দিবে না। তারা মারপিট করছেন। পশ্চিম বংগে তারা তাই করছেন, কেরালারও একই অবস্থা। কাজেই বক্তৃতা দিয়ে আর কিছু করতে পারবে না। একরকম মাছি আছে, সেগুলি যখন কামড়ে দিয়ে যায় তখন কোন ঔষধে কাজ দেয় না। কাজেই যতই তারা এখন রিজলিউশন ইত্যাদি এনে মানুষকে ভুল বা চেষ্টা করুন না কেন তাতে লোক আর ভুলবেনা। কাজেই আমি এই রিজলিউশন সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন সেটা সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই প্রস্তাবটার মধ্য দিয়ে তারা এখানকার জনগণের মধ্যে এমন একটা আশা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন যে আশাটা পূরণ করা আপাততঃ সম্ভব নয়। এটাও তারা জানেন বলেই বোধ হয় তারা এই রিজলিউশনটা এনেছেন। কারণ তারা জানেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে নূতন কোন কলেজ কোন জায়গায় করার সম্ভাবনা নাই এবং যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার চেয়ে বেশী অর্থ বরাদ্দ করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এবং যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার জন্য সবচেয়ে ত্রিপুরায় যে জিনিষটা প্রয়োজন সেই শিল্প প্রভৃতি স্থাপন করার জন্য যে বিদ্যুতের প্রয়োজন, যে যোগাযোগের প্রয়োজন তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন চতুর্থ পরিকল্পনায় যে অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে তাব থেকে সেই চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব। আমি এটা স্বীকার করি যে ঐ সমস্ত স্থান থেকে যখন কলেজ করার দাবী উঠেছে এবং কোন কোন জায়গায় কলেজের জন্য স্থানও ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে এবং কোন কোন জায়গায় আবার কিছু অর্থেরও সংস্থান করা হয়েছে সেখানে বাস্তবিকই কলেজ দরকার। আবার এই কথাও শ্রীযুক্ত কালী ব্যানার্জী বলেছেন যে, একটা কলেজ করার মত টাকা সেখানকার জনসাধারণের নাই। এটাও সত্যি কথা। কিন্তু সেই সংগে একটা কথা চিন্তা করতে হবে যে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য সারা ভারতে যে টাকার প্রয়োজন সেই টাকা জনগণের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব কিনা। শুধু ধর্মনগরের মানুষ বা উদয়পুরের মানুষ দিতে পারে না আর সকলে দিতে পারে এটাও চিন্তা করা ঠিক নয়। চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য যে টাকা তারা

দিয়েছেন বা দিবেন তার চেয়ে বেশী টাকা জনগণ দিতে পারবে কিনা সেটাও চিন্তা করতে হবে। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ ভারত সরকার সংগ্রহ করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় যে অর্থ তারা দিতে পারবেন সেটা ইউনিয়ন টেরীটরিগুলিকে কি অর্থ তারা দিতে পারবেন সেটাও নিশ্চিত হয়েছে এবং যে অর্থ তারা আমাদের দিয়েছেন তাতে দেখা যায় নূতন কোন কলেজ স্থাপন করার কোন অর্থ নাই। যেটুকু অর্থ আমরা পাব সেটা যে কলেজগুলি রয়েছে সেগুলির উন্নতি বিধান করার জন্য ব্যয় করব না নূতন কলেজ স্থাপনের কাজে ব্যয় করব সেটাও চিন্তা করতে হবে। আমার মনে হয় বর্ত্তমানে যে কলেজগুলি রয়েছে সেগুলির অবস্থা উন্নত নয়। সেই কলেজগুলি, সরকারী হোক আর বেসরকারীই হোক তাদের যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। তাই নূতন করে কলেজ করার প্রশ্ন আর উঠতে পারে না এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেটুকু অর্থ দিয়েছেন তার বেশী তারা দিতে পারবেন না। অতএব আমার মনে হয় ত্রিপুরায় যদি সত্যি সত্যি শিক্ষার উন্নতি করতে হয়, যদি শিক্ষার সুযোগ দিতে হয় তাহলে বিলোনীয়া, আগরতলা এবং কৈলাসহরে যে কলেজগুলি রয়েছে সেগুলির উন্নতির জন্য আমরা যেটুকু অর্থ পাচ্ছি সেটা ব্যয় করা উচিত বলে মনে করি এবং নূতন কলেজ করার কাজে হাত দিয়ে এই টাকা ব্যয় করা উচিত হবে না। ....
অন্য কোন নূতন কাজে হাত দিয়ে, যে সমস্ত কলেজ বর্ত্তমানে আছে, সেইগুলির উন্নয়নকে ব্যাহত করা উচিত হবে না।

মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে পুলিশ খাতে কমিয়ে কলেজ খাতে কেন বাড়ানো হল না। পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। একমাত্র সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল লোক যে রয়েছে তাদের দমন করার জন্য এই পুলিশের খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে-এবং যদি সীমান্তের অশান্ত অবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ যেটা হচ্ছে সেটা যদি কমে যায়, তাহলে পুলিশ খাতে কমানো যেতে পারে। কিন্তু নিরাপত্তার জন্য পুলিশ খাতে যদি বাড়ানো হয়ে থাকে, সেটা সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই বাড়ানো হয়েছে।

তাছাড়া শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন, তার পরিমাণ মোটেই কম নয়। সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় এবং ত্রিপুরার আয়তনের পরিমাণ অনুসারে যে পরিমাণ স্কুল এবং কলেজ হয়েছে সেই ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং স্কুল কলেজ কম হয়েছে বললে অন্যায় হবে। আজকাল শিক্ষার যে পারসেন্টেজ বাড়ানোর কথা বলা হয়, তার সংগে কলেজের শিক্ষার কোন যোগাযোগ নেই। মাননীয় সদস্য এখানে রাশিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, শুধু রাশিয়ায় নয়, সমস্ত উন্নতিশীল দেশগুলিতে স্কুলের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর। কারণ তারা মনে করেন উচ্চ শিক্ষা তাদেরই দেওয়া হয় যারা উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য। সকলকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অর্থের ওয়াষ্টেজ। আমাদের শিক্ষা কমিশনারের রিপোর্টে, যেটা ইদানীং বেড়িয়েছে, তাতে বলা হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে লিবারেল থাকবে মাত্র—ক্লাস ৮ পর্যন্ত, তারপর কড়াকড়ি করা যাবে। কলেজে যারা ভর্ত্তি হবে, যারা ভাল তাদেরকে শুধু ভর্ত্তি করা হবে। কিন্তু এখানে তার সম্পূর্ণ অন্যরকম অবস্থা।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারা বলেছেন যে এইভাবে ভর্তি করা যদি হয়, তাহলে শিক্ষার সার্থকতা থাকবে না। কলেজে ভর্ত্তি করব যারা উপযুক্ত। এখানে যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তার কোথাও এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও এই সুযোগ পাচ্ছে না। এইভাবে যদি ভর্ত্তি করা হয়, তাহলে শিক্ষা কমিশনের যে সাজেশন সেটাকে আমরা কার্যকরী করতে পারব না। আপনারা হয়তো বলতে পারেন ভর্ত্তি না হয়ে কি করবে, বসে থাকবে? সেটা হল অন্য প্রশ্ন। তারা কলেজে না হয় দুই বছর পড়ল, তারপর কি করবে? লো ইনকাম গ্রুপে যে ষ্টাইপেণ্ড তারা পায়, সেইটুকু সুবিধাই তারা পাবে। এটা না তিন বছরের জন্য পারশ্যাল এমপ্লয়মেণ্ট দেওয়া হল, কিন্তু এর দ্বারা সমস্যা সুরাহা হবে না। বেকার সমস্যা সমাধান করতে হবে, সেটা সন্দেহ নেই। সেটা যে উচ্চ শিক্ষা দিলে, বি, এ, পাশ করলেই সমাধান হয়ে যাবে সেটা আমি মনে করি না। বি, এ, পাশ করলেই চাকুরী পাবে সেটা ঠিক নয়। আমাদের ধীরে ধীরে এ্যাডমিশন রেষ্ট্রিকশান করতে হবে যাতে সেটা যারা উপযুক্ত তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে. তা না হলে আমাদের নেশান্যাল অর্থ অপচয় হবে। সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি কেউ বিশেষ এডুকেশান্যাল সার্ভে করে রিপোর্ট দেয়, তাহলে দেখা যাবে যে চার হাজার স্কোয়ার মাইলের মধ্যে যে পরিমাণ স্কুল দেওয়া হয়েছে, সেটার পরিমাণ কম। যারা এখানে সার্ভে করতে এসেছিলেন, তারা bলেছেন যে কলেজের এ্যাডমিশন রেষ্ট্রিক্ট করা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

পরিকল্পনা কমিশনার যে নূতন কলেজের জন্য অর্থের বরাদ্দ করেননি, সেটা সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই করেননি। বিশেষ করে একথা বলেছেন যে যে সমস্ত কলেজ বর্ত্তমানে সরকারী এবং বেসরকারী রয়েছে, সেগুলির সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হউক, ষ্ট্রিম বাড়ানো হউক এবং সেই খাতেই আমাদের অর্থকে ব্যয় করতে হবে। নূতন একটা কলেজ করতে গেলে প্রথমেই ২।৩০ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে যেটা নাকি আমার মনে হয় একটা কলেজ স্থাপনে এই অর্থ ব্যয় না করে, আমরা যদি কোন শিল্প স্থাপন'এর পরিকল্পনা নিতে পারি সেটা ভাল হবে। কারণ বি, এ, পাশ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নয়, সেটা হবে যদি আমরা কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারি। কাজেই এই সমস্ত কাজের জন্য প্রাথমিক পর্য্যায়ের যে কাজগুলি, যেমন সেচ. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ইত্যাদি খাতে যাতে
টাকাগুলি ব্যয় করতে পারি এবং যে সমস্ত কলেজ রয়েছে সেগুলির সুযোগ সুবিধা যাতে বাড়াতে পারি তারই চেষ্টা আমরা করব।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Bidya Chandra Deb Barma.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত প্রস্তাব, তারই জন্য আমি এই প্রস্তাবটা আমি এখানে এনেছিলাম। অনেকেই বলেছেন যে এখানে এই প্রস্তাবটা আনা ঠিক হয় নাই। একজন বলেছেন মাত্র তিনটি এলাকার কথা কেন বলা হল, আর বাকী অঞ্চলের কথা কেন বলা হল না। তার কারণ হচ্ছে আমাদের অর্থ সংকট রয়েছে, তারই জন্য আমরা অন্যান্য জায়গায় কলেজ করার কথা বলি

নাই। আমাদের জনসাধারণ দরিদ্র। তারা অন্যান্য কলেজে যেয়ে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশোনা করবে তার সুযোগ সুবিধা নিতে অক্ষম। তারই জন্য তিনটি কলেজ খোলার কথা বলা হয়েছে যাতে নাকি যারা ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত, তারা যাতে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা পায়। একজন সদস্য আমার এই প্রস্তাবকে বিভ্রান্তিকর বলেছেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমি হাউসকে বলতে পারি যে ছাত্ররা তাদের ন্যায্য দাবীই করেছে। কারণ তারা যেভাবে অর্থ সংকটের ভিতর দিয়ে কাটাচ্ছে তাদের দূরবর্তী অঞ্চলে যেয়ে লেখাপড়া করার মত সাধ্য নেই। তাদের যদি কাছাকাছি কলেজ করে লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের লেখাপড়া করতে পারে, তারজন্য তারা দাবী করবে না? এটা কি ন্যায় সঙ্গত দাবী নয়? কিন্তু সেখানে কলেজ খোলা হবে না। এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তার আলোচনার ভিতর দিয়ে বলেছেন বি. এ. পাশ করে মেট্রিক পাশ করে কি করবে, মাত্র শিক্ষা বাড়াতে পারবে, তারপর কি করবে? কিন্তু আমি বলব যে তারা শিক্ষা পাওয়ার পর তারা কি করবে তা তারা ঠিক করে নিতে পারেন। উনি যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আমি মনে করি ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হতে পারেন তারই জন্য তিনি কলেজ খুলতে রাজী নন। কিন্তু আমরা মনে করি কলেজ খোলার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। আরেকজন বলেছেন ডুম্বুরে কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং সেই সমস্ত অঞ্চলে প্রথম কলেজ খুলতে হবে যে সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষার মান নিম্ন। আমার মনে হয়, যেখানে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল প্রচুর আছে, প্রয়োজনমত সেখানেই কলেজ স্থাপন করা দরকার। সেখানে সেইরকম অবস্থা আছে কি না সেটা মাননীয় সদস্যের জানা উচিত ছিল। তার কারণ হল এই যে মন্ত্রী মহোদয়ের কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত লোক লেখাপড়া শিখতে চাই তাদের পড়াশুনা বন্ধ করে রাখাই উচিত বলে তারা মনে করেন। কিন্তু আমরা চাই মানুষ লেখাপড়া শিখুক। মানুষ লেখাপড়া না শিখে পশু হয়ে থাকুক এটা আমরা চাই না। কিন্তু সরকারী পক্ষই যত বাঁধা সৃষ্টি করছেন। আর টাকার অংকের কথা বলতে গিয়ে আমি বলেছি যে সেটা হাজার হাজার হবে, লক্ষ টাকা হবে না। তবুও মাননীয় সদস্যরা কেন যে তাদের গায়ে লাগাচ্ছেন সেটা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। একটু আগে এই হাউসে উনি যে সব কথা বলেছেন সেটা ভুল বলেছেন উনি নিজেই সেটা স্বীকার করেছেন এবং সেগুলি উইথড্র করে নিয়েছেন। আবার কেন তিনি এসব কথা এখানে বলছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—সেটাতো আমি এখনও বলছি।

মিঃ স্পীকার (মনোরঞ্জন নাথ) :—মাননীয় সদস্য আপনি কি আপনার বক্তব্য শেষ করেছেন?

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—হ্যাঁ স্যার।

Mr. Speaker (Shri Nath) (—Discussion is over. Now, the question before the House that—ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, উদয়পুর, ধর্ম্মনগর ও খোয়াইয়ে কলেজ খোলার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক এবং উহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার দাবী জানানো হউক।

As many as are of that opinion will please say 'AYES'—Voice—AYES.
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

Voices – NOES

I think 'NOES' have it.

'NOES' have it. 'NOES' have it.

The Resolution is lost.

There is another resolution of Shri Aghore Deb Barma. I would call on Shri Deb Barma to move his resolution that—This House urges upon the Central Govt. to implement immediately the Recommendations of Parliamentary Administrative Reforms Committee (known as Hanumantia Commission) regarding the Tribal problems of Tripura submitted by the Commission to the Prime Minister of India by the middle of January, 1969.

Shri Aghore Deb Barma :—Deputy Speaker, Sir, আমার যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছি সেটা হল—"This House urges upon the Central Govt. to implement immediately the recommendations of Parliamentary Administrative Reforms Committee (known as Hanumantia Commission) regarding the Tribal problems of Tripura submitted by the Commisions to the Prime Minister of India by the middle of January, 1969.

এখানে যে কমিশনের কথা আমি উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে এাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, সদার পেটেল ভবন, নিউ দিল্লী জানুয়ারী ২৮, ১৯৬৯। এখানে ইনট্রডাকশনের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে ত্রিপুরা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেটাই আমি এখানে রেফারেন্স হিসাবে রাখছি। তারা ইনট্রডাকশানের মধ্যে বলেছেন যে In respect of their location, area, population, language, culture, stage of economic development and nature of the problems faced the regions considered by us present considereable variety. We have recommended that the provisions of the Sixth schedule to the Constitution may now be applied to NEFA. NEFA may be divided into a suitable number of autonomouse districts are regions on the pattern of Assam Hill Districts. At the district level, actual implementation of policies, particularly developmental ; may be left to the autonomous district and regional councils. Similar provisions have also been recommended for the hill areas of Manipur and the tribal belts of Tripura. আর ত্রিপুরা সম্পর্কে তারা যে রিকমেণ্ডেশান করেছেন সেটা হ'ল the problems of the territory are similar to these of NEFA and Manipur. It has also a substantial tribal population. We are therefore recommending that the pattern of administrative set-up in Tripura should be Mutatis-Mutandis basis one recommended for Manipur. অর্থাৎ মণিপুরে যেভাবে ট্রাইবেলদের সম্পর্কে

করা হয়েছে বা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবে করা উচিত বলে সেখানে বলা হয়েছে। তাহলে মণিপুর সম্পর্কে তারা কি বলছেন? তারা বলছেন তাদের রিকমেণ্ডেশানের ২৮ পাতাতে ২(বি)তে—"Keeping in mind the need for maintaining the integrity of each major tribal group, NEFA may be dlvided into a suitable number of automomous regions on the pattern of the Assam Hill Districts.

At the district level, actual implementation of pollcies, particulary, developmental, may be left to the autonomous district and regional councils. The district administration may only directly administer law and order, internal secutity, revenue, treasury and accounts."

পরিষ্কার এখানে রিজন্যাল কাউন্সিলগুলির কথা বলা হয়েছে। সেই রিজন্যাল কাউন্সিলের মধ্যে কি কি হবে? শুধু ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কগুলি থাকবে তাদের হাতে আর অ্যাডমিনিষ্ট্রশানের হাতে থাকবে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার, ইণ্টারন্যাল সিকিউরিটি, রিভিনিউ, ট্রেজারী অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টেস। শুধু ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কগুলি রিজন্যাল কাউন্সিলের হাতে থাকবে বলা হয়েছে এবং ঠিক সেই ভাবে ত্রিপুরার কথাও তারা উল্লেখ করেছেন। আর একটা কথা বলা যে ইউনিয়ন টেরিটরি সম্পর্কে। মণিপুরের কথা বলা হয়েছে। যারা নির্ব্বাচিত এম, এল, এ আছে তাদের নিয়ে একটা কমিটি করা হয় এবং উপজাতিদের শিক্ষা সংস্কৃতি পুনর্ব্বাসন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজগুলির ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাদের সংগে পরামর্শ করে এইগুলি করা হয়। কিন্তু ত্রিপুরাতে এটা নেই এবং ত্রিপুরার উপজাতি সমস্যা দিনের পর দিন খারাপের দিকে চলছে। আমি এই প্রস্তাবটা কেন হাউসে রেখেছি? কারণ ভারতের পার্লামেন্টের যেসব লোক নিয়ে এই কমিশন করা যেমন ধেবর কমিশন করা হয়েছিল এবং লাষ্টে হয়েছে কে, হনুমন্তিয়া। একটা কমিশনের থেকে সাবমিট করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। আজকে ত্রিপুরার উপজাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমস্যা বহু তথ্যাদি দিয়ে বলার চেষ্টা করেছে যে এই স্বাধীনতা পাওয়ার পর উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা ত্রিপুরার উপজাতিরা পশ্চাদপদ এবং সরকারীভাবে স্বীকৃতি আছে যে তারা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আজকে আমরা দেখতে পাই সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্যন্ত জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিশেষ করে অনাহারে থাকা লোকের সংখ্যা বাড়ছে। কাজেই উন্নতির অবনতির কথা তো ভাবতেই পারি না। আমাদের কথা যদি আমরা ছেড়েই দিই তাহলেই পার্লামেন্টারী কমিটিগুলি তাদের রিকমেণ্ডেশনগুলি রাখেন সেগুলি পর্যন্ত রাজ্য সরকার তাহা করেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে উলটা মন্তব্য আমরা শুনতে পাই। কাজেই বুঝা যায় যে ত্রিপুরা সরকার চান না যে ত্রিপুরার উপজাতিরা বেঁচে থাকুক। সেটা আমরা বিভিন্ন ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করতে পারি। এই রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পাকিস্তানে সীমানা। বিভিন্ন চাপে পড়ে সেখান থেকে লোক দলে দলে চলে আসছেন এবং দিনের পর দিন লোকসংখ্যা বাড়ছে। যারা আসে তাদের আমি দোষ দিচ্ছি না। তারা বাঁচার জন্য আসছে। তাদের বাঁচার অধিকার আছে। কিন্তু ত্রিপুরার ভৌগলিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় খুব ক্ষুদ্র। এখানে একদিকে রিফিউজী অন্যদিকে উপজাতি। তাদের সমস্যা

সমস্যা বেড়েই চলছে। এখানে কোন ইন্ডাস্ট্রিও নাই। তারা যখন এখানে ঢুকবে তখন তাদের চিন্তা হবে কোনরকমে তাদের বাঁচতে হবে। তাদের ল্যাণ্ড যোগাড় করতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতি যারা তারা চিন্তায় চেতনায় বুদ্ধি বিবেচনায় পশ্চাদপদ। যদিও আইন কানুন আছে, রাজার আমলের ঘোষণা আছে তবুও তারা সমস্ত রিজার্ভ এলাকার মধ্যে পেনিট্রেট করে ঢুকে যাচ্ছে। ত্রিপুরার ট্রাইবেল অধ্যুষিত কোন এলাকা আছে এখন আর সরকার এমন কথা বলতে পারবেন না। ১৯৫৭ সনে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্ট থেকে প্রায় দুই হাজার নোয়াতিয়া উপজাতি এই রাজ্যে প্রবেশ করলো পাকিস্তানের অত্যাচার সহ্য করতে না পারে। গোবিন্দ বল্লভ পন্থ তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। তারা এসে বললেন যে আমরা টাকা পয়সা চাই না, শুধু আমাদের এখানে থাকতে দেওয়া হোক। কিন্তু তখন অ্যাডভাইজার শচীন্দ্রলাল সিংহ বললেন ত্রিপুরার লোক সংখ্যা বেড়ে গেছে। আমরা জায়গা দিতে পারব না। এবং তৎকালীন ডি, এস, পি, এর নেতৃত্বে সমস্ত উপজাতিদিগকে অত্যাচার করে নির্মমভাবে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ১৯৬১ সনের আগে কম ছিল। ১৯৬১ সনের লোক গণনায় ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ১১,৪২,০০০ দেখানো হয়েছে। কিন্তু এটা ১৯৫৭ সনের কথা। তখনি বলা হয়েছিল যে ত্রিপুরায় তিল ধারণের জায়গা নেই। কিন্তু এর পরেও এখানে ১১,৪২,০০০ লোক ছিল। আর এখন ১৬ লক্ষ কি ১৭ লক্ষ লোক হবে। যদি তিল ধারণের জায়গা না থাকে তাহলে কিভাবে এই সমস্ত লোক আছে। এদের সম্বন্ধে এই কথা কেন খাটে না? যেভাবেই হোক তারা তো আছে। কারণ রুলিং পার্টি চায় যারা উপজাতি অনুন্নত, পশ্চাদপদ তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। একটা অংশ এলে তাড়িয়ে দেওয়া হয় আর একটা অংশ এলে ইচ্ছামত জায়গা দেওয়া চলে। এটা কি করে হয়? কাজেই এটা পক্ষপাতমূলক। কাজেই উপজাতিদের মনে যদি কোন কনফিউজন হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য তারা দায়ী নয়। ১৯৬৮ সালে যখন পার্বত্য চিটাগাং থেকে ২০,০০০ চাকমা এল তখন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। যাই হোক চাকমা সম্প্রদায় আসাম বা অন্যান্য জায়গার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করে পুনর্বাসনের সুযোগ করে নিয়েছে। আজকে যদি তিল ধারণে জায়গা না থাকে তা হলে এত লোক কোথায় থাকে? কাজেই পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। কেন এই কথাটা বলছি, কারণ সরকার জানেন যারা অনুন্নত তাদের বুদ্ধি বিবেচনা কম। তাদের রক্ষার কোন ইচ্ছা সরকারের আছে সেটা তাদের কাজে প্রমাণ হয় না।

রাজার আমলে, ১৯৩১ সনে ১১০ বর্গ মাইল এবং ১৯৪৩ সনে ১৯৫০ বর্গ মাইল এলাকা উপজাতি রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করা হল। আইনতঃ এটা এখনও বলবত আছে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার, রুলিং পার্টি সেই আইনকে অগ্রাহ্য করে সেই সমস্ত এলাকার মধ্যে নন-ট্রাইবেল ঢুকিয়ে দিয়েছে অর্থাত সেগুলিকে এখন মিক্সড এলাকায় পরিণত করা হয়েছে। অথচ উপজাতি এমন একটা সম্প্রদায়, এই সম্প্রদায়িকে যদি বাঁচাতে হয়, তার যদি উন্নতি, অগ্রগতি করতে হয়, এরাতো লাউ, কুমড়ার মত নয় যে বেয়ে বেয়ে উঠে যাবে বেয়ে, যদি এই সম্প্রদায়ের উন্নতি, অগ্রগতি করতে হয়, তাহলে তার যে নিজস্ব কৃষ্টি, নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব আচার ব্যবহার, তার ভিতর দিয়ে তাকে অগ্রসর করে নিয়ে যেত হবে। কিন্তু আজকে যদি তাদের

উপর জোর করে কোন কিছু চালিয়ে দেওয়া দেওয়া হয়, তাহলে তাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তবে যে একটা বৈশিষ্ট আলাদা একটা কমপ্যাক্টনেস থাকা দরকার, তাদের নিজস্ব,কৃষ্টি, সংস্কৃতি ভিতর দিয়ে তাদের ডেভলাপমেন্ট করা দরকার। কিন্তু সে দিকে কোন লক্ষ্য নেই। আমি আগেই বলেছি যে তাদের ডিটারমিনেশান কি, ডিটারমিনেশান হচ্ছে তাদের শেষ করে দাও। সরকার অনেক সময় শুকনা আদর দেখানোর মতে বলে থাকেন যে তোমাদের জন্য শিক্ষা খাতে এই টাকা রেখেছি, রাস্তা খানে এই টাকা রাখা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি লক্ষ টাকা খরচ হয়ে ইতিমধ্যেই গেছে এবং আরও হয়তো যাবে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে তাদের কোন ডেভলাপমেণ্ট হচ্ছে কিনা সেটা দেখা দরকার। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকত তাহলে এই অবস্থা হতনা। আজকে যদি অন্তরের মধ্যে সদিচ্ছা না থাকে তাহলে এই আদরের মধ্য দিয়েই তাদেরকে শেষ করে দেওয়া যাবে। কি রকম, যেমন বলা হল টি. ডি, ব্লক আমরা ধেবর কমিশনারের যে রিকম্যানডেশানে অলটারনেট সাজেশন আছে, সেভাবে আমরা করেছি। কিন্তু এই ধেবর কমিশনারের রিকম্যানডেশানের আগের এর একটা স্কীম ছিল, সেই স্কীমকে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হল আমরা ধেবর কমিশনারের অলটারনেটিভ যে সাজেশন সেই অনুসারে করেছি। অনেক টি, ডি ব্লক হয়েছে ত্রিপুরাতে উপজাতিকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি অগ্রগতি করা হবে। অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা এই খাতে ব্যয় করা হয় কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা আমরা কি দেখি, যে সমস্ত এলাকাতে উপজাতি উন্নয়ন ব্লক করা হয়েছে, সেখানেকার উপজাতি বেশী করে বিতাড়িত
হয়েছে। এই জায়গায় তাদের কেন্দ্রীভূত করে তাদের নিজস্ব সামাজিক আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি বা কৃষটি অনুযায়ি তাদেরকে উন্নত করা দূরের কথা, আজকে সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ধর্মনগর সাব্রুম, ছামনু ইত্যাদি এলাকায় বহু ঘটনা আছে এবং এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েগেছে। যে রিজার্ভের কথা আমি বলেছিলাম, ট্রাইবেলদের উচ্ছেদ করার জন্য বা এ রাজ্য থেকে তাড়ানোর জন্য, এক্‌সিস্টেন্স যে আইন আছে, সেটা পর্যন্ত কার্যকরী করা হচ্ছে না। এটাই প্রমাণ করে রাজ্য সরকারের চরিত্র এবং তারা কি চায়। ল্যাণ্ড ট্রান্সফার সম্পর্কে আমরা কি দেখতে পাই, ভূমি সংস্কার আইনের ১৮৭নং ধারার মধ্যে উল্লেখ করা আছে, যদি ট্রাইবেলের জমি নন্-ট্রাইবেলের কাছে হস্তান্তর করতে হয়, ডি. এম.'এর পার্মিশান লাগবে। অর্থাত আইনের মধ্যে টু সাম এক্সটেন্ট রেজিস্ট্রেশান দেওয়া আছে কিন্তু সেই আইনকে মেনে চলা হচ্ছে কি না, এই ল্যাণ্ড ট্রান্সফার বন্ধ হয়েছে কি না। এই এ্যাসেম্বলার মধ্যে ও আমি একটা এই সম্পর্কে প্রস্তাব এনেছিলাম, রাধিকাবাবু তার উপর এ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছিলেন এবং সেটা এই এসেম্বলাতে পাশ হয়ে গেছে, একটা কমিটি গঠন করার প্রস্তাব, কিন্তু সেটা এখন পর্যন্ত ইম্পলীমেন্ট করা হলনা। অর্থাত রুলিং পার্টির কোন ইচ্ছা নাই, এবং তার দ্বারা এটাই প্রমাণ করে যে তাদের শেষ করে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। কাজেই আজকে যদিও সংবিধানে রক্ষা খরচ দেওয়া আছে, অন্ততঃ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে, উপজাতিদের বেলায়, শিক্ষা ক্ষেত্রেই হউক, চাকরীর ক্ষেত্রেই হউক, কার্যতঃ সেগুলি মেনে চলা হচ্ছে না।

(রেড লাইট)

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি একটু সময় চাই। ল্যাণ্ড সম্পর্কে আমরা দেখতে পাই যে হাজার হাজার দ্রোণ ট্রাইবেল জমি রেজিষ্ট্রিকৃতভাবে হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে, সরকার জানেন না এমন কথা হয়। কিন্তু তাদের ইচ্ছাই হচ্ছে তাদের শেষ করে দাও আর এডুকেশান সম্পর্কে অনেক কথা আমরা শুনতে পাই, পাহাড়ি গ্রামে গ্রামে অনেক স্কুল করা হয়েছে, অনেক বুক গ্র্যান্ট দেওয়া হচ্ছে, স্টাইপেণ্ড ইত্যাদি দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ একটা কথা, যদি শিক্ষার দিকে কোন সম্প্রদায়কে অগ্রসর করিয়ে নিতে হয়, তাহলে তার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে এবং ভারত সরকারের এটা এক্সেপটেড পলিসি। নেফার মধ্যে যে সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায় আছে, বিভিন্ন ভাষাভাষী, তাদের সংখ্যা ত্রিপুরা থেকে অনেক কম। তাদের নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তা হবে কেন? রুলিং পার্টির একজন সদস্য এই হাউসে প্রস্তাব এনেছিলেন যাতে করে প্রাথমিক স্টেজে অন্ততঃ মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এবং সেটা ভাষাবিদ দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রী এখানে এসুরেন্সও দিয়েছিলেন, কিন্তু এটা অনেকটা শুকনা তাদের মতই বলা হয়েছিল, কার্যতঃ সেটা কিছুই করা হয় নি। অর্থাত একটা সম্প্রদায়কে ধ্বংশ হতে দাও, এই হচ্ছে তাদের ডিটারমিনেশান। এই সম্প্রদায়কে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ইচ্ছা যদি এই সরকারের থাকত, তাহলে অনেক আগেই এটা করা হত। মুখে মুখে উনারা বড় বড় অনেক কথাই বলেন কিন্তু কার্যতঃ এই অবস্থা।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, টাইম ইজ অভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই প্রস্তাবের ভাগ্যে কি হবে আমি জানি। তবে একটা কথা এখানে বলা দরকার, যদি রুলিং পার্টি এই কথা মনে থাকেন যে এই সম্প্রদায়কে শেষ করে দেব, তাহলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবেনা এটার একটা প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।
কিন্তু আমি বলি যে এটা সম্ভব না, কারণ আজকে হউক, আর দুই দিন পরে হউক এই নিয়ে তাদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। অনেক সময়ে আমরা দেখছি যে, সরকার ইন্‌টিগ্রেশনের কথা বলছেন, ন্যাশনাল ইন্‌টিগ্রেশন সেই সব বড় বড় কথা তারা বলে থাকেন। আজকে যদি একটা সম্প্রদায়কে উন্নত করার জন্য সরকার থেকে সত্যিই কোন চেষ্টা করা হত, তাহলে আজকে তাদের এমন অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে হত না। আর সেজন্যই আমরা প্রতি নিয়ত লক্ষ্য করছি যে তাদের মধ্যে এই বিষয়ে একটা কন্‌ফিডেন্সের অভাব আছে। তাহলে আর আমাদের ন্যাশন্যাল ইন্‌টিগ্রেশন হবে কি ভাবে? এটা শুধুমাত্র মুখের বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখছি ন্যাশন্যাল ইন্‌টিগ্রেশনের পরিবর্ত্তে ডিস-ইন্‌টিগ্রেশানটাই বড় হয়ে উঠছে। তাই আমি বলছিলাম যে, একটা সম্প্রদায়ের প্রতি এই ধরনের একটা অবহেলা করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হবে না। তারা তাদের এ্যাক্‌জিসটেন্স রক্ষার জন্য লড়াই করবে, সংগ্রাম করবে, কেন না, তারা বাঁচতে এসেছে, মরতে আসে নি। কাজেই এই বাঁচার জন্যই তাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে। তবে একটা কথা সত্যি যে বৃটিশরা

আমাদেরকে একটা জিনিষ দিয়ে গেছে, সেটা হল ডিভাইডেড রুলস। এটা আজও আমাদের সমাজের মধ্যে নানা ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে। কেন না, আজ যদি আমরা ভারতের নানা স্থানে যে সব গণ্ডগোল হয়েছে, সেগুলির কথা চিন্তা করি তাহলে দেখব যে সেই গোলমালের মধ্যেও এই ডিভাইডেড রুলস অনেকটা কার্যকরী হয়েছে। আর এর দ্বারা এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি লেলিয়ে দেওয়া হয়। আজকে তো এভাবে তাদের রাজত্ব কায়েম করেছেন। কিন্তু আমি বলি এই ভাবে আর বেশী দিন তাদের সেই রাজত্ব টিকে থাকবে না। কাজেই আমাদের দেখতে হবে যে আজকে ত্রিপুরাতে যে সব ট্রাইবেল আছে তাদেরকেও বেঁচে থাকতে হবে আর যারা এসেছেন তাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। এবং সেই সময়ের মধ্যে যারা সমাজের মধ্যে অউন্নত আছেন, তাদেরও যে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, সেই অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন এবং প্রস্তাবের সমর্থনে যে যুক্তিগুলি পেশ করেছেন আমি তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে প্রথমে আমাকে বলতে হয় যে গণতান্ত্রিক শাসন ও শোষণের যে ব্যবস্থা বর্তমান সমাজের মধ্যে রয়েছে, তাতে সমাজের মধ্যে যারা নীচের তলার মানুষ বিশেষ করে যারা উপজাতি, যারা লেখাপড়ায়, শিক্ষাদীক্ষায় অত্যন্ত অসচেতন তারাই আজকে বেশী করে নির্যাতীত হচ্ছেন। আমরা যদি আজ সারা ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি সাংস্কৃতি ক্ষেত্রে সব দিক দিয়েই আজ উপজাতীয়রা সবচেয়ে নির্য্যাতীত হচ্ছে। আজকে সমাজের মধ্যে সবাচেয়ে দুর্বল অংশকেই বেশী করে শোষণ করা হচ্ছে। আর সেই জন্যই আমরা দেখছি যে তারা আত্ম রক্ষার জন্য, তাদের বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রামের পথকে বেছে নিয়েছে। একথা কেন বলছি, বলছি এজন্য যে ছোট নাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তর জেলায় যা ঘটেছে, আসামের মিজো, এবং নাগা ল্যাণ্ডের নাগারা আজকে তাদের বাঁচার জন্য, তাদের আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রামের পথ তারা বেঁচে নিয়েছেন। আমরা ভারতের মধ্যে একটা জিনিষ প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করছি, সেটা হল গণতান্ত্রিক শাসনের নামে আজকে সমাজের দুর্বলতর অংশকে দিনের পর দিন শোষণ করে চলছে এবং নির্য্যাতনের ফলে তারা আজকে ধ্বংশের মুখে গিয়ে পড়ছে। তাই তো তারা আজকে বাঁচার সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে ত্রিপুরাতেও উপজাতিরা তাদের নিজেদের বাঁচার সংগ্রামে তারা যেভাবে দীর্ঘ দিন ধরে নির্য্যাতীত হচ্ছে, তারই পটভূমিকায় তারা তাদের ভবিষ্যতের এই সংগ্রামকে তীব্র থেকে আরও তীব্রতর করে তুলছেন। এটা আমরা আজ কেন? বহুদিন থেকে এই বিধান সভায় বলে আসছি যে ত্রিপুরার উপজাতিরা নানাভাবে অবহেলিত হচ্ছে, তাদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সরকার সেদিকে মোটেই নজর দিচ্ছেন না। তারা শুধু তাদের সেই সেই বড় বড় বুলি আওড়িয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাদের যে উন্নতি হতে পারে, তাদের যে অগ্রগতি হতে পারে সেদিকে এমন কোন কাজ

সরকার করছেন না। আজকে ত্রিপুরাতে অন্য যেসব অধিবাসী আছেন, তাদের তুলনায় এই উপজাতিরা কি শিক্ষায়, কি দীক্ষায় সবদিক দিয়ে তেমন সচেতন নয় ফলে তারা তাদের বাচার সংগ্রামে প্রতিযোগিতায় অন্যদের সঙ্গে হারতে আরম্ভ করেছেন। অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে এই উপজাতিদের রক্ষার জন্য এখানকার রুলিং পার্টি, কংগ্রেসী সরকার তাদের বাঁচাবার এমন কোন ব্যবস্থাই করতে পারেন নাই। তাদের বাচার সম্বল হিসাবে তারা যে জমিতে ছিল, সেই জমি থেকেও তারা দিনের পর দিন উচ্ছেদ হতে শুরু করেছে। এমন কি তাদের জমি জমাগুলি মহাজন ও জোতদারদের হাতে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। আজকে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা তো আমরা এটাই দেখছি। আর যারা কংগ্রেসের ভক্ত, তারা কংগ্রেসের পতাকা তোলে কংগ্রেসের সাইন বোর্ডের পিছনে থেকে বেশী বেশী দাদন খাটিয়ে, সুদে টাকা খাটীয়ে এই উপজাতিদের টাকা ধার দিয়ে তাদের জমিগুলি তারা কেড়ে নিয়েছে। এভাবে ত্রিপুরার উপজাতিরা আজকে আর্থিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংশের দিকে চলছে। এই অবস্থায় আমরা দাবী করছি যে সংবিধানের ৫ম তপশিল ত্রিপুরাতে চালু করে এই উপজাতিদের ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করা হউক, তাদের জমিগুলির রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক, তাদের সাংস্কৃতিক দ্রব্যগুলি রক্ষা করা হউক এবং তাদের সমাজকে প্রকৃত উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া হউক। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলির কিছু করা হচ্ছে না, সরকার শুধু তাদের বড় বড় বুলি আওড়িয়ে যাচ্ছে। তারা চাকুরীর ক্ষেত্রে, তাদের যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা, সেগুলি তারা পাচ্ছে কি? পাচ্ছে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেগুলি তারা কি পাচ্ছে? না তাও সম্পূর্ণভাবে পাচ্ছে না—শুধুমাত্র এই সুযোগ সুবিধার নাম দিয়ে তাদেরকে বছরের পর বছর ঠকানো হচ্ছে। এই কারণেই ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই ত্রিপুরাতে উপজাতিরা আর বেশী দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং তারা ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। তাই তো আমরা বলেছিলাম, দাবী করেছিলাম যে সংবিধানের ৫ম তপশিল চালু করে তাদেরকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু ত্রিপুরার কংগ্রেসী সরকারের প্রচার ও প্রপাগণ্ডা বড়ই আশ্চর্য্য রকমের। তারা তখন জীগির তুলেছে যে কমিউনিষ্টরা, বাম পন্থীরা সাম্প্রদায়িক গোলমাল সৃষ্টী করতে চাইছে, পাকিস্থান থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের আবার পাকিস্থানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই সমস্ত কথা তারা বলেছেন। তারা ত্রিপুরাতে একটা পাহাড়িয়া রাজত্ব সৃষ্টি করতে চাইছেন। কিন্তু একটা আশার কথা যে ত্রিপুরাতে তাদের এই রকম অপপ্রচার সত্বেও এমন কোন সাম্প্রদায়িকতার জ্বলেনি বা কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় নি। উপজাতিরা এবং অ-উপজাতিরা এখানে ভাই ভাই এবং বন্ধুর মত সহাবস্থান করেছেন এবং এই অবস্থা বজায় রেখে ত্রিপুরার মানুষ একটা গণতান্ত্রিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। যা ভারতের কোন কোন অঞ্চলে সেটা সম্ভব হয় নি। কাজেই আজকে কেন এই উপজাতিদের রক্ষার প্রশ্ন উঠেছে,

কেন তাদের উন্নতির প্রশ্ন উঠেছে, কেন এই উপজাতি সমাজকে রক্ষা করার প্রশ্ন উঠেছে, কেন এই একটা সামগ্রিক অ-উন্নত উপজাতিকে রক্ষা করার প্রশ্ন উঠেছে? তাদের কোন উন্নতি হয়নি বলেই তো উঠেছে। কিন্তু রুলিং পার্টির নেতারা যেভাবে প্রচার কার্য্য চালাচ্ছেন, সেটা অত্যন্ত দুঃখের ত্রিপুরার উপজাতিদের পক্ষে। যা হউক এই অবস্থার ভিত্তিতে কোন

পরিবর্ত্তন যে হচ্ছে না, সেটাই আমরা লক্ষ্য করছি। তাই হনুমন্থিয়া কমিশন যেটা প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন এর চেয়ারম্যান হিসাবে যে সব সুপারিশ করেছেন তাতে তিনি এই উপজাতিদের দাবীগুলি পূরণ করবার চেষ্টা করেছেন যাতে এই উপজাতিদের বাঁচার একটা রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করেছেন। এখন ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকার সেটা চালু করার জন্য বিচার বিবেচনা করছেন। কারণ ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত এলাকাগুলি উপজাতি অঞ্চল বা ট্রাইবেল বেল্ট হিসাবে রয়েছে যেগুলি এখনও রয়েছে সেগুলি যাতে রক্ষা করা হয়, তাদের জমিজমাগুলি যাতে রক্ষা করা হয় সেটা যেন শীঘ্রই ঘোষণা করা যায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু আমরা সেদিক দিয়ে কি দেখি ? দেখি মহারাজার যে সব রিজার্ভ এলাকা ঘোষণা করা ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে সেগুলি আর রক্ষা করা হচ্ছে না। যেমন কল্যাণপুরের দ্বারকাপুরে যেখানে একজন উপজাতিও নেই। অর্থাৎ যেটা রিজার্ভ এলাকা বলে ঘোষিত সেখানে একজন উপজাতিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তেমনি খোয়াইর রাজনগর মৌজা, যে রাজনগর মৌজা সম্পূর্ণভাবে ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চল, সেটাকে আজও উপজাতিদের জন্য রিজার্ভ এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়নি। এভাবে একটা ষড়যন্ত্র করে উপজাতিদের জন্য রিজার্ভগুলিকে বানচাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এইভাবে একটা ষড়যন্ত্র করে এই উপজাতি রিহেবিলিশানকে বানচাল করার চেষ্টা করছে। সদরে আমরা দেখি যেখানে উপজাতি বেল্ট বা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা গোলাকাপা সেখানে এই কলোনীতে কয়েকটি চমৎকার কথা আমরা শুনতে পাই। সেখানে কিছু দিন আগে আমিনরা গিয়েছিল সেটেলমেন্টের পক্ষ থেকে জরীপ করবার জন্য। তারা বলছেন এটা গার্বাদির স্কীম আমরা এখানে চালু করতে চাই। কিন্তু গত নভেম্বর মাসে চীফ কমিশনারের কাছে যখন ডেপুটেশন যায় তখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে গোড়াকাপাতে গার্বাদির স্কীম বলে কোন স্কীম চালু করতে চেষ্টা করা হচ্ছে কি না ? তিনি বললেন এইরকম কোন স্কীম নাই। তারা কোথা থেকে এই স্কীম পেল ? এই ভাবে উপজাতি অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে কলোনী বসিয়ে দিয়ে তারা প্রচার করবে যে কম্যুনিষ্টরা অশান্তির সৃষ্টি করছে, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছে। আর আমরা দেখেছি সদরের এস, ডি, ওকে এবং সেই সঙ্গে বিধান সভার মাননীয় সদস্য রাজকুমার কমলজিৎ সিংহকে মণিপুরীদের কলোনী স্থাপন করবার জন্য চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ মুল উদ্দেশ্য হল এই যে সেখানে উপজাতিদের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেটাকে ধ্বংস করে দাও। তাদের বাঁচার দাবীকে ত্রিপুরার জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি কর। এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এই অবস্থার সঙ্গে ত্রিপুরার জনসাধারণ সামিল হচ্ছে, ত্রিপুরার উপজাতি অনউপজাতি, সমস্ত মানুষ এই দাবীর সামিল হচ্ছে। এটা দাবী আদায়ের একটা বলিষ্ট আদায়ের পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপের প্রমাণ আমরা ১৯শে নভেম্বর দিয়েছি এবং আগামী দিনের বাঁচার আন্দোলনে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মানুষকে সংঘবদ্ধ করে ফেলা হবে। আশা করি মাননীয় সদস্যরা উপজাতিদের বাঁচার দাবীকে সমর্থন করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছিলেন সেটা আমি সমর্থন করি। কারণ এটা সমর্থন না করে পারা যায় না। কারণ সংবিধানের ধারা অনুযায়ী যারা অনুনত সম্প্রদায় তাদের রক্ষার জন্য তাদের বাচার জন্য যে সমস্ত আইন করা দরকার সেই আইন সংবিধানগতভাবে রচনা করা হয়েছে। আমরা দেখি ত্রিপুরা রাজ্যে বহু লোক এসেছে পাকিস্থান থেকে। কিন্তু পাকিস্থান থেকে আসার ফলে আমরা ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য যখনি আন্দোলন আরম্ভ করি যে পঞ্চম তফশীল দিন তখন দেখা যায় যে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এরকম প্রচার করা হচ্ছে যে ৫ম তফশীল চালু হলে সমস্ত বাঙ্গালীদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। এটা একটা ভুল ধারণা। কাজেই সেই দিক থেকে আমরা দাবীটা এনেছিলাম যে ৫ম তফশীল এলাকা যখনি চালু হবে সেটা উপজাতি অধ্যুষিত করা হোক এবং ৫ম তফশীল করার জন্য যেসমস্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে সেই উপদেষ্টা কমিটির কোন রকম বিশেষ ক্ষমতা থাকবে বলে আমার মনে হয় না। তাই সংবিধান সংশোধন করে ক্ষমতা সম্পন্ন একটা কমিটি গঠন করা হোক এবং তাদের হাতে যে বাজেট আছে সেই বাজেট দিয়ে তার উন্নতির জন্য যাতে আমরা একটা এলাকা গঠন করতে পারি তার জন্য আবেদন করছি। এছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই অনুসারে আমরা ত্রিপুরার যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা আছে সেগুলিকে যদি আমরা তাদের জন্য ছেড়ে না দিই তাহলে তাদের বাচার যে অধিকার সেই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবে। কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত যে কম্পেক্ট এরিয়া আছে সেই এরিয়া চালু করে একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হোক এবং যদি এইসমস্ত কমিটি গঠন করা না হয় তাহলে আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষের উপজাতিদের মধ্যে একটা গন অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ত্রিপুরার মধ্যেও যে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন অধিকার চাইবে না সেটা কিভাবে ভাবা যায়? তাই সংগ্রামেই হবে তাদের বলিষ্ট হাতিয়ার এবং জনগণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার পক্ষে একটা বলিষ্ট হাতিয়ার হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের মধ্যে যে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে আমি এর বিরোধিতা করে কিছু বলতে চাই। এর অর্থ এই নয় যে আমি উপজাতির কল্যাণ চাই না। আমি নিজেও একজন উপজাতি এবং ত্রিপুরার উপজাতীদের কল্যাণ আমি চাই। আমি উপজাতি কল্যাণ চাই ভারতের যে ৪৪ কোটি লোক আছে, সমগ্র ভারতের দিকে লক্ষ্য রেখে, তথা আমাদের দেশ, তার যে ইন্টিগ্রিটি, সোলিডারিটি তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি ত্রিপুরার উপজাতি কল্যাণ চাই। যেহেতু ধেবর কমিশনের রিপোর্টের বিকল্প প্রস্তাব অনুসারে ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল ডেভলাপমেন্ট ব্লক করে ত্রিপুরার উপজাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আরেকটা রিকমণ্ডেশান এখনই প্রয়োগ করা আমার মতে যুক্তি যুক্ত নয়। কারণ একটা সম্প্রদায়ের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা বলেন যে গণতন্ত্রে

শাসন এবং শোষণ আছে, এটা কিরকম কথা আমি বলতে পারছি না। তাহলে কি তিনি গণতন্ত্র পছন্দ করেন না? আমরা যে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদ এর লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করছি, সঙ্কল্প করছি, তিনি যে গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এখানে এসেছেন, তিনি কেন তার প্রতি কটাক্ষপাত করছেন, কারণ হচ্ছে তার গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নেই। কিংবা তিনি গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে যদি অগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে উনি খুশী হন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির বাস। আমাদের এই কংগ্রেস দল গত দশ বছর পর্য্যন্ত এটা শাসন করেছেন এবং ভারতের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা করছেন, ধাপে ধাপে যে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, ইহার অর্থ এই নয় যে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। আমরা লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করছি, যদিও আরও আগে লক্ষ্যে পৌঁছা উচিত ছিল। বিলম্ব হয়ে গেছে, ত্বরান্বিত করতে পারছে না, যতটুকু করার ইচ্ছা ছিল ততটুকু করতে আমরা পারি নাই। ত্রিপুরার উপজাতির জন্য সংবিধানে যে রক্ষা কবচ দেওয়া আছে, গত দশ বছর শেষ হওয়ার পর তাই আরও দশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইহার অর্থ এই নয় যে আগামী দশ বছরে ত্রিপুরার উপজাতিরা কোন সুযোগ সুবিধা আর পাবেন না। ভারত সরকার সমগ্র উপজাতি এবং অন্যান্য পেছনে পড়া জাতি তাদের যাতে পূর্ণ সুযোগ দিয়ে এক সময়ে, একসংগে একই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি, তাদের উন্নতির পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে পারি, যাতে কেহ আগে কেহ পরে না হয়ে যায়, তার জন্য চেষ্টা করছেন। এই যে টি, ডি, ব্লক, এটাকে আমরা স্বীকার করে নিয়ে আমাদের উপজাতির যে উন্নয়ন করা প্রয়োজন, সরকার তারই প্রচেষ্টা করছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে উপজাতীদের প্রকল্প রূপায়ন করার সময় সব ক্ষেত্রে, সব জায়গায় সরকারী কর্মচারীরা ঠিক ঠিকভাবে রূপায়ীত করতে পেরেছেন, আমি সেটা মনে করি না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উপজাতি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে কিছু ভুল ত্রুটী হয়ে গেছে, এবং ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে পরে সরকার যে সংশোধন করেন না তা নয়। প্রথমে আমরা দেখেছি যে তাদের জন্য ১৫ শত টাকা করে বরাদ্দ ছিল, এইবার মন্ত্রীসভা সেটা বাড়িয়ে দুই হাজার করার জন্য প্রস্তাব করেছেন। আমরা আশা করব চতুর্থ পরিকল্পনায় আমার উপজাতি কল্যাণের যে বরাদ্দকৃত টাকা, সেই টাকা উপজাতি কল্যাণে ব্যয় করতে পারব। ত্রিপুরাতে ৫৪টি উপজাতি কলোনী আছে বিভিন্ন ব্লকে। যে সমস্ত জায়গায় ট্রাইবেল কলোনী আছে, সেই সমস্ত জায়গায় আগে মেট্রিকুলেট, নন-মেট্রিক, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করতে পারে নি এমন সমস্ত সুপারভাইজার নিয়োগ করা হত। কিন্তু ইদানীং সেখানে ক্যাডার করা হয়েছে যে বি, এ, পাশ নিতে হবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা কেন এটা করা হয়েছে। সাধারণ মেট্রিকুলেট হলেই সেটা হতে পারত। তাদের কাজ হচ্ছে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল কৃষক, চাষী, যে সমস্ত ভি, এল, ডবল্যু সার্কেল আছে এখানে সুপারভাইজারের দায়িত্ব হচ্ছে উপজাতি যারা জুমিয়া তাদের সমতলে এনে চাষবাস শিখিয়ে উপযুক্ত করা। দিস ইজ দি মেইন অবজেক্ট অব দি কলোনী সুপারভাইজার। চাষবাস শিখাবে, তাদের মাইগ্রেটিং যে হ্যাবিট ট্রাইবেলদের মধ্যে আছে, তাদের জমিতে আনতে হবে। কিন্তু একজন বি, এ, পাশ ছেলে যদি আমার ঐ হায়ার সেকেণ্ডারী ছেলের পরিবর্ত্তে এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট দেওয়া হয়, তাহলে ভালর পরিবর্ত্তে খারাপ হবে। কারণ সে ঐ জংগলে থাকবে না।

আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে সুপারভাইজারের কোয়ার্টার এ যাবেন না রিং ওয়েল, টিউব ওয়েল কলোনীতে থাকা সত্বেও তারা সেখানে থাকেন না। কিন্তু তজ্জন্য একটা বি, এ, পাশ ছেলেকে যদি আমরা হায়ার সেকেণ্ডারী বা মেট্রিক পাশ ছেলের পরিবর্ত্তে এপয়েন্টমেন্ট দেই তাহলে আমার মনে হয় সেটা ভালর পরিবর্ত্তে মন্দই হবে। কেননা বি, এ, ছেলে কখনও ঐ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে বেশী দিন থাকবে না। তারা সেখানে বাজারে যাবেন, টাউনে যাবেন, তাদেরকে যেখানে পোষ্টিং করা সেখানে তারা থাকবেন না তাতে করে আমাদের কলোনীর কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। নন-ট্রাইবেল যে সমস্ত কলোনীর সুপারভাইজর আছে, আমি জানি সেখানে তাদের জন্য কোয়ার্টার আছে, রিং ওয়েল আছে, টিউব ওয়েল আছে, সবই আছে, কিন্তু সেখানে তারা থাকেন না, তারা অন্যত্র গিয়ে থাকেন, যেখানে তাদের সমকক্ষ আছে বা তাদের বন্ধুবান্ধব আছে, সেখানে গিয়ে তারা থাকেন। আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি যে হরিণচড়াতে যে কলোনি আছে, সেই কলোনিতে তার সুপারভাইজর থাকেন না তেমনি কচু চড়াতে যে সুপারভাইজর থাকার কথা, সেও সেখানে থাকে না। সুতরাং ট্রাইবেলদের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত কাজ আমরা হাতে নিয়েছি, সেগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দরকার আছে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাদের যদি কিছু সংশোধন করতে হয়, তাহলে সেটা করে সেগুলি যাতে ঠিকঠিকভাবে করা হয় সেদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার এবং তাতে করে ট্রাইবেলদের অনেক কল্যাণ হতে পারে। সেজন্য আমি বলছিলাম যে ৫ম তপশীল চালু করে, অমুক চালু করে ত্রিপুরার উপজাতিদের উন্নতি হয়ে যাবে এমন মনে করার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, ৫ম তপশিল চালু করতে হলে ত্রিপুরাতে এমন একটি কমপেক্ট এরিয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কেবলমাত্র ট্রাইবেলদের বসিয়ে তাদের উন্নতি করা যাবে। সুতরাং ত্রিপুরার ট্রাইবেল হউক আর নন-ট্রাইবেল হউক যেটা নাকি অভিরাম বাবু বলেছেন যে ত্রিপুরাতে উপজাতি এবং অ-উপজাতি সবাই বন্ধু মনভাবাপন্ন হয়ে এক জাগায় বসবাস করছেন এবং এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন কিছু নেই। তা যদি হয় তাহলে অ-উপজাতিরা কি করে উপজাতির ক্ষতি করতে পারে। এ প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে না। কাজেই ত্রিপুরাতে ৫ম তপশীল চালু করার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। যেখানে আমরা উপজাতি এবং অ-উপজাতি সবাই মিলেমিশে বসবাস করছি সেখানে উপজাতিদের জন্য যে বিশেষ পরিকল্পনা আছে, সেটা রূপায়িত হওয়ার পথে কোন বাঁধা আসতে পারে না। আমি এও বিশ্বাস করি যে যদি আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যেসব মেসিনারী আছে সেগুলি যদি তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য নিয়োগ করা হয় এবং তাদেরকে যদি এই বিশেষ কাজের জন্য ট্রেনিং ইত্যাদি দিয়ে আনা হয়— যেমন গতবারে আমি একটা প্রস্তাব এই হাউসে রেখেছিলাম যে একটা ট্রাইবেল ডাইরেক্টোরেট করা হউক এবং তাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হউক আর বলা হউক যে আগামী ৫।১০ বছরের মধ্যে তোমাদেরকে এই কাজগুলি করতে হবে টাইবেলদের উন্নতির জন্য, তাহলে আমি মনে করি যে এই ডাইরেক্টরেট থেকে টাইবেলদের জন্য যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলি সাফল্যজনক ভাবে রূপায়িত করতে পারবে। আমি জানি যে ডম্বুরে ৪০০ পরিবার টাইবেলদের পুনর্বাসন দেওয়া জন্য একটা প্রজেক্ট পরিকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এখন আমরা দেখব যে এই প্রজেক্টের

মধ্যে আমরা কতটা সাফল্য লাভ করতে পারছি। আমরা এমনভাবে পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করব যাতে ত্রিপুরাতে যত ট্রাইবেল আছে তারা যেন শিক্ষায় দাক্ষায়, অর্থ নৈতিক এবং রাজ-নৈতিক ও সামাজিক প্রভৃতি দিক দিয়ে অ-উপজাতি যারা আছেন তাদের সমকক্ষ হতে পারেন। কাজেই অমুক কমিশন, ৫ম তপশিল ইত্যাদি বড় বড় কথা না বলে আমাদের ট্রাইবেলদের যেগুলি প্রয়োজন সেই সমস্ত ভেবে চিন্তে যদি সেগুলিকে রূপায়িত করি তাহলে আমার মনে হয় যে তাতে তাদের প্রভূত উপকার হবে। শুধুমাত্র এই হাউসে এসে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রভৃতি বড় বড় কথা বললে ট্রাইবেল ভাইদের কোন উন্নতি হবে বলে আমি মনে করি না এবং এভাবে সরকার বিরোধী মনোভাব পোষণ করেও কোন লাভ হবে না। কাজেই এই ধরণের কোন প্রস্তাব এখানে আনার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। তিনি এই প্রস্তাবের পক্ষে বলতে গিয়ে কতক সরকার বিরোধী এবং নিজের দলের স্বার্থে এমন কতগুলি কথা বলেছেন যেগুলি প্রকৃতপক্ষে শুধু বিরোধিতার জন্যই বলেছেন। আমরা এই কথা অস্বীকার করি না যে ট্রাইবেলরা তুলনামূলকভাবে যতটা অনগ্রসর তার সবটাই আমরা উন্নত করতে পেরেছি। আমরা এখনও বলি যে তাদের আরও উন্নতি করা দরকার এবং এদিকে আমাদের যথেষ্ট নজরও আছে। এই বিষয়ে আমার মনে হয় এখানে যে ট্রাইবেল এ্যাডভাইজরী বোর্ড আছে তার সুপারিশ অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। তাছাড়া এই ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য ভারত সরকারও বিভিন্ন কমিশন গঠন করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং কোন কোন ষ্টেজে কতটুকু কাজ হয়েছে এবং সেগুলি যথাযতভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা সেইসব দেখাশুনা করছেন। আর এদিকে আমাদের ত্রিপুরা সরকারও বসে নেই। ত্রিপুরা সরকারও তার সাধ্যমত যেখানে যা করা প্রয়োজন সেগুলি করে যাচ্ছেন। সুতরাং সরকারের ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য আন্তরিকতা নেই এই যে কথা তারা বলেছেন, এর মধ্যে কোন সত্য নেই। আমার মনে হয়, বিরোধী সদস্যরা ট্রাইবেলদের উন্নতির পরিবর্তে তাদের সর্বনাশই চান, এবং তারা এটা করে চলছেন, অতীতেও এইরকম অনেক কিছু তারা করেছেন, সেগুলি আলোচনা করলে এটা বুঝতে আর কারো কষ্ট হবে না। ট্রাইবেলদের উন্নতি তারা প্রকৃত পক্ষে চান না। কেননা এখানে ট্রাইবেলদের উন্নতির কথা বলতে গিয়ে তারা রাজনৈতিক স্বার্থ আদায় করার যে চেষ্টা করছেন সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব। আমরা জানি সরকার যখন বিভিন্ন কলোনীর মাধ্যমে ল্যাণ্ডলেসদের সেটেলমেন্ট দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য বিভিন্ন কলোনিতে স্কুল স্থাপন করছেন যাতে করে তাদেরকে অন্যান্যদের সমকক্ষ করে তোলা যায়, সেখানে এই বিরোধীরা সেই সহজ সরল জুমিয়া ভাইদের নিয়ে আওয়াজ তুলছেন জিন্দাবাদ, এই রকম শ্লোগান তারা সেখানে তাদেরকে নিয়ে দিচ্ছেন। তাদেরকে এখন সমাজের অন্যান্য যারা আছেন, তাদের মত করে তোলার দরকার, তাদেরকে লেখাপড়া

শেখানো দরকার। শুধু শ্লোগান দিয়ে তাদের কোন উন্নতি করা যাবে না। আর সেজন্য সরকার যে সব উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যেমন তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুবিধা দেওয়া, ল্যাণ্ডলেসদের ল্যাণ্ড দেওয়া এবং টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে আরও যে অনেক রকম পরিকল্পনা আছে যেগুলি রূপায়িত হলে পরে সত্যি ট্রাইবেল ভাইদের অনেক উন্নতি হবে, সেদিক থেকে আমাদের বিরোধী সদস্যরা সেগুলি যাতে কার্য্যে রূপায়িত না হয় সেজন্য নানা-ভাবে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেগুলি যদি কার্য্যে রূপায়িত হত তাহলে আজ তাদের যতখানি উন্নতি হয়েছে, তার চাইতে আরও অনেক বেশী হতো। অবশ্য আমাদের এই ব্যাপারে খুব গর্ব করার কিছু নেই। ট্রাইবেলদের উন্নতি যা করার তা করে ফেলছি আর কিছু করার নেই সরকারী তরফ থেকে এমন কথা আমরা এখানে বলি না। আজকের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি দূর দূরান্তর থেকে ট্রাইবেলরা শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন চাকরী করছে। আগে যেখানে তাদের রিপ্রেজেনটেশান ছিল না সেখানে আজকে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রিপ্রেজেনটেশান দেখা যাচ্ছে এবং সেটা সরকারী প্রকল্পের সুফল বলেই আমি বিশ্বাস করি। আর সেটেলমেণ্টের ব্যাপারে বলেছেন যে পাকিস্তান থেকে যারা ট্রাইবেল এসেছিলেন তাদের স্থান দেওয়া হয়নি। নন্-ট্রাইবেল যারা এসেছিলেন তাদের স্থান দেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা যদি সেটেলমেণ্টের ষ্টেটিসটিকস নিই তাহলে দেখবো প্রচুর সংখ্যক ট্রাইবেল এই রাজ্যে স্থান পেয়েছে এবং সরকারও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। অতএব সত্যকে বিকৃত করে দেখান হয়েছে হাউসের সামনে। আমার মনে হয় তাদের প্ররোচনায় আজকে মানুষ ভুলছে না বলে তারা আবার নূতন করে দাবা তুলেছেন যে ৫ম তফশীল চাই। এই ব্যাপারে ঘনশ্যাম দেওয়ান মহাশয় বলেছেন যে ৫ম তফশীলের মারফত ট্রাইবেলদের কোন উন্নতি হবে না। এই ব্যাপারে আমি আর বেশী দূর অগ্রসর হতে চাই না। এখন তারা যা করছেন সেটা একটা পুরাতন ট্যাকৃটিকস্। সেটা ধরে ফেলেছে জনসাধারণ। সুতরাং এটা দিয়ে তাদের আর কাজ হচ্ছে না। সুতরাং ঐ টেকৃটিকস তারা পরিহার করতে পারেন। আমরা জানি আজকে চাকরী বাকরীর ক্ষেত্রে উনারা বলতে চাইছেন যে ট্রাইবেলদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমরা জানি এখানে একটা ইয়ারমার্ক করা থাকে যে ট্রাইবেলরা চাকরীতে সুবিধা সুযোগ পাবে। এই বিষয়ে কোন কৃপণতা নাই বলে আমার ধারণা। এখানে যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ কমিশনের রিপোর্টের কথা বলেছেন সেখানে হনুমন্তিয়া কমিশন ট্রাইবেলদের জন্য আলাদা কোন রিকমণ্ডেশন রাখেন নি। আজ তারা বলেছেন ত্রিপুরা ব্যাকওয়ার্ড টেরাটরি এবং এখানে ট্রাইবেল যথেষ্ট আছে, কনসিডারেবল নাম্বার আছে। সুতরাং তারা রিকমেণ্ড করেছেন যে যেখানে ট্রাইবেল কম্প্যাক্ট এরিয়া আছে সেখানে মণিপুরের ন্যায় যেন এখানেও মেঝার নেওয়া হয়। মনিপুরে যেরকম করতে হবে বলেছেন। এখানে ৫ম তফশীলের কথা নাই। মনিপুরে যে ধরণের ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে সেই ধরণের আউটলাইনের কথা তারা মেনশান করেছেন।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister, the time left to us is verv limited. So within five minutes you should finish.

Shri Prafulla Kr. Das :—মাননীয় সদস্য ঘনশ্যাম দেওয়ান বলেছেন যে, এটা একটা মিকস্‌ড এরিয়া। সুতরাং এখানে ট্রাইবেল কম্প্যাক্ট এরিয়া বেছে নেওয়া কঠিন। যেটা যেখানে প্রয়োজন, ফিজিবল্‌ এবং পসিবল্‌ সেটা নিশ্চয়ই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিপুরায় পাবে। সেটা আণ্ডার কনসিডারেশন। কাজেই আজকে হনুমন্তিয়া কমিশনের কথা বলে ওরা স্পেসিফিক কোন কিছু বলতে পারেন নি যে, আমরা এই চাই, এই করলে উন্নতি হবে। শুধু সকলকে বিভ্রান্ত করতে হবে বক্তৃতা দিয়ে। এটাই তাদের উদ্দেশ্য। আসলে তাদের উন্নতির দিকে উদ্দেশ্য নাই। আজকে আমরা জানি প্রস্তাবের যারা উত্থাপক তারা বিভিন্ন রকমের কথা বলছেন। তাতে আমরা বুঝি যে তারা যতখানি বলেন ততটুকুই যদি সত্যি হত তাহলে এতখানি ধাক্কা তারা পেতেন না। ট্রাইবেলদের উন্নতি সরকার চায় সরকারী পরিকল্পনাগুলি সফল করবার জন্য। সুতরাং আমি তাদের আহ্বান জানাচ্ছি সরকারের সংগে সহযোগিতা করতে। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করলে উনাদের উন্নতি হবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় আমরা প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু যে সমস্ত তথ্য এবং ঘটনা আমি স্পেসিফিকভাবে রেখেছিলাম তার একটারও তিনি উত্তর দিতে পারেন নি। কমিশনগুলি থেকে ফ্রম টাইম টু টাইম যে রিকমেনডেশানগুলি রাখা হয় সেগুলি কার্যকরী করা হয় না বলেই আমি এখানে এই প্রস্তাবটা রেখেছি। এটাও কেন্দ্রীয় সরকারের একটা পার্লামেন্টারী দলের কমিশনের উপর ভিত্তি করেই রাখা হয়েছে। তিনি রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যা তিনি বলেন নি। যাই হোক, যদি এই সরকারের উদ্দেশ্য থাকত এই রাজ্যের অনুন্নত, পশ্চাদপদ উপজাতিদের রক্ষা করার তাহলে যে ল' একজিস্‌টেন্স আছে অর্থাৎ রাজার আমলে যে রিজার্ভ ঘোষণা করা আছে সেগুলি সরকার পক্ষ থেকে সমস্ত অগ্রাহ্য করা হত না। এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই করা হয়েছে। এর কোন উত্তর আমি পাই নি।

এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে তাছাড়া চাকুরীর ক্ষেত্রে তিনি বলতে চেয়েছেন। আমি যদি একটা ছোট ঘটনার কথা বলি? সংবিধানে আছে উপজাতি এবং তপশীল উপজাতি যেহেতু তারা অনুন্নত, পশ্চাদপদ, তাদের জন্য যে সমস্ত রক্ষা কবচ দেওয়া আছে, সেগুলি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মেনে চলা হচ্ছে কিনা? এখানে ইদানীং ট্রাইবেল সুপারভাইজারের জন্য গ্রেজুয়েট চাওয়া হল, এ্যাডভারটাইজমেন্ট করা হল। একটু আগে মাননীয় সদস্য ঘনশ্যাম দেওয়ান বলেছেন যে আগে মেট্রিকুলেট নেওয়া হত, এখন হচ্ছে গ্রেজুয়েট। গ্রেজুয়েট ট্রাইবেলদের মধ্যে অনেক আছে। কিন্তু তাদের না দিয়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে রিলাকজেশান চেয়ে চিঠি লেখা হল যে ট্রাইবেল কেনডিডেট পাওয়া যাচ্ছে না অতএব এগুলিকে নন-রিজাভড পোষ্ট করা হউক। অর্থাৎ এর মধ্যেও নন-ট্রাইবেলকে নিতে হবে এবং সেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট আপাততঃ বন্ধ করে রাখা হল। এই হচ্ছে ঘটনা, সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কাজেই আজকে কমিশন গঠনের কথা এখানে বলা হয়েছে, এখানে যে রিকম্যাণ্ডেশানের কথা বলা হল, সেখানে স্পেসিফিক তপশীলি সিডুল্যল, ট্রাইবেল কম্পেক্ট এলাকা বা উপজাতি সংখ্যা গরিষ্ট অঞ্চলে রিজিওন্যাল অটনমাস কাউন্সিল করে তাদের হাতে

ক্ষমতা দেওয়া হয়, প্রশাসনের হাতে রেভিন্যু, সিকিউরিটি আরও যে সমস্ত ইম্পোর্টেন্ট কাজগুলি আছে সেগুলি সরকারের হাতে থাকবে। শুধু ডেভলাপমেন্ট যে ওয়ার্ক, সেই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ থাকবে, সেই ক্ষমতাটুকু রিজিওন্যাল কমিটির কাছে বা কাউন্সিলের কাছে ছেড়ে দেওয়া হউক এটাই ছিল এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যারা অনুন্নত, পশ্চাদপদ, তাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স সৃষ্টি করা হউক ইট ইজ ওনলি টু ক্রীয়েট কনফিডেন্স এ্যামাংষ্ট দি ব্যাকওয়ার্ডস, এই উদ্দেশ্য নিয়েই একথাটা বলা হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরা সরকার ফ্রম দি ভেরী বিগিনিং তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে, সেই সব আমি এখানে ঘটনা দিয়েই বলেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার উত্তর দিতে পারেন নাই। আমি এখানে স্পেসিফিক ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম, এর দ্বারা নেশান্যাল ইনটিগ্রিটি-জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত হওয়ার কোন কারণ আমি দেখছি না। আজকে এই যে অনুন্নত পশ্চাদপদ জাতি, তার নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব কৃষ্টির মাধ্যমে উন্নতি, অগ্রগতির জন্য তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে কি আপত্তি থাকতে পারে? এখানে রিজিও-ন্যাল কাউন্সিল করা অর্থ এই নয় যে সমস্ত নন-ট্রাইবেলদের খেদিয়ে দেওয়া হউক। এটার উদ্দেশ্যে হচ্ছে যে শিক্ষা খাতে, রাস্তাঘাট খাতে, পানীয় জল ইত্যাদি খাতে যে সমস্ত টাকা খরচ করতে হবে, সেটার ভার এই কাউন্সিলের উপর দেওয়া এবং সেটা তারা নিজেরা করবে, এই দায়িত্ব টুকু দিতেও রুলিং পার্টি নারাজ। এই যে ইন্টিগ্রেশান ইত্যাদি কথা বলা হচ্ছে, সেটা কি করে আসবে। মাননীয় সদস্য একজন বলেছেন যে টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এই টী, ডি, ব্লকের স্কীম ধেবর কমিশনারের রিপোর্টের আগে থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে আসছে, আজকেও তার পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রুলিং পার্টি যদি দেখাতে পারতেন যে এই ব্লকের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির উন্নতি বিধান হয়েছে, আগের তুলনায় তাদের অনেক উন্নতি হয়েছে, সেই নজির যদি দেখাতে পারতেন তাহলে আজকে এই প্রশ্ন এখানে আসতনা। যদি সরকারের এই টি, ডি, ব্লকের কাজ কর্ম্ম দ্বারা কমিশন যে এখানে এসেছিলেন তারা যদি সেটিসফায়েড হতেন, তাহলে তাদের ফার্দার রিকম্যাণ্ডেশান রাখতে হত না। তারা দেখেছেন যে এই ব্লক দ্বারা ত্রিপুরা উপজাতীর উন্নতি করায় সম্ভাবনা নাই, তার জন্য তারা আরেকটা রিকম্যাণ্ডেশান রেখেছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আরেকটা রিজল্যুশান রয়েছে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য আমি আর লম্বা করতে চাই না। আমি এই রিলেশানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছি, তার কোন উত্তর মিনিষ্টার দিতে পারেন নাই। কাজেই এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা আছে। আমি এখানে সমাজতন্ত্র ইত্যাদির কথা বলছি না। আমি তাদের রক্ষার কথা বলছি। অনেকেই সমাজতন্ত্রের কথা চেচিয়ে থাকেন, সেটা নেহাত ভাওতাবাজী। কাজেই এইভাবে বেশীদিন রাজত্ব চলতে পারে না, এটা আপনারা

নিজেরাই বুঝতে পারছেন। যাহা হউক, আমি আমার প্রস্তাবে ষ্টিক করছি।

Mr. Speaker :—Discussion is over. Now I am putting the Resolution to vote. The question before the House is that—this House urges upon the

Central Government to implement immediately the recommendations of Parliamentaty Administrative Reforms Committee (Known as Hanumantia Commission) regarding the Tribal problems of Tripura submitted by the Commission to the Prime Minister of India by the middle of January, 1969.

The Resolution was put to vote and lost.

Next Resolution of Shri Abhiram Deb Barma. I would call on Shri Deb Barma to move his Resolution that—

"ত্রিপুরা বিধান সভা প্রস্তাপ করিতেছে যে, ১৯৬৫ সাল হইতে ত্রিপুরায় যত শিল্প ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহা কিভাবে দেওয়া এবং কিভাবে কাজে লাগানো হইয়াছে তাহার উপর তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।"

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাব হচ্ছে—

"ত্রিপুরা বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ১৯৬৫ সাল হইতে ত্রিপুরায় যত শিল্প ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহা কিভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং কিভাবে কাজে লাগানো হইয়াছে তাহার উপর তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।"

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে ত্রিপুরা বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ১৯৬৫ সাল হইতে ত্রিপুরায় যত শিল্প ঋণ দেওয়া হয়েছে তাহা কিভাবে দেওয়া হইয়াছে এইং কিভাবে কাজে লাগানো হইয়াছে তাহরে উপর তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক। আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে এই পর্য্যন্ত শিল্প ঋণ দেওয়া হইয়াছে প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকার মত, তার মধ্যে কিছু উদ্বাস্তু ঋণও রয়েছে সেটা হবে প্রায় ২৪/২৫ লক্ষ টাকার মত, আর কিছু টাকা দেওয়া হইরাছে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আর কিছু দেওয়া হইয়াছে ব্যাক্তির মাধ্যমে, এই ভাবে ৬৪ লক্ষ টাকার মত শিল্প ঋণ আমাদের এই ত্রিপুরাতে দেওয়া হইয়ছে। সাধারণ ভাবে আমরা জানি যে যারা নাকি শিল্প ঋণ নেবেন, তারা এই ঋণ নিয়ে কোন শিল্প করছে কিনা, কোন শিল্প কারখানা গড়ছে কিনা এবং সেখানে কতজম লোককে নিয়োগ করা হযেছে আর এ' নিয়োগ করার ফলে কতজন লোকের রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রভৃতি বিচার বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই সব ব্যবস্থাদি করার জন্য সরকার থেকে এই শিল্প ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? যাদের পূর্ব্ব থেকেই কোন একটা শিল্প বা কারখানা আছে, সেটা ছোট খাট হলেও সেটা যাতে সম্প্রসারণ করা যায় তার জন্য এই শিল্প ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত অথচ আমাদের এই ত্রিপুরাতে শিল্প ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা সেটা পায় না। এদিক দিয়ে বিচার বির্বেচনা করে শিল্প ঋণ দিয়ে যাতে মানুষকে শিল্প গড়ে তোলার জন্য উদ্দোগী করা হয় এবং শিল্প কারখানা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবার জন্য কিছু সংখ্যক লোককে নিয়োগ করে তাদের যাতে রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করা যায়, সেটাই আমাদের প্রাথমিক ভাবে চিন্তা করতে

হবে। আর যারা এই শিল্প ঋণ নিয়েছেন, তা নেওয়ার পরে তারা কোন প্রকার শিল্প বা কারখানা গড়ে সেখানে কতজন লোককে সেই কারখানার কাজে নিয়োগ করেছেন এই সব আমাদের দেখা দরকার। কিন্তু আমরা এখানে যে অবস্থা দেখছি যাদেরকে ঋণ দেওয়া হয় তারা সাধারণতঃ ঋণ নেওয়ার পরে কোন শিল্প কারখানা করেন না এবং তার খোজ খবরও রাখা হয় না। তাই আমি সেই রকম কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে বলব। শ্রীপি, এন, দেব, পিতা মৃত প্রকাশ চন্দ্র দেব, কলেজ রোড এক্সটেন্‌শান আগরতলা, তাকে টিনের ডিব্বা তৈরী করার জন্য দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার টাকা ১৯৬৪-৬৫ ইং তারিখে, কিন্তু উনি এ' ঋণ নেওয়ার পর কোন শিল্প কারখানা করেন নি এবং সেই টাকা উনি কি করেছেন তারও কোন খোজ খবর রাখা হল না। এই দেব মহাশয় আগে ছিলেন একজন শিল্প এজেন্ট, তার ঐ এজেন্সীর জন্যও অনেক দুর্নীতির কথা উঠেছিল। তারপর তাকে ব্লেক লিষ্টেড করা হয় এবং ব্লেক লিষ্টেড হওয়ার ফলে তিনি আর কোন ঋণ পাচ্ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যে কোন মন্ত্রীর সহযোগিতায় তিনি এই ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। অথচ এই টাকা নেওয়ার পরও তিনি কোন শিল্প গড়ে তোলেন নি এমন কি কোন শিল্প করার মত কোন প্রকার ব্যবস্থাও করেন নি। এরপর আমরা আরও দেখছি যে শ্রীসুনীল কুমার দাস, পিতা শ্রীবলাই চন্দ্র দাস, রামনগর, আগরতলা, তাকে সাইকেল পার্টস্ তৈরী করার জন্য ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে ২০-৭-৬৮ ইং তারিখে, কিন্তু তিনিও কোন শিল্প করেন নি এবং তার থেকে টাকা ফেরত পাওয়ারও কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। তারপরে আছে শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী পিতা শ্রীনবীন চক্রবর্তী মন্ত্রীবাড়ী রোড, আগরতলা তাকে রেডিও সেট তৈরীর জন্য দেওয়া হয়েছে ৬ হাজার টাকা ২৩-১১-৬৭ইং সনে। তিনি রেডিও সেট তৈরী করার কোন কিছু করেন নি। এভাবে অনেক ঋণ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে যিনি শিল্প দপ্তরের ঋণ দেওয়ার ভারপ্রাপ্ত অফিসার, এ্যাসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টর যত উৎসাহ দেখান ঋণ আদায়ের বেলায় তেমন কোন উৎসাহ তার নেই। যারা ঋণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন তাদেরকে ঋণ দেওয়ার জন্য উনার উৎসাহের কোন অভাবই ছিল না, তবে সেটা নাকি ব্যক্তি বিশেষের জন্য। কিন্তু ঐ শিল্প ঋণ পাওয়ার পর তারা কোন শিল্প বা কারখানা করেছেন কিনা, এবং কারখানা করার পর সেই কারখানাতে কতজন লোককে কাজে নিয়োগ করেছেন, তার খোজ খবর নেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে উনি মনে করেন না। অর্থাৎ ঋণ দেওয়ার পর তিনি দায় মুক্ত হয়ে গেছেন। এভাবে ঋণগুলি দেওয়া হয়েছে। এসব করে নাকি এই ভদ্র লোকের অনেক দালান বাড়ী এবং খামার বাড়ী হয়েছে, কি ভাবে সেগুলি করেছেন, আমরা সেটা জানি না। যাকে ঋণ দেওয়া হল, তার ঋণ পাওয়ার কোন যোগ্যতা আছে কিনা এবং ঋণ নিলে পরে সে তা শোধ করতে পারবে কিনা এবং ঋণ নিলে কোন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে কিনা এই সমস্ত কোন কিছু চিন্তা না করে ঋণগুলি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আমরা এও দেখেছি যে এই ঋণ দেওয়ার পর সেগুলি আদায়ের জন্য যেমন উদ্বাস্তু সমবায় সমিতির ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদের সময়ে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে কি ভাবে ঐ ঋণ আদায় করা হবে। সেই আঞ্চলিক পরিষদ চলে গেছে, এখন আমরা বিধান সভায় এসেছি

অথচ সেটার আর তদন্ত হচ্ছে না, তদন্তের কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। কি কি বিষয় বিবেচনা করে এই শিল্প ঋণ দেওয়া হয়েছিল। যাদের পূর্ব্ব থেকে কোন না কোন কারখানা ছিল তাদেরকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, না—তাদেরকে অগ্রাধিকার না দিয়ে কোন ব্যক্তি বিশেষকে এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি। আর যে সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রেখে এই ঋণ নিয়েছিল সেগুলির মূল্যায়ন এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত হয়েছে কিনা না কোন জাল দলিল দিয়ে এই ঋণ নেওয়া হয়েছে, এগুলি বিচার করার আছে। তারপরে যেসব ঋণ দেওয়া হয়েছে সেগুলি ঠিকমত ব্যয় হয়েছে কিনা এবং যাদের নিকট ঋণের টাকা পাওনা আছে, তা আদায় করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদেরকে সার্টিফিকেট নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা আর যদি সার্টিফিকেট নোটিশ না দেওয়া হয়ে থাকে তার কারণগুলি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। তারপর যে এসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টর এই লোন বিলি বণ্টন এর দায়িত্বে ছিলেন তার যোগ্যতা কি, তিনি ল গ্রেজুয়েট বা টেক্‌নিকেল ডিগ্রী হোল্ডার কিনা, যদি না হয়ে থাকেন, তাহলে কিভাবে নিয়োগ হয়েছিল, তার সম্পত্তির পরিমাণ কত এই সমস্ত কিছুর খোজ দরকার এই ঋণের ব্যাপারে যেমন ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল ডেভলাপমেন্ট সিণ্ডিকেট, দক্ষিণ বাদারঘাট, শিল্প নগরীর জন্য যে সমস্ত সরকারী ঋণ দেওয়া হয়েছে তা কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, সেই সমস্ত তদন্ত করার জন্য এবং এই ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত দুর্নীতি আছে, আর যাদেরকে শিল্প গড়ার জন্য ঋণ দিয়ে তা না গড়ার জন্য সার্টিফিকেট নোটিশ দেওয়া হয়নি এবং যেসব লোকের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করা যাচ্ছে না প্রভৃতি ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠণ করা হউক। যাতে করে ভবিষ্যতে আর এই ধরনের দুর্নীতি না হতে পারে তা পূর্বে বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং শিল্প ঋণ নিয়ে যাতে তারা নিজেরা শিল্প বা কারখানা গড়ে তুলতে পারে এবং সেখানে কিছু লোককে কাজে নিয়োগ করা যায়, যাতে করে তাদের রুজি রোজগার হতে পারে এসব ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আমি এই প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে রাখছি। আশা করব মাননীয় সদস্যরা এর উপযোগীতা উপলব্ধি করে আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন যাতে করে একটা তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং তার মাধ্যমে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে তার একটা প্রতিকার হয় এবং যারা শিল্প ঋণ নিয়েছেন তারা যাতে সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার একটা পলসি হিসাবে এটাকে যেন গ্রহণ না করতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা হাউসে যে প্রস্তাব রেখেছেন এটা আমি সমর্থন করছি। কারণ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য খুবই ভাল। ত্রিপুরায় যে হারে বেকার সমস্যা বাড়ছে সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে ত্রিপুরাতে ছোটখাট ইন্‌ডাষ্ট্রি হওয়া দরকার। সেজন্য শিল্প ঋণ দেওয়া হয় যাতে কিছু লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ইদানীং অ্যাসেম্বলী ডেলিগেশনে আমিও যখন সাউথ ইণ্ডিয়া টুরে গিয়াছিলাম তখন রুলিং পার্টির মাননীয় কয়েকজন সদস্যও ছিলেন। আমরা কেরালার বিভিন্ন জায়গায় প্রাইভেট শিল্প এবং কলকারখানাগুলি দেখেছি। সেখানে কোথাও বা আছে ক্যাশোনাট প্রসেসিং ফ্যাক্টরী আবার কোথাও আছে নারকলের ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরীর কারখানা।

এইসমস্ত দেখার পর মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যরা স্বীকার করেছেন যে আমাদের এখানে অন্ততঃ হ্যাণ্ডলুম শিল্প গুলি তো করতে পারতো। প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনকে সামনে রেখেও ত্রিপুরায় কিছুই করা হয়নি। অনেক ঘটনা আছে সেগুলি যথা সময়ে বলা হবে। কাজেই আজকে কেন হলনা? কারণটা কি? শিল্প প্রতিষ্ঠা করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে শিল্প যদি গড়ে না উঠে তাহলে টাকাগুলি লস্ হল। কাজেই পরবর্ত্তী সময়ে ঋণ দেওয়ার সময়ে যাতে এইগুলি বিচারবিবেচনার মধ্যে আনা যায় সেজন্য এইগুলি পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সেইজন্য প্রস্তাবটা রাখা হয়েছে। তবে কথা হচ্ছে চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। রাজত্ব যেখানে চোরের সেখানে আর ধর্ম্মের কাহিনী শুনিয়ে কি হবে? যদি সত্যিকারের করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে সেগুলি হত। কিন্তু সেই ইচ্ছা তো নেই। কাজেই প্রস্তাবের ভাগ্যে যা হবার তাই হবে। কথা প্রসঙ্গে বলতে হয় মাননীয় এক সদস্য হিন্দি প্রকাশনের ব্যাপারে টাকা পয়সা

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলেভেন্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—টাকা পয়সা নিলেন, কিন্তু হিসাবের বেলায় গড়মিল। তখন কেস কোর্টে গেল। তখন চীফ মিনিষ্টার ফাইল নিতে চাইলেন। কিন্তু ফাইল উধাও। এই হচ্ছে অবস্থা। নাম অবশ্য রুলিং পার্টির সদস্যরা সকলেই জানেন। কাজেই টিম টিম করে এখন একজন মেজরিটি নিয়ে কতদিনই বা আর থাকবেন। এখনতো যাওয়ার পথে। তবে আমরা চাই সর্ব্বাংগীন উন্নতি যদি করতে হয় তাহলে এটাও দেখতে হবে যে মানুষ কেন দাবী করে। তার প্রয়োজন আছে বলেই সে দাবী করে। লেখা পড়ার সংগে সংগে একটা কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি স্বীকার করি। কিন্তু তারা কিছুই করছেন না যদিও সমাজবাদের বুলিআওড়াচ্ছেন। তবুও একটা অ্যাটেম্পট যদি তারা, নিতেন মানুষের কর্ম্মসংস্থানের জন্য তাহলে বুঝতাম যে কিছু করতে চাইছেন। কিন্তু এখন তারা আছেন টিম টীম করে। কাজেই যে যেদিক দিয়ে পারেন এখন লুঠের বাজার লুঠছেন। যদি সত্যি সাহস থাকে তাহলে অন্ততঃ ইনভেষ্টিগেশনের জন্য একটা কমিটী হোক। এটা সমর্থন করা দরকার।

Mr. Speaker :—The discussion on the resolution will be carried on. The house stands adjourned till 11 A. M. on Monday the 9th February, 1970.

PAPERS LAID ON THE TABLE,
STARRED QUESTION NO. 836
By **Shri Abdul Wazid**
QUESTION

Will the hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) কুর্ত্তী ব্রজেন্দ্রনগর তহশীল এলাকাস্থিত মুসলমান পরিত্যক্ত জমি আত্মসাৎ করা হইয়াছে এই মর্মে বর্ত্তমান কালে ডি, এম, চিফ মিনিষ্টার ও চীফ কমিশনারের কাছে কোন অভিযোগ আসিয়াছে কিনা ?

২) যদি আসিয়া থাকে তবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

৩) উক্ত আত্মসাতের মধ্যে কোন সরকারী কর্মচারী বা তাদের আত্মীয় স্বজন জড়িত আছেন কি না ?

AVSWER.

১। হাঁ

২। বিষয়টী সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

৩। কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনপ্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রমাণপত্র পাওয়া যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 912
By **Shri Abhiram Deb Barma**
QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। বর্ত্তমান সেটেলমেন্ট জরীপে কোন কোন জমির মালিকগণের পরিচিতি দিতে গিয়া এথটী, দখলকার ও চান্দিয়ানা প্রভৃতি লিখা হইয়াছে কি ?

২। যদি ঐরূপ লিখা হইয়া থাকে, ১৯৬০ এর ভূমি আইনের কোন ধারা অনুসারে এইরূপ লিখা হইয়াছে ?

৩। এইরূপ পরিচিতি লিখিত জমির মালিককে উপরোক্ত আইনের ৯৯(১)(গ) ধারার ঘোষিত অধিকার ভোগ করিবার পক্ষে কোন অন্তরায় হইবে কি ?

৪। ইহা কি সত্য যে উদ্বাস্ত জুমিয়া ও ভূমিহীনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খতিয়ানের ১৩ নং কলমে "এলটী" লিখা হইয়াছে।

৫। যদি লিখিত হইয়া থাকে তবে রায়ত না লিখিয়া "এলটী" লিখার আইনগত ভিত্তি কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ ;

২। ১৯৬২ ইং সনের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমি বণ্টন) নিয়মাবলীর ২(বি)র নিয়ম মতে "এলটী" লিখা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রথা অনুসারে।'দখলকার" ও "চান্দিয়ানা" লিখা হইয়াছে।

৩। উক্ত আইনের ৯৯(১)(গ) ধারা এইরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

৪। হ্যাঁ।

৫। যেহেতু ভূমি বণ্টন নিয়মাবলীর ২(বি) নিয়মানুসারে তাহারা "এলটী" তজ্জন্য রায়ত না লিখিয়া "এলটী" লিখা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 915
by Shri Abhiram Deb Barma, M.L.A.
QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state.

১। ১৯৬৮-৬৯ সালে মোট কত আটা, সুজি, ডাল ও চাউল গুদামজাত অবস্থায় নষ্ট হইয়াছে এবং টাকার হিসাবে তাহার অনুমানিক মূল্য কত ;

২। ইহা কি সত্য যে গণ্ডাছড়া মিজো, শুাংক্রাক আক্রমনের পর buffer stock-এ যে ডাল ছিল তাহা পোকায় নষ্ট করিয়াছে ?

৩। এই সকল খাদ্য রক্ষার জন্য সরকার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ কি ?

ANSWER

১। পণ্যদ্রব্যের নাম	১৯৬৮ সালে গুদামজাত অবস্থায় নষ্টের পরিমাণ	১৯৬৯ সালে আংশিক নষ্টের পরিমাণ	আংশিক নষ্ট দ্রব্যের অনুমাণিক মূল্য
চাউল	নষ্ট হয় নাই	নষ্ট হয় নাই	—
আটা	,,	,,	—
সুজি	,,	,,	—
ডাল	,,	১৯,৫০৩ কেজি	৪৭,০৬২·৯৬ পঃ

২। গণ্ডাছড়ায় ডাল গুদামজাত অবস্থায় পোকায় নষ্ট করিয়াছে ইহা সত্য নহে।

৩। সরকার এই সকল খাদ্য রক্ষার জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই ইহা সত্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 947

by Shri Promode Ranjan Das Gupta, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state

1. Whether the quality of the Mustard oil supplied to the Buffer stock by the contractor in the year 1968-69 and upto July, 1969 is not upto the standard ;
2. If so, the step taken by the Govt. ?

ANSWER

1. Quality of Mustard oil supplied was upto the standard.
2. Does not arise.

STARRED QUESTION ON 948

By Shri Promode Ranjan Das Gupto, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state—

1. Total quantity of the Mustard Oil, Pulses and Salt stocked by the Govt. in the year 1968-69 and upto July, 1969 ;
2. name of the contractor or contractors appointed to supply the same ;
3. whether the contractor or contractors were appointed on tender basis ?

ANSWER

1. Mustard Oil 200·5 M. T.

 Salt 345·0 M. T.

 Pulses 786·5 M. T.

2. (a) M/s. Prabhat Marketing Co. Ltd , Calcutta, appointed for supply of pulses.

 (b) M/s. Mahalchand Motilal Kothari, Gauhati, appointed for supply of Mustard Oil.

 (c) M/s. Jalan Trading Co., Calcutta, appointed for supply of pulses.

 (d) M/s. Industrial & Development Syndicate, Arundhutinagar, appointed for supply of Salt.

3. Yes.

Starred Question NO. 837
By Shri Abdul Wazid.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) ১৯৬৫ইং কুর্ত্তী ও ব্রজেন্দ্রনগর তহশীল এলাকায় মুসলমান পরিত্যক্ত যে জমি বর্ত্তমান বৎসরে কৃষকদের মধ্যে বর্গা হিসাবে হইয়াছে কি না।

২) যদি হইয়া থাকে, তবে জমির পরিমাণ ও কৃষকের সংখ্যা কত?

৩) উক্ত জমি বিলির পর কোন পক্ষ হইতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে কি না?

ANSWER

১) হঁ্যা

২) ১৫১·৫০ একর ভূমি ৯০ জনকে দেওয়া হইয়াছে।

৩) হঁ্যা

Starred Question NO. 786.
By Shri Aghore Dev Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of Development Department be pleased to state—

১) চলতি আর্থিক বৎসরে বিশালগড় ব্লক এলাকায় টেষ্ট রিলিফের কাজে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে

২) উক্ত টাকার মধ্যে কোন কোন গ্রামে কি কি কাজের বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে

ANSWER

১) ১৫,৫০০.০০ টাকা

২)

গ্রামের ও কাজের নাম	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
(ক) শ্রীনগর গ্রামে বাঁধের কাজে	২,০০০ টাকা
(খ) সাটিয়াছড়া গ্রামে বাঁধের কাজে	৫০০ টাকা
(গ) মুরস্মবাড়ী গ্রামে বাঁধের কাজে	২,০০০ টাকা
(ঘ) বিশ্রামগঞ্জে পতিত জমি উদ্ধার	১,৫০০ টাকা
(ঙ) পাথালিয়া ঘাটে বাঁধ নির্মাণ	৩০০ টাকা
(চ) কাঞ্চনমালায় বাঁধ নির্মাণ	২০০ টাকা
(ছ) টাকায় জলাতে বাঁধ নির্মাণ	৩০০ টাকা
(জ) জারুল বাচাইতে খাল কাটা	১,৭০০ টাকা
(ঝ) গজারিয়াতে বাঁধ নির্মাণ	৭,০০০ টাকা
মোট—	১৫,৫০০ টাকা

STARRED QUESTION NO. 797.

By Shri Upendra Kr. Roy

QUESTION

1) What is the total acrage of Jirania land in the West Hills of Belonia Sub-division comprising Rajnagar, Radhanagar, Siddi nagar R. R. Bari Tehsils made 'Khas' by Certificate process ?

2) What amount of this land has been given in settlement to the Tribal Jumias ?

3) What amount of this land has been settled with the refugees from East Pakistan ?

4) What is the total amount of land still available in the West Hills to be given in settlement to the landless families of that locality ?

ANSWER

1) 3,235.23 acres.

2) 880 ,,

3) 540 ,,

4) 1,815.23 ,,

STARRED QUESTION NO. 795.

By Shri Upendra Kr. Roy.

QUESTION

1) What is the total area of land in Bhairabnagar village in Siddinagar (R. R. Bari) Tehsil under the Belonia Sub-division

2) When is the land set apart for the purpose ?

3) For how many years has this land been allowed to lie fallow ?

4) Why was no the land settled with the landless families of Tribals, scheduled castes, and others of the Belonia Sub-Division preferably West Hills after a reasonable time of waiting ?

5) Do the Govt. propose to settle this land with the local landless families ?

ANSWER

1. 895.54 acres.

2.–3. Since 1968, it was earmarked for settlement of Ex-Military personnel.

4. Because the land was earmarked for allotment to the Ex-Military personnel.

5. The matter is under consideration of the Government.

STARRED QUESTION NO. 661.

By Shri Suresh Chandra Choudhury

QUESTION

১) এই বৎসর (১৯৬৯ইং) বিলোনীয়া বিভাগে কত টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছে

২) কোন গাঁও সভায় কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ;

৩) ইহা বিলির ব্যাপারে B. D. O. এর প্রস্তাব অনুসরণ করা হইয়াছে কিনা ?

ANSWER

১) টাকা ২৬,৬৪০.০০

২।

গাঁও সভার নাম	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
১। কাঠালিয়া গাঁও সভা	১৫,৬৭৫.০০
২। বগাফা গাঁও সভা	১,৪৭৫.০০
৩। পশ্চিম মনু গাঁও সভা	২,২০০.০০
৪। পত্তিছড়া গাঁও সভা	৫০০.০০
৫। শান্তিবাজার গাঁও সভা	১৫০.০০
৬। পিপারিয়া খোলা গাঁও সভা	৭৭৫.০০
৭। বড়পাথরি গাঁও সভা	২৫০.০০
৮। রঙ্গামুড়া গাঁও সভা	৪৭৫.০০
৯। কমলপুর গাঁও সভা	৫০০.০০
১০। বীরেন্দ্র নগর গাঁও সভা	৮৪০.০০
১১। কলসী গাঁও সভা	৪৪০.০০

১২।	পূর্ব্ব পিলাক গাঁও সভা	৮৪০.০০
১৩।	মধ্যপিলাক গাঁও সভা	৯২০.০০
১৪।	পূর্ব্ব চরকবাই গাঁও সভা	৯২০,০০
১৫।	পশ্চিম চরকবাই গাঁও সভা	২৮০.০০
১৬।	লক্ষীছড়া গাঁও সভা	১২০.০০
১৭।	মুহুরীপুর গাঁও সভা	২৮০.০০
		২৬,৬৪০.০০

৩। আবশ্যকবোধে ব্লক ডেভেলাপ কমিটির সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 905.

By Shri Bajuban Riyan.

১। বর্ত্তমানে পঞ্চায়েত বিভাগে কতগুলি গাড়ী আছে ?

২। সরকারী জীপ পাওয়ার যোগ্য কতজন অফিসার উক্ত বিভাগে আছেন ?

ANSWER

১। ৩টি গাড়ী আছে তন্মধ্যে একটি অতি পুরাতন (১৯৫৯ সালের মডেলের) এবং প্রায়শঃ ব্যবহারের অযোগ্য থাকে।

২। সরকারী কার্য্যের সাহায্যার্থে যে কোন কর্মচারী সরকারী প্রয়োজনে গাড়ী ব্যবহার করিতে পারেন। বর্ত্তমানে এই বিভাগে এইরূপ ২০ (কুড়ি) জন অফিসার আছেন যাহাদের সরকারী কার্য্যব্যপদেশে পরিভ্রমণ করিতে হয়।

STARRED QUESTION NO. 975

By Shri Aghore Deb Barma :—

Will the Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর বিশালগড় ব্লক মাধ্যমে বরোধান রোপনের সাহায্যকল্পে কোন কোন গ্রামে কতটি (Seassional) সাময়ীক বাঁধ দেওযা হয়েছে এবং প্রতিটি বাঁধের জন্য কত পরিমান টাকা খরচ করা হয়েছে ?

২। যে সমস্ত ছড়াতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই বাঁধগুলির জল দ্বারা মোট কত একর জমিতে বরো ফসল করা যাবে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ

STARRED QUESTION NO. 841

By Shri Sunil Ch. Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। খোয়াই বাজারের বিভিন্ন মহাল হইতে সরকার গত ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ইং আর্থিক বৎসরে কত রাজস্ব আদায় করিয়াছেন ?

২। উপরোক্ত আর্থিক ৩ বৎসরে সরকার খোয়াই বাজারটির উন্নয়ণের জন্য কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন ?

৩। বাজারটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়ণের জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে কি ?

৪। থাকিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯
১। চাঁদিয়ানা মহাল	টাঃ ২১২৯৲	টাঃ ৬২৫	টাঃ ১৩১৩. ৮৩ পয়সা
গবাদি বাজার	টাঃ ২৬১২৲	টা: ৲৬১২৲	টাঃ ৯৮৯.০০

২। কোন টাকা খরচ হয় নাই।

৩। হ্যাঁ,

৪। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কাল মধ্যে খোয়াই বাজারটির উন্নয়ণের জন্য একটি পরিকল্পনা আছে।

STARRED QUESTION NO. 793.
By Shri Upendra Kumar Roy

Will the Hon'ble Minister-in.charge of the Revenue Deptt, be pleased to state—

1) Is the Government aware that some scheduled caste refugee families were allotted lands by the S, D. O.. Belonia in the village Kamalpur under Siddinagar Tehsil in 1963-65 and there are still under possession of the allottees ?

2) Is the Government aware that these poor refugees could not get formal settlement nor any record of their title to the lands still now inspite of their utmost efforts ?

3) Is the Government aware that in the meantime some other people have procured forged powers of attorney and got them registered at Agartala and on the Strength of those are trying to disposses the refugees from the allotted lands ?

ANSWER

1. 35 landless schedule caste families were a llotted lands in mouja Kamalpur in Belonia Sub-division in the year 1964 and they are still possessing their allotted lands.

2. The allotment was made after the mouja was finally published by the Survey & Settlement Staff of Belonia, therefore the allottees didnot get any parcha nor their names recorded in the record of rights.

2. The Govt. not aware of any forged power of attorney. It is also not known to have been trying to dispossess the refugees of their allotted lands.

STARRED QUESTION NO. 670

By—Sri Ershad Ali Choudhury

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ১৯৬৭ইং সন হইতে ১৯৬৯ইং সনের জুন মাস পর্যান্ত উদয়পুর বিভাগে ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য কতজন ভূমিহীন কৃষক দরখাস্ত দিয়াছে ?

২। এর মধ্যে কতজন ভূমিহীন কৃষক ভূমি বন্দোবস্ত পাইয়াছেন ?

উত্তর

১। ৪৫০

২। কেহই না।

UNSTARRED QUESTION NO. 782.

ANNEXURE—B

By—Shri Aghore Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বৎসরে বিশালগড় ব্লক এলাকায় মোট কত জন কৃষি ঋণ ও কৃষি দাদন পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল ;

২) প্রাপ্ত দরখাস্তের মধ্যে উপরোক্ত ব্লক এলাকায় কোন কোন গ্রামে কতজনকে কৃষি ঋণ ও দাদন দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) কৃষি ঋণ জন্য ৬৪২টি এবং কৃষি দাদন জন্য ১১২৫টি।

২। (ক)

	গ্রামের নাম	কৃষি ঋণ প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা।
১।	পূর্ব্ব লক্ষ্মীবিল	১৫ জন
২।	গোলাঘাটি	৪২ ,,
৩।	নেহাল চন্দ্রনগর	৮ ,,
৪।	লক্ষ্মীবিল	৪ ,,
৫।	সিপাইজলা	১ ,,
৬।	বাইদ্দার দিঘী	২ ,,
৭।	ভাটি লারমা	৩ ,,
৮।	কলকলিয়া	৭ ,,
৯।	পাথালিয়াবাড়ি	৩ ,,
১০।	মোহনপুর	১ ,,
১১।	আনন্দনগর	১ ,,

১২।	অরুন্ধতিনগর	১ জন
১৩।	গোপীনগর	১ ,,
১৪।	পেকোয়ার জলা	১ ,,
১৫।	কসবা	১ ,,
১৬।	দক্ষিণ বাধার ঘাট	২ ,,
১৭।	ঘনিয়ামারা	৩ ,,
১৮।	যোগেন্দ্রনগর	১ ,,
১৯।	হরিশনগর	১ ,,
(খ)	গ্রামের নাম	কৃষি দাদন প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা
১।	রাধা সর্দ্দার পাড়া	৩ জন
২।	বর্দ্ধমান ঠাকুর পাড়া	১ ,,
৩।	পশ্চিম টাকার জলা	৪ ,,
৪।	উদয় জমাদার পাড়া	২৩ ,,
৫।	টাকার জলা	১ ,,
৬।	লাল বর্দ্ধমান ঠাকুর পাড়া	২ ,,
৭।	হরিয়া কবরা পাড়া	১ ,,
৮।	জামনি পাডা	১ ,,
৯।	তুইদই পাড়া	৪ ,,
১০।	গাংরাই পাড়া	৫ ,,
১১।	সংকট রাম পাড়া	৩ ,,
১২।	কপিলং বাড়ী	১ ,,
১৩।	দুলভ নারায়ণ বাড়ী	২ ,,
১৪।	দ্বারিকাই বাড়ী	১ ,,
১৫।	জুরা বাড়ী	৩ ,,
১৬।	মান্দ্রাইবাড়ী	১ ,,
১৭।	মহিম চৌধুরী পাড়া	৩ ,,
১৮।	দুলকাইবাড়ী	১ ,,
১৯।	সোনামনি পাড়া	২ ,,
২০।	জম্পই জলা	৩ ,,
২১।	সরঞ্জয় সর্দ্দার পাড়া	৩ ,,
২২।	রঙ্গমালা পাড়া	২ ,,
২৩।	ঘানিয়ামারা	১ ,,
২৪।	কালিকান্ত পাড়া	১ ,,
২৫।	হরিবন্ধু পাড়া	১ ,,
২৬।	নবসর্দ্দার পাড়া	৩ ,,
২৭।	অনন্ত মনি পাড়া	১ ,,

২৮।	গচিয়া পাড়া	৬ জন
২৯।	কাইনাই পাড়া	১ ,,
৩০।	বালুধর পাড়া	১ ,,
৩১।	উজান ঘনিয়ামারা	১২ ,,
৩২।	উত্তর কোনাবন	৫ ,,
৩৩।	লাটিয়া ছড়া	৭ ,,
৩৪।	কোনাবন	২০ ,,
৩৫।	বরজলা	৮ ,,
৩৬।	রঙ্গমালা	২৮ ,,
৩৭।	হেবমা	১১ ,,
৩৮।	সুতার মারা	৯ ,,
৩৯।	তিলক ঠাকুর পাড়া	৩ ,,
৪০।	বিন্দুবাম ঠাকুর পাড়া	৬ ,,
৪১।	জয় চন্দ্র পাড়া	৩ ,,
৪২।	বৃন্দাবন ঠাকুর পাড়া	১ ,,
৪৩।	গগন চন্দ্র পাড়া	১ ,,
৪৪।	কাঞ্চন মালা	১০ ,,
৪৫।	ধাবিয়া থল	১৪ ,,
৪৬।	বাশতলি	১০ ,,
৪৭।	জাঙ্গালিযা	১৬ ,,
৪৮।	গর্জন তলি	১ ,,
৪৯।	দক্ষিণ কেনানিয়া	৮ ,,
৫০।	কমলাসাগর	১ ,,
৫১।	পুষ্কর বাড়ী	১ ,,
৫২।	প্রমোদনগর	১ ,,
৫৩।	আমতলী	১ ,,
৫৪।	জোর পুকুর	১ ,,
৫৫।	বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী কলোনী	১ ,,
৫৬।	পেকুয়ার জলা	১০ ,,
৫৭।	রামনগর	৫ ,,
৫৮।	চন্দ্র রাম কবরা পাড়া	১ ,,
৫৯।	পূর্ব গোকুলনগর	৪ ,,
৬০।	শ্যাম নগর	৫ ,,

৬১।	বীরচন্দ্র নগর	২ জন
৬২।	নারায়ণ পাড়া	৩ ,,
৬৩।	চন্দ্র মোহন পাড়া	১ ,,
৬৪।	মহারায় পাড়া	২ ,,
৬৫।	কান্দ্রাই ছড়া	৪ ,,
৬৬।	মরগাঙ্গ পাড়া	৬ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 695.

By Sri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) ভূমি সংস্কার আইনের ৯৩ ধারায় কতগুলি (ক) 1st appeal (খ) 2nd appeal (গ) 3rd appeal দায়ের হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কতগুলি আপিলের নিস্পত্তি হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) রেকর্ড চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন আদালতের রায়ের নির্দ্দেশ মত রেকর্ড সংশোধিত হইতেছে কি জমাবন্দি ও তৌজি সংশোধিত হইতেছে কি ?

৩) সংশোধিত হইয়া থাকিলে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

ANSWER

মহকুমার নাম	প্রথম আপীলের সংখ্যা		দ্বিতীয় আপীলের সংখ্যা	
	দায়ের	নিস্পত্তি	দায়ের	নিস্পত্তি
সদর	৬৯৪	৪৮৭	৫৫	২৮
খোয়াই	৭৮	৫৮	৪	৩
কমলপুর	২৯	১৪	৯	৩
কৈলাসহর	৪২	৩৭	৬	১
ধর্ম্মনগর	১২৩	১০৪	৭	৫
সোনামুড়া	২৮	২৫	২	০
উদয়পুর	১২২	১১৯	১১	৩
বিলোনীয়া	১০১	৯৬	১০	১
অমরপুর	৫১	৪৮	৯	০
সাব্রুম	৩০	২৮	১	০
	১২৯৮	১০১৬	১১৪	৪৪

ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (১৯৬০) ইং-এ তৃতীয় আপীলের বিধান নাই।

২) হ্যাঁ।

৩) মহকুমার নাম	সংশোধনের সংখ্যা
সদর	৪০৬
খোয়াই	৫২৫
কমলপুর	৭২
কৈলাসহর	২
ধর্ম্মনগর	—
সোনামুড়া	৩৬৩
উদয়পুর	৪৫
বিলোনিয়া	৪১৭
অমরপুর	১৭৩
সাব্রুম	৩৪১

UNSTARRED QUESTION NO. 697.

By—Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) 1960 এর T. L.R and L. R. Act. চালু হইবার পর সরকারী খাস ভূমি কত পরিমান এবং কতজনকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) ঐ বন্দোবস্ত প্রাপকদের মধ্যে (ক) তপশীলী আদিবাসী (খ) তপশীলী জাতি (গ) মুসলমান (ঘ) প্রাক্তন সৈনিক এবং (ঙ) অন্যান্য ভূমিহীনদের সংখ্যা কত এবং তাহাদের নামে বন্দোবস্ত ভূমির পরিমাণ কত তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

ANSWER

১। সাব ডিভিশনের নাম	এলটির সংখ্যা	বণ্টনকৃত ভূমি
সদর	১৭,৭২১	১৬,২১৪.৪৭
খোয়াই	৮,৯০১	৫,৩৭১.১৫
কমলপুর	৫,৫৯১	৪,৮২৫·৬৫
কৈলাসহর	২,৬২৪	৩,১৬০·৪৪
ধর্ম্মনগর	৩,৭৪৯	১,৯৮৯·৫৯
সোনামুড়া	৭,৫৬১	২,২৬৩·৪৫
উদয়পুর	১০,৮৮০	২,৯১৯,৪৯
বিলোনিয়া	৪,৩০৮	১,৮১৩·৯২
সাবরুম	২,৮২৯	১,০৭১·৫৩
অমরপুর	৫,১১৯	৪,১৮২·৪৯

২) এ সম্পর্কে পৃথক পরিসংখ্যান রাখা হয় না।

UNSTARRED QUESTION NO. 700

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ভূমি সংস্কার আইন চালু হইবার সময় "অধীস্থ বায়তের" সংখ্যা কত ছিল এবং তাহাদের কত জনের কত পরিমাণ ভমি ভূমি আইন অনুসারে অধীনস্থ রায়ত হিসাবে রেকর্ড করা হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) এই "অধীনস্থ রায়ত" বর্গাদারদের মধ্যে কতজনের ভূমি আইনের ১২০ নং ধারা মতে পুনঃ গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা ক্রমে উক্ত আইনের ১২৬ নং ধারামতে মালিকানা হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) ১২,৮৭৭ জন

বিভাগের নাম	রায়তের সংখ্যা	জমির পরিমান
সদর	৫৯১	৫৩৩·৮৪
কমলপুর	১২৩৬	১,৫২৫·৮৫
খোয়াই	৫,৬৫৯	৯,৪৮৩·৪২
কৈলাসহর	১,২৪৯	১,৮৫৭·২১
ধর্মনগর	১,০০৪	১,০২৫·৫০
সোনামুড়া	১১৭	৫৬·২৬
উদয়পুর	৬১০	৪০৯·৬৩
বিলোনিয়া	১,৩৭১	১,৯১৫·৬১
অমরপুর	৮৪১	১,২২৯·৪৫
সাব্রুম	১৫৪	২৯৯·৬১
	১২৮৭৭	১৮,৭৩৬·৪০

২)

বিভাগের নাম	অধীনস্থ রায়তের সংখ্যা
সদর	৩৬৮
কমলপুর	১২০৪
খোয়াই	৫,৬৫৯
কৈলাসহর	৯৯২
ধর্মনগর	৭২২
সোনামুড়া	১১৭
উদয়পুর	৬১০
বিলোনিয়া	১৩২৩
অমরপুর	২৭১
সাব্রুম	১৫৪

UNSTARRED QUESTION NO. 911

Shri Abhiram Deb Barma

Will the Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

১। ১৯৬৮-৬৯ সনে ত্রিপুরা বা বাহিরের কোন পত্রিকা কত টাকার বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছেন তাহার বিবরণ ;

২। কোন কোন পত্রিকা কোন্ সরকারী বিজ্ঞাপন ছাপেন নাই, তাহার নাম ;

৩। ঐ সকল পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৬৮-৬৯ সনে ত্রিপুরা বা বাহিরের যে সমস্ত পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম ও টাকার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত

		বিজ্ঞাপন		
পত্রিকার নাম		ক্ল্যাসিফাইড	ডিসপ্লে	মোট টাকা
জাগরণ	দৈনিক—	২০,৩৪৪·০০	১,৮৫৪·৪০	২২,১৯৮·৪০
ভাবী ভারত	,,	১৭,৩৫৩·৫৩	১,০৮৫·৮৫	১৮,৪৩৯·৩৫
গণরাজ	,,	৮০৯·৭৫	৮১৪·৯০	১,৬২৪·৬৫
(মার্চ ১৯৬৯ ইং				
দৈনিক গণঅভিযান	,,	৭,৬৮৩·০০	৪,২৬২·৭২	১১,৯৪৫·৭২
রুদ্রবীনা সাপ্তাহিক				
(১৭ই মে ৬৮ পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক				
ও পরে দৈনিক)		৩,৮৩৫·০০	৮৯৩·৯৫	৪,৭২৮·৯৫
ত্রিপুরা সাপ্তাহিক		৪,৯২৫·২৫	২,১৪৮·২৬	৭,০৭৩·৫৯
সেবক	,,	৫৩০·০০	...	৫৩০·০০০
(১৯৬৮ নং এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত)				
সমাচার	সাপ্তাহিক	৪,৩১১·০০	২,৭১৭·৩৬	৭,০২৮·৩৬
ন্যায়দণ্ড	,,	৪,১২৬·০০	৭৬৭·৬০	৪,৮৯৩·৬০
সীমান্ত	,,	১,৫৯৩·০০	১,৫২৬·৫৫	৩,১১৯·৫৫
অগ্রগতি	,,	২,৫৯৫·০০	১,১২২·৮০	৩,৭১৭·৮০
সন্ধানী	,,			
(১৯৬৮ সনের এপ্রিল হইতে				
জুন মাস পর্য্যন্ত)		৪০১·০০	৩৭৮·১০	৭৭৯·১০
সমবায় বার্ত্তা	সাপ্তাহিক	৩,০৭১·০০	৫৪৩·৪০	৩,৬১৪·৪০
আর্য্যশক্তি	,,	২,০৩৫·০০	১,৩৭০·৪০	৩,৪০৫·৪০
ভারত কল্যাণ	,,	২,৬৪৮·০০	১,৯৩৬·০০	৪,৫৮৪·০০
নবজ্যোতি-সাপ্তাহিক (১৯৬৮ এপ্রিল)		৪৫১·০০	১,৮৫৪·৭৫	২,৩০৫·৭৫
ত্রিপুরা টাইমস্	সাপ্তাহিক	৩,৯৭৬·০০	১,৭৯৬·২৫	৫,৬৭২·২৫
ত্রিপুরার কথা	,,	২,৮২৬·০০	৫৬৭·১৫	৩,৩৯৩·১৫

পত্রিকার নাম		বিজ্ঞাপন		
		ক্লাসিফাইড	ডিসপ্লে	মোট টাকা
মানুষ	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক	৪,৪৮২·০০	১,২৭২·০৫	৫,৭৫৪·০৫
গণ-অভিযান	সাপ্তাহিক	৪,১৩৩·০০	১,৪৬৭·১৮	৫,৬০০·১৮
বিবেক	,,	৩,৭৮২·০০	১,২১২·৯০	৪,৯৯৪·৯০
ইয়াপ্রি	,,	৪,২১৬·০০	১,২৫২·০৫	৫,৪৬৮·০৫
আমাদের কথা	পাক্ষিক	—	১,৫৭৫·১৫	১,৫৭৫·১৫
স্বাগতম	ত্রৈমাসিক	—	৪৫০·০০	৪৫০·০০
ত্রিদিব	মাসিক	—	৫৮৭·৮০	৫৮৭·০০
মহাব্রত	সাপ্তাহিক	—	৩০৬·৪০	৩০৬·৪০
উদিতি	ত্রৈমাসিক	—	২,৩৬০·০০	২,৩৬০·০০
নান্দীমুখ	মাসিক	—	১০০·০০	১০০·০০
জোনাকী	,,	—	১০০·০০	১০০·০০

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

		ক্লাসিফাইড	ডিসপ্লে	মোট টাকা
অমৃতবাজার পত্রিকা	দৈনিক	২৩,৮৪০·৭৫	—	২৩,৮৪০·৭৫
আনন্দবাজার	,,	২২,১১১·০৫	—	২২,১১১·০৫
বসুমতী	,,	৬,০৮৬·৪০	—	৬,০৮৬·৪০
ষ্টেটসম্যান	,,	৭,১০৮·৩৬	—	৭,১০৮·৩৬
যুগান্তর	,,	১২,৪২৫·৪৮	—	১২,৪২৫·৪৮
হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড	,,	৬৮২·০০	—	৬৮২·০০
জনবাণী	সাপ্তাহিক	—	১,৮০০·০০	১,৮০০·০০
এক্ষণ	ত্রৈমাসিক	—	১৫০·০০	১৫০·০০
গণবার্ত্তা	মাসিক	—	১২৫·০০	১২৫·০০
শিক্ষক	,,	—	১৫০·০০	১৫০·০০
স্বস্তিকা	সাপ্তাহিক	—	২,১০০·০০	২,১০০·০০
সাহিত্য পত্র	মাসিক	—	১২৫·০০	১২৫·০০
প্রভাত	,,	—	১,৪৪০·০০	১,৪৪০·০০
সাংবাদিক	পাক্ষিক	—	১,৭১০·০০	১,৭১০·০০
বসুমতী	সাপ্তাহিক	—	৩০৩·৬০	৩০৩·৬০
বেতার জগৎ	পাক্ষিক	—	৮০০·০০	৮০০·০০
ক্রুন্টিয়ার	সাপ্তাহিক	—	৪৫০·০০	৪৫০·০০

আসাম হইতে প্রকাশিত

আসাম ট্রিবিউন	দৈনিক	৩,২৬৪.১৭	—	৩,২৬৪.১৭
ফ্রন্টিয়ার টাইমস	,,	১০০.৩২	—	১০০.৩২

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস		৭৭.৬০	—	৭৭.৬০
কমার্স	সাপ্তাহিক	—	১,০০০.০০	১,০০০.০০

নিউ দিল্লী হইতে প্রকাশিত

হিন্দুস্থান টাইমস্	দৈনিক	২,২৬৯.১৪	—	২,২৬৯.১৪
টাইমস অব ইণ্ডিয়া	,,	৩০১.৭৩	—	৩০১.৭৩
কওমী একতা	সাপ্তাহিক	—	৬৬০.০০	৬৬০.০০
যোজনা	পাক্ষিক	—	৬,৪০০.০০	৬,৪০০.০০
ফতে উইকলি	সাপ্তাহিক	—	৩৫০.০০	৩৫০.০০
অরগানাইজার	,,	—	৫২২.৫০	৫২২.৫০
শংকর্স উইক্লি		—	৩,২৬০.৪০	৩,২৬০.৪০
লিংক		—	২,৫২৪.৫০	২,৫২৪.৫০
টুরিষ্ট ট্রেড অব ইণ্ডিয়া	মাসিক	—	২৫০.০০	২৫০.০০
স্পোকসম্যান	সাপ্তাহিক	—	৮৮৫.০০	৮৮৫.০০
গাইড পাবলিকেশন	পাক্ষিক	—	৫০০.০০	৫০০.০০
সোসালিষ্ট কংগ্রেসম্যান	পাক্ষিক	—	৩৫০.০০	৩৫০.০০

কেরালা হইতে প্রকাশিত

মালয় মনোরমা	দৈনিক	—	৫০০.০০	৫০০.০০

২। যে সকল পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে তাহারা প্রত্যেকে বিজ্ঞাপন ছাপেন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 901.

By Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION

১। তেলিয়ামুড়া বাজারের ইজারাদার বাজারের কোন জিনিষের উপর হইতে কি হারে ট্যাক্স (তোলা) আদায় করেন তাহার পূর্ণ বিবরণ।

২। ইহা কি সত্য যে ইজারাদার এবং ঝাড়ুদার আলাদা আলাদা ভাবে ট্যাক্স আদায় করেন?

৩। ইজারাদার তাহার নিজের খরচে বাজার পরিষ্কার না রাখিলে তাহার কারণ কি?

ANSWER

১। সঙ্গীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য।

২। না।

৩। ইজারাদার নিজের খরচে বাজার পরিষ্কার রাখিতে বাধ্য।

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	মাশুলের পরিমাণ	ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	মাশুলের পরিমাণ
১	২	৩	১	২	৩
১।	ধান্য প্রতিমণ	.০৬ পয়সা	২৫।	নল বেতের দোকান	.০৬ পয়সা
২।	চাউল প্রতিমণ	.০৬ ,,	২৬।	বাছুর প্রতিটি	.৩৭ ,,
৩।	সরিষা প্রতিমণ	.১২ ,,	২৭।	ষাঁড় ও বলদ	১০০ ,,
৪।	তিল প্রতিমণ	.১২ ,,	২৮।	গাড়ী প্রতিটি	.৬২ ,,
৫।	কার্পাস	.১২ ,,	২৯।	তরকারীর দোকান	.০৬ ,,
৬।	কলা প্রতিছড়ি	.০৩ ,,	৩০।	কাঠের জিনিসের দোকান	.১২ ,,
৭।	পানের দোকান	.১২ ,,	৩১।	হাঁড়ি পাতিলের দোকান	.১২ ,,
৮।	সুপারীর দোকান	.১২ ,,	৩২।	হুকার দোকান	.১২ ,,
৯।	গুড়ের দোকান	.১২ ,,	৩৩।	চিড়া প্রতিমণ	.০৬ ,,
১০।	মরিচের দোকান	.১২ ,,	৩৪।	সরিষার তৈলের দোকান	.১২ ,,
১১।	মাছের দোকান	.১২ ,,	৩৫।	কেরোসিন তৈলের দোকান	.০৬ ,,
১২।	পশারী দোকান	.১২ ,,	৩৬।	কাঁস পিতলের দোকান	.১২ ,,
১৩।	পেঁয়াজের দোকান	.১২ ,,	৩৭।	বাঁশ শত	.০৬ ,,
১৪।	শুকনা মাছের দোকান	.১২ ,,	৩৮।	ভাড় প্রতি লাকড়ী	.০৩ ,,
১৫।	মনোহারী দোকান	১২ ,,	৩৯।	ভাড় প্রতি ছন	.০৬ ,,
১৬।	তামাকের দোকান	.১২ ,,	৪০।	বরাক ও বাড়ি বাঁশের প্রতিটি	.০৬ ,,
১৭।	জালিবেতের দোকান	.১২ ,,	৪১।	চুণের দোকান	.০৬ ,,
১৮।	খলিফা দোকান	.১২ ,,	৪২।	আখের দোকান	.০৬ ,,
১৯।	হাঁস মোড়গী প্রতিটি বড়	.১২ ,,	৪৩।	নাপিতের দোকাম	.১২ ,,
২০।	পাঠা ছাগল ভেড়া খাসী প্রতিটি বড়	.১২ ,,	৪৪।	ফলের দোকান	.০৬ ,,
২১।	হাঁস মোরগী প্রতিটি ছোট	.১২ ,,	৪৫।	রুটির দোকান	.০৬ ,,
২২।	কাপড়ের দোকান	.১২ ,,	৪৬।	চায়ের দোকান	.০৬ ,,
২৩।	চাটাইয়ের দোকান	.০৬ ,,	৪৭।	পাট প্রতিমণ	.০৬ ,,
২৪।	বাজে জিনিষের দোকান	.০৬ ,,	৪৮।	জুতোর দোকান	.০৬ ,,

৪৯। ময়না, টিয়া, প্রতিটি .০৬ পয়সা
৫০। কাটা মাংসের দোকান .১২ ,,
৫১। মাথা তামাকের দোকান .০৬ ,,
৫২। খৈলের দোকান .০৬ ,,
৫৩। বাচারী দোকান .০৬ ,,
৫৪। গাইন .১২ ,,
৫৫। ছাতার দোকান .০২ ,,
৫৬। মুচির দোকান .০৬ ,,
৫৭। ভাজা বুট বাদামের দোকান .০৬ পয়সা
৫৮। মুদির দোকান .১২ ,,
৫৯। ঢোল, মৃদঙ্গ, প্রতিটি
৬০। কাসারী দোকান .১২ ,,
৬১। টুকরীর দোকান .০৬ ,,
৬২। পাটি প্রতিটি .০৬ ,,
৬৩। কাটা কাপড়ের দোকান .১২ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 628.

By Shri Ghanashyam Dewan.

QUESTION

ক) সমগ্র ত্রিপুরায় গত সাধারণ জরীপের সময় কোন বিভাগে কত একর নাল, কত একর ছড়া এবং কত একর টিলাভূমি খাস দখলে পাওয়া গিয়াছে ?

খ) তন্মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতিয়দের দখলীকৃত ভূমির পরিমাণ কত আলাদাভাবে হিসাব।

ANSWER

ক)

বিভাগ	নাল	ছড়া	টিলা
সদর	৪,১৭২·২৫ একর	৬,১৩৬·৪৮ একর	১৯,৩৯৮·৭১ একর
খোয়াই	২,৩৭৫·২৮ ,,	৭৩২·৬৭ ,,	৩,৩৮৬·২৪ ,,
কমলপুর	১,৫৮৮·৮০ ,,	৫১৯·১১ ,,	১,৪৬২·৫৬ ,,
কৈলাসহর	২,৭২৫·১৬ ,,	১,৪৫৮·৩৩ ,,	১,৬৯০·৫৯ ,,
ধর্ম্মনগর	৯০৫·৩৭ ,,	৬৭৪·১২ ,,	২,৯০৫·৫২ ,,
সোনামুড়া	৫২৪·৩২ ,,	৫৪৯·৪১ ,,	২,৯৭১·৬৩ ,,
উদয়পুর	৯৯১·৪৩ ,,	৬১০·২৩ ,,	৫৩০·৫৯ ,,
বিলোনিয়া	১,৯৭৫·২৪ ,,	১,০৯৮·৮৬ ,,	১,৩৪৯·২৪ ,,
অমরপুর	৩,৫৯৪·০৭ ,,	২,১৬৯·৫৭ ,,	৬১৭·৭৬ ,,
সাব্রুম	১,৫১৮·৩১ ,,	৮০৬·২৮ ,,	৫৫৬·৫৯ ,,

খ) সঙ্গীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য।

ক্রমিক নং	সাব-ডিভিশনের নাম	উপজাতীয়দের দখলে খাস জমির পরিমাণ			অ-উপজাতীয়দের দখলে খাস জমির পরিমাণ			উপজাতীয়দের দখলীকৃত খাস জমির অ-উপজাতীয়দের নিকট হস্তান্তরিত।		
		নাল	ছড়া	টিলা	নাল	ছড়া	টিলা	নাল	ছড়া	টিলা
		একর	একর	একর	একর	একর	একর	একর	একর	একর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	সদর	২,৮৬৮·৫৭	২,৫৯৮·৭১	১০,৮৬৩·২১	১,৩০৩·৬৮	৩,৫৩৭·৭৭	৮,৫৩৫·৫০	৪,১৭২·২৫	৬,১৩৬·৪৮	১৯,৩৯৮·৭১
২।	খোয়াই	১,৭৪২·৯২	৪০৯·৫০	২,১৪৬·৪৭	৬৩২·৩৬	৩২৩·১৭	১,২৩৯·৭৭	২,৩৭৫·২৮	৭৩২·৬৭	৩,৩৮৬·২৪
৩।	কমলপুর	৮০৪·৪৫	৯৫·১৪	২৪৫·০৩	৭৮৪·৩৫	৪২৩·৯৭	১,২১৭·৫৩	১,৫৮৮·৮০	৫১৯·১১	১,৪৬২·৫৬
৪।	কৈলাসহর	১,১৯৯·৫৭	৫১৫·৫৪	৪৭২·৫৪	১,৫২৫·৫৯	৯৪২·৭৯	১,২২১·০৫	২,৭২৫·১৬	১,৪৫৮·৩৩	১,৬৯৩·৫৯
৫।	ধর্মনগর	৫৬৩·০৬	৪১২·২৫	৪৭০·৮৮	৩৪২·৩১	২৬১·৮৭	২,৪৩৪·৬৪	৯০৫·৩৭	৬৭৪·১২	২,৯০৫·৫২
৬।	সোনামুড়া	১৯৮·৮৫	১৭৭·২৯	৫৭৩·৩৩	৩২৫·৪৭	৩৭২·১২	২,৩৯৮·৩০	৫২৪·৭২	৫৪৯·৪১	২,৯৭১·৬৩
৭।	উদয়পুর	৪৩৮·৪৯	৩২৫·৯৯	২৭৮·৭১	৪৫২·৯৪	১৯৪·২৪	২৫১·৬৮	৯৯১·৪৩	৬২০·২৩	৫৩০·৫৯
৮।	বিলোনীয়া	১,০৮৮·১৮	৪০৮·৭১	৪১১·৫৮	৮৮৭·০৬	৬৯০·১৫	৯৩৭·৬৬	১,৯৭৫·২৪	১,০৯৮·৮৬	১,৩৪৯·২৪
৯।	অমরপুর	৩,০০০·৫৯	১,৬৯৯·৩৪	২৫৭·৮৩	৫৯৩·৪৮	৪৭০·২৩	৩৫৯·৯৩	৩,৫৯৪·০৭	২,১৬৯·৫৭	৬১৭·৭৬
১০।	সাবরুম	১,০৬৭·৩৭	৪৭২·৮৬	১৮৮·০৬	৪৫০·৭১	৩৩৩·৪৪	৩৫৮·৫৩	১,৫১৮·০১	৮৬০·২৮	৫৫৬·৫৯

UNSTARRED QUESTION NO. 696

BY :—Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

১) Tripura Land Revenue and Land Reforms Act of 1960 Section 95 অনুসারে Collection এবং Administrator এর নিকট কতগুলি দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) ঐ দরখাস্তগুলির মধ্যে কতগুলি দরখাস্ত সম্পর্কে Collector এবং Administrator কর্ত্তৃক তদন্ত ও শুনানীর পর আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

৩) তদন্ত ও শুনানী ব্যতীত ও Record চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই অজুহাতে ঐ দরখাস্তের মধ্যে কতগুলি দরখাস্ত Collector এবং Administrator খারিজ করিয়াছেন তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

ANSWER

১) মহকুমার নাম	দরখাস্তের সংখ্যা	
	কালেক্টর	এডমিনিষ্ট্রেটর
সদর	৭৪৭	২৭
খোয়াই	৫৭২	৯৮
কমলপুর	২০৫	১২
কৈলাসহর	৬৮	৭৩
ধর্ম্মনগর	১৮	৩
উদয়পুর	৫১৪	৭
সোনামুড়া	৩০৮	১
বিলোনীয়া	৩৭১	২৯
সাব্রুম	৯১	৩
অমরপুর	২৯	৩

২) মহকুমার নাম	নিষ্পত্তিকৃত দরখাস্তের সংখ্যা	
	কালেক্টর	এডমিনিষ্ট্রেটর
সদর	২৮	১৬
খোয়াই	৯	৮৪
কমলপুর	১১	৯
কৈলাসহর	২	৬০
ধর্ম্মনগর	—	:
উদয়পুর	১৪	৩

১	২	৩
সোনামুড়া	১১	১
বিলোনীয়া	৩	১২
সাব্রুম	১	২
অমরপুর	—	২

	খারিজ দরখাস্তের সংখ্যা	
৩) মহকুমার নাম	কালেক্টর	এডমিনিষ্ট্রেটর
সদর	৪৪৫	—
খোয়াই	২০৩	—
কমলপুর	১০৭	২
কৈলাসহর	৩৮	—
ধর্মনগর	২০৮	—
উদয়পুর	৩৩	—
সোনামুড়া	২১৬	—
বিলোনীয়া	৭৯	—
সাব্রুম	৪৭	—
অমরপুর	৭	—

UNSTARRED QUESTION NO. 914

By Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

১) ১৯৬০ এর ভূমি আইন চালু হওয়ার পর উদয়পুরের সাবরেজিষ্ট্রার কর্তৃক আদিবাসী কর্তৃক অ-আদীবাসীর নিকট হস্তান্তরিত কোন ভূমি রেজিষ্টারী করা হইয়াছে কি ?

২) যদি এইরূপ হইয়া থাকে তবে মোট দাতা, গ্রহিতা ও ভূমির পরিমাণ কত ; (১৯৬১ইং সনের ১৪ই এপ্রিল হইতে ১৯৬৯ এর নভেম্বর পর্যন্ত) প্রত্যেক বছরের পৃথক পৃথক হিসাব ;

৩) এইরূপ হস্তান্তরিত ভূমির রেজিষ্টারী উপরোক্ত ভূমি আইনের ১৮৭ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া করা হয় নাই কি ;

৪) যদি বিধান লঙ্ঘন করিয়া করা হইয়া থাকে, সরকার ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

ক্রমিক নং	সন	দলিল দাতার সংখ্যা	দলিল গ্রহীতার সংখ্যা	ভূমির পরিমাণ
১।	১৯৬১—৬২	১	২	৸৵ কাণী ১৬ গণ্ডা ১ কড়া ১ ক্রান্ত।
২।	১৯৬২—৬৩	—	—	—
৩।	১৯৬৩—৬৪	—	—	—
৪।	১৯৬৪—৬৫	৪	৪	৩ কানি ৫ গণ্ডা
৫।	১৯৬৫—৬৬	—	—	—
৬।	১৯৬৬—৬৭	৯০	৯৬	চৌদ্দ দ্রোন ১৩ কানি ১৭ গণ্ডা ৩ কড়া। ৬ ধুর।
৭।	১৯৬৭—৬৮	১০১	১০৮	১৮ দ্রোন ১৫ কাণি ১৩ গণ্ডা ৩ কড়া ২ ক্রান্ত ৩ ধুর।
৮।	১৯৬৮—৬৯	—	—	—
৯।	১৯৬৯—৭০	—	—	—

৩) ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কিত কবালা রেজিষ্ট্রী করণ উক্ত আইনের ১৮৭ ধারায় নিষিদ্ধ নহে।

৪) প্রশ্ন উঠেনা !

UNSTARRED QUESTION NO. 920

By Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন্ চা বাগানে গত সেটেলমেণ্ট জরীপে কত পরিমাণ বাড়তি জমি (Excess Land) রেকর্ড করা হইয়াছে তাহার হিসাব;

৩) ঐ বাড়তি জমি যদি কোন বাগানে allot করা হইয়া থাকে তবে তাহার বিবরণ;

৩) ঐ বাড়তি জমি চা শ্রমিক বা ভূমিহীন কৃষক থাকিলে তাহার বাগান ভিত্তিক হিসাব;

৪) ঐ বাড়তি জমি চা-শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১)
২)
৩)
৪) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 585.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন কোন সীমান্তবর্তী এলাকায় কত পরিমাণ জিরাতিয়া জমি সরকার খাস করিয়াছেন তাহার মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ।

২) ইহা কি সত্য যে, সাবরুম এবং বিলোনীয়ায় এই সকল জমিতে অনেক বিনিময় কারী উদ্বাস্তু দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করিতেছেন ?

৩) যদি সত্য হয়, তবে ঐ সকল উদ্বাস্তু যাহাতে এই জমি পাইতে পারেন তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে ?

৪) ইহা কি সত্য যে, বিলোনিয়া একিনপুরে বিনিময়কারী উদ্বাস্তুরা তাহাদের জমির দখল পুনঃ জরীপ করার জন্য আবেদম করিয়াছেন ?

৫) সত্য হইলে এ পুনঃ জরীপের ব্যবস্থা করা হইবে কিনা ?

উত্তর

১।

সাবডিভিসনের নাম	খাসকৃত ভূমির পরিমান একর হিসাবে
সদর	১৯২.১৪
সোনামুড়া	৩৩৬·৯৪
বিলোনিয়া	১১,২৬১·০০

২) হঁ্যা, একমাত্র বিলোনিয়া সাবডিভিসনে।

৩) আইনে বাধা না থাকিলে দখলীকৃত ভূমি তাহাদিগকে এলট করা যাইবে।

৪) হঁ্যা।

৫) বিষয়টি তদন্তাধীন আছে, তদন্তের পর আইনানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 907.

By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৬০ এর ভূমি আইনের ১৩৬ ধারা মতে মহারাজ শ্রীকিরীট বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর যে সকল ভূমি তাঁহার খাস দখলে রাখিবার অধিকারী তাহার বিবরণ উপরোক্ত আইনের নিয়মাবলীর ৫৩নং ফর্মে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করিয়াছেন কি ?

২। যদি দাখিল করিয়া থাকেন তবে উক্ত ভূমিব বিস্তৃত বিবরণ ;

প্রশ্ন

৩। মহারাজ কর্ত্তৃক দাখিলকৃত বিবরণের উপর উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিয়াছেন কি ?

৪। যদি করিয়া থাকেন, তবে কি কি ভূমি মহারাজ নিজ দখলে রাখার অধিকারী সাব্যস্ত হইয়াছেন তাহার বিবরণ।

উত্তর

১।
২।
৩। } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৪।

UNSTARRED QUESTION NO. 702.

By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর চকবাজারে ছোট দোকানদারদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক Shed নাই, প্রশ্রাব ও পায়খানার ব্যবস্থা নাই, ড্রেনে জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা নাই এবং তাহার ফলে চাউল, শব্জী, বাজে মাল, কাটা কাপড়, ব্যবসায়ী চায়ের দোকানদার প্রভৃতির খুব অসুবিধা হইতেছে ;

২। যদি সত্য হয়, এই বাজারে Shed প্রভৃতির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করিবেন কি ?

উত্তর

১ ও ২। শেড্ পায়খানা ও প্রশ্রাবাগারের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নটী বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 548.

By Shri Abiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মোট রায়তের সংখ্যা কত এবং তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

২। ত্রিপুরায় মোট ভূমিহীনের সংখ্যা কত এবং তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

৩। ত্রিপুরায় যে সকল রায়তের হাতে এক দ্রোণের উপর জমি আছে তাহাদের বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা ও তাহাদের হাতে মোট জমির পরিমাণ ;

৪। ত্রিপুরায় যে সকল রায়তের হাতে দুই দ্রোণের উপরে জমি আছে তাহাদের সংখ্যা ও তাহাদের হাতে মোট জমির পরিমাণ ?

উত্তর

১।

সাবডিভিসনের নাম	রায়তের সংখ্যা
সদর	১,১১,২৯৩
খোয়াই	৩১,৪৭৪
কমলপুর	১০,৯৭৮
কৈলাসহর	১৭,৮৮৭
ধর্ম্মনগর	৩৯,৭২৮
সোনামুড়া	৪০,১৫৮
উদয়পুর	২৭,৭৪৮
বিলোনীয়া	২৪,৪৮৯
অমরপুর	৫,২০৭
সাব্রুম	৮,৫৪৬
মোট—	৩,১৭,৫০৮

২। ত্রিপুরায় মোট ভূমিহীনের বর্ত্তমান সংখ্যার কোন পরি-সংখ্যান নাই। বিগত ১৯৬১ ইংরেজী সনের সেন্সাস রিপোর্ট মতে এই সংখ্যা ৩২৯১২ ছিল।

৩।

সাব-ডিভিসনের নাম	রায়তের সংখ্যা	মোট জমির পরিমাণ একর হিঃ
সদর	১২৪৪	১১১০৩·৫৪
খোয়াই	৭৯৫	৬৯১১·৬৫
কমলপুর	১২৬	৯৪১·৯২
কৈলাসহর	৪৫৬	৩৮৫৬·৭৬
ধর্ম্মনগর	৯৫৩	৭৯৯৫·৯৪
সোনামুড়া	৩৪	২৮৯·৯৩
উদয়পুর	২১০	৮৫৩·৩৮
বিলোনীয়া	৩৭৭	৪১১১·৪১
অমরপুর	৭৩	৫৭০·৬৮
সাব্রুম	২০৮	১৮৩৬·০৪
	২১১৮	৩৯৪৭৬·২৫

৪।

সাব-ডিভিসনের নাম	রায়তের সংখ্যা	মোট ভূমির পরিমাণ একর হিসাবে
সদর	২৮৪	১১৭৮০·৯৩
খোয়াই	১৭১	৪১২০·১৫
কমলপুর	১৩	৭৪৭·৫৪
কৈলাসহর	১৩২	৩৪১৩·৪৩
ধর্ম্মনগর	২৬৮	৪৭৮৩·৫৪
সোনামুড়া	·১০	১১০১·৬০
উদয়পুর	৩৮	৬৭১·০০
বিলোনীয়া	১২১	২১২৬·০৭
অমরপুর	১৯	৪০৯·০২
সাব্রুম	৮২	১৫২০·৪০
	২১১৮	৩১৬৭৩·৭৬

UNSTARRED QUESTION NO. 672.

By Shri Ershad Ali Choudhury.

QUESTION

১। ১৯৬৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬৯ ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত কোন বিভাগে কত টাকা খয়রাতি সাহায্য, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন, দাদন, টেষ্ট রিলিফ এবং কৃষি ঋণ বাবত ব্যয় করিয়াছে ?

ANSWER

নং	মহকুমার নাম	খয়রাতি সাহায্য	জুমিয়া পুনর্ব্বাসন	দাদন	টেষ্ট রিলিফ	কৃষি ঋণ
১।	ধর্ম্মনগর	টাঃ ১৬,৯০০·০০	৫৯,০০০·০০	৪৪,০০০·০০	১০১৪২২·০০	২৯১০০·০০
২।	কৈলাসহর	৪৪,৫০০·০০	—	৭৭,০০০·০০	১৮৬৭০০·০০	৯৫০০০·০০
৩।	কমলপুর	১৩,৫২৫·০০	৫৩,৯০০·০০	৪২,৮৬৫·০০	৫৫৫০০·০০	২৫৭০০·০০
৪।	খোয়াই	৪৫,০১৯·০০	১২৬৩০০·০০	৭৮,৯৭১·০০	২১২১৮৭·০০	৭৫২৯৫০০·০০
৫।	সদর	৪৯,২৭৫·০০	১৬,৪০০·০০	৪৯,৬১৫·০০	১১৫৬০০·০০	২২৮৭২৫·০০
৬।	সোনামুড়া	৬৯,০৫৫·০৫	৩৩,৪০০·০০	১৭,০০০·০০	৫৩০০০·০০	৫৯০৫০·০০
৭।	উদয়পুর	৮৯,৫০০·০০	৪৫,৪০০·০০	১১,০০০·০০	৩২০০০·০০	১৪২০০·০০
৮।	অমরপুর	১২৮৭·০০	—	১০,০০০·০০	১২৫৭২·৬২	৭০০০·০০
৯।	বিলোনীয়া	৩১,২১৪·৯০	৩৬৩০০০·০০	৬০,১০০·০০	৫৩২০০·০০	৭৪৫০০·০০
১০।	সাবরুম	১১,৭৬৭·০০	—	১৫,৫০০·০০	২২০৭১·০০	৩৫০০০·০০
		৩৬১০৪২·৯৫	৩৭,০৭০০·০০	৫১,৫০৫১·০০	৭৯৭২৫৩·৩৭	৭২৫৫৭৫·০০

UNSTARRED QUESTION NO. 528.

By Shri Abhiram Deb Barma

QUESTION

১। ত্রিপুরার বাজারগুলির যাহারা ইজারা লইয়াছেন তাহাদের সহিত কি সরকারের কোন চুক্তি হইয়াছে, যদি চুক্তি হইয়া থাকে উহার সর্ত্তগুলি কি কি এবং ইজারাদার কি হারে ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকেন তাহার বিবরণ ;

২। কোন কোন ইজারা ইজারাদারের নিকট সরকারের টাকা পাওয়া আছে তাহাদের নাম ও টাকার পরিমাণ ?

৩। ঐ টাকা আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

ANSWER

১। ইজারাদারের সহিত সরকারের কোন চুক্তি হয় নাই কিন্তু ইজারা মঞ্জুরীর আদেশে ইজারার সর্ত্ত উল্লেখিত থাকে এবং ঐ সর্ত্তে ইজারাদারের স্বীকৃতি থাকে। কোন চুক্তিপত্র সম্পাদন হয় না বিধায় চুক্তির সর্ত্তাদি উল্লেখ করার প্রশ্ন উঠে না। মাশুল (ট্যাক্স) আদায়ের হার সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দ্রষ্টব্য।

২। সঙ্গীয় 'খ' তালিকা দ্রষ্টব্য।

৩। বকেয়া আদায় জন্য আইন অনুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

'ক' তালিকা

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	মাশুলের পরিমাণ	ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	মাশুলের পরিমাণ
১	২	৩	১	২	৩
১।	ধান্য প্রতি মণ	০৬ পয়সা	২৯।	তরকারীর দোকান	০৬ পয়সা
২।	চাউল প্রতি মণ	০৬ ,,	৩০।	কাঠের জিনিষের দোকান	১২ ,,
৩।	সরিষা প্রতি মণ	১২ ,,	৩১।	হাঁড়ি পাতিলের দোকান	১২ ,,
৪।	তিল প্রতি মণ	১২ ,,	৩২।	হুঁকার দোকান	১২ ,,
৫।	কার্পাস	১২ ,,	৩৩।	চিড়া প্রতি মণ	০৬ ,,
৬।	কলা প্রতি ছড়ি	০৩ ,,	৩৪।	সরিষা তৈলের দোকান	১২ ,,
৭।	পানের দোকান	১২ ,,	৩৫।	কেরোসিন তৈলের দোকান	০৬ ,,
৮।	সুপারীর দোকান	১২ ,,	৩৬।	কাঁস পিতলের দোকান	১২ ,,
৯।	গুড়ের দোকান	১২ ,,	৩৭।	বাঁশের শত	০৬ ,,
১০।	মরিচের দোকান	১২ ,,	৩৮।	ভার প্রতি লাকড়ী	০৩ ,,
১১।	মাছের দোকান	১২ ,,	৩৯।	ভার প্রতি ছন	০৬ ,,
১২।	পশারী দোকান	১২ ,,	৪০।	বরাক ও বারি বাঁশের প্রতিটি	০৬ ,,
১৩।	পেঁয়াজের দোকান	১২ ,,	৪১।	চুণের দোকান	০৬ ,,
১৪।	শুক্না মাছের দোকান	১২ ,,	৪২।	আমের দোকান	০৬ ,,
১৫।	মনোহারী দোকান	১২ ,,	৪৩।	নাপিতের দোকান	১২ ,,
১৬।	তামাকের দোকান	১২ ,,	৪৪।	ফলের দোকান	০৬ ,,
১৭।	জালিবেতের দোকান	১২ ,,	৪৫।	রুটীর দোকান	০৬ ,,
১৮।	খলিফা দোকান	১২ ,,	৪৬।	চায়ের দোকান	০৬ ,,
১৯।	হাঁস মুরগী প্রতিটি বড়	১২ ,,	৪৭।	পাট প্রতিমণ	০৬ ,,
২০।	পাঁঠা, ছাগল ভেড়া খাসী প্রতি বড়	১২ ,,	৪৮।	জুতার দোকান	০৬ ,,
২১।	হাঁস মোরগী প্রতিটি ছোট	১২ ,,	৪৯।	ময়না, টিয়া, প্রতিটি	০৬ ,,
২২।	কাপড়ের দোকান	১২ ,,	৫০।	কাটা মাংসের দোকান	১২ ,,
২৩।	চাটাইয়ের দোকান	০৬ ,,	৫১।	মাথা তামাকের দোকান	০৬ ,,
২৪।	বাজে জিনিষের দোকান	০৬ ,,	৫২।	খৈলের দোকান	০৬ ,,
২৫।	নল বেতের দোকান	০৬ ,,	৫৩।	বাচারী দোকান	০৬ ,,
২৬।	বাছুর প্রতিটি	৩৭ ,,	৫৪।	গাইন	১২ ,,
২৭।	ষাঁড় ও বলদ	১০০ ,,	৫৫।	ছাতার দোকান	০২ ,,
২৮।	গাভী প্রতিটি	৬২ ,,			

১	২	৩		৩
৫৬।	মুচির দোকান	০৬ পয়সা	৬২। পাটী প্রভিতি	০৬ পয়সা
৫৭।	ভাজা বুট বাদামের দোকান	০৬ ,,	৬৩। কাটা কাপড়ের দোকান	১২ ,,
৫৮।	মুদির দোকান	১২ ,,		
৫৯।	ঢোল মৃদঙ্গ প্রভিতি		বিঃ দ্রঃ—ধান্য, চাউল, পাট, চিড়ার মাশুল	
৬০।	কাশারী দোকান	১২ ,,	বিশ সেরের নীচে এবং তরকারীর	
৬১।	টুক্রীর দোকান	০৬ ,,	মাশুল পাঁচ সেরের নীচে লাগিবে না।	

'খ' তালিকা

সাব-ডিভিসনের নাম—অমরপুর

ক্রমিক নং	ইজারাদারের নাম	মহালের নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১।	শ্রীবিষ্ণুপদ রায়	জলাইয়া বাজার	৫২ টাকা
২।	,, সুরেন্দ্র চন্দ্র সাহা	অম্পিবাজার	৪০১ টাকা
৩।	,, হীরালাল পোদ্দার	অমরপুর বাজার	১৭৭ টাকা
৪।	,, সুকরাই দেববর্ম্মা	জলাইয়া বাজার	২২৫ টাকা
৫।	,, কৃপাকর দাস	ডুম্বুরনগর বাজার	৯১৫ টাকা
৬।	,, সুরেন্দ্র চন্দ্র সাহা	অম্পি বাজার	৩০০ টাকা
৭।	,, সুকুমার সাহা	অমরপুর বাজার	২৩৭০ টাকা
৮।	,- মনোরঞ্জন সাহা	অম্পি বাজার	৪৫০ টাকা
৯।	,, বিষ্ণুপদ রায়	জলাইয়া বাজার	২২৭ টাকা
১০।	,, গৌরাঙ্গ সাহা	ডুম্বুরনগর বাজার	১১৫৫ টাকা
১১।	,, কৃষ্ণমোহন সাহা	অমরপুর বাজার	৭৬১ টাকা

সাব-ডিভিসনের নাম—বিলোনীয়া

ক্রমিক নং	ইজারাদারের নাম	মহালের নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১।	শ্রীশিবরঞ্জন সেন	মুহুরীপুর বাজার	৪৭৯ টাকা
২।	,, প্রিয়লাল সাহা	বিলনীয়া বাজার	৫৯২ টাকা
৩।	,, বলদেব সিং	বড়পাথরী বাজার	২৬৫ টাকা

সাব-ডিভিসনের নাম—সাবরুম

ক্রমিক নং	ইজারাদারের নাম	মহালের নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১।	শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ	সাবরুম বাজার চান্দিয়ানা	১০৫৬ টাকা
২।	,, পারুল সেন	ঐ	১২০০ টাকা
৩।	,, সুনীল কুমার দত্ত	মনুবাজার চান্দিয়ানা	২১৯৮ টাকা
৪।	,, বীরেন্দ্র কুমার বণিক	ঐ	২০০০ টাকা
৫।	,, সুনীল কুমার দত্ত	মনুবাজার পশু মহাল	২০৫২ টাকা
৬।	,, বীরেন্দ্র কুমার বণিক	ঐ	১১৬২ টাকা
৭।	,, সুনীল কুমার দত্ত	চালিতা বকুল বাজার	১৩৩১ টাকা
৮।	,, বলহরি মজুমদার	সমরেন্দ্রগঞ্জ বাজার	১০৮ টাকা
৯।	,, অনিল চন্দ্র বৈদ্য	ঐ	২১০ টাকা
১০।	,, জগদীশ চন্দ্র মোল্লা	শ্রীনগর বাজার	৫২৬ টাকা
১১।	,, পরীক্ষিৎ সরকার	ঐ	৫২৮ টাকা
১২।	,, কিরণ চন্দ্র ভৌমিক	ছোটখিল রাণীরবাজার	৬৩৪ টাকা
১৩।	,, দেবেন্দ্র কুমার চৌধুরী	ঐ	৪৫০ টাকা
১৪।	,, নগেন্দ্র চাকমা	শীলাছরি বাজার	১৮৮ টাকা
১৫।	,, সুরেন্দ্র চাকমা	শুকনাছরি বাজার	১৫০ টাকা
১৬।	,, নিশি কুমার চাকমা	আলিয়ামুড়া বাজার	৩৫ টাকা
১৭।	,, অমরচান্দ দেবনাথ	নূতন বাজার মহাল	১৭ টাকা
১৮।	,, দ্বারিকানাথ সরকার	হরিণা বাজার	৩০০ টাকা
১৯।	,, অমরচান্দ দেবনাথ	সাতচান্দ বাজার	১৯০ টাকা
২০।	,, বীরেন্দ্র কুমার বণিক	কালাছড়া বাজার	৪০৫ টাকা
২১।	,, কুমুদ বিহারী ঘোষ	ভুরাতলী বাজার	৩৭ টাকা

সাবডিভিসনের নাম—:খোয়াই

ক্রমিক নম্বর	ইজারাদারের নাম	মহালের নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১।	জিতেন্দ্র মোহন সাহা	তেলিয়ামুড়া চুনামহল	৫০৬.০০
২।	প্রফুল্ল কুমার সাহা	কল্যাণপুর বাজার	৫১০.০০
৩।	ধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	তেলিয়ামুড়া চান্দিয়ানা	৪৫৪১.০০
৪।	কুমুদ বিহারী দাস	ঐ	৩০৩০.০০
৫।	বনমালী চক্রবর্ত্তী	কল্যাণপুর	৩৭৫.০০

১	২	৪	৩
৬।	বেণীমোহন দত্ত	খোয়াই মহারাজগঞ্জ বাজার	১৮৭৫·০০
৭।	নারায়ণ চন্দ্র সাহা	তেলিয়ামুড়া বাজার	৫৮৫৪·০০
৮।	মৃণাল কুমার চৌধুরী	তেলিয়ামুড়া বাজার	৫৮৫৪·০০
৯।	জলধর পাল	খোয়াই পুরান বাজার	২৯৬৬·০০

'খ' তালিকা

সাবডিভিশনের নাম সোনামুড়া

ক্রমিক নং	ইজারাদারের নাম	মহালের নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৩
১।	শ্রীচিন্তা সিং	সোনামুড়া বাজার	টা ১৮১২·১৮ গ
		চান্দিয়ানা মহাল	
২।	ঐ	কমলাপুর বাজার	২০,১৭৬·০০
		চান্দিয়ানা মহাল	
৩।	শ্রী কালিকা সিংহ	সোনামুড়া বাজার	
		চান্দিয়ানা মহাল	৪,৩৮৯·৩৬
৪।	শ্রী পরশ প্রসাদ সিংহ	মেলাঘর বাজার	
		চান্দিয়ানা মহাল	১,১৪০·০০
৫।	শ্রীসতীশ চন্দ্র দে	বৈরাগী বাজার	
		চান্দিয়ানা মহাল	৮০২·৫০
৬।	শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সিংহ	কামরাঙ্গাতলী	
		চান্দিয়ানা মহাল	১৮·০০
৭।	শ্রীউষারঞ্জন দত্ত	বৈরাগী বাজার	
		চান্দিয়ানা মহাল	১২৪·০০
৮।	শ্রীজগবন্ধু দেবনাথ	ভেলুয়ার চর বাজার	
		চান্দিয়ানা মহাল	২০·০০

সাবডিভিসনের নাম কমলপুর

ক্রমিক নং	ইজারাদারের নাম	মহালের নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১।	শ্রীরায়াত উল্লা	কমলপুর বাজার	
		গুড় মহাল	১,৮০১·০০
২।	শ্রীকাসিম উল্লা	কমলপুর বাজার	
		চান্দিয়ানা মহাল	১০১·০০
৩।	শ্রী বিভীষণ কৈরী	কমলপুর বাজার	
		গরুর বাজার	১৮৭·০০

১	২	৩	৪
৪।	আব্দুল বারিক	ঐ	১৭২·০০
৫।	শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস	ঐ	৬০·০০
৬।	শ্রীবিভীষণ কৈরী	কমলপুর বাজার	
		গুড় মহাল	৯৩·০০
৭।	শ্রীসমন উল্লা হাজি	কমলপুর বাজার	
		চান্দিয়ানা মহাল	১৮৩৭·০০
৮।	শ্রীঅমূল্য ভূষণ ভট্টাচার্য্য	ঐ	৩৬৯·০০
৯।	শ্রীবিভীষণ কৈরী	গুড় মহাল	৩৯·২৫
১০।	শ্রীকামিনী মোহন পাল	ঐ	
		চান্দিয়ানী মহাল	২৭৬·২৪
১১।	শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল	ঐ গুড় মহাল	
		গরুর বাজার	
১২।	শ্রীঅজিত কুমার পাল	গুড় মহাল	
		গরুর মহাল	৮·০০
১৩।	শ্রীঅশ্বিনী কুমার দেবনাথ	ঐ	
		চান্দিয়ানা মহাল	১২১·৮০
১৪।	শ্রীকামিনী কুমার পাল	কমলপুর বাজার	
		গরুর বাজার	৫·০০
১৫।	শ্রীশশীমোহন পাল	কমলপুর বাজার	
		চান্দিয়ানা মহাল	৬৭৪·০০
১৬।	শ্রীহরকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী	কমলপুর বাজার	১০৬·০০
১৭।	শ্রীসতীশ চন্দ্র চৌধুরী	মরাছড়া বাজার	৩৪·০০
১৮।	শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র পাল	কমলপুর বাজার	১৩৫০·০০
১৯।	ঐ	ঐ	২০৫·০০
২০।	শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ	সালেমা বাজার	৯১১·০০
২১।	শ্রীমনোরঞ্জন রায়	ঐ	৯৪০·০০
২২।	শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	মরাছড়া বাজার	৪৩·০০
২৩।	শ্রীসুরেন্দ্র মোহন চৌধুরী	কমলপুর বাজার	২৫·০০
২৪।	শ্রীজয়ধন চক্রবর্ত্তী	সালেমা বাজার	২০০·০০
২৫।	শ্রীক্ষেত্র মোহন দাস	মরাছড়া বাজার	৯২·০০
২৬।	শ্রীবাসনা দাস	মাণিক ভাণ্ডার বাজার	২০০·০০
২৭।	শ্রীসুধীন্দ্র চন্দ্র দেব	হালাহালি বাজার	
		চান্দিয়ানা মহাল	২৫৪·০০

১	২	৩	৪
২৮।	শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস	মানিক ভাণ্ডার বাজার	১,৪২৫·০০
২৯।	শ্রীকানাই লাল দে	সালেমা বাজার	২৭০·০০
৩০।	শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল	মরাছড়া বাজার	১০২·০০
৩১।	শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	কমলপুর বাজার চান্দিয়ানা মহাল	২৫·০০
৩২।	শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়	মরাছড়া বাজার	১৫৫·০০
৩৩।	শ্রীকলমা ঘোষ	হালাহালি বাজার	১,২৭৯·০০
৩৪।	শ্রীরামলক্ষ্মণ আহির	মরাছড়া বাজার	১৯৬·০০
৩৫।	শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র শীল	কমলপুর বাজার চান্দিয়ানা মহাল	১,০৫৪·০০
৩৬।	শ্রীরামানন্দ দাস	সালেমা বাজার	৭৩৬·০০
৩৭।	শ্রীভূষণ মোহন দেবনাথ	কমলপুর বাজার	১৮২·০০
৩৮।	শ্রীহরিপদ চৌধুরী	হালাহালি বাজার	১,৮১৩·০০
৩৮।	শ্রীরূপ চান্দ ঘোষ	মানিক ভাণ্ডার বাজার	৪৮৮·০০
৪০।	শ্রীঠাকুর চাঁদ দেবনাথ	সালেমা বাজার	৪০৩·০০
৪১।	শ্রীপরিমল চক্রবর্ত্তী	মরাছড়া বাজার	৮২·০০
৪২।	শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	কমলপুর বাজার চান্দিয়ানা মহাল	৯৭৬·০০
৪৩।	শ্রীসুখময় ঘোষ	মানিক ভাণ্ডার বাজার	৪৮৩·০০
৪৪।	শ্রীরাধামোহন সিং	হালাহালি বাজার	৪,৪০১·০০
৪৫।	শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মালাকার	মরাছড়া বাজার	১৯২·০০
৪৬।	শ্রীচিত্ত রঞ্জন পাল	সালেমা বাজার	৪০৭·০০

খ তালিকা

ক্রমিক নম্বর	ইজারাদারের নাম	সাব-ডিভিশনের নাম মহালের নাম	কৈলাসহর টাকার পরিমাণ
১।	শ্রীনরেশ চন্দ্র পাল	ফটিকরায় বাজার গুড় মহাল	৯১·৫৬
২।	,, জয়াদউল্লা	ঐ	৬৩·০০
৩।	,, মনোজিৎ তেওয়ারী	ছাওমনু বাজার মহাল	৩৫১·০০
৪।	,, রেজন উল্লা	ফটিকরায় বাজার মহাল	১৬০·২৮
৫।	,, আজগর আলী	ছৈলেংটা বাজার	৮৭৫·০০
৬।	,, অমূল্য চরণ ধর	কাঞ্চনবাড়ী বাজার	৫৫৪·০০
৭।	,, লাবণ্য সিংহ	জলাই বাজার মহাল	৩৫·০০
৮।	,, আবদুল কবির	ফটিকরায় গুড় মহাল	১০৫·০০
৯।	,, হাবিব উল্লা	ফটিকরায় বাজার মহাল	৪৭·২৫

১	২	৩	৪
১০ ।	,, কৃষ্ণকুমার পাল	পানিচৌকি বাজার	১৭২১·০০
১১ ।	,, ক্ষুদিরাম পাল	ধলাই বাজার মহাল	৩৬·০০
১২ ।	,, হরেন্দ্র চন্দ্র দাস	জলাই বাজার মহাল	৯৩·০০
১৩ ।	,, দেবেন্দ্র চন্দ্র সেন	পানিচৌকি বাজার মহাল	১০০·০০
১৪ ।	,, থুমল অক্ষয় সিংহ	ফটিকরায় গুড় মহাল	২৬৭·০৯
১৫ ।	,, পরেশ চন্দ্র দাস	হাওরের বাজার মহাল	১৯·০০
১৬ ।	,, রামেশ্বর পাল	জলাই বাজার মহাল	১৫৪·৫০
১৭ ।	,, মোহনলাল সাহা	ধুমাছড়া বাজার	২৪১৭·৬৬
১৮ ।	,, সুকুমার দেবরায়	দলুগাও বাজার	৫১৪·০০
১৯ ।	,, হরেশ চন্দ্র দে	রাতাছড়া বাজার	৮৩৩·২৪
২০ ।	,, মতিলাল বর্দ্ধন	জলাই বাজার	৪০·০০
২১ ।	,, বামুজ আলী	রতিয়ারবাড়ী বাজার	২২৭·০০
২২ ।	,, নিরোদবরণ দত্ত	দলুগাও বাজার	৭০০·৬৮
২৩ ।	,, গোপেশ চন্দ্র দাস	ঐ	২০০·০০
২৪ ।	,, বলয় কুমার রোয়াজা	ধুমাছড়া বাজার	৪১৭·০০
২৫ ।	,, সুরেশ চন্দ্র সাহা	ছাওমনু বাজার মহাল	৬৫৭·৩৪

খ তালিকা

সাবডিভিসনের নাম উদয়পুর

ক্রমিক নং.	ইজারাদারের নাম	মহালের নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১ ।	শ্রীচিন্তা প্রসাদ সিংহ পিতা শিউ নন্দন সিংহ সাং কাকড়াবন	মনু ফেরী সাবরুম	৮১৪·০০
২ ।	ঐ	ঐ	৭৬১·৬৭
৩ ।	ঐ	চালিতা বকুল বাজার, সাবরুম	২২৫·৪০
৪ ।	ঐ	ধোলাইছড় ফেরী	১৮১৫১·০০
৫ ।	ঐ	ঐ	৩৮৭৬·০০
৬ ।	ঐ	কাকড়াবন বাজার	২৯৮·৮১
৭ ।	ঐ	রাধাকিশোরপুর বাজার	১১২৮·৫৮
৮ ।	ঐ	শালগড়া ফেরী	৩৫২·৪৪
৯ ।	ঐ	কাকড়াবন বাজার	১২০৫·৪২
১০ ।	ঐ	জামজুরি ছেড়া, গঙ্গাছেড়া ইচাছেড়া, পীলমনিছেড়া	৮২৫৮·০০
১১ ।	ঐ	রাধাকিশোরপুর বাজার	৩৮৩৯·০৪
১২ ।	ঐ	শালগড়া বাজার	১৪৫৯·৯৩
১৩ ।	ঐ	হদ্রানারঘাট ফেরী	৪৭২·৭৩
১৪ ।	ঐ	শালগড়া গুদাড়া	৪৯৫·০০
১৫ ।	ঐ	ঐ	৫৬১·৮৩
১৫ ।	ঐ	বৈষ্ণবাচর ফেরী	১৪৩·৫০
১৭ ।	ঐ	কাকড়াবন ফেরী	২৮৯২·২৫

উদয়পুর

১	২	৩	৪
১৮।	শ্রীচিন্তাপ্রসাদ সিংহ পিং শিউনন্দন সিংহ সাং কাকড়াবন	রাধাকিশোরপুরবাজার ফেরী	৬২৭·৩৪
১৯।	ঐ	মহারাণী বাজার চান্দিয়ানা	৯১৫·০৬
২০।	ঐ	হদ্রা খেয়াঘাট গোদারা	৫৯৭·৩১
২১।	ঐ	শালগড়া ফেরী	২১৫০·৮৭
২২।	ঐ	জামজুরী বাজার	৬০৬৫·০০
২৩।	ঐ	শালগড়া বাজার	১৭০০·০০
২৪।	শ্রীগণেশ প্রসাদ সিং পিং বিশ্বেশ্বর সিং সাং বদরমোকাম	কাকড়াবন ফেরী	২৬১১·০০
২৫।	ঐ	কাকড়াবন ফেরী	৫৩৩·১৬
২৬।	ঐ	ঐ	৭১৩·২৯
২৭।	ঐ	বদর মোকাম ফেরী	৪৯২·৯৫
২৮।	ঐ	ধোবাইছড়ি ফেরী	১০৮০·০০
২৯।	ঐ	কাকড়াবন ফেরী	২১৭৯·১০
৩০।		ঐ	১১০২·৮৭
৩১।	শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সাহা পিং অশ্বিনী কুমার সাহা সাং মঠচৌমুহনী, আগরতলা	রাধাকিশোরপুর বাজার	৭২০০·০০
৩২।	শ্রীঅটলবিহারী বর্দ্ধন পিং নীলমনি বর্দ্ধন সাং জামজুরী	জামজুরী বাজার	৫১৩৫·০০
৩৩।	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত পিং অমিয় কুমার দাসগুপ্ত সাং মহারাণী	মহারাণী বাজার	৫২৭·০০
৩৪।	শ্রীগণেশ প্রসাদ সিং পিং বিশ্বেশ্বর সিং সাং বদর মোকাম	বাগমা বাজার	১০০৫·০০
৩৫।	শ্রীচিন্তা প্রসাদ সিং পিং শিউ নন্দন সিং সাং কাকড়াবন	কাকড়াবন বাজার	৭৫২·০০

'ঘ' তালিকা

সাবডিভিসনের নাম—ধর্ম্মনগর।

ক্রমিক নম্বর	ইজারাদারের নাম	মহালের নাম	টাকার পরিমান
১		৩	৪
১।	সারদা কান্ত নাথ পিং ব্রজনাথ নাথ নয়া পাড়া, ধর্ম্মনগর।	ফটিককুলি বাজার চান্দিনা।	টাঃ১৭৫০·০০
২।	ঐ	ঐ	টাঃ ৯৯৯·০০
৩।	ঐ	কাঞ্চনপুর বাজার চান্দিনা।	টাঃ ২৩৭·০০
৪।	ঐ	দজদা বাজার চান্দিনা।	টাঃ ৩০০·০০
৫।	সুরেন্দ্র নাথ পিং মৃত সরভানন্দ নাথ নয়া পাড়া, ধর্ম্মনগর।	ফটিকুলি গুড় মহাল।	টাঃ ৫৫·০৫
৬।	দ্বারিকা নাথ নাগ পিং মৃত নবীন নাগ কালীপুর।	কদম তলা গরু বাজার।	টাঃ ৪৫৯·০০
৭।	ঠাকুরমণি নাথ পিং নিমাই নাথ ধর্ম্মনগর।	ফটিকুলি গরু বাজার।	টাঃ ৫৭৪৬·০০
৮।	সতীশ মালাকার পিং শচীন্দ্র মালাকার বাগান।	কদমতলা গরু বাজার।	টাঃ ৩০৮·০০
৯।	ঠাকুরমণি নাথ পিং মৃত নিমাই নাথ ধর্ম্মনগর।	কাঞ্চনপুর বাজার চান্দিনা।	টাঃ ২০০·০০
১০।	ঐ	দজদা বাজার চান্দিনা।	টাঃ ৩০০·০০
১১।	প্রবীর চৌধুরী পিং প্রফুল্ল চৌধুরী ধর্ম্মনগর টাউন।	ফটিকুলি বাজার গুড় মহাল।	টাঃ ১৯৫·০০
১২।	সারদা কান্ত নাথ পিং ব্রজনাথ নাথ নয়াপাড়া ধর্ম্মনগর।	ফটিকুলি বাজার গরু বাজার।	টাঃ ৩০১২·০০

ধর্মনগর

১	২	৩	৪
১৩।	মাখন নাথ পিং উদয় নাথ, সাতনালা	কাঞ্চনপুর বাজার চান্দিনা।	টাঃ ১০০·০০
১৪।	ঐ	দজুদা বাজার চান্দিনা।	টাঃ ৪৫০·০০
১৫।	নব নিহারী দাস পিং নরেশ দাস চন্দ্রপুর।	দামছড়া বাজার	টাঃ ১৫১·০০
১৬।	সুবোধ নাথ পিং মহেন্দ্র নাথ সুকনাছড়া।	কাঞ্চনপুর বাজার চান্দিনা।	টাঃ ১০৫·০০
১৭।	সুখময় দেব পিং কৃষ্ণ মোহন দেব প্রত্যেকরাই।	ফটিকুলি বাজার গরু বাজার।	টাঃ ১৬০০·০০
১৮।	সোবুধ নাথ পিং মহেন্দ্র নাথ, সুকনাছড়া।	দজুদা বাজার চান্দিনা।	টাঃ ১২২৫·০০
১৯।	কৃষ্ণ কান্ত পাল পিং যোগেশ পাল আগরতলা।	কদমতলা বাজার গরু বাজার।	টাঃ ৯৩৮·০০
২০।	কৃষ্ণ নাথ পিং হুরাই নাথ নয়াপাড়া।	বিলথৈ বাজার	টাঃ ২২৫·০০
২১।	ঐ	কাছিমনগর বাজার	টাঃ ১০১·০০
২২।	অক্ষয় কুমার দেবনাথ পিং শশীনাথ গবিন্দপুর।	কালাছড়া বাজার	টাঃ ১৯৫·০০
২৩।	রাস বিহারী নাথ পিং মৃত হৃদয় নাথ বাগপাশা।	ফটিকুলি গুড় মহাল	টাঃ ৬৫·০০
২৪।	ঐ	কাঞ্চনপুর চান্দিনা।	টাঃ ৪১৩·০০

ধর্মনগর

১	২	৩	৪
২৫।	রাসবিহারী নাথ পিং মৃত হৃদয় নাথ বাগপাশা।	দজদা বাজার	টাঃ ৬৪৪.০০
২৬।	বাবুল নাথ পিং দেবেন্দ্র নাথ নয়াপাড়া, ধর্মনগর।	ফটিকুলি বাজার গরু বাজার	টাঃ ৫১৭৮.০০
২৭।	কুমুদ নাথ পিং কুলচন্দ্র নাথ আমটীলা।	কদমতলা গরু বাজার	টাঃ ১২৫৫.০০
২৮।	সুকুমার দাস পিং সুরেশচন্দ্র দাস রওয়া।	বিলথৈ বাজার	টাঃ ৯৩.০০
২৯।	বীরেন্দ্র দাস পিং মৃত বিনোদা দাস উপ্তাখালী।	রামনগর বাজার চান্দিয়ানা।	টাঃ ৪৫৯.০০
৩০।	করুনাময় নাথ পিং কমল নাথ নেতাজীনগর।	কাঞ্চনপুর বাজার চান্দিয়ানা।	টাঃ ৭৫১.০০
৩১।	যাদবচন্দ্র দত্ত পিং নয়াপাড়া।	উপ্তাখালী বাজার	টাঃ ৩৭৯.০০
৩২।	ননীগোপাল নাথ পিং নরোত্তম নাথ কদমতলা।	কদমতলা গরু বাজার।	টাঃ ১৪৩১.০০
৩৩।	দীনেন্দ্র চৌধুরী পিং দীগেন্দ্র চৌধুরী দজদা বাজার।	আন্দবাজার চান্দিয়ানা।	টাঃ ৩৭১.০০
৩৪।	সুবোধচন্দ্র ধর পিং তারিনী ধর হরুয়া।	কালাছড়া বাজার	টাঃ ৩০৫.০০
৩৫।	সুরেন্দ্র ভৌমিক পিং দীনবন্ধু ভৌমিক গবিন্দপুর।	ঐ	টাঃ ২৮১.০০
৩৬।	কালীচরণ নাথ পিং মৃত কানাই নাথ শনিছড়া।	দামছড়া বাজার	টাঃ ৩০০.০০
৩৭।	বঙ্কবিহারী দে পিং মৃত বিপিনচন্দ্র দে পেচারথল।	ভাটী মাছমাড়া বাজার।	টাঃ ১৬১.০০
৩৮।	নিতাই সিংহ পিং মৃত শলৈয়া সিংহ, হরুয়া। নিত্যানন্দ নাথ পিং অমৃত নাথ, ধর্মনগর টাউন।	তিলথৈ বাজার	টাঃ ৭৫১.০০

১	২			
৩৯।	কামিনী নাথ পিং মৃত কমল নাথ নয়াপাড়া।	ফটিকুলি বাজার চান্দিয়ানা।	টাঃ	৬৩০০·০০
৪০।	শিবসেবক মিশ্র পিং সূর্য্য প্রসাদ মিশ্র ফটিকুলি বাজার।	ফটিকুলি গুড় বাজার।	টাঃ	৩০৫০·০০
৪১।	যোগেশ দেবনাথ পিং রামকানাই দেবনাথ রাধাপুর।	কালাছড়া বাজার	টাঃ	৪০৮·০০
৪২।	রামচন্দ্র শর্ম্মা পিং মৃত কুঞ্জকিশোর শর্ম্মা, উপ্তাখালী।	উপ্তাখালী বাজার	টাকা	৬৭৫·০০
৪৩।	সোনাচান্দ গোস্বামী এবং তিনজন অন্যান্য, বাগপাশা।	শান্তিছড়া বাজার	টাকা	১৫০৫·০০
৪৪।	প্রেমানন্দ পাল পিং সদয় পাল কাঞ্চনপুর বাজার।	ভাটি মাছমারা বাজার	টাকা	৫২১·০০
৪৫।	ঐ	লালজুরি বাজার	টাকা	৩৫১·০০
৪৬।	সুরেশ দত্ত পিং মৃত সন্তোষ দত্ত রবীন্দ্রনগর।	কাঞ্চনপুর বাজার চান্দিয়ানা।	টাকা	৬০৫·০০
৪৭।	সত্যেন্দ্র পাল পিং মৃত গিরীশ চন্দ্র পাল, দশদা বাজার।	দশদা বাজার চান্দিয়ানা	টাকা	১২৮৪·০০
৪৮।	কমল চন্দ্র নাথ পিং মৃত কানাই নাথ, শনিছড়া।	দাগছড়া বাজার	টাকা	৪৫২·০০
৪৯।	দেবেশ চন্দ্র নাগ পিং দ্বারিকা নাথ নাগ, কালিপুর।	ফটিকলি বাজার গরু বাজার	টাকা	৭৮৮৫·০০
৫০।	যোগেন্দ্র দাস পিং সূর্য্যরাম দাস এবং অন্যান্য, হুরুয়া।	কদমতলা গরু বাজার	টাকা	৩১৯৯·০০
৫১।	প্রেমদা পাল পিং সদয় পাল, কাঞ্চনপুর বাজার।	কাঞ্চনপুর গরু বাজার	টাকা	৩৫১·০০

'খ' তালিকা

সাব-ডিভিসনের নাম—সদর

ক্রমিক নং	ইজারাদারের নাম	মহালের নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১।	শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা	বামুটিয়া বাজার	টাকা ১৬৬·৫০
২।	,, কাতুচন্দ্র দাস	কামালঘাট বাজার	টাকা ৫২০·০০
৩।	,, ভগবৎ চন্দ্র দাস	মধুপুর বাজার	টাকা ২৮১·৩৬
৪।	,, বাদল চক্রবর্ত্তী	চম্পকনগর বাজার	টাকা ১৩১২·৫০
৫।	,, সূর্য্যকুমার দত্ত	চড়িলাম বাজার	টাকা ৮৩৩৪·০০
৬।	,, মণিচন্দ্র দেববর্ম্মা	প্রভাপুর বাজার	টাকা ৪০৬·০০
৭।	,, হরলাল সাহা	বিশালগড় বাজার	টাকা ১৩৫২·০০
৮।	,, বাদল চক্রবর্ত্তী	জিরানীয়া বাজার	টাকা ৩৪১৬·০০
৯।	,, ক্ষীরমোহন সাহা	ঐ	টাকা ২২০৫·০০
১০।	,, অভিমন্যু সাহা	মান্দাই বাজার	টাকা ৪৬৯·৭৩
১১।	,, নগেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	ঐ	টাকা ২৫৩·০০
১২।	,, গোপেন্দ্র কুমার গোস্বামী	কাঞ্চনপুর বাজার	টাকা ৮৩৩৩·৩৪
১৩।	,, বাদল চক্রবর্ত্তী	ঐ	টাকা ৫৩৩৭·০০
১৪।	,, ক্ষীরমোহন সাহা	ঐ	টাকা ৮০০০·০০
১৫।	,, সাধন চন্দ্র বর্ম্মণ	বিশ্রামগঞ্জ বাজার	টাকা ৩৫৮০·০০
১৬।	,, নেপাল চন্দ্র সাহা	ঐ	টাকা ১৩৫২·০০
১৭।	,, রতনলাল কর্মকার	কাশীকান্ত বাজার	টাকা ১২০৮·৩৭
১৮।	,, হীরালাল সাহা	ঐ	টাকা ২০৯৯·০০
			টাকা ৪৮৫৯৬·৯৬

UNSTARRED QUESTION NO. 694.

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান Settlement এ সর্ব্বমোট কতগুলি রাজস্ব গ্রাম বা মৌজা গঠিত হইয়াছে এবং মৌজা ওয়ারী ইহাদের পরিমাণ কত তাহা মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। মৌজার record চূড়ান্তভাবে সকল মহকুমায় প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে কোথায় কোথায় হয় নাই এবং কেন হয় নাই।

৩। চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত মৌজাগুলি লইয়া গঠিত মহকুমাগুলির পুরাতন হারে রাজস্ব কত ছিল এবং বর্ত্তমান হারে রাজস্ব কত তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

৪। পুরাতন হারে বকেয়া রাজস্ব ও পথকরের পরিমাণ ১৩৭৫ বাংলা সনে কত ছিল এবং বর্ত্তমান হারে বকেয়া রাজস্ব ও পথকরের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। সঙ্গীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য।

২। সদর বিভাগের আগরতলা টাউন, কুঞ্জবন, সিঙ্গারবিল, তারানগর, রাধাকিশোরনগর, বাধারঘাট ও প্রতাপগড় এবং ধর্ম্মনগর টাউন ব্যতীত।

ঐ সকল মৌজায় মালিকানা ইত্যাদি সম্পর্কে আপত্তি বিচারাধীন থাকা বশতঃ।

৩।

সাব ডিভিসনের নাম	পুরাতন হারে রাজস্বের পরিমাণ	নুতন হারে রাজস্বের পরিমাণ
সদর	৬,৫২,৬১৪.৪৫	—
খোয়াই	৮১,২২৯.৫৭	২,৪২,৬৭৬.৩১
বিলোনীয়া	১,১৬,৫৭৩.৩৩	২,৭৮,৪৩৭.১৬
সাবরুম	১২,৪৮৪.৪৮	৭৯,০৮১.৭৯
কমলপুর	৪১,৯১০.৬৭	১,৩৬,২৬৭.৭৫
অমরপুর	২৬,২৯৬.৮৬	১,০১,৩০৬.৫৯
ধর্ম্মনগর	১,০৪,৭৭২.৪০	—
কৈলাসহর	১৬,৪৯২.০০	১,৭৫,১১৮.৮০
উদয়পুর	৬৮,৪৯৭.৬৮	১,৭৭,৫৬৪.৬০
সোনামুড়া	১,১১,৫০৫.২৩	২,৩৮.৬০২.১৫

৪।

সাব-ডিভিসনের নাম	পুরাতন হারে বকেয়া রাজস্ব ও পথকরের পরিমাণ	বর্ত্তমান হারে বকেয়া রাজস্ব ও পথকরের পরিমাণ
সদর	১,৬৩,৪৯৪.৭৫	—
খোয়াই	৩৭,৪৬১.৭৩	১,১২,৬৪৯.৩০
বিলোনীয়া	১১,৮৪২.২৯	২,৬৯,২৬৮.৩৯
সাবরুম	১,০৪৮.২৮	৬১,৯৬৫.৩৩
কমলপুর	৫,৫৫৬.৬৫	১,৩৮,৯৯৮.৪৮
অমরপুর	১৬,৭১৭.৯২	১,৫৯,৫০১.৮১
ধর্ম্মনগর	৫৮,৮১৪.৬০	৪,৩১,৯৩২.১৭
কৈলাসহর	১৬,৯৭৭.৯৩	৩,৩৬,০১৬.৯৯
উদয়পুর	—	—
সোনামুড়া	৫৯,৯৮৮.৪৫	৩,৫৩,৮৬৭.৮৪

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ
খোয়াই		
	১) খেঃগ্রা বাড়ী	৩.৩৯
	২) বর্গাবিল	৭.৯৮
	৩) রতনপুর	১১.০৬
	৪) পশ্চিম বেলছড়া	১০.৩৬

৫)	পূর্ব্ব বেলছড়া	৩.৬০
৬)	গৌবনগর	৩.৫২
৭)	উত্তর পদ্মবিল	১১.৬০
৮)	দক্ষিণ পদ্মবিল	১০.০৮
৯)	গয়ামনিবাড়ী	৬.৭১
১০)	দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট	১৬.৩৯
১১)	উত্তর রামচন্দ্রঘাট	১৬.০৫
১২)	ধলা বিল	৬.২৯
১৩)	পহরমুড়া	২.২০
১৪)	গণকি	১৩.৯৯
১৫)	খোয়াই	৪.৪০
১৬)	পশ্চিম সিঙ্গিছড়া	৯.৬৩
১৭)	পূর্ব্ব সিঙ্গিছড়া	১৪.৬১
১৮)	পশ্চিম বাচাইবাড়ী	১১.২৪
১৯)	পশ্চিম লক্ষীছড়া	৯.৭১
২০)	পশ্চিম করঙ্গীছড়া	১৩.৮৩
২১)	আশারামবাড়ী	৩.৬৫
২২)	বন বাজার	৭.০২
২৩)	চামুবস্তি	২.২৮
২৪)	পূর্ব্ব করঙ্গীছড়া	৬.৬০
২৫)	সুখিয়াবাড়ী	৫.৪৪
২৬)	পূর্ব্ব লক্ষীছড়া	১১.৮৪
২৭)	পূর্ব্ব বাচাইবাড়ী	১০.৯৬
২৮)	রেমাছড়া	১০.৮৮
২৯)	শিকারীবাড়ী	১৮.১৩
৩০)	ময়দানবাড়ী	১০.৭১
৩১)	পূর্ব চাম্পাছড়া	১২.২৮
৩২)	পশ্চিম চাম্পাছড়া	১৭.৮৫
৩৩)	পশ্চিম রাজনগর	১৩.৮০
৩৪)	পূর্ব রাজনগর	১৭.০৭
৩৫)	রামকৃষ্ণবাড়ী	১০.৫৯
৩৬)	মৈনাম বাড়ী	৬.০৯
৩৭)	বাদলা বাড়ী	৬.৩৫
৩৮)	উত্তর প্রমোদনগর	১২.৮৫
৩৯)	শান্তিনগর	১৩.০৩

৪০)	চেবরী	৯.৯৫
৪১)	সোনাতলা	৮.৫০
৪২)	পূর্ব রামচন্দ্রঘাট	৮.০৫
৪৩)	লক্ষীনারায়ণপুর	৫.৪৬
৪৪)	আখড়াবাড়ী	১২.৮৫
৪৫)	তুইহাচিংবাড়ী	৮.৩৯
৪৬)	পাগলাবাড়ী	১১.২৪
৪৭)	রামদয়ালবাড়ী	৭.৮৫
৪৮)	দ্বারিকাপুর	৭.৫৯
৪৯)	কুঞ্জবন	১৬.৭৮
৫০)	পশ্চিম কল্যাণপুর	১১.৬০
৫১)	মধ্য কল্যাণপুর	৯.৯৭
৫২)	উত্তর গিলাতলী	১৩.০০
৫৩)	দুর্গাপুর	১৩.১২
৫৪)	দক্ষিণ প্রমোদনগর	১১.৮১
৫৫)	মহারাণীপুর	১০.৮৩
৫৬)	তুইচিংরমবাড়ী	১৪.৩৫
৫৭)	যজ্ঞকবরাবাড়ী	১৬.০১
৫৮)	করইবাড়ী	১৪.৭৯
৫৯)	পূর্ব্ব কল্যাণপুর	৮.৫০
৬০)	কমলনগর	৫.১০
৬১)	মোহনছড়া	৮.৬২
৬২)	উত্তর পুলিনপুর	১২.৩৩
৬৩)	দক্ষিণ পুলিনপুর	১৭.৭৯
৬৪)	তুইচিংদ্রাই	১৩.৬০
৬৫)	হাওয়াইবাড়ী	৯.০৪
৬৬)	সাদ্‌কারবারী	১৯.২১
৬৭)	তেলিয়ামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	৩০.৫৯
৬৮)	তেলিয়ামুড়া	৬.১১
৬৯)	কৃষ্ণপুর	১২.৮৭
৭০)	খিলাতলী	৮.৫৫
৭১)	দক্ষিণ মহারাণী	১১.৪২
৭২)	শ্রীরামখারা	২১.৫০
৭৩)	রামকৃষ্ণপুর	১৬.৫২

৭৪)	লক্ষীপুর	২৪.৯৭
৭৫)	ব্রহ্মছড়া	৩.১৯
৭৬)	উত্তর গোকুলনগর	১৬.২৯
৭৭)	দক্ষিণ গোকুলনগর	৮.৪৭
৭৮)	পুনাছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	৮৬.১০
৭৯)	আঠারমুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	৭২.৪৪
৮০)	কুলাই রিজার্ভ ফরেষ্ট এক্সটেনসন	৪৪.৮৮
৮১)	উলেমছড়া	৩২.৪০
৮২)	কর্মাপাড়া	১০.৬২
৮৩)	বাতাবাড়ী	১১.৩৪
৮৪)	পুস্তরায় পাড়া	১৬.৯৪
৮৫)	রাধারাম বাড়ী	৬.০৯
৮৬)	গঙ্গানগর	১৫.১০
৮৭)	খোয়াইপাড়া	৯.০১
৮৮)	গঙ্গাপ্রসাদ পাড়া	১০.৩৯
৮৯)	ডাঙ্গামা পাড়া	১৫.৯৫
৯০)	সাতভাইয়া পাড়া	১১.৮৬
৯১)	সিঙ্গা পাড়া	২৬.৫২
৯২)	খমুপাড়া	১৩.৭৮
৯৩)	লালছড়া	১৩.৮৩
৯৪)	কর্ণমুনিপাড়া	৫.৪১
৯৫)	বালুছড়া	২৩.৩৯
৯৬)	তেতৈয়া	২৯.১৪
৯৭)	চাকমাপাড়া	১৭.৫১
৯৮)	চাদিংখা পাড়া	১৩.৪৯
	মোট	১৩৩৬.০৮

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ
১		৩
কমলপুর	১) উত্তর বিলাস ছড়া	৯.৭৮
	২) গঙ্গানগর	৮.৫৫
	৩) মোহনপুর	৩,৯৬
	৪) কমলপুর	২.৪১

৫)	নোয়াগাও	৪.৯০
৬)	দক্ষিণ বিলাসছড়া	৮.৪৪
৭)	বিষ্ণুপুর	৫.৪৪
৮)	মরাছড়ি	৮.৪২
৯)	হারের খোলা	৩.৫০
১০)	কালাছড়ি	৫.৭৫
১১)	লাম্বু ছড়া	৮.০৩
১২)	শ্রীরামপুর	১০.৭২
১৩)	ডুরাইছড়া	১১.৮৯
১৪)	মাণিক ভাণ্ডার	৭.৪৯
১৫)	দারাংটীলা	১.৫৮
১৬)	চুলুবাড়ী	৫.৯৩
১৭)	কুচাইনালা .	৪.০১
১৮)	মেখের মিঞা	১.৫৫
১৯)	পনতামি	১.৭৬
২০)	হালহুলি	১,০১
২১)	বড় সুরমা	৩.২৯
২২)	মরাছড়া	৭.৩৬
২৩)	ছুট সুরমা	১০.১৫
২৪)	ছেয়রায়	৫.৭২
২৫)	লংতরাই খাগ্রণ	৩০.৮২
২৬)	বামন ছড়া	৬.৬০
২৭)	মহাবীর	১১.৪২
২৮)	দেবীছড়া	৬.০৯
২৯)	হালহালা	৬.৬৬
৩০)	অপবাকর	৬.৯৯
৩১)	পানবোয়া	১২.৪৬
৩২)	নাকফুল	২.৪৬
৩৩)	বড়লুংমা	৫.৫২
৩৪)	কাটালুংমা	১৫.৯৫
৩৫)	আভাঙ্গা	১৪.৫৩
৩৬)	চানকাপ	১০.১০
৩৭)	জামথুমবাড়ী	৪.৬৬
৩৮)	মিছুরিয়া	১১.০৩

	৩৯) নিমুরক	১১,৪২
	৪০) লাটিয়া	১৭.৬৯
	৪১) ডাব বাড়ী	৬,৮৯
	৪২) সালেমা	৭.২৫
	৪৩) মহারাণী	২.৫৬
	৪৪) মেন্দ্রী	১৮.১৬
	৪৫) পশ্চিম ডল্ ছড়া	১৬.৫২
	৪৬) পূর্ব্বজলছড়া	৯.৩৫
	৪৭) কচুছড়া	১১.৮১
	৪৮) বলরাম	৬.৭৯
	৪৯) পূর্ব্ব নালিছড়া	১৬.৪৭
	৫০) পশ্চিম নালিছড়া	১৪.৮৭
	৫১) কুলাই আরবক	৪৭.০৯
	৫২) কুলাই	৬.৬৬
	৫৩) লালছড়া	৭.৮৫
	৫৪) বাগমারা	১৩,৮০
	৫৫) কাঠাল বাড়ী	১১.৮৯
	৫৬) আমবাসা	১০.০৭
	৫৭) কমলপুর	৪.৭৭
	৫৮) কমলা ছড়া	৪.৯৫
	৫৯) রায় পানা	২.৮৭
	৬০) জগন্নাথ পুর	৫.৮৬
	৬১) আর্ডালিয়াপাড়া	৭.১২
	৬২) শিকারী বাড়ী	২০.৭৫
	৬৩) হরি মঙ্গল পাড়া	১৫.২৮
	৬৪) গুরুধন পাড়া	২০.৭২
		৬০৫.৫২

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কি: মি:
১	২	৩
ধর্ম্মনগর	১) সাত মঙ্গল	৪.৪৮
	২) রাণীবাড়ী	৭.৬৭

১	২	৩
ধর্মনগর	৩) পাঁয়ারা ছড়া	৫.০০
	৪) ব্রজেন্দ্র নগর	৬.১১
	৫) সরলা	৫.২৬
	৬) কুম্তি	১২.১০
	৭) কদমতলা	৭.৩৬
	৮) সরসপুর	৯.৭৬
	৯) মহেশপুর	৩.৬৮
	১০) বিষ্ণুপুর	৫.৮৮
	১১) ইছাইনাল ছড়া	৬.৬
	১২) চুড়াই বাড়ী	১৩.৯১
	১৩) লক্ষীনগর	১০.২৮
	১৪) চান্দপুর	৯.৩৮
	১৫) প্রত্যেক রায়	১০.০২
	১৬) ভাগ্যপুর	৩.৬৮
	১৭) বাগিণী	৫.৪১
	১৮) বড়ুয়াকান্দি	১২.৮৫
	১৯) ধম্মনগর	৭.৭৭
	২০) হুরুয়া	১২.৭৯
	২১) শনিছড়া	১০.০৮
	২২) বাগবাসা	১৩.৫০
	২৩) গঙ্গানগর	১২.২২
	২৪) কামেশ্বর	৬.৭৯
	২৫) ঢুপির বন্দ	৬.৩৭
	২৬) রাধাপুর	৪.০৭
	২৭) দেওয়ান পাশা	৮.৮৩
	২৮) পশ্চিম হাফলং	৬.০৩
	২৯) বালীধুম	১৭.৭৮
	৩০) রাজনগর	১২.১২
	৩১) পূর্ব্ব হাফলং	৪.৪১
	৩২) যুবরাজ নগর	৬.২৭
	৩৩) উপ্তাখালী	৭.৩৩
	৩৪) উত্তর পদ্মবিল	১১.৬০
	৩৫) রামনগর	২.৬২
	৩৬) দেওছড়া	৫.২৬
	৩৭) পূর্ব্বতিলথৈ	১৩.৬৫

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ
১	২	৩
ধর্ম্মনগর	৩৮) বিলথৈ	৬.৫০
	৩৯) পানিসাগর	১৮.৫৪
	৪০) রোয়া	১২.১০
	৪১) দক্ষিণ পদ্মবিল	৬.২৯
	৪২) জলেবাসা	৭.৪১
	৪৩) ইন্দুরাইল	২৬.৭৭
	৪৪) পেকুছড়া	৯.০৪
	৪৫) জুরি রিজার্ভ ফরেষ্ট	৩৬.০৫
	৪৬) বংগুল	১০.৯৬
	৪৭) পিপলা ছড়া	২২.১৭
	৪৮) পশ্চিম তিলথৈ	১৩.৬৫
	৪৯) রাহুম ছড়া	৭.৬৯
	৫০) দামছড়া	৫.২৮
	৫১) নরেন্দ্র নগর	৬.৫৮
	৫২) কাচারী ছড়া	১৩.৯৯
	৫৩) দামছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	৬০.২৬
	৫৪) খেদা ছড়া	১৭.৩০
	৫৫) পূর্ব্বমন পুই	১১.৫৮
	৫৬) ল্টাকুচি	১৯.৪৫
	৫৭) কালা গাং	১০.৩৩
	৫৮) ভাংমুন	২২.৭৯
	৫৯) শিম্বলং	২২.৯৮
	৬০) মাইলু	১৪.৬৬
	৬১) মাবুয়াল	১৪.৯২
	৬২) সেণ্ট্রাল ক্যাচমেণ্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট	৭.৯০
	৬৩) পশ্চিম আন্দার ছড়া	২২.৫৬
	৬৪) পূর্ব্ব আন্দার ছড়া	১২.১২
	৬৫) লক্ষণছড়া	১২.৩৮
	৬৬) নবীন ছড়া	১০.৪৪
	৬৭) বীরচন্দ্র নগর	২২.১৭
	৬৮) করইছড়া	৬.৪৫
	৬৯) বাঘাই ছড়া	৮.

১	২	৩
ধর্মনগর	৭০) পেঁচারথল	৯.৮৪
	৭১) নালকাটা	৮.৯১
	৭২) ধনীছড়া	৭.৪৯
	৭৩) দেও রিজার্ভ ফরেষ্ট	৩২.০২
	৭৪) উত্তর মাছমারা	১২.৩০
	৭৫) দেওয়ান বাড়ী	১৬.৫৮
	৭৬) দক্ষিণ মাছমারা	১১.৮৪
	৭৭) রবিরায় পাড়া	১৩.৬০
	৭৮) চণ্ডীপুর	১৩.২১
	৭৯) কাঞ্চনপুর	১১.৮৯
	৮০) শান্তিপুর	২.৮৭
	৮১) শিব নগর	৫.৪৪
	৮২) উজান মাছমারা রিজার্ভ ফরেষ্ট	১০৯.০০
	৮৩) লালজুরী	৬.৪৫
	৮৪) জয়ন্তি পাড়া	৫.০০
	৮৫) যমারায় পাড়া	১৮.১৩
	৮৬) পশ্চিম মনপুই	১৮.৩৯
	৮৭) বেলিযান চিফ	২৬.১১
	৮৮) সাতনালা	২৩.৮৩
	৮৯) মন্নু চৈলেংটা রিজার্ভ ফরেষ্ট	৫০.৩০
	৯০) তৈয়ংপাড়া	১১.৩৭
	৯১) দশমণি পাড়া	১৩.৮৬
	৯২) কামার পাড়া	৬.৮৪
	৯৩) তুইছামা	১৮.৭৮
	৯৪) কাঞ্চনছড়া	১৫.৬৪
	৯৫) দশদা লক্ষীপুর	১৭.৩০
	৯৬) বাংলা বাড়ী	৮.৫৫
	৯৭) পশ্চিম স্বাং মাং বাড়ী	১৭.৩৩
	৯৮) পাতিরাম পাড়া	২৪.০৬
	৯৯) রাম প্রাসাই পাড়া	৮.২৯
	১০০) সুনীতিপুর	১২.০২
	১০১) কালা পানি	৯.৭৪
	১০২) লম্বা ছড়া	৭.৭২
	১০৩) সেন্ট্রাল ক্যাচমেন্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট	১৯১.২৮
	মোট	১৬০৩.৩৬

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমি পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ হিঃ
১	২	৩
কৈলাসহর	১) মূর্তিছড়া	১১·৮৩
	২) সামরুর পাড়া	৯·০৭
	৩) মনুভেলী	৫·৯১
	৪) চন্ডীপুর	২·৮২
	৫) শ্রীরামপুর	২·৬৪
	৬) কৈলাসহর	৬·১৯
	৭) কাকপুর	১·৫৩
	৮) যুব রাজনগর	১·৮১
	৯) লক্ষীপুর	২·২০
	১০) টিলা গাঁও	২·৬২
	১১) খাটিয়াপুর	১·৮৯
	১২) রাঙ্গাউটি	৪·২০
	১৩) থেওরা বিল	৩·২১
	১৪) ইরানী	৪·৩২
	১৫) বলিয়ারকান্দি	৪·৯৫
	১৬) শ্রীনাথপুর	২·৩৬
	১৭) হীরাছড়া	৬·২৪
	১৮) দেওরাছড়া	৫·৫৪
	১৯) উত্তর উনকুটী আর এফ	২৮·০৪
	২০) দেবস্থল	৩·৮৩
	২১) ইছবপুর	৪·০৯
	২২) পাখীর বাসা	৪·৪৩
	২৩) গোলধরপুর	২·৫১
	২৪) গৌরনগর	১·৮১
	২৫) ভগবান নগর	৬·০৯
	২৬) সোনামুখি	৬·২৪
	২৭) কাউলীকোরা	৬·৫০
	২৮) কামরাঙ্গাবাড়ী	২·৭৫
	২৯) ছনটলী তেল	৬·৪২
	৩০) রাং রোং	১০·০০
	৩১) হালাইছড়া	১০·৬৩
	৩২) গোলকপুর	১৭·৩২
	৩৩) সামরুবালা	৯·৩৮

১	২	৩
কৈলাসহর	৩৪) ধন বিলাস	১৪·১৫
	৩৫) ফুলটলাতলী	৬·৬৬
	৩৬) জারুলটলা	৬·০৬
	৩৭) বীরচন্দ্রনগর	৪·৮২
	৩৮) বিলালপুর	৪·৭০
	৩৯) জলাই	৬·২৭
	৪০) জগন্নাথপুর	৮·৭৫
	৪১) মাটিংছড়া	১·৭৯
	৪২) ধাতুছড়া	৬·৬৬
	৪৩) সাতবাই আর, এফ	৯১·৮২
	৪৪) দক্ষিণ ধুমাছড়া	৮·১৮
	৪৫) উত্তর ধুমাছড়া	৪·৭৪
	৪৬) পশ্চিম মাছলী	৮·২০
	৪৭) পূর্ব মাছলা	১৫·০৫
	৪৮) জারুলছড়া	৮·৫৭
	৪৯) মনু	৫·০২
	৫০) জামির ছড়া	১·০৯
	৫১) ময়না মা	১১·০৬
	৫২) গয়না মা	৩·৭৮
	৫৩) ছৈলেংটা	৫·৫৭
	৫৪) লালছড়া	১২·১৭
	৫৫) দুর্গাছড়া	৮·৭৭
	৫৬) খাগড়া ছড়া	১২·৩০
	৫৭) জয়চন্দ্র পাড়া	৫·৫৯
	৫৮) সোনাপুর	৯·৯৫
	৫৯) সাধুজয় পাড়া	১৫·৭২
	৬০) উত্তর লংতরাই	৬·৬৬
	৬১) দক্ষিণ লংতরাই	৯·১৭
	৬২) পশ্চিম ছামনু	১০·৩৬
	৬৩) মকরছড়া	১·১৭
	৬৪) মনু ছৈলেংটা আর, এফ	২৩৬·০৮
	৬৫) মানিকপুর	৩·২১
	৬৬) পূর্ব ছামনু	২২·৪১
	৬৭) দেবাছড়া	১১·২১

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ হিঃ
১	২	৩
কৈলাসহর		
	৬৮) সেণ্ট্রাল ক্যাণ্টনম্যাণ্ট আর, এফ	২২২·৬৪
	৬৯) লায়দা ছড়া	১৩·৭২
	৭০) রাজকান্দি	১২·৫৪
	৭১) রাধানগর	১৩·২৬
	৭২) গঙ্গানগর	৭·৫৯
	৭৩) গকুলনগর	৪·০৭
	৭৪) ফটিকরায়	৪·১২
	৭৫) কালীকৃষ্ণনগর	৬·৬৩
	৭৬) সোনাইমুড়ি	৬·৬৬
	৭৭) দক্ষিণ উনকুটি আর, এফ	১৬·৮৮
	৭৮) কুমারঘাট	৭·১০
	৭৯) পাবিয়া ছড়া	১২·৬৪
	৮০) পূর্ব কাঞ্চনবাড়ী	৫ ০৫
	৮১) পূর্ব রাতাছড়া	৯·৮৭
	৮২) পশ্চিম রাতাছড়া	১৬·১৩
	৮৩) তেং তোং	১২·৯৫
	৮৪) লালজুরী	৬·১৯
	৮৫) পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী	৯·৫১
	৮৬) বেতছড়া	১১·৯৪
	৮৭) দেও আর, এফ	৫৮·৪৪
	৮৮) কাঞ্চনছড়া	১৩·৮৬
	৮৯) ধ্রুতপুর	৬·২২
	৯০) মকমউলী	৭·৫৪
	৯১) কাঠালছড়া	১০·৭৫
	৯২) ডেমছড়া	১০·৯০
	৯৩) কড়ইছড়া	১২·৬১
	৯৪) নালকাটা	১৩·৭৮
	৯৫) পশ্চিম করমছড়া	৮·৮১
	৯৬) উলটাছড়া	১৩·১৬
	৯৭) পূর্ব করমছড়া	৪·২২

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ
১	২	৩
সদর	১। পশ্চিম সিমনা	১৯·৭১
	২। পূর্ব্ব সিমনা	১৩·৪২
	৩। মেঘলী বন্দ	১১·৮১
	৪। সান খোলা	৯·৪৫
	৫। উত্তর দশ ঘরিয়া	৯·১২
	৬। দক্ষিণ দশ ঘরিয়া	৮·৬৫
	৭। বালুয়া বন	১১·০৬
	৮। ঈশানপুর	৭·৫১
	৯। মনতলা	৯·০১
	১০। কালাছড়া	৪·৯০
	১১। বিজয়নগর	৫·৩৩
	১২। মোহনপুর	১৭·৫৯
	১৩। তারানগর	১৩·৩৬
	১৪। পোয়াগাঁও	৬·৬৩
	১৫। বড় কাঠালিয়া	৫·৭২
	১৬। তমাকারী	৭·৬৭
	১৭। সুরেন্দ্রনগর	১১·৮৬
	১৮। বৈকুণ্ঠপুর	২·৮৫
	১৯। কামুকছড়া	৬·৯৯
	২০। সুবল সিং	৯·৫৬
	২১। ডোমাকারা ডাক	২১·৫৫
	২২। চাঁদপুর	১১·৯৯
	২৩। কলকলিয়া	১৭·০৯
	২৪। বামুটিয়া	১২·৫৯
	২৫। ফটিকছড়া	১৯·১১
	২৬। লক্ষ্মালুঙ্গা	১২·১৫
	২৭। নরসিংগড়	৬·১০
	২৮। সিঙ্গারবিল	৮·১৮
	২৯। গান্ধীগ্রাম	৮·৭৫
	৩০। কুঞ্জবন	৫·৭৫
	৩১। বড়জলা	৭·৫৯

১	২	৩
সদর	৩২। লঙ্কামুড়া	৭·৫৯
	৩৩। রামনগর	৫·১৮
	৩৪। আগরতলা	১২·৮৫
	৩৫। প্রতাপগড়	৩·৯০
—	৩৬। বাধারঘাট	১৩·১১
	৩৭। চারিপাড়া	৫·৮৫
	৩৮। ঈশানচন্দ্রনগর	৬·১৪
	৩৯। মধুপুর	১০·৫২
	৪০। মধুবন	১৪·৭৯
	৪১। বিক্রমনগর	৭·৪৬
	৪২। দক্ষিণ চাম্পামুড়া	৮·২১
	৪৩। কাঞ্চনমালা	৭·১৭
	৪৪। প্রভাপুব	২০·৭২
	৪৫। শ্রীনগব	২৫·৪৩
	৪৬। ডুকলী	৮·৩৪
	৪৭। আনন্দনগর	১৪·১৭
	৪৮। যোগেন্দ্রনগর	৭·৭২
	৪৯। উত্তর চাম্পামুড়া	৮·০৮
	৫০। খয়েরপুব	৩·৬০
	৫১। ইন্দ্রনগর	৭·৮৭
	৫২। রাধাকিশোরপুর	১১·৫৮
	৫৩। দেবেন্দ্রচন্দ্রনগর	১৭·৩৫
	৫৪। বোধজং নগর	৩১·১২
	৫৫। উত্তর দেবেন্দ্রচন্দ্রনগর	১৪·০১
	৫৬। ওয়াকিনগর	৮·২৯
	৫৭। শিবনগর	১৪·৬৩
	৫৮। রামচন্দ্রনগর	১১·১৯
	৫৯। লক্ষ্মীপুর	১৬·২১
	৬০। বৃদ্ধনগর	৩০·২৬
	৬১। মজলিশপুর	১২·৭৯
	৬২। মেঘলী পাড়া	৫·৯৩
	৬৩। তুলাকোণা	৯·৩০
	৬৪। পূর্ব্ব নোয়াগাঁও	১৪·০৯
	৬৫। রাধামোহনপুর	১০·৬৪

১	২	৩
সদর	৬৬। রত্নপুর	২২·০৮
	৬৭। জন্মজয়নগর	১০·৩৪
	৬৮। রাধাপুর	১৫·৮২
	৬৯। জিরানীয়া	১০·৮১
	৭০। বঙ্কিমনগর	৬·৫৮
	৭১। পশ্চিম বড়জুলাই	৮·৭৮
	৭২। দীনবন্ধুনগর	১১·০৬
	৭৩। কাথিরাম বাড়ী	৪·৭৯
	৭৪। পাটনী পাড়া	১৭·৫১
	৭৫। আশীঘর	১০·৫৪
	৭৬। তইছামনকুরই	১৭·২১
	৭৭। খেবরাই	১৭·২১
	৭৮। হাড়ভাং	৬·২৭
	৭৯। দীন কবরা পাড়া	১৬·৮৫
	৮০। মান্দাইনগর	১১·৫০
	৮১। পূর্ব্ব বড়জুলাই	১১·৪৬
	৮২। জয়নগর	৪·৯২
	৮৩। পূর্ব্ব দেবেন্দ্রনগর	১৪·৪৬
	৮৪। ভগুদাস পাড়া	৯·৭৪
	৮৫। জামিলং পাড়া	১০·৯১
	৮৬। আতুয়া বাড়ী	৭·৪৬
	৮৭। চম্পা বাড়ী	১২·২৩
	৮৮। চম্পকনগর	৮·৩১
	৮৯। বেলবাড়ী	৩০·২১
	৯০। বাম্মা বাড়ী	১৩·৯৩
	৯১। কমলা সাগর	৩·৯৬
	৯২। রাধানগর	১১·৪৫
	৯৩। কোনাবন	৭·৯৮
	৯৪। দেবপুর	৮·৭০
	৯৫। মধুপুর	৬·২৪
	৯৬। পাণ্ডবপুর	৯·০৪
	৯৭। নেহাল চন্দ্র নগর	১১·৭৩
	৯৮। কৈয়া ঢেপা	১১·৫৮
	৯৯। পরথল রাজনগর	৯·৪৬
	১০০। ঘনিয়া মারা	৭·৫৪

১	২	৩
সদর	১০১। গকুলনগর	১০·৫৪
	১০২। বিশালগড়	১১·৪০
	১০৩। কৃষ্ণকিশোরনগর	১০·৫৭
	১০৪। গজারিয়া	৭·০৭
	১০৫। বংশীবাড়ী	৫·১৮
	১০৬। রাঙ্গাপানিয়া	১১·৬০
	১০৭। সুতারমুড়া	৮·৯৯
	১০৮। ব্রজপুর	১১·২৯
	১০৯। উত্তর চড়িলাম	১৯·৭১
	১১০। লক্ষ্মীবিল	৬·৩২
	১১১। গোপীনগর	১০·৫৪
	১১২। মোহনপুর	১০·৫৭
	১১৩। পেকুয়াজলা	৭·২৩
	১১৪। ঘোলাঘাটি	১২·৪১
	১১৫। লাটিয়াছড়া	১৩·৩৯
	১১৬। বড়জলা	৪·৬৬
	১১৭। দক্ষিণ চড়িলাম	৬·৪৮
	১১৮। ধরিয়ার থল	৩·০৫
	১১৯। রামনগর	৬·৮৪
	১২০। রংমালা	১৪·৫০
	১২১। বাঁশতলী	৯·৭৯
	১২২। পদ্মনগর	৮·৬৮
	১২৩। আমতলী	৯·৪৫
	১২৪। প্রমোদনগর	১০·২৩
	১২৫। হীরাপুর	৬·১৭
	১২৬। মধ্য ঘনিয়ামুড়া	১৬·৮৪
	১২৭। বামনীছড়া	১·৯৯
	১২৮। শ্যামনগর	২·৬২
	১২৯। পশ্চিম টাকারজলা	১২·৫১
	১৩০। পূর্ব্ব টাকারজলা	৪·০৯
	১৩১। শঙ্কুমা বাড়ী	১৫·১৮
	১৩২। কিল্লা বাড়ী	১৭·৩৫
	১৩৩। কলই বাড়ী	১২·০৪
	১৩৪। জম্পইজলা	৯·০৪

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ হিঃ
১	২	৩
সদর	১৩৫। কল্লাইছড়া	১৩·৪৪
	১৩৬। উজান ঘনিয়া মারা	১৬·৯১
	১৩৭। অমরেন্দ্রনগর	৯·৯২
	১৩৮। পাথালিয়াঘাট	৮·৭৬
	১৩৯। মধ্য পাথালিয়া	৭·৯২
	১৪০। উজান পাথালিয়া	১১·৩৫
		মোট ১৫০৬·৭৮
সোনামুড়া	১) কমলনগর	৬·৪৫
	২) বিজয়নগর	৭·৬৮
	৩) তকছাপাড়া	১৩·০৮
	৪) ধনিরামপুর	৯·৮৯
	৫) মতিনগর	১৫·৫৭
	৬) কুলুবাড়ী	৬·৮১
	৭) আরালিয়া	৪·৪৫
	৮) নবদ্বিপ চন্দ্র নগর	২·৯৮
	৯) সোনামুড়া	০·৬০
	১০) খেদাবাড়ী	৯·৩৮
	১১) বড় দোয়াল	৬·০৯
	১২) দুল্লভনারায়ন	৬·১৯
	১৩) খাস চৌমুনী	৩·০৬
	১৪) চৌহমনি	১৭·১১
	১৫) পশ্চিম জুমের ঢেপা	৪·৯০
	১৬) পূর্ব্ব জুমের ঢেপা	৯·৪৫
	১৭) বগাবাসা	১১·০৬
	১৮) পূর্ব্ব নলছড়	৯·০৭
	১৯) পশ্চিম নলছড়	৮·২৬
	২০) রুদি জলা	৭·৯০
	২১) মেলাগড়	৫·৮৮
	২২) চণ্ডিগড়	৪·০৪
	২৩) মোহনভোগ	১০·৪৯
	২৪) কামরাঙ্গাতলী	৩·২৯
	২৫) চন্দুল	১১·০১
	২৬) ঝরঝরিয়া	৬·৬০

১	২	৩
সোনামূড়	২৭) তেলকাজলা	৪·৭৯
	২৮) বড়পাথর	২·৭৫
	২৯) উরমাই	৮·৯১
	৩০) গ্রানতলী	৩·৮৩
	৩১) বেজিমারা	৭·১৫
	৩২) শোভাপুর	৮·৬৫
	৩৩) কালাপানিয়া	৩·০৮
	৩৪) মনার চক্	৯·৫১
	৩৫) ধনপুর	৪·৯২
	৩৬) খোদার বাড়ী	১৫·৬৬
	৩৭) উত্তর তৈবান্দল	৭·৯০
	৩৮) পাহারপুর	৯·৭১
	৩৯) বিরামপুর	৯·৬৯
	৪০) নির্ভয়পুর	৮·২৯
	৪১) মহেশপুর	৭·৯৮
	৪২) কাঠালিয়া	১২·৯৫
	৪৩) দক্ষিণ তৈবান্দল	১২·৭১
	৪৪) গামাইছড়া	৫·৩৯
	৪৫) জগতরামপুর	২৬·০৭
	৪৬) বীরেন্দ্রনগর	৬·৮৪
	৪৭) মনাইপাথর	১·৩০
	৪৮) হিম্মতপুর	৬·৫০
	৪৯) কলিকৃষ্ণনগর	৬·২৭
	৫০) নিদয়া	১৬·৮০
	৫১) দুর্লভপুর	৩·৩৪
	৫২) ভবানীপুর	৫·৭৫
	৫৩) রহিমপুর	৬·৫৫
	৫৪) পুটিয়া	৩·৫২
	৫৫) বেলোয়ার চর	৭·০৩
	৫৬) আশা বাড়ী	২·৯৫
	৫৭) বক্সনগর	৫·২৮
	৫৮) মানিক্য নগর	৮·২৬
	৫৯) কলসীমুড়া	৬·৫৮
	৬০) ঘিলাতলী	৪·২০
	৬১) জগতরামপুর	৪·৪৫
	৬২) কলম চৌরা	৭·৯৫
	৬৩) আনন্দপুর	৬·৩৫
		৪৮১·৭৭

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ
১	২	৩
উদয়পুর		
	১) খেলাকুম	১০·১০
	২) ছয় ঘরিয়া	১৩·৪৭
	৩) ছাইমা রোয়া	১১·৪২
	৪) উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর	১২·৯৫
	৫) উত্তর বড়মুড়া দেবতামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	৬৯·২৪
	৬) ছয়থাই	১৪·৫৩
	৭) কিল্লা	১০·৫২
	৮) কাঁচিগাং রিজার্ভ ফরেষ্ট	৩৫·৪১
	৯) খুপিলং	১৯·০৬
	১০) বাগমা	১৭·৪০
	১১) কড়ইয়া মুড়া	৫·৫৪
	১২) বগাবাসা	২·৯৮
	১৩) বার ভাইয়া	৩·৮০
	১৪) রাধাকিশোরপুর রিজার্ভ ফরেষ্ট	২৫·৭৮
	১৫) রাইয়া বাড়ী	৪·২৭
	১৬) দক্ষিন ব্রজেন্দ্র নগর	১২·১০
	১৭) পূর্ব্ব ব্রজেন্দ্রনগর	১২·৪৩
	১৮) লক্ষি পতি	৭·৯০
	১৯) ফোটা মাটি	৫·০৮
	২০) পিত্রা	৩·৫৫
	২১) রাজনগর	২·০৭
	২২) গকুলপুর	১·৩৫
	২৩) ধ্বজনগর	৩·৫২
	২৪) ছাতারিয়া	২·৫৪
	২৫) তেপানিয়া	২·৪৬
	২৬) শালগড়া	২·১২
	২৭) হদ্রা	২·০৭
	২৮) গর্জনমুড়া	৩·৮৩
	২৯) আমতলি	৪·২২
	৩০) শিলঘাটি	১১·৫৩
	৩১) কাকড়াবন	৬·৮৯
	৩২) পালাটানা	৬·৬৬

১	২	৩
উদয়পুর	৩৩) জামজুড়ি	২·৫৪
	৩৪) রাজধরনগর	১·৬৩
	৩৫) মুড়া পাড়া	৬·৩২
	৩৬) খিলপাড়া	৪·৬৯
	৩৭) উত্তর চন্দ্রপুর	৩·২১
	৩৮) গাতার বাড়ী	৩·৫২
	৩৯) রাজারবাগ	৩·৩৭
	৪০) উদয়পুর	৩·০০
	৪১) ফুলকুমারী	১২·১৭
	৪২) হীরাপুর	৭·২৮
	৪৩) উত্তর মহারাণী	২·১২
	৪৪) গান্ধারী	১৬·০৩
	৪৫) দক্ষিণ মহারাণী	১০·৯০
	৪৬) চন্দ্রপুর রিজার্ভ ফরেষ্ট	২৮·৫৪
	৪৭) দক্ষিণ চন্দ্রপুর	৭·২৫
	৪৮) পশ্চিম মগ পুস্করণী	২০·২৩
	৪৯) দুধ পুষ্করণী	৭·১৭
	৫০) হুড়িজলা	৭·১০
	৫১) রাণী	১২·৬১
	৫২) উপেন্দ্রনগর	৫·৮৮
	৫৩) বাদুর পাথর	২·১৫
	৫৪) শামুকছড়া	৫·৫৬
	৫৫) ধুপতলী	১০·৭৭
	৫৬) জিতেন্দ্রনগর	১৫·০৭
	৫৭) গর্জি রিজার্ভ ফরেষ্ট	৩৪·৬৯
	৫৮) গঙ্গা ছড়া	৪·০৯
	৫৯) গর্জিছড়া	১৭·৬১
	৬০) পূর্ব্ব মগ পুষ্করণী	৭·০৪
	৬১) বহিশাবাড়ী	৬ ২৪
	৬২) তৈহর চুম	৫·৯৮
	৬৩) চাপিয়া পাড়া	৩·৯৪
	৬৪) দক্ষিণ বড় মুড়া দেবতা মুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	২৬·৮৪
		মোট—৬৫৫·৩৫

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ
১	২	৩
বিলোনীয়া	১) পূর্ব্ব পেপোরিয়াখলা	৬.১৪
	২) কাসারী রিজার্ভ ফরেষ্ট	২৯.৮০
	৩) পশ্চিম পতিছড়া	৮.০৫
	৪) পূর্ব্ব পতিছড়া	৬.৩২
	৫) বীর চন্দ্র নগর	১১.০৬
	৬) উত্তর তক্‌মা ছড়া	১০.৩৬
	৭) দক্ষিণ তাক্‌মা ছড়া	১৩.২৪
	৮) উত্তর দেবীপুর	১০.৮০
	৯) পূর্ব্ব কাঁঠালিয়া	৭.১৫
	১০) বগাফা	১২.৩৩
	১১) শান্তির বাজার	১০.২৩
	১২) পশ্চিম কাঁঠালিয়া	৬.৩৫
	১৩) পূর্ব্ব মনু	১৩.১৬
	১৪) পশ্চিম মনু	১২.৫৯
	১৫) রাজাপুর	৭.১০
	১৬) পাইখোলা	৮.৯৯
	১৭) চিত্তামারা	৬.৫০
	১৮) গাদা	৭.৯৩
	১৯) ছয় ঘরিয়া	৩.৬৮
	২০) কলা বাড়ীয়া	১৭.২৭
	২১) মধ্য ভারত চন্দ্র নগর	৫,৯৮
	২২) উত্তর ভারত চন্দ্র নগর	১৫.৮০
	২৩) লক্ষীপুর	৭.৮৫
	২৪) ঈশান চন্দ্র নগর	১১.৭৬
	২৫) দক্ষিণ ভারত চন্দ্র নগর	৯.৩২
	২৬) বিলোনীয়া	৩.৬৩
	২৭) পারাসীমা	৯.৯৭
	২৮) উত্তর সোনাই ছড়ি	৭.৩৩
	২৯) দক্ষিণ সোনাই ছড়ি	৪.৪০
	৩০) বাম্পদোয়া	১২.৮৫
	৩১) মতাই	৭.৬৪

১	২	৩
	৩২) চম্পক নগর	৫.৩৪
	৩৩) দেবীপুর	১৪.৯৭
	৩৪) ঋষ্যমুখ	৯.৭৪
	৩৫) হরিপুর	৬.৩২
	৩৬) কৃষ্ণনগর	৭.০২
	৩৭) অভয় নগর	৯.৬৩
	৩৮) টাক্কা রিজার্ভ ফরেষ্ট	৫৭.০১
	৩৯) মনিরামপুর	২.১৮
	৪০) শিবপুর	২.৪১
	৪১) তুইগামারী	২.০৫
	৪২) পুরতনর	১৪.১৯
	৪৩) টেক্কাতুলসী রিজার্ভ ফরেষ্ট	৫.৪১
	৪৪) পশ্চিম মুহুরাপুর	২.৩৬
	৪৫) পশ্চিম পিলাক	৬.৪০
	৪৬) দক্ষিণ হিছাছড়া	১৩.৯৯
	৪৭) পশ্চিম পিপোরিয়া খোলা	২২.০১
	৪৮) বড় পাথরী	৮.৮৩
	৪৯) জয়চন্দ্রপুর	৬.১৯
	৫০) রাজ নগর	৫.৭০
	৫১) প্রকাশ নগর	৫.০৫
	৫২) তৃষ্ণা রিজার্ভ ফরেষ্ট	২৪.৭৪
	৫৩) রাঙ্গা মুড়া	১০.১৮
	৫৪) উত্তর কৃষ্ণপুর	১০.১৯
	৫৫) দক্ষিণ কৃষ্ণপুর	১১.৩৫
	৫৬) বড় ডোম	৬.১১
	৫৭) পূর্ব্ব আনন্দপুর	৯.৬১
	৫৮) রাধা নগর	৫.৬৫
	৫৯) পশ্চিম আনন্দপুর	১২.৩৬
	৬০) কমলপুর	১২.২৩
	৬১) সিদ্ধি নগর	৫.৯৬
	৬২) ভৈরভ নগর	১১.৫৯
	৬৩) উত্তর শ্রীরামপুর	৭.৪৬
	৬৪) দক্ষিণ শ্রীরামপুর	৮.৩১
	৬৫) তেবারীয়া	১০.৭৫

১	২	৩
	৬৬) নরইয়া	৬.৬০
	৬৭) লাউগাং	৯.৯২
	৬৮) রাধা কিশোরগঞ্জ	৮.৩৭
	৬৯) কালা লাউগাং	১৫.১৫
	৭০) রাইবাড়ী	৯.৫৩
	৭১) উত্তর বড় পতিরায়	১০.১০
	৭২) দক্ষিণ বড় পতিরায়	৮.৫৫
	৭৩) কলসী	১৩.২৩
	৭৪) লক্ষীছড়া	১৩.৩৪
	৭৫) বাইকোরা	৫.৭০
	৭৬) পূর্ব্ব চরকবাই	৬.৮৪
	৭৭) পশ্চিম চরকবাই	৫.৩৪
	৭৮) পূর্ব্ব মুহুরীপুর	২.৯৮
	৭৯) মুহুরীপুর রিজার্ভ ফরেষ্ট	২৭.১১
	৮০) জোলাই বাড়ী	১০.০৫
	৮১) উত্তর চিহ্নাছড়া	১২.৬৭
	৮২) বীরেন্দ্র নগর	৮.৬৮
	৮৩) পূর্ব পিলাক	১৪.৭৪
	৮৪) মধ্য পিলাক	১৩.৭০
	৮৫) আভাঙ্গা ছড়া	১৫.৯৫
	৮৫) তৈকুমা ছড়া	১০.৩৯
	৮৭) বড়মুড়া দেবতামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	১২৩.৫০
	মোট	১০১৪.৩২

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ
১	২	৩
অমরপুর—	১) বড়মুড়া দেবতামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	১০০.৩৮
	২) পুলুকছড়া	১১.৯৩
	৩) তৈদুছড়া ঢেপা	১০.১৯
	৪) উত্তর তৈদু	১৪.৫২
	৫) জম্বু কছড়া	১০.৬৬
	৬) পূর্ব্ব তৈদুলং	১১.২৩
	৭) পশ্চিম তৈদুলং	৮.০৪

১	২	৩
	৮) দক্ষিণ তৈছু	৮.৬৯
	৯) ধনলেখা	৪.৯৪
	১০) বৈশ্যামনি পাড়া	২.৯৫
	১১) উত্তর ছনগাং	২.১৭
	১২) মেলাছি	৯.১৪
	১৩) অম্পিনগর	৯.৯৯
	১৪) হারিপুর	৯.৯০
	১৫) অম্পিছড়া	৫.৩২
	১৬) গামাইছড়া	১৩.০৪
	১৭) একজনছড়া	১৭.০৫
	১৮) চেচুয়া	১২.৫৬
	১৯) সোনাছড়া	১২.২৬
	২০) দক্ষিণ ছনগাং	৩.৪১
	২১) কমলাইপাড়া	২.৬০
	২২) দেববাড়ী	৭.২৪
	২৩) রামপুর	১১.৪৭
	২৪) পশ্চিম সবভং	১১.৬৮
	২৫) পূর্ব সবভং	৯.০৩
	২৬) ঘুঙ্গিয়া	১৯.২৯
	২৭) বীরগঞ্জ	৯.৮৬
	২৮) রাঙ্গামাটি	৬.৪২
	২৯) রাজকাং	৯.১৮
	৩০) অমরপুর	১.৬৫
	৩১) রাংকাং	১২.১৯
	৩২) ডালাফ	৬.২৪
	৩৩) পশ্চিম মালবাসা	১২.৫২
	৩৪) পূর্ব মালবাসা	৯.১৪
	৩৫) পাহাড়পুর	১৪.৫৪
	৩৬) পূর্ব দ্বলুমা	১৮.৪৭
	৩৭) পশ্চিম দ্বলুমা	১৭.১৯
	৩৮) কুর্মাছড়া	৫.৩৩
	৩৯) তৈবভুমা	৯.৩৬
	৪০) লাউগ্নাং	৯.৩০
	৪১) দক্ষিন চেলাগাং	১২.১৯
	৪২) পশ্চিম একছড়ি	৬.৫৫

১	২	৩
	৪৩) দক্ষিন একছড়ি	৭.৮৯
	৪৪) উত্তর চেলাগাং	৯.৬৩
	৪৫) নূতন বাজার	১৭.৮৬
	৪৬) পশ্চিম কালাঝড়ি রিজার্ভ ফরেষ্ট	১৪৬.২৫
	৪৭) উত্তর একছড়ি	১৩.৬৪
	৪৮) রামভদ্র	৫.০৪
	৪৯) পূর্ব মানিক্য দেওয়ান	১১.৫৯
	৫০) লেবাছড়া	৮.৯০
	৫১) পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান	৯.৪৫
	৫২) পশ্চিম কবভোক	১৩.৩৮
	৫৩) দক্ষিণ কবভোক	৮.৭৯
	৫৪) পূব করভোক	১৯.৬৮
	৫৫) ইচাছড়ি	১৪.৯৪
	৫৬) পতিছড়া	১৫.৪৫
	৫৭) পূব কালাঝরি রিজার্ভ ফরেষ্ট	৯৫.২৪
	৫৮) জগবন্ধু পাড়া	১৫.১৫
	৫৯) বড়বাড়ী	১৫.৯৫
	৬০) উল্টাছড়া	১১.৫০
	৬১) চিত্রা বাড়ী	১৭.৭৪
	৬২) লক্ষ্মীপুর	১৭.৭১
	৬৩) পশ্চিম গণ্ডাছড়া	১২.৬৪
	৬৪) পূর্ব গণ্ডাছড়া	৯.৫৩
	৬৫) জিনাবাই পাড়া	১৪.৮৪
	৬৬) ভগিরথ পাড়া	৭.৯৭
	৬৭) সিপ সিং	১২.৭৮
	৬৮) মল্যান সিং	১৩.০০
	৬৯) দলপতি পাড়া	১৭.৬০
	৭০) সর্ম্মা	১২.৫৬
	৭১) বোলংবাসা	১১.২৯
	৭২) ধলাবাড়ী	১০.৪৯
	৭৩) রামনগর	১৭.০৫
	৭৪) রাণীপুকুর	৯.৮৭
	৭৫) ঠাকুর পাড়া	১৩.৫০
	৭৬) উত্তরাই পাড়া	১০.৫৯

১	২	৩
	৭৭) বীরচন্দ্রনগর	১৪.৯২
	৭৮) পশ্চিম কল্যান সিং	৬.১৯
	৭৯) পুর্ব কল্যাণ সিং	৮.২৩
	৮০) জয়রামপুর	১৪.০৬
	৮১) সরডেং	১২.৫৬
	৮২) রতননগর	১১.৩৭
	৮৩) তৈছামা	১২.৭৫
	৮৪) কমলা আশ্রম	১১.৮৪
	৮৫) কমলা খাল	১২.৩৮
	৮৬) খেদার কোট	৫.৮৮
	৮৭) জারী মুড়া	৭.০৪
	৮৮) মুখছড়া	১৪.৩২
	৮৯) চকপুর	৬.২৪
	৯০) পশ্চিম পোতাছড়া	১৪.৭১
	৯১) পশ্চিম রাইমা	১৫.০২
	৯২) পুর্ব রাইমা	২১.২০
	৯৩) বোয়াল খালি	১৫.৬৭
	৯৪) সুকরাইছড়া	১১.৯১
	৯৫) জারুলছড়া	১২.৭৪
	৯৬) পুর্ব পোতাছড়া	১২.২১
	মোট—	১৩৯৬.৯৯

মহকুমার নাম	মৌজার নাম	ভূমির পরিমাণ বর্গ কিঃ মিঃ
১	২	৩
সাবরুম	১। গগন চন্দ্র পাড়া	৩·৮৬
	২। গার্দাং	৯·৩৮
	৩। শাকবাড়ী	৭·৭৭
	৪। তৈকমাছড়া	৮·৮৩
	৫। উত্তর তৈছামা	৬·১১
	৬। বাগারা	৯·১৯
	৭। বড়মুড়া-দেবতামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	১.৪৯৭

১	২	৩
	৮। বড়বিল	৯·১৯
	৯। শিলাছড়ি	৬·৩৫
	১০। শুকনাছড়ি	৮·৯১
	১১। ঘোড়াকাপা	৬·০৯
	১২। দেশরাম পাড়া	৭·০২
	১৩। বিষ্ণুপুর	১৪·২৫
	১৪। উত্তর বিজাপুর	১৪·৩৫
	১৫। উত্তর মনু বংকুল	৭·৬৪
	১৬। চালিতা বংকুল	৫·৩১
	১৭। দক্ষিণ তৈছামা	১২·১২
	১৮। উত্তর কালাপানীয়া	৫·১৮
	১৯। সিন্দুক পাথর	৬·৬৮
	২০। দক্ষিণ কালাপানীয়া	৫·৪১
	২১। ভুরাতলা	১১·৭৩
	২২। ফুলছড়ি	৮·০৫
	২৩। টেক্কা তুলসী রিজার্ভ ফরেষ্ট	৬০·৯৮
	২৪। মাধবনগর	৫·৬৮
	২৫। রাজনগর	৫·৩১
	২৬। কৃষ্ণনগর	৭·৯২
	২৭। শ্রীনগর	৯·৭৬
	২৮। আমলাঘাট	৫·০৫
	২৯। চম্পাতলী	৬·৩৭
	৩০। বেতাগা রিজার্ভ ফরেষ্ট	২৭·৯১
	৩১। মনুবাজার	৯·৯০
	৩২। চালিতাছড়া	৯·০৪
	৩৩। গোয়াচান্দ	৬·৫৩
	৩৪। মাণ্ডরছড়া	৫·১০
	৩৫। গোরিফা	৫·২৩
	৩৬। কাঁঠালছড়া	৭·৭৭
	৩৭। দক্ষিণ মনু বংকুল	৬·৮৯
	৩৮। রূপাইছড়ি	৪·৯৫
	৩৯। সোনাইছড়ি	৩·৯৬
	৪০। ছাতকছড়ি	৯·৬১
	৪১। হরিণা	৬·৭৬

১	২	৩
	৪২। পশ্চিম জলেফা	১২·৫১
	৪৩। বিজয়নগর	৭·১৫
	৪৪। ব্রজেন্দ্রনগর	৫·২৬
	৪৫। দোলবাড়ী	৬·১৬
	৪৬। সাবরুম	২·৫৩
	৪৭। পূর্ব জলেফা	১২·১৭
	৪৮। পশ্চিম লুধুয়া	৬·৯৭
	৪৯। পশ্চিম সাবরুম	৩·৬৮
	৫০। পূর্ব্ব লুধুয়া	৪·৯০
	৫১। দক্ষিণ বিজয়পুর	৮·৯১
	৫২। তালিয়ামারা	৫·২৩
	৫৩। বৈষ্ণবপুর	১·৩২
	৫৪। দক্ষিণ সাবরুম	৫·৩৬
	৫৫। পূর্ব্ব সাবরুম	১১·২৪
	৫৬। মাগরুম	১০·৩১
	৫৭। রাজধরপুর	৭·১০
	৫৮। বগাচতল	৮·৭৫
	৫৯। কাগতলা	৩·৯৪
		মোট ৫৪৮·৩৫

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

9th February, 1970

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 9th February, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister, and twenty-two Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions—Shri Suresh Ch. Choudhury. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 542

Shri S. L. Singh :—Question No. 542 Sir.

প্রশ্ন

১) ১৯৬৯এ কোন মহকুমায় কতবার জনসাধারণের পক্ষ হইতে এস,ডি,ও এবং বি,ডি,ও অফিসে গণডেপুটেশন গিয়াছে, অথবা ঐ সকল অফিস "ঘেরাও" হইয়াছে ;

২) কি কি দাবীর উপর ঐ সকল অফিসে গণডেপুটেশন গিয়াছে অথবা ঐ সকল অফিস "ঘেরাও" হইয়াছে ;

৩) ইহা কি সত্য যে, জনসাধারণের পক্ষ হইতে আগে নোটিশ দেওয়া সত্বেও অনেক বি,ডি,ও এবং এস, ডি, ও গণডেপুটেশনের দিন অফিসে অনুপস্থিত থাকেন, যদি সত্য হয় তাহার কারণ ?

উত্তর

মহকুমা	গণডেপুটেশন	ঘেরাও
১। ধর্ম্মনগর		
S.D.O এর অফিস	৫ বার	—
P.E.O এর অফিস (কাঞ্চনপুর)	২ বার	—

B.D.O এর অফিস (পানিসাগর)	১ বার	১ বার
উদয়পুর		
S.D.O এর অফিস	৫ বার	—
কৈলাসহর		
P.E.O. এর অফিস (ছৈলেংটা)	১ বার	—
B.D.O এর অফিস (কুমারঘাট)	২ বার	—
S.D.O এর অফিস (কৈলাসহর)	৫ বার	—
সাব্রুম		
S.D.O এর অফিস	৬ বার	—
P.E.O এর অফিস	২ বার	১ বার
সোনামুড়া		
S.D.O এর অফিস	—	১ বার
কমলপুর		
S.D.O এর অফিস	৯ বার	—
B.D.O এর অফিস (সেলেমা)	১ বার	১ বার
বিলোনিয়া		
S.D.O. এর অফিস	৭ বার	—
B.D.O এর অফিস (বগাফা)	১ বার	—
সদর		
B.D.O এর অফিস	—	১৪ বার
অমরপুর		
P.E.O এর অফিস (ডুম্বুরনগর)	২ বার	—
খোয়াই		
S.D.O (সাব ট্রেজারী অফিসসহ)	৫ বার	১ বার
B.D.O এর অফিস (তেলিয়ামুড়া)	—	১ বার

২। দাবীগুলি প্রধানতঃ ছিল রেশনের হার বাড়ানো, রেশন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে দেওয়া, টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু করার, কৃষি দাদন ঋণ, খয়রাতি সাহায্য, ধর্মনগরে সরকারী কলেজ স্থাপন, ত্রিপুরা সরকারী ভাষা বাংলা ভাষা করার, দুর্ভিক্ষ বিধি মজুত উদ্ধার, মুনাফা বিরোধী ব্যবস্থা, বকেয়া খাজনা মকুব, ছোট ছোট জমির উপর হইতে খাজনা তুলিয়া দেওয়া, বন সংক্রান্ত মোকদ্দমা, দশ বৎসরের উপর চাকুরীয়াদের

স্থায়ী করার, জরিপ বিভাগের কর্ম্মচারীদের পরিপূরক চাকুরীর ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত সর্বপ্রকার চাকুরী নিয়োগ ও পদোন্নতি বন্ধ রাখা, সি, ও এবং এ, এস, ও দের টি, সি, এস, কেডারে অন্তর্ভূক্তি করা, বেতনের হার পরিবর্তন, নিম্নতম মজুরী বা বেতন নির্দ্ধারণ চাকুরী নিয়মিত করাণ, সরকারী উদ্দোগে উদয়পুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা, ধোপা খরচ, বিশেষ পরিপূরক ভাতা প্রচলন এবং পূজার ছুটি বৃদ্ধি ইত্যাদি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যেসব দাবীর উপর তিনি ভিত্তি করে ঘেরাও এবং গণ ডেপুটেশন হয়েছিল, সরকার পক্ষ থেকে তখন কি কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আমি জানি না, তবে ষ্টেট রিলিফ দিতে গেলে পরে এবং রেশন দিতে গেলে পরে যে সমস্ত তদন্ত করা হয় এবং সেই অনুসারে বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই গণডেপুটেশান এবং ঘেরাও করা হয়েছিল সেই সময়ে ষ্টেট রিলিফ'এর কাজ দেওয়ার জন্য দাবী করা হয়েছিল এবং বি, ডি. ও এবং এস, ডি, ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা এবং সেই প্রতিশ্রুতি বলে কাজ কোন যায়গায় কত করানো হয়েছে এবং কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কত টাকা কোন যায়গায় দেওয়া হয়েছে সেটা বলা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই গণ ডেপুটেশান এবং ঘেরাও যে সময় করা হয়, তখন কোন কোন এস, ডি, ও সেখানে উপস্থিত থাকেন নি বিশেষ করে খোয়াইর এ স, ডি, ও এটা সত্য কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সমস্ত ঘেরাও হয়েছে, সেই সময়ে অফিসাররা মুভমেন্ট করতে পেরেছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ঘেরাও অবস্থা থাকলে পরে সেই জায়গাতে তাদের বেড়িয়ে আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যদি মুভমেন্ট করতে অফিসাররা না পারেন তাহলে রংফুল কনফাইনমেন্ট হয় কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—রংফুল কনফাইনমেন্ট হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেখানে ঘেরাও দরুন যদি অফিসারেরা তাদের কাজের জন্য মুভমেন্ট না করতে পারে, তাহলে সেটা রংফুল কন্‌ফাইনমেন্ট হয় কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—তা হয়তো হতে পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যদি রংফুল কন্‌ফাইনমেন্ট হয়, তাহলে এই রংফুল কন্‌ফাইন-মেন্টের জন্য সরকার থেকে কোন কেস করা হয়েছে কিনা এবং তারজন্য কি কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তখনকার সময়েতে আমার মনে হয় যে যে জায়গাতে তারা এই ধরণের রিপোর্ট পেয়েছেন সেই সব জায়গাতে তারা সেটা করেছেন, আর যে জায়গাতে পান নি তারা হয়তো সেটা করেন নি। যে জায়গাতে ঘেরাও হয়েছে সেখানে যদি কোন অফিসার ঘেরাও হয়ে থাকেন সেই সমস্ত জায়গাতে তারা এটা গ্রহন করেছেন আর যে জায়গাতে এটা হয়নি সেই জায়গাতে সেটা করা সম্ভব হয়নি।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ঘেরাওর ফলে অনেক অফিসের আসবাব পত্র নষ্ট হয়েছে, এই রকম কোন খবর সরকারের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোন কোন জায়গা থেকে এই রকম কিছু কিছু খবর পাওয়া গেছে সরকারের কাছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই ঘেরাওর সময় দেখা যায় যে ২।১টি ছেলেপেলে কোন কোন অফিসের কাছে গিয়ে বাঁধা দেয়, এবং তাদের বাঁধার ফলে সেখানে অফিসার বা কর্ম্ম-চারীরা অফিসে যাননা। এমন কি কর্ম্মচারীদের তরফ থেকে তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা অফিসের সামনে গিয়ে একটু বাধা দিলে আমরা আর অফিসে যাব না। এই ধরণের কোন খবর সরকারের জানা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই রকম কোন খবর আমার কাছে নেই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—ঐ সময়ের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা অফিসে না আসার দরুন কোন বেতন পান কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জ্জি :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পানিসাগর বি, ডি, ওকে ঘেরাও করে তাকে পায়খানা প্রসাব করতে না দেওয়ার দরুন তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যে জায়গাতে ঘেরাও হয় বা যে অফিসারকে ঘেরাও করা হয়ে থাকে, তার পক্ষে বাহিরে আসা অনেকটা অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম হলে পরে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের কোন পার্টিকুলার কেস আমাদের জানা নেই।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যারা ঘেরাও করে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত সরকার থেকে কোন খাওয়ার ব্যবস্থা বা টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অবস্থা দেখে হয়তো সেখানে কোথাও কোথাও টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকবে। তার কারণ হল সেখানে যে সব লোক ঘেরাও করতে আসে তাদের অনেকে প্রপিড়ীত অঞ্চল থেকে এসে থাকে তাই এই রকম ব্যবস্থা করাটা কিছু অসঙ্গত নয়।

মিঃ স্পীকার :—উনার প্রশ্ন হল, সরকার থেকে এই ধরণের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—হ্যাঁ, সরকার থেকে করা হয়েছে। সেখানকার অবস্থা পর্য্যালোচনা করে তা করা হয়ে থাকবে।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :—এই সব ঘেরাও কাদেরদ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ঘেরাওটা হল, একটা পলিটিক্যাল মুভমেণ্ট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন সংস্থা বা কোন পার্টি এই ঘেরাও ব্যবস্থা করেছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—কোন্ পার্টি কি করেছে, সেটা আগেই বলা হয়েছে যে এটা একটা পলিটীক্যাল মটিভেট। কোন্ পার্টি কি কোথায় কি করেছে সেটা সম্পূর্ণভাবে বলা অসম্ভব। কেননা কতগুলি সংস্থাও এই ধরণের ঘেরাও করেছে। সেই সব সংস্থার নাম আমার পক্ষে এখানে বলা উচিত হবে না বা আমি বলতে চাই না।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এখানে যে একটা সাপ্লিমেণ্টারী করা হয়েছে সেটা খুবই পরিস্কার স্পেসিফিক। সেটা হয় পানিসাগর ব্লকের বি, ডি, ওকে যখন ঘেরাও করা হয়, তখন তাকে পায়খানা, প্রস্রাব বা কিছু খাওয়ার খেতে দেওয়া হয়নি, তাতে করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই তিনি অসুস্থ হওয়ার দরুন হসপিটালাইজ্ড হয়েছেন কিনা, সেটা আমাদের জানার কথা।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মেইন প্রশ্ন যেটা আছে, তার উপর যদি কোন স্পেসিফিক সাপ্লিমেণ্টারী করা হয়, তাহলে পরে সেটার উত্তর দেওয়া সহজ হয়। কিন্তু এভাবে প্রশ্ন করলে কি করে তার উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা যদি কোন পার্টিকুলার প্রশ্ন হয় তবে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএস্'াদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএস্'াদ আলী চৌধুরী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৮.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৮।

প্রশ্ন

১। বিগত ২৬শে আগষ্ট আগরতলা শহরে ১৪৪ ধারা থাকা কালীন সরকারের কি কি ক্ষতি হইয়াছে ? ক্ষতির পরিমাণ কত ?

২। কোন বেসরকারী ব্যক্তির কোন ক্ষতি হইয়াছে কিনা ?

৩। যদি হইয়া থাকে তাহারও ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

(১) সরকারী ক্ষতি ও ক্ষতির পরিমান নিম্নে দেওয়া গেল—

(ক) আগরতলায় সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র লুটতরাজ।	
(খ) পুলিশের গাড়ীর ক্ষতি	ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক
(গ) কোতোয়ালী থানার দালানের জানালার কাচভাঙ্গা	৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা।
(ঘ) সরকারী মোটর গ্যারেজের ক্ষতি সাধন	

(২), হ্যাঁ।

(৩) ক্ষতির পরিমাণ ৮০০০ হইতে ৯০০০ টাকা।

শ্রীএস'াদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সরকারের এত টাকার ক্ষতি হয়, এই সম্পর্কে কোন মকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে কিনা এবং এই ক্ষতির জন্য যারা দোষী সাব্যস্থ হয়েছে তাদেরকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগরতলা শহরে ১৪৪ ধারা জারী থাকা কালীন যে সমস্ত সরকারী সম্পত্তি, পুলিশের গাড়ী, সেলস এম্পরিয়াম এর জিনিষপত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং একটা লিকার সপ লুঠতরাজ করার জন্য পুলিশ একটা কেস করেছে।

Mr. Speaker : —Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid :—Question No. 855.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 855.

প্রশ্ন

(১) ত্রিপুরায় প্রাক্তন নির্য্যাতিত রাজনৈতিক বন্দী কতজন আছেন ;

(২) তাহাদের মাঝে কতজনকে পেনসন খয়রাতি সাহায্য ও অন্যান্য বাবদ কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ;

(৩) তাহাদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোনও প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে কিনা ;

(৪) ত্রিপুরা সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন ;

(৫) মঞ্জুরীকৃত টাকা কত ব্যয় কোন কোন খাতে হইয়াছে এবং কত টাকা ফেরত গিয়াছে ?

উত্তর

১। প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুসারে ত্রিপুরায় ২৮৯ জন প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী আছেন।

২। কোন প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীকে পেনসন দেওয়া হয় নাই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ঐচ্ছিক দান তহবিল হইতে আজ পর্য্যন্ত ১১৪ জন প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীকে কন্যা বিবাহ, গৃহ সংস্কার, চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ মোট ৩১৬৫০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর হইতে একজন প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীকে চিকিৎসাবাবদ মোট ১০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের প্রস্তাবানুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৯ জন প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীকে ৪৭৩০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। ত্রিপুরার পুনর্বাসন দপ্তর হইতে কতক সংখ্যক প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী উদ্বাস্তগণো পুনর্বাসন সাহায্যও পাইয়াছেন।

৩, ৪ ও ৫) উপরিউক্ত মঞ্জুরীকৃত টাকা যথাযথ বিলি হইয়াছে। প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের পেনসন মঞ্জুরীর প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরিত

হইয়াছিল কিন্তু উহা অনুমোদিত হয় নাই। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে পেনসনের নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং প্রস্তাব পুনরায় প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী প্রমাণিত হয় কিভাবে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তাদের একটা কমিটি থাকে। সেখানে তাদের রিপ্রেজেনটেটিভ নেওয়া হয় এবং ডি, এম, এর এখানে একটা কমিটি হয় সেই কমিটি থেকে তাদের নামগুলি সিলেক্ট করা হয়। তাদের সার্টিফিকেট অনুসারে সেটা করা হয়ে থাকে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঐ কমিটির সার্টিফিকেট ছাড়া কোন গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেটে রাজনৈতিক বন্দী প্রমাণিত হয় কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—হতে পারে। এম, এল, এ,দের সার্টিফিকেটেও হতে পারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ট্রিট করতে গেলে কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকা দরকার?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—প্রথমতঃ সে জেল খেটেছে কিনা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অথবা তার ছেলে জেল খেটে মারা গিয়েছে কিনা, বা তার পরিবারের কেউ জেল খেটে মারা গিয়েছে কিনা বা তার পরিবারের কেউ পঙ্গু হয়েছে কিনা। আবার যারা আন্দামানে ছিল তাদের জন্যই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেজন্য একটা সার্টিফিকেট দরকার যে সে আন্দামানে যাবার পূর্ব্বে কোন্ জেলে কার সাথে ছিল। এই সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয় এবং তাদের সেগুলি পরিবেশন করতে হয়।

শ্রীক্ষীতিশচন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন দেশ বিভাগের ফলে বহু রাজনৈতিক বন্দীর পক্ষে সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা নাও হতে পারে সেইসব ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা করা হবে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এস, ডি, ও, এর সার্টিফিকেট নিতে হয় এবং বেঙ্গলে কেউ থাকলে তার সার্টিফিকেটও নিতে পারে এবং এম, এল, এর সার্টিফিকেটও নিতে পারে। প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী যারা আছে তাদের সার্টিফিকেটও নিতে পারে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে মাসিক ৫০ টাকা করে তারা পেনসন পেয়ে আসছেন। সেটা ত্রিপুরাতে যথেষ্ট নয় এবং তার ফলে তাদের পরিবারগুলি কষ্ট ভোগ করছেন। আমি অনুরোধ করব এটা যেন বাড়িয়ে দেয়া হয়। সেটা তিনি বাড়াবেন কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট সেটা মঞ্জুর করেন নাই। আমরা চেষ্টা করছি আন্দামানে যারা ছিলেন তাদের কাগজপত্র চেয়েছি। তাদেরও দিতে হবে। সেইভাবে কাগজপত্র তাদেরও দিতে হবে। আর বাকী যারা ছিলেন রাজনৈতিক বন্দী তাদের সম্বন্ধেও আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

শ্রীনরেশ রায় :—রাজনৈতিক বন্দী হতে গেলে কোন এম, এল, এর, সার্টিফিকেট ছাড়াও গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—দুই জনেরই সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই খবর রাখেন যে আন্দামান ফেরত রাজনৈতিক বন্দীরা অনেকেই টি, বি, রোগে ভুগছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইহা আমরা অবগত আছি এবং সেজন্য বলছি খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার জন্য হোম মিনিষ্ট্রীকে লিখা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যারা টি, বি, রোগে ভুগছেন তাদের নাম কি ?

শ্রীএস, এস, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবি, দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের কোয়েশ্চান আওয়ারের কি মাত্র ৫ মিনিট অতিক্রান্ত হল; না আরও বেশী হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—আনফরচুনেটলী ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা পরে ঠিক করা হবে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 906.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 906.

প্রশ্ন

১। আগরতলা রামঠাকুর কলেজ, রামঠাকুর বয়েজ এবং গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের হিসাবপত্র সম্পর্কে কি পুলিশ তদন্ত চলিতেছে ?

২। যদি তদন্ত চালিয়া থাকে তবে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি কি ?

৩। তদন্ত শেষ হইয়া থাকিলে তাহার বিস্তারিত সারমর্ম সরকার হাউসের সামনে পেশ করিতে রাজী আছেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এখনও পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

৩। এখন এই প্রশ্ন উঠেনা, কারণ তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই যে পুলিশ তদন্ত সেটা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—৬।৪।৬৯ এ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এখন যে পুলিশ তদন্ত চলছে, কোন্ কোন্ অভিযোগের উপর ভিত্তি করে চলছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আণ্ডার ৪০৬।১২০ আই. পি সি.।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৬।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৬ স্যার।

QUESTION

1. Wheather it is fact that Miss Nibha Raha, sister of Shri Swadesh Ch. Raha of Krishna Nagar, Agartala was kidnapped on 7th January by Shri Nitai Dey and otheis ?
2. If so, what actions have been taken by the police authority ?

ANSWER

1. Yes Sir, on 7. 1. 1970, as known from the complaint lodged at the P.S. by her brother.
2. Kotwali P.S. Case No. 25 dated 7. 1. 70 U/S 363 IPC was registered on the complaint of Shri Swadesh Ch. Raha. So far 4 persons have been arrested by Police including one woman. Nitai Dey surrendered before the court on 19. 1. 70 in this case.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদেরকে বেল দেওয়া হয়েছে কিনা, না আটক অবস্থায় তারা আছে ?

শ্রীএস. এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন পুলিশ যাদেরকে এই রিলেশানে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের নাম কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার : –শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৩।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। হহা কি সত্য যে অমরপুর মহকুমার চেলাগাং, একছড়ি, মাণিক্য দেওয়ান ও অন্যান্য এলাকায় গো-মড়ক আরম্ভ হইয়াছে,	১। ইহা সত্য।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে এ পর্য্যন্ত কতটা গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে,	২। ৫৭টি গৃহ পালিত পশু মারা গিয়াছে।
৩। গো-মড়ক প্রতিরোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?	৩। সরকার কর্ত্তৃক সময়মত যথা বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যথাবিহিত শব্দটার অর্থটা কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :— যেমন রোগাক্রান্ত এলাকায় চিকিৎসক গেছেন, ঔষধপত্র যেভাবে যেটা যেখানে দেওয়া দরকার সেটা দিয়েছে এবং আক্রান্ত পশুদের আলাদা করা হয়েছে এবং যেগুলি আক্রান্ত হয়নি তাদের নিরাপদে রাখার জন্য ইনকুলেশান এর ব্যবস্থা করা হয়েছে. যে সমস্ত মৃত পশু আছে সেগুলিকে মাটিতে পুঁতে ফেলার জন্য মালিককে বলা হয়েছে যাতে সেটা সংক্রামিত হতে না পারে, তারপর ভেক্সিনেশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়ার পর সেখানে মরক বন্ধ হয়ে গেছে কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—হ্যাঁ, কমপ্লিটলি বন্ধ হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮১।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—কোশ্চান নাম্বার ৯৮১ স্যার।

QUESTION

1. Whether there is any possibility of giving 2nd instalment of Jumia grant throughout Tripura within 31st March of the current financial year ?
2. If not, the reasons thereof ?

ANSWER

1. Yes.
2. Does not aries.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— ইহা কি সত্য যে টাকা চাওয়া সত্ত্বেও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—টাকা বরাদ্দীকৃত হয়েছে এবং সেটা চীফ কমিশনারের নিকট আছে, সেটা মঞ্জুর হয়ে আসলে পরে আমরা দিতে পারব।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—এই যে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হচ্ছে না তজ্জন্য কি জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষতি হচ্ছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নিশ্চয়ই ডিলে হলে পরে অসুবিধা হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পান নাই এমন জুমিয়ার সংখ্যা সমগ্র ত্রিপুরায় কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্মা এণ্ড শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ব্রকেটেড।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫৭।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫৭ স্যার।

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that on 30th/31st December, 1969 in the village of Bilthai Chandrapur, Dharmanagar, Shri Kurpan Ali was shot dead by the Panisagar outpost Police personnel ;	Information is under collection.
2. Whether any F. I. R. was lodged in this respect in local P. S.	
3. if so, whether any person has been arrested so far .	
4. if not, the reasons therefor ?	

Mr. Speaker :—Shri Binode Behari Das.

Shri Benode Behari Das :—Question No. 967.

Shri S. L. Singh :—Question No. 967 Sir.

প্রশ্ন

ক) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা কত ?

খ) Scheduled Castes, Scheduled Tribes ও Other Backward Class এর সংখ্যা কত ;

গ) নির্দ্ধারিত quota অনুযায়ী উপরিউক্ত জাতির লোক সরকারী চাকুরী পেয়েছে কি ?

ঘ) না পেয়ে থাকলে তার কারণ কি ? সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

ক)
খ)
গ)
ঘ) তথ্যাদি সংগ্রহাধীনে আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯৪ স্যার ।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯৪ স্যার ।

প্রশ্ন	উত্তর
১) খোয়াই আশারামবাড়ী তহশীলের বনবাজারের হরেন্দ্র মোহন দেবকে কি হত্যা করা হইয়াছে ? ২) ইহা কি সত্য যে নিহত হরেন্দ্র দেবের সঙ্গী খোয়াই থানার দারোগার নিকট এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একখানা আবেদন পেশ করিয়াছেন ? ৩) যদি সত্য হয়, তবে ঐ আবেদনের সারমর্ম কি ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬৯ইং সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত কতটি বন্ধ, ঘেরাও, হরতাল ও ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছে ?

২। ইহাতে সরকারের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ?

উত্তর

১। **পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হইল** :

বন্ধ	ঘেরাও	হরতাল	ধর্মঘট	মোট
২	১১	৩	১১	২৭

২। **ক্ষতির পরিমাণ** :—

আনুমানিক ৪০,০০০ টাকা হইতে ৪৫,০০০ টাকা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬২।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬২ স্যার।

QUESTION

1. Whether it is a fact that the D. H. S. has issued an order that Mr. Biresh Chandra Chakraborty will supervise the preparation of Ayurvedic medicines daily and over and above he will supervise the dispensary twice a week to see the cases referred by the Kabiraj between 5 P.M. to 6 P.M.

2. If so, how Mr. Biresh Chakraborty is attending daily from 11 A.M. to 5 P. M. instead of 5 P. M. to 6 P. M. in the manufacturing Units and distributing all the costly medicins directly from the stores to his patients by disobeying the order of D. H. S. ?

ANSWER

1. Yes.
2. No case is referred to him. He attends patients who want to consult him.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কবিরাজ বীরেশ চক্রবর্তী সম্পর্কে ঔষধ বিলি করার নির্দ্দেশ ডি, এইস, এস, থেকে আছে কিনা।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তার কাছে যদি কোন রেফার করা হয় তাহলে পর তিনি ঔষধ বিলি করবেন, এটা আমি আগেও বলেছি যে তার কাছে এখন কোন কেস রেফার করা হচ্ছে না অথচ তিনি একজন কবিরাজ হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তিনি যখন ঐ ডিসপেন্সারীতে থাকেন তখন যদি কোন রোগী তার কাছে গিয়ে ঔষধ চান তাহলে তিনি কবিরাজ হিসাবে রোগীর প্রয়োজনীয় ঔষধ দিতে বাধ্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সেখানে আরও দুইজন কবিরাজ আছেন। উনার কাছে যে সব জটিল কেস আছে সেগুলি রেফার করবার কথা এবং এই ধরণের কেস রেফার করলে পরে তিনি সেগুলি দেখবেন। কিন্তু আমার জানবার বিষয় হল একই ডিসপেন্সারীতে রোগীদের মধ্যে কিছু অংশ তার কাছে যাবে রেফার না করলেও আর কিছু অংশ ঐ দুইজন কবিরাজের কাছে যাবে, এই ধরণের কোন নির্দ্দেশ আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—Shri Biresh Chakraborty is a supervising Kabiraj and he is also a partime specialist Kabiraj. কাউন্সিলের আমল থেকে তিনি এভাবে কাজ করে আসছেন। কাজেই তার কাছে স্পেসিয়াল কবিরাজ হিসাবে কিছু কিছু কেস রেফার হওয়ার কথা। তবে এখন কোন কেসই তার কাছে রেফার করা হচ্ছে না, কিন্তু তিনি সেখানে কাজ করে যাচ্ছেন। এখন কোন কোন রোগী যদি মনে করেন যে তারা বীরেশ বাবুর কাছে তাদের রোগ দেখাবেন এবং তারা সেই মত তার কাছে যাচ্ছেন এবং তাদেরকে তিনি সাধারণতঃ ঔষধ দিয়ে থাকেন এটা তিনি আগেও করে আসছেন এখনও করছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন এটা নয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে আরও ২ জন কবিরাজ আছেন, তারা যদি উনার কাছে কোন কেস রেফার করেন, তাহলে তিনি সেগুলি দেখবেন। এখন যে ব্যবস্থা আছে, তাতে একটা ডিসপেনসারীতে দুইটি বিভাগ থাকার কথা নয় আর যদি বা থাকে তাহলে সেখানে এই রকম বিশেষ কোন সার্কুলার ডি, এইস, এসের আছেন কিনা ? সেটাই আমি জানতে চাই।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আমি সার্কুলারে কি আছে সেটা আগেই বলেছি যে বীরেশ বাবু হলেন সেখানে যে ম্যানুফেকচারিং ইউনিট আছে তিনি সেটার কাজ দেখবেন, তাছাড়া যদি কোন কেশ তার কাছে রেফার করেন সেগুলিও তিনি দেখবেন। এই কাজের জন্য তার সময় ছিল ৫ থেকে ৬টা পর্য্যন্ত। এক বছর এভাবে কাজ করার পর দেখা গেছে যে তার কাছে কোন কেস রেফার করা হচ্ছে না। কাজেই তিনি প্রার্থনা করেন তার সময়টা পরিবর্ত্তনের জন্য। তাই ১১টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত তাকে সময় করে নেওয়া হলে যাতে করে তিনি তার ম্যানুফেকচারিং ইউনিটটা দেখে আর কোন কাজ থাকলে পরে বা তার কাছে যেসব রোগীরা আসেন তাদেরকে দেখে ঔষধপত্র দিতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সেখানে একটা ডিসপেনসারী আছে কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—হঁা, সেখানে তো একটা ডিসপেনসারীই আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—তাহলে সেখানে যে আরও দুইজন কবিরাজ আছেন তারা রোগী দেখাশুনা করে তাদের ঔষধপত্র দিতে পারেন। তারপরে আবার কেন সেখানে ৫টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত ম্যানুফেকচারিং ইউনিট দেখাশুনা করার জন্য একজনকে রাখা হয়। এখন যারা কবিরাজ আছেন, তারাতো বীরেশ বাবুর কাছে কোন কেস রেফার করেছেন না বা রেফার করার কোন প্রয়োজন বোধ করছেন না যে কেসগুলি তিনি দেখবেন। অথচ তাকে দিয়ে সেখানে ঔষধপত্র বিলি করানো হচ্ছে, আমার যতটা জানা আছে উনাকে দিয়ে ঔষধ বিলি করার কোন ব্যবস্থা নেই। আমার প্রশ্নটা হল তিনি এখন আলাদা একটা কোঠাতে বসেছেন এবং সেখানে তার কাছে লোক যাচ্ছে। এই যে যাচ্ছে তার কাছে, এই সম্বন্ধে কোন সার্কুলার আছে কিনা। উনি হয়তো ভাল কবিরাজ হতে পারেন। কিন্তু তার জন্য যেখানে একটা ডিসপেনসারীতে দুইটি বিভাগ খোলা হয়েছে। উনার যেটা স্পেসিফিক ডিউটি বা জব ফিক্সড করা আছে ৫টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত যেটা নাকি ডি, এইস, এস থেকে ইনষ্ট্রাক্‌শান আছে, তিনি সেইসব মানছেন না। তিনি সেখানে একটা আলাদা কোঠার মধ্যে বসেন এবং তার কাছে যেসব লোক আসছেন তাদেরকে ঔষধ দিচ্ছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে তিনি যখন পার্ট টাইম ওয়ার্ক করেও এসব করছেন, তখন ঐ আরও দুইজন ফুল টাইমের জন্য কবিরাজ এপয়েন্টেড হয়েছেন তাদেরকে রাখার কোন প্রয়োজন আছে কিনা, উনি তো সব কাজ করতে পারেন। যদি ডি, এইস, এস, এর এই রকম কোন সার্কুলার থাকে যে উনি ম্যানিফেক্‌চারিং ইউনিট সুপারভাইজ করবেন এবং ঔষধপত্রও দিবেন কিনা। আমি যতটুকু জানি যে তিনি যেটা সুপারভাইজ করার কথা সেখানে তিনি যাচ্ছেন না।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—উনি যে প্রশ্ন করেছিলেন আমি তার উত্তর দিয়েছি। সেটা হল শ্রীবীরেশ চক্রবর্ত্তী ম্যানুফেকচারিং ইউনিট সুপারভাইজ করবেন দ্বিতীয়তঃ তিনি স্পেশালাইজড কবিরাজ হিসাবে কাজ করবেন। কিন্তু দেখা গেছে গত ১ বছর যাবত উনার কাছে কোন কেস রেফার করা হচ্ছে না। তাছাড়া এমন সব রোগী আছে যারা শ্রীচক্রবর্ত্তীকে দিয়ে তাদের রোগ চিকিৎসা করাতে চান। কাজেই যারা এই রকম চিকিৎসা করাতে চান আমরা সেইসব রোগীকে বাঁধা দিতে পারি না অর্থাৎ চিকিৎসার ব্যাপারে তাদের যে সুযোগ সুবিধা আছে, সেটা থেকে মরা তাদেরকে বঞ্চিত করতে পারি না এবং করা উচিতও নয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে আমাদের ম্যাডি-ক্যাল ডিপার্টমেন্টে এই রকম আর কতজন পার্ট'টাইম কবিরাজ আছেন ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আর এই রকম নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা। :—উনাকে যদি সেখানে এই রকম ভাবে ঔষধ বিলি করার জন্য রাখা হয়, তাহলে কেন তাকে ফ্ল টাইম কবিরাজ হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে এ্যাকৃজিষ্টিং যে একটা অর্ডার আছে, সেটাকে ভায়লট করা হচ্ছে কেন? এটা যে কি ধরনের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চলছে আমি তা বুঝতে পারছি না।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আমি আগেও বলেছিলাম যে তাকে স্পেসালিজ্ড কবিরাজ হিসাবে রাখা হয়েছে। আর কোন রোগী যদি মনে করেন যে তিনি তার কাছে গিয়ে চিকিৎ-সিত হবেন, তাহলে তিনি সেখানে যান এবং তিনি সেই রোগীকে দেখে তার প্রয়োজনীয় প্রেস-ক্রিপসান করে তাকে ঔষধ দিয়ে থাকেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা: :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি সত্য যে তিনি যে সমস্ত ঔষধপত্র বিলি করেন রোগীদের মধ্যে সেগুলি বিলি করার জন্য আরও যে দুইজন কবিরাজ আছেন, তাদেরকে সেই সুবিধা দেওয়া হয় না ?

শ্রীটি. এম, দাশগুপ্ত :—সেখানে এমন কতগুলি স্পেশালাইজ্ড মেডিসিন রয়েছে সেগুলি বীরেশ বাবু এজ এ স্পেশালাইজ্ড কবিরাজ হিসাবে তাকে দেওয়ার নির্দেশ আছে। এই রকম ঔষধের সংখ্যা ১০ থেকে ১২টা হবে, সেগুলির নাম আমি নিজেও জানি না যেহেতু ঐসব গন্ধ এবং রস কবিরাজের জ্ঞান আমার নেই যেগুলি স্পেশালাইজ্ড হিসাবে তিনি বিলি করে থাকেন। আবার এখন দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র ঐসব ঔষধে কুলিয়ে উঠছে না কাজেই আমরা চিন্তা করছি যে এমন কতগুলি আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈরী করা হউক যার দ্বারা অনেকগুলি রোগ চিকিৎসিত হতে পারে। তবে এখনও পুরানো যে দামী ঔষধ আমাদের ষ্টকে আছে সেগুলি তিনি বিতরণ করছেন রোগীদের মধ্যে। এগুলি শেষ হয়ে গেলে আর উনাকে এসব কাজ করতে হবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা। :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে উনি যে সমস্ত ঔষধ বিলি করেছেন তার মধ্যে কোন লিমিটেশান আছে কিনা এবং সেই ঔষধগুলির নাম বলতে পারেন কি না।

শ্রীটি. এম, দাশগুপ্ত :—আমি তো বলছি যে ১০।১২টা হবে, আমাকে নোটিশ দিলে পরে সেগুলির নাম আমি জানাতে পারব। আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে কবিরাজ কতটা পরিমাণ ঔষধ দিবে, সেটা তিনি জানেন। তবে আমি যতটুকু জানি যে তারা রোগীদের রোগ বুঝে সাধারণতঃ ২ থেকে ৩ দিনের পর্য্যন্ত ঔষধ দিয়ে থাকেন। এখন কবিরাজ রোগী দেখে তার রোগ বুঝে কি প্রেসক্রিপশান করবেন না করবেন সেটা কবিরাজের প্রেসক্রিপশানের উপরই নির্ভর করবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা। :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে দুইজন কবিরাজকে ঔষধ বিলি করতে দেওয়া হয় না তারা কি অনভিজ্ঞ ? কি কনসিডারেশনে তাদের দেওয়া হয় না ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—যে কনসিডারেশনে গভর্ণমেন্ট ডিসিশন নিয়েছেন সেই কনসি-ডারেশনে দেওয়া হয় না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বীরেশ কবিরাজকে পার্ট টাইমের কবিরাজ না করে সর্বক্ষণের জন্য কবিরাজ করবার কোন চিন্তা সরকারের আছে কিনা অথবা ত্রিপুরায় এইরকম একজন সর্বক্ষণের জন্য কবিরাজ নিয়োগের চিন্তা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—এখন পর্যন্ত এইরকম কোন চিন্তা নাই। তবে আর একটা হাস-পাতাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন চিন্তা করা যাবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে বীরেশ কবি-রাজকে পার্টটাইম হিসাবে নিয়োগ করার অর্থ হচ্ছে তার ত্রিপুরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পাইয়ে দেওয়া ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ত্রিপুরাতে দুইজন হোল টাইম কবিরাজ আছে আণ্ডার দি মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, আর একজন হচ্ছে পার্ট টাইম। যারা সরকারীভাবে হোলটাইম হিসাবে অ্যাপয়েন্টেড তাদের ঔষধ বিলি করতে না দিয়ে একজন পার্টটাইম ভাবে অ্যাপয়েন্টেড কবিরাজকে ঔষধ বিলি করতে দেওয়ার অর্থ কি ?

মিঃ স্পীকার :—তিনি স্পেশালিষ্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—তাহলে স্পেশ্যালিষ্ট বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেই হয়।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—যেভাবে দিলে চলে সেইভাবেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কবিরাজ বীরেশ বাবুকে মাসিক কত টাকা করে দেওয়া হয় ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 898.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 898.

প্রশ্ন

(১) গত ১৪ই আষাঢ় কৈলাসহরের পূর্বে মাছলীর সুধন্য কুমার রোয়াজার বাড়ী কি স্যাংক্রাকরা ডাকাতি করে।

(২) ইহা কি সত্য যে কিছুদিন পরে ঐ বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে ?

(৩) এই সম্পর্কে যদি কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়া থাকে তবে তাহাদের নাম।

উত্তর

(১) কৈলাসহর পূর্ব মাছলীর সুধন্য কুমার রোয়াজার বাড়ীতে গত ১৪ই আষাঢ় '৭৬ (২৯।৬।৬৯ইং) ডাকাতি হইয়াছিল। জানা যায় ডাকাতগণ নিজদিগকে সংক্রাক দলভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

(২) হাঁ।

(৩) (ক) ডাকাতি ও (খ) অগ্নিসংযোগ উপলক্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল :—

(ক) ডাকাতি (১) আফ্রান মিয়া (২) বসমনি মিয়া।

(খ) অগ্নিসংযোগ—(১) বমনি মিয়া (২) মেলাবাস মিয়া।

Mr. Speaker :—The question hour is over. There are five Unstarred Questions to-day. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred questions.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, I shall take item No. IV in the List of Business first. Thereafter the other items will be disposed of.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Introduction of the Tripura Shops & Establishments, Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970)

Mr. Speaker :—Next business of the House, the Tripura Shops & Establishment Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Shops & Establishment Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble T. M. Dasgupta for leave to introduce the Tripura Shops & Establishment Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970).

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice).

I think 'AYES' have it. 'AYES' have it. 'AYES' have it.

The leave to introduce the Bill is granted.

(Secretary read the long title of the Bill.)

Secretary—A Bill to regulate holidays, hours of work, payment of wages and leave of persons employed in shops and establishments.

Mr Speaker. :—I shall call on the Hon'ble T. M. Dasgupta to move his Motion to introduce the Tripura Shops & Establishments Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970).

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Tripura Shops & Establishments Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970).

Mr. Speaker :—The question before the House is that the Tripura Shops & Establishments Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice).

I think 'AYES' have it.

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Bill is introduced.

Members are requested to collect their copies from the NOTICE OFFICE.

Consideration & adoption of the Reports of the Committee on Privileges :

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the 8th & 9th Reports of the Committee on Privileges is to be taken into consideration. Now I shall call on Shri Monoranjan Nath, Chairman of the Committee to move his motion for consideration of the Reports.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the 8th and 9th Reports of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that the 8th & 9th Reports of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice).

I thing AYES have it.

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Motion is considered.

Mr. Speaker :—Now I shall call on Shri Monoranjan Nath, Chairman of the Committee to move his Motion that the House agrees with the recommendations contained in the 8th & 9th Reports of the Committee on Privileges.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees with the recommendations contained in the 8th & 9th Reports of the Committee on Privilleges.

Mr. P. R. Das Gupta :—Mr. Speaker Sir, I have something to speak.

Mr. Speaker :—Why did you not raise to speak at the time of Consideration ?

Shri P. R. Das Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে যখন রিপোর্টটা প্লেস করা হয়েছিল, তখন আমি বলেছিলাম যে আমি এর উপর বক্তব্য রাখব।

Mr. Speaker :—But that stage has been over. You could not take this advantage at the stage of consideration. Let me finish now.

Shri P. R. Das Gupta :—আপনি পড়ে গেলেন কিনা স্যার বলার সুযোগ দিলেন কোথায় ?

Mr. Speaker :—But that stage has been over because the House has agreed to accept the Reports.

Shri P. R. Das Gupta :—But the right of Member is there.

Mr. Speaker :—I think there is no scope now. I think the House agrees with me that that stage has been over. Now the question before the House is that this House agrees with the recommendations contained in the 8th and 9th Reports of the Committee on Privileges.

The Motion was carried by voice vote.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Discussion on Demands for Excess Grants for 1965-66.

Mr. Speaker :—I shall now request the Members from the Opposition Bench to raise discussion of Demands for Excess Grants for 1965-66. I would draw the attention of the Hon'ble Members that shall allow one hour for discussion.

Before the discussion begins I would request the Members to give me their names who would like to participate in the debates so that I shall be able to arrange the time schedule for them.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কালকে যে একটা প্রাইভেট মেম্বারস রিজুল্যাশান ছিল, মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মার, এটা কমপ্লীট হয় নাই। আমাদের

হাউসে কনভেনশান আছে যে আগের দিনের যে বিজনেস বাকী থাকে সেটা পরের দিনে কমপ্লীট করা হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের এই হাউসের কনভেনশান।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি আপনাকে রুল নাম্বার ৩২'র প্রভিসোটা দেখতে অনুরোধ করব। সেখানে আছে —

'The business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day allotted to business of that class, and shall have precedence over all other business set down for that day.'

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই সম্পর্কে আমার জানা আছে, তথাপি আমাদের হাউসের কনভেনশান আছে, আমরা সব সময়েই যখন প্রাইভেট মেম্বারস রিজল্যুশান শেষ না হয়েছে সেটা পরবর্ত্তী সময়ে সেটা বলার সুযোগ পেয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—আপনি সেই সুযোগ পাবেন। সেটা শুক্রবারে করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ১৯৬৫-৬৬ সনের যে এক্সেস গ্র্যান্ট এ্যাসেম্বলীর অনুমোদনের জন্য আনা হয়েছে, এই সম্পর্কে অবশ্য পি, এ, সি মিটিং এর মধ্যে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং সরকার পক্ষ থেকে এই যে একটা প্রসেস চালানো হচ্ছে —এই যে ইনারিটি বা বিভিন্ন অর্থ ব্যয় বরাদ্দ এবং তার খরচপত্র করায় যে গাফিলতি করা হয়, এটা আমরা অবশ্য পি, এ, সি, মিটিং'র মধ্যে যথাসম্ভব আলাপ আলোচনা করেছি, যাতে সংশোধন করা হয় এবং পরবর্ত্তী সময়ে যাতে এইরকম না করা হয় সে কথাও বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজকে গভর্ণমেন্ট তার গতানুগতিকভাবে সেটা চালিয়ে আসছেন। এইভাবে বরাবর চালান খুবই অন্যায় কথা, যাতে পরবর্ত্তী সময়ে এটা না করা হয় সেই দিকে কনশাস হওয়া দরকার এবং সচেতন থাকা দরকার। আর খরচপত্রগুলি যেভাবে করা হয়, এবং পরবর্ত্তী সময়ে এ্যাসেম্বলীর উপর বোঝা চাপানোর মত—গভর্ণমেন্টের যত অপকর্ম্ম সেগুলি হাউসের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে, এবং সমস্ত কিছু দায় দায়িত্ব নিয়ে এই হাউস সেটা পাশ করে দেবে, এইভাবে করা উচিত নয়। এখানে আমি ডিটেল বলতে চাচ্ছি না, মোটামুটি এইটুকু আমি বলতে চাই যে পরবর্ত্তী সময়ে যাতে এটা সংশোধন হয়, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে এক্সেস গ্র্যান্ট সম্পর্কে মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে সেগুলি আমরা মানতে পারি না। কারণ আমরা দেখছি ১৯৬৫-৬৬ সালে যে বেশী খরচ হয়েছে সেটা আজকে এখানে এসেছে। কাজেই এতদিন পরে এইগুলি এখানে আসার প্রয়োজন পড়ে না। এইগুলি আরও আগে আসতে পারত। এছাড়া দেখা যায় যে এই টাকাগুলি খরচ করার ব্যাপারে ঠিক ঠিক মত খরচ করা হয় নাই। কোন কোন জায়গায় টাকা ফেরতও গিয়েছে। সেই দিক থেকে এই গ্র্যান্টটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

এই বিধান সভায় আমরা কি দেখছি, দেখছি যে প্রায় ৬২ লক্ষ টাকার মত খাজনা বকেয়া পড়ে আছে। কিন্তু এখন যদি হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে আগের চাইতে এই খাজনার পরিমাণ হবে সাড়ে তিনগুণ। এদিকে সরকার থেকে কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের

ন্যায্যমূল্য দেওয়া হচ্ছে না এবং এই রকম কোন ব্যবস্থা হবে কিনা তাও এখন পর্যন্ত বুঝা যাচ্ছে না। কাজেই কৃষকেরা এভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তার উপর তো রয়েছে কৃষকদের ফসলগুলি পোকাতে নষ্ট করছে বছরের পর বছর এবং প্রতি বছরই বন্যার জলে তাদের ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এদিকে সরকারের কোন নজর আছে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই এখানে যে এ্যাকসেস গ্র্যাণ্ট আনা হয়েছে এখানে থেকে পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য সেটা আমরা কোন প্রকারেই সমর্থন করতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে যে এ্যাক্সেস গ্রেণ্টের আলোচনা চলছে, তার সংগে উনার বক্তব্যের কোন সামঞ্জস্য নেই। এখানে এই এ্যাক্সেস এ্যাক্সপেণ্ডিচারে কোন খাজনা বা রেভিনিউ দেখানো হয়নি।

মিঃ স্পীকার :—উনাকে আপনারা যা কিছু একটা বলতে দিন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—তা কি করে হয় স্যার, উনি তো এখানে যা কিছু বলার সেই প্রসঙ্গে অন্ততঃ বলবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি যে প্রসঙ্গ রাখা হয়েছে তার উপরে বলুন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—আমি তো সেটার উপরেই বলছি স্যার। এছাড়া আপনারা ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনে দেখবেন যে সরকারী কর্মচারীদের পশ্চিম বঙ্গের হারে ভাতা ও বেতন বৃদ্ধির যে কথা, সেখানে তাদেরকে কিছু দেওয়া হয়নি। আর ডিমাণ্ড নাম্বার টেনেতে আমাদের বিচারের আজকার ভীষণ দেরী হচ্ছে। আর ডিমাণ্ড নাম্বার তেরোতে আছে কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত ফসল ক্রয় করার ব্যাপারে। এইসব ব্যাপারে সরকার থেকে কোন কিছু করা হচ্ছে না। কাজেই ১৯৬৫-৬৬ সালের যে অতিরিক্ত খরচের দাবী এখানে রাখা হয়েছে সেটা আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই হাউসের সামনে ১৯৬৫-৬৬ সালের অতিরিক্ত খরচের দাবী পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য আনা হয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে ১৯৬৫-৬৬ সালের যে এ্যাক্সেস এ্যাক্সপেণ্ডিচার সেটা কেন আজকে ১৯৬৯-৭০ সালে আসলো। এর মধ্য দিয়ে বেশ কতগুলি বছর পার হয়ে গেল, এতদিন কি এই অতিরিক্ত খরচটা চোখে পড়লো না বা নজরে আসলো না এটা কি পাবলিক এ্যাকাউণ্টস কমিটি বা এষ্টিমেট কমিটি থেকে দেওয়া হয়নি অথবা কি সেখানে কোন রকম ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি যে আজকে এত বছর পরে সেটাকে এই হাউসের মধ্যে আনতে হল।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—পয়েণ্ট অব অডার স্যার, আমার মনে হয় তিনি নিয়মটা জানেন না বলে এসব কথা এখানে বলছেন। এটাতো পাবলিক এ্যাকাউণ্টস কমিটির রিকমেণ্ডেশান ছাড়া এই হাউসের মধ্যে আসতে পারে না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—স্যার, যেটা নাকি খরচ হয়ে গেছে, সেটাকে তো হাউসের মধ্যে পাশ করাতে হবেই এতে আমাদেরও কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে এটাকে হাউসের মধ্যে আনতে দেরী হল কেন ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি কি রুলস জানেন না যে এই রকম বলছেন।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—না স্যার আমার রুলসগুলি অবশ্যই জানা আছে, কথা সেটা নয়, কথা হচ্ছে এত বছর পরে কেন এটাকে আনা হল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্পীকার স্যার, যদি কোন সদস্যের রুলস জানা না থাকে, তাহলে সেটা মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের অবগত করিয়ে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :—He says that he knows all the rules and inspite of that he is speaking so.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—স্যার, অতিরিক্ত যে খরচ হয়েছে সেটা তো আর আমরা অস্বীকার করছি না। আমার কথা হল কেনএত দেরী হল ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—হোয়েদার হি ইজ স্পীকিং ইররিলিভেন্ট অর নট ছাট সুড বি ডিসাইডেড বাই দি স্পীকার।

মিঃ স্পীকার :—হি উজ স্পীকিং ইররিভেলেন্ট। হি সুড ডিসকাস অন দি পয়েন্টস রেইজড ইন দি হাউস।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—আমি মাননীয় স্পীকারের কাছে অনুরোধ রাখব, যে যদি এই ধরণের কোন এ্যাক্সেস গ্রেন্টস আনতেই হয়, তাহলে সেটা যেন পরবর্তী সময়ের মধ্যে আনা হয়। আর তা না হলে আমরা মনে করব যে এটা ডিপার্টমেন্টের ব্যর্থতা যে বছরের পর বছর এটাকে সংশোধন করা হচ্ছে না। সুতরাং আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কেও অনুরোধ করব যাতে করে এই রকম গেপ্স দিয়ে ৩।৪ বছর পর যেন কোন এ্যাক্সেস গ্রেন্টস হাউসে পাশ করার জন্য আনা না হয়। আজকে হয়তো আমরা এটাকে স্বীকার করে নিচ্ছি কিন্তু বছরের পর বছর এভাবে চলতে থাকলে, আমরা সেটা আর মেনে নিতে পারব না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডস ফর এ্যাক্সেস গ্রেন্টস ফর দি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট রিলেটিং টু ১৯৬৫-৬৬ এসেছে এটা কতগুলি প্রসিডিউরের মধ্য দিয়ে এসেছে। এ্যাক্সেস গ্রেন্ট যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা পাবলিক এ্যাকাউন্টসের মধ্য দিয়ে আসতে হয় এবং তারপরে সেই গ্রেন্টসগুলি হাউসের সামনে উপস্থাপিত করতে হয় যাতে করে অতিরিক্ত যে খরচ হয়েছে সেটাকে রেগুলারাইজড করার জন্য। এই হল সাধারণ প্রসিডিউর। এখানে যে কোয়েশ্চান সেটা হল এ্যাক্সেস গ্রেন্টস যেটা এই হাউসের সামনে রাখা হয়েছে হাউসের সমর্থনের জন্য। এখন এটাকে সমর্থন করা উচিত কিনা, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠবে। যখন এ্যাক্সেস এ্যাক্সপেণ্ডিচার হয়েছে, তখন সেটাকে হাউসের সামনে আনতেই হবে। আমার মনে হয় হাউস অব কমন্স এবং অন্যান্য জায়গাতে আছে যে এ্যাক্সেস গ্রেন্টস হওয়াটা একটা বেড বাজেটিং এ্যাণ্ড বেড এ্যাকাউন্টেন্সী। আমার বক্তব্য হচ্ছে অরিজিন্যাল বাজেটের পর প্রতি বছরে যেখানে সাপলিমেন্টারী বাজেট হয় এবং এই সাপলিমেন্টারী বাজেটের পরও যদি এ্যাকসেস গ্রেন্টস হয়, এটা হয় আমি

জানি, কিন্তু তাহলেও আমাকে বলতে হয় যে যারা বাজেট মেকার্স, তারা হল বেড বাজেট মেকার্স এবং যারা এই সমস্ত এ্যাকাউন্টস করে এষ্টিমেট করে সেখানে তাদের ফোরসিনের অভাব অথবা তাদের বাজেট তৈরী করবার যে টেকনিক্যাল জ্ঞানের দরকার, সেই টেকনিক্যাল জ্ঞানের অভাব এবং তারজন্য তাদেরকে এ্যাকসেস গ্রেন্টস করতে হয়। এটা কোন মতেই সাপোর্টেবল নয় এবং রিকমেনডেবল নয় এবং এই রকম কোন নিয়ম নেই যে, এটাকে সাপোর্ট করতে হবে। কিন্তু তবুও সেটাকে আমাদের সাপোর্ট করতে হয় অনলী টু রেগুলেরাইজড। আমি আরও একবার এই সম্বন্ধে এই হাউসে বলেছিলাম এবং হাউস অব কমন্স এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলাম যে কোন অবস্থাতেই যেন এ্যাকসেস গ্রেন্টস হাউসের কাছে না আসে, এটা লক্ষ্যনীয় যে কোন অবস্থায় যে এ্যাকসেস গ্রেন্টস না হয়।

কে কি ভাবে বক্তৃতা করেছেন, কোনটা ইরিলিভেন্ট আর কোনটা রিলিভেন্ট সেটা এখানে বড় কথা নয়। বড় কথা হল যে ফাইনান্সিয়েল ইমপ্লিকেশানে যেন এ্যাকসেস গ্রেন্টস সব সময়ে পরিহার করা যায়। এই হয় আমার বক্তব্য।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে এ্যাকসেস গ্রেন্টস আমাদের সামনে এই হাউসে রাখা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাউস অব কমন্সের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এই ধরণের এ্যাকসেস গ্রেন্টস একটা বেড বাজেটিং, এটা আমি অবশ্য স্বীকার করি না। তার কারণ হল আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে আমাদের যে বিধানসভা আছে, এই সভায় যে বাজেট পাশ করানো হয়, আমরা জানি যে সেটাকে প্রথমে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠাতে হয় এবং সেখানে এটাকে অনেক কাঁটছাট করে আবার সেটাকে আমাদের এই হাউসে পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সুতরাং প্রয়োজনীয় যে বাজেট আমরা এই সভায় বিবেচনা করে থাকি, সেটা আমাদের এ্যাকচুয়েল ডিমাণ্ড তার সঙ্গে কোন সঙ্গতি থাকে না। তার কারণ হল আমরা আমাদের প্রয়োজনে যা চাই, প্রকৃতপক্ষে তা আমরা পাই না, সেখানে আমাদের কম দেওয়া হয় ফলে আমরা অনেক সমস্যার সন্মুখীন হই। অনেক চেষ্টা করেও আমরা সেই এ্যাকসেস গ্রেন্টসকে পরিহার করতে পারি না। আর সেই জন্যই আমাদের প্রায় ক্ষেত্রেই এ্যাকসেস গ্রেন্টস চাইতে হয়। এই কারণে আমি বলছি যে এটাকে বেড বাজেটিং বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। এছাড়া আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা সমস্যাবহুল রাজ্য, কত যে সমস্যা এখানে রয়ে গেছে তার কোন অন্ত নেই। আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনে একটা এ্যাকচুয়েল বাজেট তৈরী করি এবং সেটা এই সভাতে পাশ হয়, তাহলে দেখা যাবে আমাদের পার্শ্ববর্তী পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে বছরের প্রায় সব সময়ে রিফিউজি আসছে এবং তাদের জন্য আমাদের মানবিক কারণে খরচ করতেই হয়, সেই খরচ বন্ধ করাটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ আমরা প্রথমে বাজেটে এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি সেটা বছর শেষ না হতেই ফুরিয়ে গেল, তখন আমাদের অন্য কোন উপায় থাকে না। কাজেই আমাদের এ্যাক্সেস গ্রেন্টস চাওয়া ছাড়া আর কি উপায় থাকে। তাছাড়া তো সীমান্ত রাজ্য হিসাবে এবং লোকসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে দিনের পর দিন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, এটা কে অস্বীকার করতে পারে?

আর আমাদের এমন কোন-আয় নেই যে তা দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খরচ মিটাতে পারি। এইভাবে আমাদের বাজেটে যে টাকা ধরা হয় তার চাইতে প্রতি বছর প্রায় দেড়গুণ খরচ বেশী হয়ে থাকে। হয়ত এমনও হয়ে পড়ে অনেক সময় যে বাজেট আমরা স্যাংশান করি তার চেয়ে খরচ তিন গুণ হয়ে থাকে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরার এই সমস্যার মীমাংসা করতে হয় আমাদের বাধ্য হয়ে। তারপর দেখা যায় জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে যে এমন কতগুলি ব্যাপার হয় যেগুলির জন্য আমাদের খরচপত্র সংকুলান হয় না এবং এমন কতগুলি জিনিষ থাকে যার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ ধরা হয়ে থাকে। এইজন্য আমাদের এই সমস্যা এবং অসুবিধার কথা চিন্তা করে আমাদের হাউস এইগুলি স্যাংশান করলেই ভাল হবে মনে করব এবং এতে কোন রকম কারচুপি আছে বলে আমি মনে করি না এবং সেজন্যই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে এ্যাক্সেস গ্র্যাণ্ট এসেছে এইগুলি আমি সমর্থন করি। কারণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটা কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ১৯৬৫ সালের খরচ এতদিনে কেন এল। এখানে আমি এক জায়গায় পড়ে দেখেছি এই কথা লিখা আছে যে—"The excess occurred under group head" A. 2—Interest on Unfunded Debt—A. 2(1)—Interest on Work-Charged Contributory Provident Fund" to the charges relating to payment of interest on Contributory Provident Fund of Work-Charged Personnel. The expenditure was to have been met from the Central Budget. But the adjustment of Charges on this account were effected in the Budget of the Government of Tripura and could not be re-adjusted within the financial year 1965-66 for want of specific instruction as to under which Head of Account in the Central Budget the charges were to be re-adjusted". কাজেই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল সেই টাকাটা আমাদের ত্রিপুরা সরকার থেকে দিতে হচ্ছে। তাও সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ডিসিশন কিছুদিন আগে পাওয়া গেছে যে এই টাকাটা কোন্ হেড থেকে খরচ হবে এবং সেজন্য এটা ডিলে হয়েছে এবং তারপরে এটা পি. এ, সি'তে আসে। তারপর এটা এখানে এসেছে। কাজেই এটা দুষণীয় নয়। সেজন্য আমি এটাকে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, হাউসের সামনে Demand for Grants for Expenditure of the Government of Tripura relating to 1965-66 উপস্থিত করা হয়েছে। আমি এটাকে কোন মতেই এবং কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই যে এ্যাক্সেস গ্র্যাণ্ট সেটা খরচ হয়েছিল ১৯৬৫-৬৬ সনে। অর্থাৎ খরচ হয়ে গিয়েছে এবং সেজন্য এখন অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। এটা এ্যাক্সেস খরচ করে বিধানসভায় অনুমোদন করার জন্য আনা হয়েছে। তারপর এই যে এ্যাক্সেস গ্র্যাণ্ট উপস্থিত করা হয়েছে এটা বলতে হবে যে যখন খরচ করা হয় তখন কোন দিকে বিচার বিবেচনা করা হয়নি। এইজন্য অতিরিক্ত খরচ করে বিধান সভায় পাশ করে নিয়ে যেতে চায়। এখানে

নরেশ বাবু বলেছেন ত্রিপুরার সমস্যার কথা। আমরা স্বীকার করি যে বহু সমস্যা আছে এবং তার সমাধানও হচ্ছে না। কিন্তু তিনি অন্ধের মত এটাকে সমর্থন করেছেন। কারণ উনারা এসেছেন পেছনের দরজা দিয়ে। এইজন্য এটা সমর্থন করা স্বাভাবিক।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—পেছনের দরজা দিয়ে এসেছে এইকথা বলা আপনি বন্ধ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কেন বলব না ? এইভাবে ইলেকশানের সময় চুরি করে খরচ করে যাবেন। এইজন্য বললে মনে লাগে বুঝি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময় লজ্জা করে না ?

(গোলমাল)

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি যেখানে এই সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে সেখানে আমরা অডিট রিপোর্টে দেখি যে বন বিভাগের কাছ থেকে ১৬,০০০ টাকা ফেরত গিয়েছে। বলা হয়েছে লেবার পাওয়া যায় না। এইজন্য ফেরত গিয়েছে। এই কথা অডিট রিপোর্টে আছে। কাজেই যে মাননীয় সদস্য বলেছেন অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেছে সেজন্য এটা অনুমোদনের দরকার তাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যখন মানুষ না খেয়ে মরেছে তখন এই টাকা খরচ করতে পারা গেলনা কেন ? জুমিয়ারা না খেয়ে মরলো। জুমিয়া পুনর্ব্বাসনে যেখানে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা খরচ করতে পারলো না সেখানে আজ হাউসে দেখানো হল যে একসেস খরচ হয়েছে এবং বলা হয়েছে রেভিনিউ অ্যাকাউন্টে খরচ হয়েছে এই জন্য আমরা বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য এনেছি। কাজেই যখনি ত্রুটিগুলি তুলে ধরা হল তখনি মন্ত্রী মহোদয়ের চীৎকার সুরু হল। এই চীৎকারের কোন দাম নাই। কাজেই আমি এই অতিরিক্ত গ্র্যান্ট অনুমোদন করার বিরোধিতা করছি এবং এই যে খরচ হয়েছে সেটা বে-আইনীভাবে হয়েছে বলে মনে করি। এইজন্য আমি এটাকে সমর্থন করতে পারছি না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে আর রাহাজানি ছিনতাই করে তারাই পেছনের দরজার বিভিষিকা দেখে। অথচ এর মধ্যে পেছনের দরজা দিয়ে টাকা নেওয়ার কথাই উঠতে পারে না। পি, এ, সি, এটা রিকমেণ্ডেশান করেন এবং সেই রিকমেণ্ডেশান অনুযায়ী এটা হাউসে আনা হয়েছে। অথচ তিনি বলেছেন পেছনের দরজা দিয়ে এটা আনা হয়েছে। কারণ তারা খন খন ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেনতো। মাননীয় অঘোর বাবু বলেছেন যে অপকর্ম্ম ঢাকবার জন্য এই গ্র্যান্ট আনা হয়েছে। এই বক্তৃতাগুলি দ্বারা (গোলমাল)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members not to disturb while the Minister is speaking.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই বক্তৃতাগুলি দ্বারা আমি মনে করি তারা নিজেদের অপকর্ম্মগুলিই ঢাকবার চেষ্টা করছেন। এছাড়া আর কিছুই নয়।

মাননীয় সদস্য বলেছেন বরাবর একসেস গ্রান্ট চাওয়া অন্যায় কথা। আমি বলতে পারি যে একসেস গ্র্যান্ট রেগুলারাইজশানের জন্য বরাবর আসতে হয়েছে এবং আসতে হবে, এটা

বন্ধ করা সম্ভব নয় কারণ প্রতি বৎসর আমাদের কতগুলি আনফোরসীন একসপেনডিচার আসে, যেগুলি রিভাইজড বাজেটের সময় আসেনা। একটা কথা আমাদের মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে হাউস অব কমনসে এটাকে ব্যাড বাজেটিং এবং ব্যাড এ্যাকাউন্টেন্সী বলা হয়। এখন কোন খরচ যদি ফোরসীন করা যেত এবং সেগুলি যদি বাজেটে না ধরে তার জন্য একসেস গ্র্যান্ট চাওয়া হয়, তাহলে সেটাকে ডিউ টু ব্যাড বাজেটিং বা ব্যাড এ্যাকাউন্টেন্সী বলা যেত এবং সেটা বলা ন্যায় সঙ্গত বলে আমি মনে করি। কিন্তু আমাদের অনেক কিছুই আমরা রিভাইজড বাজেটের সময় ফোরসী করতে পারিনা, কারণ আমাদের রিভাইজড বাজেট পাঠাতে হয় অক্টোবর, মাসে বছরের প্রায় অর্দ্ধেক পরে থাকে। যদিও আমরা বাজেট মার্চে হাউসে প্লেস করি, কিন্তু রিভাইজড বাজেট আমাদের পাঠাতে হয় অনেক আগে অক্টোবর মাসে, কাজেই সেই সময়ে অনেক কিছুই আমরা ফোরসী করতে পরিনা এবং সেটা সম্ভব হয় না। তাতে একসেস গ্র্যান্ট যদি হয়, এটাতে কোন ইরেগুলারিটি নাই, সেটা রেগুলারাইজ করতে হবে এবং কিভাবে সেটা করা হবে তার জন্য বিশেষ প্রভিশান রয়েছে, আইন রয়েছে সেটা হয়তো রুল নং ২৩০ হবে। এটা প্রত্যেক জায়গায়ই হবে অবধারিত এবং তারই জন্য প্রভিশান রাখা হয়েছে যাতে এটা রেগুলারাইজ করা যায়। তাছাড়া সেখানে অডিট রয়েছে, পি, এ, সি রয়েছে, তারা দেখবে কোথাও কোন ইরেগুলারীটিজ হয়েছে কি না, আগে সেই খরচটা রিভাইজড বাজেট করার আগে ফোরসীন করা যেত কি না, এই সব দেখে তারা রিকম্যাণ্ড করবে, তারপর সেটা হাউসের মধ্যে গ্রহণ করা হবে। ইরেগুলারিটি বা অন্যায় ভাবে খরচ এর ভিতর থাকার কথা নয়। কারণ আমাদের মাত্র ১১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা একসেস হয়েছে, এটা খুব বেশী টাকা বলে আমার মনে হয় না, কারণ আমরা দেখি লোকসভায় প্রতিবছরই একসেস গ্র্যাণ্ড চাওয়া হয় এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে একসেস গ্র্যাণ্ড সেটা আমরা দেখি ১৯৬৩—৬৪—৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে, ১৯৬৪—৬৫ ... ১৯৬৫—৬৬—১৬ কোটি ১৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বছরই লোকসভায় এই একসেস গ্র্যাণ্ড চাওয়া হয় এবং সেটা অডিট এবং সেন্ট্রাল পি, এ, সি সেটিসফায়েড হওবার পর লোকসভায় একসেস গ্র্যান্ট আনা হয় এবং লোকসভা সেটা এ্যপ্রুভ করে। সর্ব্বত্রই এটা হচ্ছে। আমাদের এখানে যেমন হচ্ছে, বেঙ্গলেও হচ্ছে, ইউ, পি.তেও হচ্ছে এবং সমস্ত এ্যাসেম্বলীতেই সেটা এপ্রুভ করিয়ে নেওয়া হয়। আমাদের এখানে যদি কিছু বেশী হয়, তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের রিভাইজড বাজেট হয় অক্টোবর মাসে কাজেই আমাদের অনেক খরচ অনেক পরে আসে যেগুলি ফোরসী তখন করা যায়না। পি এ, সি সেটা স্ক্রুটিনী করে বলেন এবং তারা যদি বলেন যে ঐ একসপেণ্ডিচারটা পূর্বে ফোরসী করা যেত এবং সেটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের গাফিলতি বা ডিপার্টমেন্টাল কোন সেক্রেটারী সেটা করেনি, তাহলে পরে আমরা তাকে সিট্রকচার দিতে পারব এবং সেটা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। পি, এ, সি,কে সেটা পয়েন্ট আউট করতে হবে। একজন সদস্য শ্রীএরসাদ আলী মহাশয় যে সময়ের কথা বলেছেন, আমার মনে হয় অনারাব্যবল মেম্বর হয়তো রুলটা ফলো করতে পারেন নি। এটা হয় কি যে একটা একসেস গ্র্যান্ট হয় তারপর অডিট কখন

আরম্ভ হবে, কখন অডিট রিপোর্ট বের করবেন, তারপর যে অডিট রিপোর্ট হাউসের মধ্যে পেশ করা হবে, তারপর সেটা পি, এ, সি কমিটিতে রেফার করা হবে। পি, এ, সি সেটা স্ক্রুটিনি করে রিকম্যাণ্ড করার পর সেটা হাউসে নিয়ে এসে পাশ করিয়ে নিতে হবে, এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। কাজেই সেই জায়গাতে কবে অডিট করবে, অডিট রিপোর্ট পেস করবে সেটার উপর সমস্ত জিনিষটা নির্ভর করছে। কাজেই সেখানে দুই তিন বৎসর সময় লেগে যায় এবং সেইজন্য দেরী হওয়াটা স্বাভাবিক। লোকসভায় যে একসেস গ্র্যাণ্ট হয়েছিল ১৯৬৩—৬৪এ সেটা লোকসভায় পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে মে ১৯৬৬ এ, যে একসেস গ্রাণ্ট হয়েছিল ১৯৬৪—৬৫ এ সেটা পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে ১২ই আগষ্ট ১৯৬৮এ। সুতরাং দুই তিন বৎসর সবজায়গায়ই দেরী হবে এটা স্বাভাবিক, এটা রোধ করার উপায় নাই। তাড়াহুড়া করার উপায় কোথাও নাই। কারণ অডিট যদি তার রিপোর্ট দিতে দেরী করে, তাহলে পরে আমাদের করার কোন উপায় নাই, অডিট রিপোর্টের উপর পি, এ, সি, রিকমেণ্ড করবে সেই রিকম্যানডেশান পাওয়ার পর আমাদের সেটা হাউসে আনতে পারি। অডিট যদি রিপোর্ট দিতে দেরী করে তাহলে পরে সেটা সরকারের দায়িত্ব নয়। যদি পি, এ, সি, রিকম্যাণ্ড করার পর সরকার হাউসে প্লেস করতে দেরী করে থাকে বা কোন ডিলে হয়, তাহলে পরে সরকারের দেরীর জন্য দায়ী করা যেতে পারে।

সুতরাং এখানে কোন দেরী হয়নি, পি, এ, সি'র রিকম্যাণ্ডেশান পাওয়ার পরই একসেস বিল আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি প্রেসিডেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে, সেখান থেকে এ্যাপ্রুভ হওয়ার পর আমরা এ্যাসেম্বলীতে প্লেস করছি। দেরী হয়নি এটা স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে, এবং চলবে। একসেস গ্র্যাণ্ট আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে, সেটাকে রোধ করা যাবেনা। একমাত্র পি, এ, সি এখানে দেখতে পারেন যে কোন অন্যায় মত খরচ হয়েছে কিনা, এবং কোন খরচ বেশী করা হত কিনা এসব দেখে তার উপর তাদের রিকম্যাণ্ডেশান রাখতে পারেন, সেই অনুসারে আমরা তার এ্যাকশান নিতে পারি। কাজেই তা হাউসের কাছে অনুরোধ রাখব এই যে একসেস গ্র্যাণ্ড চাওয়া হয়েছে সেটা যেন হাউস সমর্থন করেন এবং গ্রহণ করে।

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (MOTION)

Mr. Speaker :—Discussion is over. Next item in the List of Business is Private Members Motion. I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his motion that :—

"The deterioration of Law and Order of the State be taken into consideration."

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা মোশান আছে সেটা হচ্ছে "the deterioration of Law and Order of the State be taken into consideration." আমি কেন এই মোশানটা হাউসের সামনে রেখেছি তার কতকগুলি তথ্য এবং ঘটনা দিয়ে আমি সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব। কারণ আমরা যদি ত্রিপুরার যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তা দিয়ে বিচার করি তাহলে দেখব যে ত্রিপুরায় একটা অরাজকতার রাজত্ব চলছে।

আমি ঘটনা ও তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। কারণ, আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের এই সমস্ত ঘটনা দিয়ে বিচার করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে এমন একটা অরাজকতার মধ্যে দিয়ে মানুষ বসবাস করছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, এখানে দিনের পর দিন প্রশাসনিক যেসব আইন কানুন আছে অর্থাৎ ল এ্যাণ্ড অর্ডার আছে সেটা একটা ডিটরিয়েট করেছে যে সেটা কল্পনা করা যায় না, এটা যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার। যেমন ধরুণ ঘর থেকে যুবতী মেয়েকে ধরে জোর করে ৪।৫ দিন আটক করে রাখা হয় এবং সেই সম্বন্ধে যদি পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, তখন তারা কিছুই করতে চায় না। বরঞ্চ যারা এসব কাণ্ড কারখানা করে তাদের পক্ষ থেকে উল্টোভাবে প্রেসার দেওয়া হয় যে ১ হাজার বা ২ হাজার টাকা দিলে তারা ছেড়ে দিবে ইত্যাদি। তারপর অনেক পীড়াপীড়ির পর শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ তাদেরকে এরেষ্ট করতে বাধ্য হয় এবং তারপরে তাদেরকে বেল দিয়ে দেওয়া হয়। এই সব ঘটনা আজকাল একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপরেও আবার এসব ঘটনা ঘটছে। অথচ পুলিশী ব্যবস্থার পর সেগুলি কমে যাওয়ার কথা কিন্তু তা না হয়ে সেগুলি দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। শুধুমাত্র সমাজে বেঁচে থাকার জন্য, শান্তিতে দুই দিন বসবাসের জন্য যারা এই সব অপরাধ করল, তাদেরকে নিরীহ মানুষ টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে চলতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেও এই হাউসের মধ্যে এই ব্যাপারে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, তার উত্তর দিতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এসব ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। যাহউক আমি এখানে খুব বেশী একটা ডিটেইলসে যাচ্ছি না, শুধুমাত্র কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করব। যেভাবে আজকাল জোর জবরদস্তি করে মানুষের টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেওয়া হয় বা জোর করে যুবতী মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয় সেগুলি সম্পর্কে পুলিশের কাছে প্রতিকার চাইলে তার কোন প্রতিকারই করতে পারেন না। আমি এখানে একটা ঘটনার কথা বলে সেটা প্রমাণ করতে পারি। সেটা হল কিছুদিন আগে মাত্র এই শহরের সিনেমা হলে একজনকে মেরেপিটে একেবারে মেরেই ফেলল। কিন্তু তার ফলাফল কি হল, সেটা মানুষ আজও জানতে পারে নি। কেননা, যখন বিচার চাওয়া হয়, তখন কিছু করা হয় না। কাজেই জনসাধারণ সরকারের উপর তিক্ত বিরক্ত হয় তারা নিজেদের হাতেই বিচারের ভার তুলে নেয়। পুলিশের কাছে প্রতিকার চেয়ে যখন কিছু হয় না তখন মানুষ বর্ত্তমানে যে ট্রেণ্ড দেখা যাচ্ছে যে তারা নিজেরাই নিজেদের হাতে বিচারের ভার তুলে নেয়, এটা আজকে লক্ষ্য করবার মত তারপরে ২৮শে জানুয়ারী তারিখে এই শহরের তুলসীবতী স্কুলের সামনে একটা ছেলেকে ৫ জন যুবক ছেলে মারধর লাগালো, এমন মার তাকে দিল যে সে লাস করে ফেলল। পুলিশ সেখানে ছিল, তারা সেটা দেখলেও না দেখার মত দেখল। কারণ, তারা জানে কি হবে, দুষ্কৃতকারীদের ধরলেতো আর শাস্তি দেওয়া যাবে না। কেননা, এরা তো সবাই ঐ সব মন্ত্রীদের লোক। কাজেই দেখেও কিছু করতে চায় না। অথচ যখন বাজেট পেশ করা হয় তখন বলা হয়, রাজ্যের জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য এবং রাজ্যে যাতে কোন রকম শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন না হতে পারে, সেজন্য পুলিশ বাহিনীর দরকার এবং এই খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বছরের পর বছর ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখেছি? বাস্তবে দেখেছি ১ জন

লোকের উপর অন্য ৫ জনের দলবদ্ধ আক্রমণ। সেকি মারপিট একেবারে তাকে লাস করে ফেলা হল। পুলিশের যেন কোন দায় দায়িত্ব নেই, তারা চুপ, তারা এই সব ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ সহজে করতে চায় না। আর একটা ঘটনা, সেটা হয় ৯।১।৭৭ ইং তারিখে জেলের উত্তর দিকে এক কোনাতে যেখানে মরণ ঠাকুরের বাড়ী আছে, সেখানে একটা পানের দোকান বা বাক্সে মালের দোকান আছে। সেখানে এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটলো, কিন্তু তার প্রতিকার চেয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া গেল না। পাওয়া যাবে কি করে? যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মত একজন লোক নির্বাচনী বৈতরনী পার হবার জন্য যে সমস্ত মস্তান পার্টি তৈরী করেছেন, শুধু তাই নয় এই রকম আরও অনেক কিছু করেছেন, যেটা সবার জানা আছে। সেখানে তাদেরকে তখন বেশ কিছু টাকা পয়সা দেওয়া হত যাতে করে সরকারী পার্টিকে নির্বাচনে জয়লাভ করিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু নির্বাচন তো আর সব সময়ে হয় না এখন তারা বসে আছে এবং প্রায় সময়ে এইসব দুষ্কৃতির কাজ করে আসছে, কেননা এখন তো আর তাদেরকে কোন টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে না। তারাই বা বসে বসে কেমন করে কাটাবে, একটা কিছু তো করতে হবে, তাই তারা নির্বিবাদে এইসব কাজ করে যাচ্ছে, কোন রকম বাঁধা সরকার বা পুলিশের কাছ থেকে তারা পাচ্ছে না। বাধা দিলে কি হবে? সব তো কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন হচ্ছে। অথচ এমন নয় যে সরকারের কাছে বা পুলিশের কাছে এইসব দুষ্কৃতিকারীদের নামের লিষ্ট নেই, সবই আছে কিন্তু কোন কাজই করা হচ্ছে না। পুলিশ তাদেরকে ধরবে না। বরঞ্চ উল্টো তাদেরকে এনকারেজ করবে। যদি একান্তভাবে কোন অভিযোগ আসে, তাহলে পুলিশ ভ্যানে করে একটা চক্কর দিয়ে বেড়ায়। তার কারণ হল সাধারণতঃ পুলিশ দেখলে পরে সেইসব দুষ্কৃতকারীরা গা ঢাকা দেয়। এছাড়া এর মধ্যে দিয়ে আর কোন কাজ হয় বলে আমার মনে হয় না। এই ব্যাপারে যদি কোন লোককে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তারা সেই সব ঘটনা জানা সত্ত্বেও, তাদের নাম এবং ঠিকানা জানা সত্ত্বেও তাদের নাম বলতে পর্যন্ত সাহস করে না। তার কারণ হল যদি তারা সত্য কথা বলে, তাহলে পরে যখন তারা জানতে পারবে যে এই লোক বলেছিল, তাহলে তাদের আর রক্ষা নেই। যে কোন সময়ে রাস্তাঘাটে তাদের উপর হামলা করতে পারে, হয়তো বা এই খুন হতে পারে। কাজেই বলে দরকার কি, যেমন আছে তেমন থাকাই ভাল। মানুষ সাধারনতঃ ঝামেলার মধ্যে যাইতে চায় না। তার পরে আর একটা ঘটনা হয়েছে মাণ্ডমারী চৌমুহনীতে ১৬ জানুয়ারী তারিখে সেই বোরজং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সামনে। সেখানে একটা দোকান আছে, সেই দোকানে দিনে দুপুরে কোন একদল দুষ্কৃতিকারী সংঘবদ্ধ হয়ে এক দোকানদারের উপর হামলা চালায় এবং তাকে মারধোর করে, তার যত টাকা পয়সা আছে ক্যাস বাক্সের সব নিয়ে চম্পট দেয়। সেই সময়ে ঐ স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ও এ দোকানে বসেছিল, তারা যখন প্রতিবাদ করল, তখন ঐ দুষ্কৃতকারীরা তাদের উপর চড়াও হয়ে তাদেরকেও মারধোর করতে ছাড়ে নাই। তারপর যখন এই সম্পর্কে পুলিশের কাছে ডায়েরী করা হল, তখন সেখানে যারা ছিল, তারা তাদের নাম পর্যন্ত বলতে সাহস করে না। নাম বলার ক্ষমতা থাকলেও তারা সেটা বলতে পারছে না যদি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, যদি তারা নাম বলে তাহলে পরে তাদেরকে খুন হতে হবে এই ভয়ে। তারপরে হচ্ছে ২৯শে জানুয়ারী তারিখে অন্নপূর্ণার মালিক

হেম চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন রাত্রির বেচাকেনা শেষ করে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরছিল, তখন সেটা কেউ জানতে পারে। উনার রাত্রিতে ১০।১২টার সময়ে দোকান থেকে বেচাকেনার পর টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ীতে ফেরাটা স্বাভাবিক। পথের মধ্যে কর্ণেল চৌমুহনিতে তাকে কয়েকজন ধরে তার টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু উনার গায়ে শক্তি সমর্থ থাকার দরুন তারা তাকে কাব করতে পারল না। তিনি যেন কোন রকমে বেঁচে গেলেন। তারমত লোক বেঁচে গেলেন, কিন্তু আমার মত লোক হলে তো সেখানেই চিৎপাট হয়ে যেতাম। এই সব দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া একেবারে মুস্কিল হয়ে পড়ত। এইভাবে রাস্তাঘাটে জোর জবরদস্তি করে নিরীহ মানুষের কাছ থেকে তারা টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু পুলিশ থেকে এর কোন প্রতিকার মানুষ পাচ্ছে না। এতে করে আজকাল ঘর থেকে বাহির হওয়া মুস্কিল হয়ে পড়েছে। কেননা ঘর থেকে বাইর হতে হলে প্রাণের মায়া ছেড়ে বাইর হতে হবে। নতুবা কোন কাজই হবে না। অথচ বাজেট অধিবেশনে বলা হল যে জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই পুলিশ রাখা হয়েছে, কত যে পুলিশ বাহিনী তার উপর সিকিরিউটি ফোর্স তো হয়ে গেছে, এক কথায় এর কোন অন্ত নেই। এই সমস্ত ঘটনাগুলির দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে সরকারও এইসব ঘটনাগুলি সম্পর্কে অবগত আছেন। কেননা কিছুক্ষণ আগেই মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী আমার এক প্রশ্নের উত্তরে এটা স্বীকার করেছেন। সাধারণ মানুষের পথ ঘাটটা যেন মোটেই নিরাপদ হয়।

যারা রক্ষক তারাই খোদ ভক্ষণ করবেন তারপর ইচ্ছামত গোলাগুলি করবেন। একটা ঘটনা আছে ২০।১২।৬৯ইং তে চোদ্দ বছরের একটা লুসাই মেয়েকে গুলি করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তার চিকিৎসা করে খানিকটা ভাল হয়েছে। তারপর ছৈলেংটা সাইডে অনেক উপজাতির উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করা হয়েছে। প্রাক্তন চীফ কমিশনার শ্রী এম, সি, মুখার্জী যখন ছিলেন তখন ছামনুর যিনি ও, সি, ছিলেন তিনি পাহাড়িয়া বাজারে উঠলেই তাদের উৎপাত করতেন। তাদের নামে মিথ্যা কেস সাজিয়ে তাদের বন্দুক কেড়ে নেওয়া হত। তারপর স্পেসিফিক কেসে তদন্ত করার পর তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আর কিছু করা হয় নাই। বর্ত্তমানে এদের সংখ্যালঘু বলতে হবে এবং যারা নিরক্ষর তাদের নিরক্ষতার সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতি সমান অন্যায় অবিচার জুলুম করা হয়। তারপর যখন কমপ্লেন করা হয় তখন কোর্টে গেলেও নানা তালবাহানায় শুনানী পর্যন্ত হয় না। আর একটা ঘটনা হচ্ছে এম, সি, মুখার্জী সেটা জানতেন। রামচন্দ্র দাস নামে মনুর প্রাক্তন ও, সি, ছিলেন। তিনি এবং মহেন্দ্র রায় ছিলেন আর একজন। তারা আইন রক্ষা করতে গিয়ে নিজেরাই জনসাধারণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করতেন। এই সমস্ত ব্যাপারে অনেক পিটিশান আছে। এই সমস্ত জানার পরেও কোন রকম প্রতিকার করা হয় নাই। শান্তি রক্ষার আর একটা নমুনা হল গত ৩০শে ডিসেম্বর ধর্ম্মনগরে একটা ঘটনা ঘটেছে। সেখানে পুলিশ তাকে হত্যা করেছে। সেটা সাবজুডিস্। সুতরাং এই সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু বলতে চাই না। অর্থাৎ যারা রক্ষা করবে তারাই জনসাধারনের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। আর একটা দিক হল জনসাধারণ যদি কোন অন্যায় অত্যাচারের জন্য বিচারের জন্য

যায় সেখানে তারা বিচার পায় না। এরকম আমি অনেক ঘটনা দিতে পারি। অথচ কথায় কথায় বলা হয় আমরা ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইত্যাদি বড় বড় বুলি আমরা শুনে আসছি। কিন্তু কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জমি জোর করে জবর দখল করে নেওয়ার পর যদি কোর্ট থেকে রায় দেওয়া হয় এই দখলের বিরুদ্ধে তবে সেই রায়কে একটা কলাপাতার মত মনে করা হয়। সেটা প্রশাসন কর্ত্তৃপক্ষ জানেন। যেমন সাব্রুমে রামত নামে একটা ত্রিপুরী ছিল। তার সম্পত্তি রক্ষা করা গেল না। কোর্টের রায়েও রক্ষা করা গেল না। সেটা যেন একটা কলা পাতা কোর্টের রায় নয়। সেটা এখনও জবর দখল করে আছে।

আরও আমি জানি যেমন ভাটি অভয়নগরে যে কবরখলা আছে এই দিক দিয়েও ল, অ্যাণ্ড লর্ডার একই রকম। শ্মশানভূমি এবং কবরখলা রক্ষার দায়িত্বও সরকারের আছে। কিন্তু সেটা সরকার পালন করছেন না। ল অ্যাণ্ড অর্ডারের নামে দিনের পর দিন সরকার পুলিশ বাড়িয়ে চলছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কিছুই হচ্ছে না। আর একটা মজার কথা হচ্ছে গত ২।১।৭০ ইং তারিখে এয়ারপোর্টে আমাদের অজিতবাবু এবং মাণিক গাঙ্গুলী গিয়েছিলেন। তাদেরকে বা কারা চড় মেরেছে।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M.

Mr. Dy. Speaker :—I would call on Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma to continue his speach.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি ২।১।৭০ইং তারিখে এয়ার পোর্টের যে দুর্ঘটনা, এ, ডি,এম, এবং মানিক গাঙ্গুলী সম্বন্ধে উল্লেখ করছি। এই ঘটনা ঘটার পর ত্রিপুরার বুকে কোন আইন কানুন আছে কিনা, কি ভাবে Law and order deteriorate করছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকেই পাকিস্তান। যে কোন কারণেই হউক আজকে বহু লোক পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করছে। Illegally তাহারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করছে সেটা জানা কথা। Legally তাদের আসার কোন পথ নাই। বেশ কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যখন কোন এক জায়গা থেকে আগরতলাতে ফিরতে ছিলাম তখন কোন এক পুলিশ অফিসার বললেন যে তাহারা ঐ লোকগণের নিকট থেকে মাথা পিছু দশ টাকা করে নেন, এইভাবে তাহারা এইগুলিকে legal করে নেয়। এই আগত লোকগুলি বিপদে পড়ে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এই রাজ্যের মধ্যে আসে। যদি সরকার তাহাদিগকে এই রাজ্যে আশ্রয় দিতে না চান তবে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে সিধাই থানার নিকট কোন একটি জায়গায় কোন একটি উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সেখানে B.S.F এর একটি বাহিনী গিয়ে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে, এবং ১৪ বৎসরের একটি মেয়ের উপর এমন ভাবে পাশবিক অত্যাচার করা হল যে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে খুঁজেই পাওয়া গেলনা। প্রাণে বাঁচার জন্য তাহারা ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাহারা যদি Illegally ত্রিপুরাতে ঢুকে থাকে তবে তোমরা তাহাদিগকে থানাতে নিয়ে যাও এবং কোর্টে চালান করে দাও, আর তুমি যদি না রাখতে চাও তবে অন্যত্র চালান করে দাও সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তাহারা যে ভাবে বিপদাপন্ন হয়ে এখানে আসে তারপর তাদের উপর এভাবে অত্যাচার করার কি কারণ থাতেক

পারে তাহা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। কাজেই আজকে সামগ্রীক দিক দিয়া আমরা যদি বিচার বিবেচনা করে তবে আমরা বলতে বাধ্য হব যে ত্রিপুরার মধ্যে কোন আইন কানুন আছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। অহরহ যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তাতে Law and order আছে বলে মনে করার কোন কারণই নেই। কাজেই সেই দিক দিয়া আজকে ত্রিপুরার যে বাস্তব অবস্থা এবং ঘটনা --সংখ্যালঘুদের কথা আমি বলছি. এদের কথা আগেই আমি কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছি। কাজেই এই দিক দিয়ে ত্রিপুরাতে বেআইনির যে রাজত্ব, অরাজকতার যে রাজত্ব চলছে, এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা আছে বলে আমি মনে করব না। কারন দিনের পর দিন এই ঘটনা চলছে। হয়ত কোন অফিসের কর্মচারী বাবুরা বেতন নিয়ে বাসায় ফিরার সময় গলায় টিপ দিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে যেতে পারে। এমন ঘটনাও ঘটতে পারে। এই যে অবস্থা চলছে—আমরা রাজনীতি করি, আমাদের হয়ত নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ—যেমন অন্নপূর্ণা রেষ্টুরেন্টের মালিকের কথা আমি বললাম এইভাবে যদি চলতে থাকে—মানুষ অন্যায় করে আমি স্বীকার করি। অন্যায় করলে তাকে ধরে পুলিশে দেওয়া হউক বিচার হউক, শাস্তি হউক, বাড়ী যাওয়ার পথে কর্নেল চৌমুহনিতে তাকে পাকড়াও—

(Voices) কাকে, কাকে ? অন্নপূর্ণা রেষ্টুরেন্টের মালিক হেমবাবুর কথা বলছি। আমি এখানে উল্লেখ করেছিলাম আপনাদের যদি কান না থাকে- অন্যমনস্ক হলে আমার বলার কিছু নেই। বাড়ী যাওয়ার সময় রাত ১০টায় তাকে পাকড়াও করেছে ভদ্রলোক নেহাৎ বলিষ্ঠ লোক বলেই বেঁচে গেছে। এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই এই যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তা যদি চলতে থাকে তাহলে এক কথাই বলতে হয় যে অরাজকতার রাজত্ব। কাজেই এভাবে Ministry থাকার কোন অর্থ নেই। আমার মনে হয় অতি সত্বর এই অপদার্থ যে সরকার তাদের পদত্যাগ করে যারা শাসন করতে পারে তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া উচিত। যে সরকার মানুষের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে না বা মানুষের অত্যাচার উৎপাড়নের কোন শাস্তির বা বিচারের ব্যবস্থা করতে পারে না সেই সরকারের এক মুহুর্ত্তের জন্যও টিকে থাকার অধিকার আছে বলে আমি মনে করিনা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় House এর সামনে যে Motion এনেছেন তা ত্রিপুরার বর্ত্তমান আইন শৃঙ্খলার অবস্থা, জুলুম প্রভৃতির অবস্থার উপরে যুক্তি রেখে তিনি এই Motionটা এখানে রেখেছেন। আমি এই Motion এর সমর্থনে বলতে গিয়ে প্রথমে এই কথাই বলতে চাই বর্ত্তমান যে শাসক পার্টি সেটা হচ্ছে বিভক্ত এবং বিভ্রান্ত। এই অবস্থার মধ্য দিয়েও আজকে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে শাসক দলের কোন কিছু আলোচনা করতে গেলে তারা সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন। যাই হউক এই যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি যে ঘটছে সেটা নূতন নয়। এটা কংগ্রেস শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই অবস্থার শুরু হইয়াছে। আমরা যদি

দেখি তবে প্রথমে দেখব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় অন্যান্য সদস্যগণ এই কথাই বলেন যে মানুষের নিরাপত্তা মানুষের জীবন রক্ষা মানুষের ধন সম্পত্তির রক্ষায় জন্যই হচ্ছে পুলিশ বাহিনী এবং এই পুলিশ বাহিনী শান্তির বাহিনী রূপে দেশের কাজ করে চলেছে। আমরা যদি আজকে বড়ার এলাকাগুলির কথা বলি, অবশ্য এই বর্ডার এলাকাগুলির কথা আমরা বহুবার বলেছি, বহুবার এই হাউসের সম্মুখে তোলে ধরেছি। প্রতিদিন প্রতিরাত এই সমস্ত অঞ্চলের কৃষকদের গরু কি ভাবে পাকিস্তানে পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং পাচারের ক্ষেত্রে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কিভাবে সাহায্য করছে এই সমস্ত কথা অনেক বার এই হাউসের সম্মুখে অনেকবার উত্থাপিত হয়েছে। আর মিজো, সেংক্রাক যে কিছুদিন আগে লালজুরীতে যে ভাবে আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার মানুষের যে সব সম্পত্তি, জীবন শেষ করে চলে গিয়েছে সেগুলির জন্য Ruling Partyর কোন প্রকার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা হয় নাই। যার ফলে গত কয়েক মাস পূর্বেও বোলংপাশা গণ্ডাছড়া প্রভৃতি স্থানে তাহাদের আক্রমণে বাজার ইত্যাদি ধ্বংশ হয়ে গিয়েছিল, বহু মানুষের ধন সম্পত্তি ধ্বংশ হয়ে গিয়েছিল, তথাপি সরকারের শিক্ষা হয়নি যে যারা সমাজদ্রোহী, যারা দেশের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করে, দেশের মানুষের শান্তি ক্ষুন্ন করে, জীবন, ধন সম্পত্তি নষ্ট করে তাদের দমনের জন্য সরকার কোনরূপ প্রতিরোধ তৈরী করেননি। না করার কারণ আছে। সে কারণটা হচ্ছে যে, এই সেংক্রাক প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং বর্তমান শাসক পার্টি এই দলটিকে পরিপুষ্ট করে তোলেছিলেন। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অদৃশ্য হাতে। তারপর এই সেংক্রাক মানুষের ধন সম্পত্তি নষ্ট করে চলছে। অথচ এই সেংক্রাকের আক্রমণের নাম করে বহু নিরাপরাধ ব্যক্তিদের উপর সরকার এবং পুলিশের পক্ষ থেকে জুলুম করা হচ্ছে তারপর এই যে—

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সেংক্রাক দল গঠণ করেছে এইরূপ কোন Documentary evidence বা অন্য কোন কিছু প্রমাণ নাই কাজেই আমি মনে করি একথাটা সত্য নয়। কাজেই এই কথাটা abstract করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় তারপর আর একটা জিনিষ যাতায়াতের ব্যাপার—ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী উনি নিজে পুলিশ মন্ত্রী। এই অবস্থাতে উনি পুলিশদেরকে একটা ব্যবসাতে নামিয়ে দিয়েছেন। ব্যবসাটা হল আজকে স্থানে স্থানে পুলিস ক্যাম্প বসানো হয়েছে। গাড়ী অবরোধ করার নামকরে প্রতিটি জিপ হতে মাসিক ১০ টাকা, ট্রাক ২০ টাকা, এইভাবে আদায় করা হচ্ছে। পুলিশরা হয়ত একটি দোকানে বসে থাকেন, একটা গাড়ীর শব্দ শুনলেই লাল টুপী মাথায় নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং

হাত দেখিয়ে তাদের থেকে ১১ টাকা আদায় করে। এই হচ্ছে অবস্থা আজকে পুলিশ বাহিনী হল দেশের শান্তিরক্ষা বাহিনী। অথচ এই পুলিশরা Pick-Pocket করবে মানুষের, যাহা হউক এই অবস্থার মধ্যে আজকে বর্তমান সরকার আজকে দেশের মধ্যে যেভাবে আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করে চলছেন এভাবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি যদি আরও ঘটতে থাকে তাহলে মানুষের কাছে একদিন তার জন্য জবাব দিতে হবে। আজকে Forest Depttএর মামলাগুলিতে ও আমরা দেখেছি যে ৩৪ মাস আগে তারা forestএর জরিমানার টাকা দিয়েছেন। টাকা দিয়ে দেওয়ার পরে আবার Court থেকে ওয়ারেন্ট যায়, পুলিশ যায়। যারা অনাহারে আছেন, যাদের খাওয়া পরার কোন ব্যবস্থা নাই তাদের কাছ থেকে ২।৪।৫ টাকা করে আদায় করা হয়। কিছু দিন আগে আমি Chief Forest Officer শ্রীনরেশ ভট্টাচার্য্যের কাছে গিয়েছিলাম এই রকম কয়েকটা Case নিয়ে। তিনি তার কোন জবাব দেননি। এই অবস্থা দূরীকরণ করা দরকার। মানুষের নিরাপত্তার এবং বাঁচার ব্যবস্থা যদি সরকার না করে দিতে পারেন তাহলে এই সরকারের মন্ত্রীত্ব করার কোন অর্থ হতে পারে না, এই সরকার আজকে মন্ত্রীত্ব থেকে বিদায় নেওয়া উচিত। কারণ দেশের মানুষ বাঁচতে চায়। নিরাপত্তা চায়, এই শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই আজকে এই স্বেচ্ছাচারী সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। দেশের মানুষের উপর জুলুমবাজী করার অধিকার এই সরকারের নাই।

Mr. Deputy Speaker :—I would call on Hon'ble Member Shrimati Renuka Chakraborty.

Shrimati Renuka Chakraborty :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য Deterioration of Law & order সম্পর্কে যে motion এনেছেন আমি তাহা সমর্থন করতে পারি না। Law & orderএর যে কিছুটা deterioration হয়েছে সেটা সত্যি। তার কারণ হল West Bengalএর যুক্তফ্রন্ট হওয়ার পর এবং CPM ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল যে West Bengalএ Law & order একেবারেই নেই। সেখানে চুরি ডাকাতি খুন, জখম এমনভাবে হতে আরম্ভ করল যে শান্তি একেবারে বিঘ্নিত হল। সেখানকার CPM নেতারা যখন ত্রিপুরায় এল, তারা বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে West Bengalএর সেই বিশৃঙ্খলার ঢেউ আমাদের ত্রিপুরাতে ও ছড়িয়ে দিল। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করে দিল। কাজেই এখনে যদি কোথায়ও কিছু বিশৃঙ্খলা হয়েও থাকে তার জন্য সরকার দায়ী নন। সরকার হল গণতান্ত্রিক সরকার, জনপ্রতিনিধি হল আমাদের এই সরকার। পুলিস যদি কোথাও কিছু করেও থাকে সেখানকার যারা M. L. A. আছেন তারা যদি সক্রিয় অংশ নেন এবং এই সম্বন্ধে সরকারকে অবগত করান এবং সমস্ত অন্যায় দমনের জন্য সহযোগিতা করেন তাহলে আমার মনে হয় Law & order still রক্ষিত হবে এবং ত্রিপুরায় শান্তি রক্ষিত হবে।

Mr. Deputy Speaker :—I would call on Hon'ble Member Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, Law & order deteriorate করেছে এই motionটি আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু এবং শ্রীঅভিরাম বাবু যে উদাহরণ দিয়েছেন, এবং যে সমস্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সেটা অনেকাংশে হয়ত সত্য হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আজকে এখানে যে পুলিশ কিছুই করছে না এই কথাটা উনারা প্রায়ই বলে যাচ্ছেন। কিন্তু পুলিস কিছু করে এবং তার সাথে আমরাও সহযোগিতা করি এবং সহযোগিতা করেও আমরা failure হয়েছি। আমাদের সহযোগিতা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করা হয়নি এ সমস্ত আমরা শুনতে পাই না, এবং তাদের আগ্রহ আমরা দেখতে পাই না। উল্লেখ করতে পারি এখানে যে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এখানে এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। তার এলাকার কয়েকটা ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করতে পারি। কথায় কথায় শুনতে পাই, শ্লোগান শুনতে পাই—"পুলিস তুমি যতই কর তোমার বেতন ১১২৲। অর্থাৎ পুলিশ তুমি কেন কাজ করছ, কার জন্য করছ তোমার ত বেতন বাড়ছে না। কাজেই তুমি কিচ্ছুই করো না। Law and order গোল্লায় যাক, তোমরা কিছুই করো না। এই হ'ল তাদের আচরন এবং এটাই আমরা লক্ষ্য করছি। অভিরাম বাবুর এলাকাতে আমরা দেখছি জনসাধারণ কিভাবে বিপন্ন হচ্ছে, পুলিশ যখন এগিয়ে যায় তখন পুলিশকে ধমকানো হচ্ছে, কিভাবে তাদের কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, জোড় করা হচ্ছে। যেমন একটু আগে আমি শুনেছি ঘেরাওএর কথা, ঘেরাও করতে পারে গণডেপুটেশন দিতে পারে, তাদের দাবী দাওয়া জানাতে পারে, এটা গণতান্ত্রিক উপায়ে তারা করতে পারে। কিন্তু সেখানে এই যে একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হয় এবং অভিরাম বাবু দুই একটা ঘেরাও পরিচালনা করেছেন, আমি দেখেছি শুনেছি এবং পত্র পত্রিকায়ও দেখেছি যে কিভাবে তারা পুলিসকে যাতে শান্তি রক্ষা হয়—যারা ডেপুটেশনে গেছেন, যে সমস্ত জনসাধারণ দাবীদাওয়া জানাতে গেছেন তারা যারাই হউক না কেন কিভাবে তারা তাদের মনেরভাব প্রকাশ করতে পারেন, তাদের দাবী আদায়ের জন্য কিভাবে তারা approach করতে পারেন, appeal করতে পারেন সে দিকে নজর না দিযে অভিরাম বাবুরা করেন কি জনসাধারণকে উত্তেজিত করে দেন। তখন পুলিসকে আসতে হয়। পুলিস যখন সেখানে যায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তখন বলা হয় পুলিসী জুলুম চলবে না, আগুন জ্বালাব। কাজেই আজকে Law and order deteriorate করছে, আমরা যে কথা বলছি, কতগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনা আছে। সে সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের। সে সম্পর্কে কোর্টে কেস করা যায়, পুলিসকে জানানো যায়, সেগুলি করা অত্যন্ত দরকার। এবং তার সাথে সাথে দোষী লোকের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। তা বলে আমরা এরকম duplimacy করব না যে এখানে পুলিসের বিরুদ্ধে কথা বলব এবং ওখানে পুলিশকে encourage করব যে কিছু কর না। যদি কর তবে বিরোধীতা করব। এ সমস্ত যুক্তির আমি সম্পূর্ণ বিরোধীতা করি। এবং তাদেরকে আবেদন জানাই যাতে উনারা যাতে পুলিসকে সহযোগিতা করেন এবং জনসাধারণের তথা ত্রিপুরাবাসীর জীবনরক্ষা, মান রক্ষা এবং শান্তি রক্ষার জন্য যেন এগিয়ে আসেন।

Mr. Dy. Speaker :—I would now call on Hon'ble member Shri Ghanashyam Dewan.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অঘোর বাবু Law & Order Deteriorate করেছে বলে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করি। এইজন্য যে আমাদের সরকার ত্রিপুরাবাসীর ধন, মান, রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সেই শান্তি যাতে বিঘ্নিত হয়, জন নিরাপত্তা যাতে না থাকে, সীমান্ত যাতে অশান্ত হয় তজ্জন্য যাহারা এই Houseএ নিরাপত্তা, নিরাপত্তা চাই বলে চীৎকার করছেন কিন্তু তাদের কাজে কর্মে নিরাপত্তা চান বলে মনে হয় না। আরো দেখা যাক কোন দেশে বা কোন রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীরা বা সমাজবিরোধীরা যখন তৎপর হয় তখনই এদেশের মধ্যে এই রকম দেখা দেয় এবং রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়। এ রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আমরা দেখি মিজো ও সেংক্রাকের হাতে নিরীহ উপজাতাদের ও অউপজাতীদের উৎপীড়ন দশদা আনন্দবাজার, সামের ইত্যাদি অঞ্চলে এরকম উৎপীড়ন বরাবরই চলছে। নীরবভাবে জীবনযাপন করবার আবেদন করেছেন। সেখানে আমরা দেখতে পাই দুর্গাপুর অঞ্চলে সেংক্রাকদের অত্যাচার এবং মিজোদের হামলা। এই যে মিজোদের হামলা এবং সেংক্রাকদের উৎপাত এর মূলেই সমাজ বিরোধীদের এবং সন্ত্রাসবাদীদের হাত আছে। সেটা আমি নিজে জানি—এবং কি করে জানি, এটা একেবারেই বিজ্ঞানের মতই সূক্ষ্ম। পঞ্চম সিডিউল দাবী করার পরেই গত ইলেকসনের সময় চীফ সেক্রেটারী এসে বলল যে ত্রিপুরাবাসীরা যখন ইহা প্রত্যাখ্যান করল তখনই সেংক্রাকদের উৎপত্তি হল। জনযুদ্ধে অর্থাৎ ভোটযুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে যদি শাসনতন্ত্র হাত করতে না পারেন তখন গায়ের জোরে হলেও, বন্দুক দিয়ে হলেও শাসনতন্ত্র নিতে হবে। আগরতলায় দেওয়ালের মধ্যে দেখা যায় বন্দুকের নলই নাকি অগ্নি শক্তির উৎস। বন্দুকের নল শক্তির উৎস যাহারা বলে আজ ত্রিপুরায় যে পুলিশ বাহিনী দেশে শান্তি রক্ষার জন্য সরকার থেকে রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে Challange to the anti Socials। সুতরাং এই যে সমাজদ্রোহীরা যারা আজকে বন্দুকের আশ্রয় নিতে চায়, তলোয়ার দিয়ে নয়, বক্তৃতা দিয়ে নয়; শুধু বন্দুকের নল দিয়েই। সুতরাং তারাই আজকে শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে আমাদের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার দরুন আমাদের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটে। কাজেই তাদের মধ্যে এবং সরকারের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দিবে। আমাদের পুলিশ বাহিনী আছে, আমাদের শাসন ব্যবস্থা আছে, আমাদের সরকার সেদিক দিয়ে তৎপর এবং অবিচল। আমরা দেখেছি সীমান্তের মধ্যে প্রহরী, রাজ্যের মধ্যে দেখেছি আমরা শাসন ব্যবস্থা এবং এই যে শাসন ব্যবস্থা সেখানেও তারা তৎপর রয়েছে। কাজেই আজকে দেশের মধ্যে, সমাজের মধ্যে দুষ্ট ক্ষতের মত সমাজ বিরোধীরা যদি সরকারের বিরোধীতা করতে পারে, নাগরিক জীবনের নিরাপত্তার বিরোধীতা করতে পারে, শান্তির বিরুদ্ধে তারা যদি মানুষগুলিকে লেলিয়ে দিতে পারে তাহলে সরকার অচল হয়ে পরবেই এবং অচল হলে তাদের লাভ আছে। তখন পশ্চিম বাংলার মত তারা এখানে একটা সরকার কায়েম করতে পারবে। যেমন আজকে পশ্চিম বাংলার মধ্যে সরকার কায়েম করার পরও C.P.M. এর প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে এবং যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য সরিক দলগুলি কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। যার ফলে ঘর থেকে রাস্তায় বেরুতে পারছে না। কলকাতার মত বিরাট শহরে তাদের কোন নিরাপত্তা নেই।

এই সেইদিনও দেখা গেল অনন্তসিং সমস্ত ব্যাংক ডাকাতির মূলে। ছামনুতে সি. পি. এম. এর লোকেরা ঘর এবং গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। এবং তারা যাতে আবার ছামনুতে তাদের পার্টির শক্তি বাড়াতে পারে সেই চেষ্টা তারা চালাচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণ তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই মস্তান শব্দটা এসেছে কোথা থেকে? এই সমাজদ্রোহীদের তৎপরতার পর থেকেই এটা এসেছে। এই মস্তান আরও বাড়বে যদি ত্রিপুরা সরকার এই সমাজদ্রোহীদের দমন না করেন। যাই হোক আমাদের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে বদ্ধ-পরিকর যে ত্রিপুরাতে যখনই সমাজদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তখনই তাদের দমন করা হবে। ৫০ সনের ঘটনা থেকেই তাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত ছিল। আমার অনুরোধ যে সরকার যেন দেখেন যে ৫০ সনের মতো মানুষ যেন বাড়ী ঘাটে খুন না হয়, পথে ঘাটে কুকুর শেয়ালের মত যাতে না মরে। পুলিশ যদি তার কর্তব্যে অবহেলা করে তাহলে তার জন্য আইন আছে, বিচার আছে। সুতরাং তারা যদি আদালতে না গিয়ে গণ আদালতে যায়, যেমন মজুমদার সাহেব বলেছেন তাহলে পুলিশকেই সমাজদ্রোহীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়। আমি জানি পুলিশের মধ্যে ভাল লোক আছে। সব পুলিশ খারাপ নয়। পুলিশ কাজ করেনা, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে সেটা কি করে সম্ভব? আমি জানি পুলিশ যদি নাগরিকরা চায় তাহলে নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু যেখানে সমাজদ্রোহীরা তৎপর সেখানে পুলিশও যেতে সাহস পায় না। কিন্তু আজকে তারা হাউসের মধ্যে এই কথা তুলেছেন যে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার ঠিক নাই। কিন্তু আমি মনে করি ল' অ্যাণ্ড অর্ডার ঠিকই আছে এবং ভবিষ্যতেও ঠিকই থাকবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ —মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন ল' এণ্ড অর্ডার সম্পর্কে, সেই সম্পর্কে আমি বলব যে ত্রিপুরায় যে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার আছে, সেকথা অন্ততঃ আমার মনে হয় না। এই প্রস্তাবের বিরোধীতা কংগ্রেস পার্টির মাননীয় সদস্যরা করবেন সেটা আমরা জানি। কারণ এই আইন শৃঙ্খলা মাত্রও তারা কার্যকরী করতে ইচ্ছুক নয়। আমরা যদি কোর্টের কার্যাবলী দেখতে পাই তাহলে আমরা দেখব যে ট্রাইবেলের জমি নন-ট্রাইবেল নিয়ে গিয়েছে- কোর্টে নালিশ করে সে জমি তারা পেয়েছে, কিন্তু আজকে পর্যন্তও সেটা তারা দখলে আনতে পারেনি, এমন অনেক নজির এই ত্রিপুরার মধ্যে আছে। এই ব্যাপারে একটা এনকোয়েরী কমিটি হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন এনকোয়েরী হয় নাই। কল্যাণপুর কোদাক একটা ট্রাইবেল কলোনী যেটা আছে, সেটাকে কলোনী বলে মনে হয়না, আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন, কারণ সেখানে ট্রাইবেল নাই। তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ট্রাইবেলদের সেখান থেকে জমি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কোর্টের মাধ্যমে তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা সেই জমি করতে পারে নাই সেখানে। শুধু কোর্টের, ভিতর দিয়েই নয় জাল দলিল করেও তাদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। সরকার সমবায় সমিতির নাম করে অনেক ঋণ সেখানে অনেক সদস্য নিয়েছেন কিন্তু সেই ঋণগুলি কি করছেন আজ পর্যন্ত আমরা বলতে পারিনা। তা ছাড়া আমরা দেখি কর্মচারীদের উপর নানারকম বেআইনি

করা হয়। এই সমস্তের জন্য কংগ্রেস সদস্য যারা রয়েছেন তারাই সম্পূর্ণ দায়ী বলে আমি মনে করি। কাজেই আইন শৃংখলা বাজো আছে বলে আমার মনে হয় না। যদি মানুষকে বাচাতে চাই, তাহলে পরে আইন শৃংখলা বজায় রাখা দরকার, এই বলে আমি অঘোর বাবুর মোশান সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Rankhal.

Shri Rabindra C . Deb Rankhal :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা Law and Order সম্পর্কে যে Motion এনেছেন আমি সেটার বিরোধীতা করি। এই Motion এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে সেংক্রাক সৃষ্টি। এই তথ্য সম্পূর্ণ অসত্য এবং অবাস্তর কথা। আমি এই ত্রিপুরার বহু জায়গায় ঘুরেছি যেখানেই যাই সেখানেই শুনেছি যে সেংক্রাকের নেতাকে কমরেড বলা হয়। তারা নাকি সি, পি, এম কমরেড। সেংক্রাক নেতারা সর্বত্র কমরেড বলে আপ্যায়িত হয়। আর যে সমস্ত সেংক্রাক নেতা ধরা পড়ছেন তারা সকলেই কমরেড বলে পরিচিত। অঘোর বাবুকে অভিরাম বাবু আরও বলেছেন যে মস্তান মুখ্যমন্ত্রীরও সৃষ্ট। এই সব অবাস্তর এবং অসত্য কথা। আমি খোয়াই, ধর্মনগর, কৈলাসহর প্রভৃতি সাব ডিভিসনে দেখছি যে সি, পি, এম রা মিছিলে শ্লোগান দেয় পুলিশ আমরা ভাই ভাই। মিছিলের সময় পুলিশ সামনে থাকলে তারা এই শ্লোগান বেশী করে দেয় পুলিশ আমরা ভাই ভাই। কি কারণে পুলিশ দেখলে এই শ্লোগান দেয় এটা তারাই বলতে পারে। তবে অঘোর দেববর্মার Law and Order সম্পর্কে যে Motion তার বিপক্ষে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীঅঘোর দেববর্মা এই হাউসে একটা মোশান এনেছেন সেটা হচ্ছে—

Deterioration of Law and Order of the State be taken into consideration.

কি করে সেটা তারা বলেন, সেটার যে যুক্তি নেই এবং প্রকৃত তথ্য নয়, সেটা এই বৎসরে যে যে ডাকাতি যে যে ঘটনা হয়েছে, মার্ডার হয়েছে ইত্যাদি হয়েছে, তার একটা বিষদ বিবরণ এখানে পেশ করছি—

	April to June, 1969.	July to August 1969.	Sept to Dec., 1969.
Murder	8	6	8
Dacoity	16	12	8
Rubbery	5	1	5
Smuglary	121	138	97
Rioting	57	84	71
Theft	326	397	375
Others	883	356	391
Total :	1016	994	955

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই টোটাল ইজ ডিক্রিজিং। আমাদের আইন ও শৃংখলা পলিটিক্যাল সিচুয়েশান, ইকনমিক এবং সোস্যাল কণ্ডিশানের উপর নির্ভর করে এবং তারাই স্বীকার করেছেন বিভিন্ন স্লোগানের মধ্য দিয়ে যে পুলিশ আমরা ভাই ভাই। তবে বিরোধীরা যে একথাটা স্বীকার করেছেন সেটা ভাল কথা। আমাদের ডেমক্রেটিক কান্ট্রি এবং তাঁরা যে পুলিশকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছেন তাতে বুঝা যায় পুলিশ পারফরমেন্স এ মিরাকুলাস ওয়ার্ক টু কিপ দি ল' এণ্ড অর্ডার সিচুয়েশান পারফেক্টলি। সেইজন্য পুলিশের মর্যাদা উনারা স্বীকার করেছেন এবং সেই জন্য আমরা খুবই আনন্দিত। গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশকে যারা ভাই ভাই হিসাবে চিন্তা করেন এবং সেটা যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্র তত সেট্রংদেন হবে এবং আইন ও শৃঙ্খলা সুষ্ঠুভাবে, সুন্দর ভাবে আমরা কার্যকরী করতে পারব। তবে এই প্রস্তাব কেন এখানে রাখা হল, তাদের মুখ দিয়ে তা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। কারণ যেখানে আমি স্টেটিষ্টিক্স দিয়ে দেখিয়ে দিলাম যে মার্ডার, ডাকাতি দিন দিন কমছে। সেখানে তারা বলছেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপর কতগুলি অভিযোগ করেছেন সেইগুলি হল বর্ডারে ক্যাটল লিফটিং হচ্ছে, অশান্তি হচ্ছে এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যারা সেখানে থাকেন তারা সেগুলি পাচার করে থাকেন। কিন্তু আমাদের পাকিস্তান এবং ইণ্ডিয়ার সীমান্তে সীমান্তে এখন পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যেটা আমরা দেখেছি রাশিয়া এবং চীনের এতএব দেখা যাচ্ছে। তারপর কতগুলি পার্টিকুলার কেস্ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সেটা হল হেম চক্রবর্তী, অন্নপূর্ণার মালিক, তিনি বাড়ীতে যাচ্ছিলেন, তার উপর হামলা চালানো হয়েছিল এবং তারাই স্বীকার করেছেন যে তার শক্তি ছিল, বলে উনি সেখান থেকে রেহাই পেয়েছেন......

তাই বলছিলাম যে দুবৃত্তের সংগে লড়াই করবার প্রবৃত্তি প্রত্যেকের থাকা দরকার, তার সেই প্রবৃত্তি উনার ছিল বলেই তিনি সেখান থেকে রেহাই পেয়েছেন। অতএব তারা নিজেরাই দুবৃত্ত এবং তাই দুবৃত্তের হাতে থেকে তারা কখনও বাঁচতে পারেন না, তারা সেই কথাই বলছেন। তাই তারা নিজেকে প্রমাণ করছেন এ্যান্টি সোসিয়াল বলে এবং তারাই এসব এ্যান্টি

সোসিয়াল কাজ করছেন। অতএব সেই জায়গাতে আমরা বলব যে গণতান্ত্রিক দেশে কেবল মাত্র পুলিশই শান্তি রক্ষা করতে পারেন না। স্বাধীন দেশে শান্তি রক্ষা করতে গেলে সেই দেশের জনসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সেই সহযোগিতা করার তাদের রাইট আছে। তাই আমি আবেদন করব যাতে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী করা উচিত যেখানে রঙ্গকে এবং অন্যায়কে ফেস করা যায়। কিন্তু তাদের সেই সাহস নেই, আর সেই সাহস নেই বলে আজকে তারা আতংকগ্রস্ত হয়েছেন এবং সেইজন্যই তারা এসব কথা এখানে বলছেন। এই আতংক-গ্রস্ত হয়ে তারা এখানে কতগুলি প্রশ্ন রেখেছেন যে আমরা ঘেরাও হচ্ছি, কতবার ঘেরাও হয়েছে, কতবার গণডেপুটেশান হয়েছে। আর ঘেরাওটা যে বে-আইনী কাজ, সেটা তারা করেছেন ল এ্যাণ্ড অর্ডার ভাংবার জন্য, তারা সেইসব অন্যায় করছেন। তারা কর্মচারীদের ঘেরাও করে রেখে দিয়েছেন, তাদের সেখানে খাওয়ার পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন; তারা তাদেরকে সেখানে বাইর হতে দেন নি, তারা অর্গানাইজড ওয়েতে এসব করে প্রত্যেকটি জায়গাতে আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। কাজেই সেখানে শান্তি রক্ষা করা খুবই শক্ত ব্যাপার। অতএব আমরা আশা করব পলিটিক্যাল পার্টিরা যারা গণতান্ত্রিক মতবাদে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত তারা যেন ল এ্যাণ্ড অর্ডারের ব্যাপারে জনসাধারণের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে তুলেন এবং তার মধ্য দিয়েই বেটার ল এ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশান আমরা ক্রিয়েট করতে পারব। আর যারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না, তাদের পক্ষে এসব কাজ ও কথা বলা অসম্ভব কিছু নয় বরং এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তারা জানে দুটি কাজ, তার একটা হল তার পার্লামেন্ট বা এ্যাসেম্বলীতে ঢুকে সেখানে গণতন্ত্রকে ব্যহত করবে আর বাইরে যতসব হল ইলিগ্যাল কাজ আছে, সেগুলি করে যাবে। তারা নিজেরা এই দুটি কাজ একত্রে করছেন এর ফলে তারা নিজেরাই বিপদে পড়ছেন দিনের পর দিন। তারা এখন দেখছেন সখাত সলিলে তারা ডুবে মরছেন। তারা নিজেরা যে গর্ত খুঁড়ে ছিলেন অন্যকে কবর দেওয়ার জন্য, এখন সেই গর্তে তারা নিজেরাই পড়ে কবরস্থ হচ্ছেন। আর সেজন্যই যত দোষ তারা করেছেন সেগুলি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজের বাঁচতে চাইছেন। কিন্তু এই জগতে সেটা সম্ভব নয়, ইতিহাসের ব্যাখ্যা করলেই আমরা সেটা সহজে বুঝতে পারব। আমরা দেখেছি তারা ঐসব জায়গাতে ল লেসনেস সৃষ্টি করে আবার তারাই চীৎকার দিচ্ছেন যে ঐ দেশে সেখানে ল এ্যাণ্ড অর্ডার বলতে কিছু নেই। আবার বাহিরে এ সব কাজ করে এসে পার্লামেন্ট বা এ্যাসেম্বলীতে এসে তারা বক্তৃতার মাধ্যমে সেগুলি পরিবেশন করছেন আর বলছেন যে সব গেলরে সব গেলরে, এই হল তাদের চরিত্র। গণতন্ত্রের দেশে মেজরিটি যদি থাকে, তাহলে গণতন্ত্র থাকবে। অবস্থাটা এমন দেখছি যে তারা গণতন্ত্র বলতে তারা কিছুই জানেন না। মেজরিটি থাকুক আর না থাকুক ওতে তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু সেই অধিকার গণতন্ত্রের দেশে কেউ কোনদিন স্বীকার করবে না। তাই সেখানে কোন সরকারের পতন ঘটাতে পারে না যদি তার সেই পরিমাণ মেজরিটি থাকে। আবার মেজরিটি হতে হলে জনসাধারণের আস্থাভাজন হতে হবে। অতএব জনসাধারণের আস্থাভাজন নয় এই ধরনের কতগুলি অমূলক কথা তারা এখানে চীৎকার করে বলছেন, এবং রেজিগনেশান দেওয়ার জন্য বলছেন। তার মানে হল এটা মটিভেটেড তারা এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই মোশানটি এখানে এনেছেন, যাতে

তাদের রাজনৈতিক চালকে জয়যুক্ত করতে পারেন। সেজন্য আমি তাদের সেইসব কথাবার্তার প্রতিবাদ করছি। যদি কোথাও কোন কর্মচারী অন্যায় করেন, তাহলে তা দেখার জন্য আইন রয়ে গেছে এবং সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন, কোর্টে যেতে পারেন। কিন্তু জোর করে হামলা বাধিয়ে সেখানে অধিকারকে সংরক্ষণ করা যায় না বরং সেই হামলাবাজির আরও বেড়ে উঠবে। অতএব হামলা করার ক্ষেত্রটাকে তারা প্রস্তুত করছেন বলে আমার মনে হয়, আর সেজন্য তারা এখানে এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করছেন, কেননা তারা যেসব হামলা বা ইলিগ্যাল এ্যাক্টিভিটিস চালিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলিকে যাতে জয়যুক্ত করা যায়। এই ধরণের একটা আবহাওয়া তারা সৃষ্টি করতে চাইছেন, সেটা তাদের বক্তৃতার মধ্য দিয়েও প্রতিভাত হয়েছে। তাই আমি এখানে আবেদন রাখব আমরা যাতে আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি, সেজন্য আমাদের নাগরিকদের যে সমস্ত রাইট এবং ডিউটিস আছে, সেগুলির প্রতি যেন আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখি এবং সেই অনুসারে আমরা অগ্রসর হবো যাতে করে আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে। আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরার মানুষ এসব দিক দিয়ে অত্যন্ত সচেতন আছেন এবং ত্রিপুরার মধ্যে আইন শৃঙ্খলা ঠিকভাবে বজায় থাকে সেজন্য তারা সর্বোতোভাবে চেষ্টা করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Discussion is over. The House stands adjourn till 11 A.M. Wednesday, the 11th February, 1970.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE 'A'

STARRED QUESTION NO. 511 (Postponed),

By Shri Suresh Chandra Choudhury.

প্রশ্ন

১। ভূতপূর্ব্ব D.M, S.M. Kanwar বদলীর আদেশ পাইয়া ত্রিপুরার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিদর্শন করিয়াছেন এবং সরকারী গাড়ী ব্যবহার না করিয়া নিজের গাড়ী দিয়া Tour করিয়াছেন ইহার কারণ কি ?

২। তিনি সেই সময় কত টাকা T.A. এবং D.A. পাইয়াছেন ?

উত্তর

১। Shri S. M. Kanwar বিভিন্ন অফিস এবং আদালত পরিবর্শন করিবার জন্য ব্যাপকভাবে সমগ্র ত্রিপুরা ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহা সরকারী কার্য্য সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল। যে কোন কর্মচারী সরকারী পরিদর্শন উপলক্ষে নিজের গাড়ী ব্যবহার করিতে পারেন।

২। তিনি ১৯৬৮-৬৯ইং সনে মোট মং ৪,৩৯৭.২৫ পয়সা ত্রিপুরায় পাথেয় ভাতা বাবদ পাইয়াছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 916
By Shri Abhiram Deb Barma

QUESTION

১) গত ২৯শে ডিসেম্বর ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদীর) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক ত্রিপুরা সরকারের নিকট একখানা স্মারক লিপিতে বিলোনীয়া শহরের ৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘটনাবলী প্রভৃতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছিলেন কি ;

২) যদি করিয়া থাকেন, তবে ঐ স্মারক লিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

৩) ঐ সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বণ করিয়াছিলেন ?

ANSWER

1. হাঁ, yes.

2. দক্ষিনপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র সংগঠন (All India Students Federation) ও কংগ্রেস পরিচালিত ছাত্র সংঘটন (National Students Council) একত্রিত হয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র সংঘটন (Students Federation) ও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট সদস্য ও সমর্থকদের আক্রমণ করিয়া ৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মারধর করিয়াছে ইত্যাদি মর্মে অভিযোগ করা হইয়াছে।

3. পুলিশকে শান্তি রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং কয়েকটি মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

Annexure—B'

UNSTARRED QUESTION NO. 630
By Shri Ghanashyam Dewan

প্রশ্ন

ক) ১৯৬০ সন হইতে ১৯৬৮ সন পর্য্যন্ত কত পরিবার ভূমিহীন উপজাতি খাস ভূমি বন্দোবস্ত পাইয়াছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

খ) উক্ত সময়ের মধ্যে কত পরিবার জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সাহায্য পাইয়াছেন তাহারও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

ক) ১৯৬০ ইং হইতে ১৯৬৮ ইং সন পর্য্যন্ত ৩,০২৪টি ভূমিহীন আদিবাসী পরিবার খাস ভূমিতে পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। একটি বিভাগ ভিত্তিক বিবরণী "ক" পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

খ) ঐ সময় মধ্যে ৯,১৪৫টি জুমিয়া পরিবার জুমিয়া পুনর্বাসনের সুযোগ পাইয়াছেন। একটি বিভাগ ভিত্তিক বিবরণী সঙ্গীয় "খ" পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

Number of landless Sch. Tribe families rehabilitated under settlement of landless Sch. Tribe Schemes

Year	Name of Sub-Division	Number of familes settled
1	2	3
1.1960—68	Sabroom	910 familes
2. ,,	Sadar	899 ,,
3. ,,	Khowai	646 ,,
4. ,,	Belonia	239 ,,
5. ,,	Kamalpur	79 ,,
6. ,,	Kailashahar	35 ,,
7. ,,	Dharmanagar	No landless Sch. Tribes settlement given in Dharmanagar.
8. ,,	Udaipur	-do
9. ,,	Sonamura	-do - as Dharmanagar
10. ,,	Amarpur	216 families
	Total :—	3,024 families

Number of Jhumia families rehabilitated (showing Sub-Division-wise break up)

Year	Name of Sub-Division	Number of familes settled
1960-61	Khowai	78 familes
,,	Udaipur	65 ,,
,,	Amarpur	150 ,,
,,	Sonamura	18 ,,
,,	Belonia	37 ,,
,,	Kailashahar	532 ,,
,,	Sabroom	188 ,,
,,	Dharmanagar	232 ,,
,,	Sadar	284 ,,
,,	Kamalpur	105 ,,
	Total :—	1,689 families

1	2	3
1961—62	Sadar	333 families
,,	Khowai	21 ,,
,,	Kamalpur	292 ,,
,,	Kailashahar	7 ,,
,,	Dharmanagar	102 ,,
,,	Sónamura	48 ,,
,,	Udaipur	90 ,,
,,	Amarpur	124 ,,
,,	Belonia	27 ,,
,,	Sabroom	140 ,,
	Total :—	1,184 familes
1962-63	Sadar	161 families
,,	Khowai	46 ,,
,,	Kamalpur	219 ,,
,,	Kailashahar	13 ,,
,,	Dharmanagar	198 ,,
,,	Sonamura	8 ,,
,,	Udaipur	54 ,,
,,	Amarpur	143 ,,
,,	Belonia	64 ,,
,,	Sabroom	159 ,,
	Total :	1,065 families
1963-64	Sadar	165 families
,,	Khòwai	— ,,
,,	Kamalpur	107 ,,
,,	Kailashahar	—
,,	Dharmanagar	85 ,,
,,	Sonamura	...
,,	Udaipur	61 ,,
,,	Amarpur	135 ,,
,,	Belonia	287 ,
,,	Sabroom	64 ,,
	Total :	904 families
1964-65	Sadar	11 families
,,	Belonia	89 ,,
,,	Khowai	97 ,,
,,	Udaipur	85 ,,

1	2	3
1964-65	Sabroom	41 ,,
,,	Kamalpur	44 ,,
,,	Kailashahar	507 ,,
,,	Dharmanagar	125 ,,
,,	Sonamura	9 ,,
,,	Amarpur	—
	Total :	1,008 families
1965-66	Amarpur	238 families
,,	Kailashahar	110 ,,
,,	Khowai	27 ,,
,,	Belonia	186 ,,
,,	Udaipur	171 ,,
,,	Sonamura	5 ,,
,,	Dharmanagar	97 ,,
,,	Sadar	7 ,,
,,	Kamalpur	—
,,	Sabroom	—
	Total :	841 families
1966-67	Sadar	153 families
,,	Kailashahar	258 ,,
,,	Dharmanagar	263 ,,
,,	Sonamura	57 ,,
,,	Udaipur	—
,,	Amarpur	—
,,	Belonia	174 ,,
,,	Subroom	126 ,,
,,	Kamalpur	—
,,	Khowai	—
	Total :	1 336 families
1967-68	Sadar	75 families
,,	Khowai	76 ,,
,,	Kamalpur	—
,,	Kailashahar	377 ,,
,,	Dharmanagar	51 ,,
,,	Sonamura	123 ,
,,	Udaipur	320 ,,
,,	Amarpur	—
,,	Belonia	15 ,,
,,	Sabroom	81 .l
	Total :	1,116 families.

UNSTARRED QUESTION NO. 796.

By Shri Upendra Kumar Roy.

QUESTION

1. What is the total amount given as Dadan loan to the Tribals of Belonia Sub-Division from 1st July, 1963 to 31st March, 1969. Gaon Sabha-wise statement is required ?
2. How many times has Dadan Loans been given to each Gaon Sabha ?
3. By whom the said land is distributed among the Tribal cultivators ?
4. What amount of the loan money has been unpaid by the loaness and what amount still remain unpaid ?
5. Will the Govt. make allotment for Dadan loan made blockwise instead for village-wise and pay it to the deserving tribals through B. D. C. ?

ANSWER

1. Rs. 1,67,940.00. A Gaon Sabhawise statement is attached herewith.
2. Requiste information has been given in Col. 4 of the attached statement.
3. By Gazetted Officers viz. Addl. S. D. O., Rahab. Officer and Circle Officers.
4. The entjre amount of Dadan loan distributed remain unpaid.
5. Government placed fund at the disposal of the District Magistrate & Colleetor on requisition. Allotment is made to the S. D. Os according to the requirement. S. D. Os senction and distribute loan in different areas after proper enquiry by a gazetted officer.

Gaon Sabhawise statement as per Assembly Question No, 796 for disbursement of Dadan loan from 1. 7. 63 to 31. 3. 69.

Sl. No.	Name of Gaon Sabha	Amount disbursed	No. of times Dadan loand distributed to Gaon Sabha
1	2	3	4
1.	Kamalpur	Rs. 4,920.00	2
2.	Rangamura	Rs. 5,290.00	7
3.	Pipariakhola	Rs. 3,905.00	5
4.	Chittamura	Rs. 3.480.00	5
5.	Patichari	Rs. 4,910.00	5
6.	Manu	Rs. 10,830.00	8

7.	Kathalia	Rs. 45,735.00	27
8.	Santirbazar	Rs. 5,495.00	7
9.	Gardhang	Rs. 3,440.00	5
10.	Kalabaria	Rs. 1,200.00	1
11.	Muhuripur	Rs. 5,385.00	7
12.	Bagafa	Rs. 300.00	1
13.	Sarasima	Rs. 510.00	1
14.	Kalashi	Rs. 6,560.00	6
15.	Birendranagar	Rs. 6,430.00	5
16.	Hichaeherra	Rs. 9,340.00	6
17.	Sonaicherra	Rs. 3,260.00	4
18.	Bapadua	Rs. 1,905.00	4
19.	Dehipur	Rs. 3,945.00	6
20.	Hrishyamukh	Rs. 3,390.00	5
21.	Krishnagar	Rs. 4.600.00	5
22.	Ratpnpur	Rs. 7.505.00	10
23.	East Pillak	Rs. 5,720.00	4
24.	Madhya Pillak	Rs. 5,200.90	5
25.	West Pillak	Rs. 1,780.00	3
26.	Laxmicherra	Rs. 13,900.00	10
27.	East Chatakbai	Rs. 25,00	2
	Total :—	Rs. 1,67,940.00	

UNSTARRED QUESTION NO. 750

(Postponed)

By Shri Nishi Kanta Sarkar

QUESTION

১) কতজন সরকারী কর্মচারী ১৯৬৯ ইং সনে অবসর প্রাপ্তির নোটীশ পাইয়াছেন ?

২) তাহাদের মধ্যে কতজন এক বৎসর বা দুই বৎসরের জন্য extension পাইয়াছেন (মহকুমা ভিত্তিক) ?

৩) অবসরপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী পুনঃ নিয়োগ হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে কেহ কন্টিনজেন্ট মিনিয়েল হিসাবে পুনঃ নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা ? হইলে মহকুমা ভিত্তিক তাহাদের সংখ্যা কত ?

ANSWER

১) ১১৭ জন (১৯৬৯ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত)

২) মোট ২৫ জন

সদর	—১৪
অমরপুর	— ১
ধর্ম্মনগর	— ২

কৈলাসহর — ৩
খোয়াই — ২
সোনামুড়া — ২
উদয়পুর — ১

২৫

৩) মোট—১৩ জন সদর —১০
সোনামুড়া— ১
বিলোনীয়া— ১
কৈলাসহর — ১

১৩

উক্ত সংখ্যার মধ্যে একজন কন্টিনজেণ্ট মিনিয়েল হিসাবে পুনঃ নিযুক্ত হইয়াছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 297.

(Postponed)

By **Shri Abhiram Deb Barma**

QUESTION

১। ত্রিপুরার কোন মহকুমায় (ক) Community Development (খ) R.W.S. (গ) Local Development (ঘ) P. W. Deptt. মাধ্যমে কতটি রিংওয়েল টিউবওয়েল স্থাপন করা হইয়াছে।

২। উহার মধ্যে কয়টি অকেজো হইয়া আছে তাহার হিসাব।

৩। মেরামতের জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে উহার মেরামতের জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছে ?

৪। এই বরাদ্দ যথেষ্ট না হইলে উহা বাড়ানো হইবে কিনা ?

ANSWER

১। প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Name of Sub-Divisions	Tube well set up				Ring well set up			
	R.W.S	L. Dev.	Com. Dev.	PWD	R.W.S.	L. Dev.	C. Dev.	P.W.D
1. Sadar	533	101	119	***	146	54	59	***
2. Khowai	204	85	19		46	24	3	
3. Kailashahar	154	34	3		101	29	68	
4. Kamalpur	128	52	—		21	196	174	
5. Amarpur	94	62	21		3	40	40	

6.	Sonamura	137	67	57		36	3	3
7.	Belonia	132	65	46		57	6	6
8.	Dharmanagar	154	20	1		63	11	108
9.	Sabroom	95	31	44		25	25	47
10.	Udaipur	136	40	—		45	6	—

*** P. W. Deptt. has no business with the sinking of tube-wells and ring wells.

২। প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	Name of Sub-Divn.	Tube well-disordered				Ring well disordered.			
		R.W.S.	L. Dev.	Com. Dev.	P.W.D.	R.W.S.	L. Dev.	Com. Dev.	PWD
1.	Sadar	62	54	20	***	50	6	18	***
2.	Khowai	31	19	4		19	3	11	
3.	Kailashahar	22	11	—		25	14	17	
4.	Kamalpur	34	21	60		7	42	—	
5.	Amarpur	19	13	3		1	10	7	
6.	Sonamura	30	17	13		15	—	1	
7.	Belonia	46	15	16		18	—	3	
8.	Dharmanagar	40	10	—		23	5	17	
9.	Sabroom	30	10	30		15	—	20	
10.	Udaipur	25	10	—		21	—	—	
		339	180	146 (Total 665)		194	80	94 (Total 368)	

*** P. W. Deptt. has no business with the sinking of Tube-wells and Ring wells.

৩। ১৯৬৮-৬৯ সালে ৪,১৪,৬০০্ টাকা বরাদ্দ আছে। খারাপ টিউবওয়েল ও রিংওয়েল মেরামতের জন্য কনট্রাক্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। সামান্য মেরামতের কাজ বিভাগীয় মেকানিক দ্বারা করানো হইতেছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 749
(Postponed)

By Shri Nishi Kanta Sarkar

QUESTION

১) ত্রিপুরার যে সব সরকারী কর্মচারীরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে চাকুরীতে রত আছেন, মহকুমা ভিত্তিক তাহাদের সংখ্যা কত? ঐরূপ কর্মচারীর ১ম, ২য় এবং তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা কত?

ANSWER

১) তথ্যাদি এতৎসঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই ত্রিপুরা সরকারের চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন, এরূপ কর্মচারীদের মহকুমা ও শ্রেণী ভিত্তিক সংখ্যা :—

Name of Sub-Division.		Class I Officer.		Class II Officer.		Class III Officer.
Sadar	—	7	—	98	—	913
Khowai	—	—	—	5	—	123
Kamalpur	—	1	—	3	—	67
Khailashahar	—	—	—	4	—	113
Dharmanagar	—	—	—	9	—	113
Sonamura	—	—	—	6	—	68
Udaipur	—	—	—	6	—	140
Belonia	—	—	—	6	—	103
Sabroom	—	—	—	2	—	37
Amarpur	—	—	—	3	—	45
TOTAL :—		8		142		1,721

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

11th February, 1970

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 11th February, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Minister, the Deputy Speaker and twenty-two Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—Shri Bajuban Riyan.

Shri Baju Ban Riyan :—Starred Question No. 441

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 441

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে নিম্নলিখিত অংশ মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভের অর্ডারে আছে—

"No tenant among the five classes of people shall be entitled to dispose of any land within the reserve area to a man of any other community by way of gift, sale, mortgage or lease not in barga or korfa system or to quit possession on any other plea.' If any one does so, it shall be null and void and the Government shall have the right to take over the land under khas possession and settle it out to any of the above mentioned five classes of tribal people".

২) যদি সত্য হয় বর্ত্তমানে এই সর্ত্ত যথাযথ ভাবে কার্যকরী হইতেছে কি না ?

৩) না হইয়া থাকিলে, কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ,

২) হ্যাঁ,

৩) প্রশ্ন উঠে না ।

Mr. Speaker :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :—Starred Question No. 491.

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 491.

প্রশ্ন

১) উদয়পুর সাব ডিভিশনের শালগড়া ও রাধাকিশোরপুর তহশীলের ট্রাইবেল রিজার্ভে ভূমির পরিমাণ কত ?

১) ত্রিপুরার মহারাজার আমলে উক্ত এলাকা সমূহে ট্রাইবেল রিজার্ভ ভূমির পরিমান কত ?

উত্তর

১) ১২০ বর্গমাইল।

২) ১৫০ বর্গমাইল।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শালগড়া তহশীলে কত এবং রাধাকিশোরপুর তহশীলে কত জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে তথ্যটা এখানে দেওয়া হয়েছে, এটা কোন কোন গ্রামের কত অংশ জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ফুলকুমারী মৌজার কত অংশ রিজার্ভের মধ্যে আর কত অংশ রিজার্ভের বাহিরে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৩৯।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৩৯

প্রশ্ন

১) ১৯৬৯ ইংতে ত্রিপুরার স্কুল ও কলেজগুলিতে কতবার ষ্ট্রাইক হইয়াছে, তাহার স্কুল ও কলেজ ভিত্তিক হিসাব ?

২) যে সকল দাবীতে এই ষ্ট্রাইক হয়, তাহা সরকার কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছে কি, বিবেচিত হইয়া থাকিলে, তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১) ১৯৬৯ ইং তে ত্রিপুরার স্কুল ও কলেজগুলিতে নিম্নরূপ ষ্ট্রাইক হয়েছে :—

ক্রমিক নং	স্কুল ও কলেজের নাম	ষ্ট্রাইকের দিন
১)	বোধজং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, আগরতলা	১
২)	ধর্ম্মনগর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	১
৩)	কে, সি, গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কমলপুর।	১
৪)	খোয়াই গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	১
৫)	উদয়পুর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	৪
৬)	ইউ, কে, একাডেমী, আগরতলা	১
৭)	আর, কে, ইনষ্টিটিউশান, কৈলাসহর	২
৮)	বি, বি, ইনষ্টিটিউশান, ধর্ম্মনগর	২
৯)	কে, বি, ইনষ্টিটিউশান, উদয়পুর	৪

১	২	৩
১০)	কমলপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	১
১১)	তেলিয়ামুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	২
১২)	নবগ্রাম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	২
১৩)	বগাফা আশ্রম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	১
১৪)	কাকড়াবন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	২
১৫)	এন, সি, ইনষ্টিটিউশান, সোনামুড়া	৫
১৬)	সাব্রুম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	২
১৭)	অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	৩
১৮)	অভয়নগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	২
১৯)	বীরেন্দ্রনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	১
২০)	বিশ্রামগঞ্জ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	২
২১)	চাবিপাড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, আগরতলা	১
২২)	ডি, এন, বিদ্যামন্দির, ধর্ম্মনগর	২
২৩)	বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ, বিলোনিয়া	১
২৪)	কড়ইমুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সদর	২
২৫)	রাণীর বাজার বিদ্যামন্দির	২
২৬)	জোলাইবাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	১
২৭)	আর, কে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কৈলাসহর	
২৮)	রমেশ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, উদয়পুর	৪
২৯)	এস, ডি. বিদ্যানিকেতন, আগরতলা	২
৩০)	রাম ঠাকুর বয়েস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, আগরতলা	১
৩১)	রামঠাকুর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, আগরতলা	২
৩২)	অরুন্ধুতীনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, আগরতলা	১
৩৩)	পল্লী মঙ্গল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সদর	১
৩৪)	চড়িলাম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সদর	২
৩৫)	ধোলুগাও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কৈলাসহর	১
৩৬)	মোহনপুর হাই স্কুল, সদর	১
৩৭)	কাঞ্চনপুর হাই স্কুল, ধর্ম্মনগর	১
৩৮)	মোহরীপুর হাই স্কুল, বিলোনিয়া	২
৩৯)	কামালঘাট হাই স্কুল, সদর	১
৪০)	শ্রীনগর হাই স্কুল, সাব্রুম	১
৪১)	বক্সনগর হাই স্কুল, সোনামুড়া	২
৪২)	এম, বি, বি, কলেজ, আগরতলা	১
৪৩)	বিলোনিয়া কলেজ	২

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—স্পীকার স্যার, এটা খুব লম্বা ষ্টেটমেণ্ট, কাজেই এটা হাউসের টেবিলে লে করলে ভাল হত, আমার মনে হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য কোন কলেজ বা স্কুল ষ্ট্রাইক হয় নাই এই রকম প্রশ্ন থাকলে ভাল হত।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি কি পড়ে যাব, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, প্লীজ গো অন, মেম্বার কন্সার্ণড যে লাইক টু নো।

১	২	৩
৪৪।	রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা	১
৪৫।	ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১
৪৬।	টিলাবাজার এস, বি, স্কুল, উদয়পুর	১
৪৭।	পুরান আগরতলা জুনিয়ার স্কুল	১
৪৮।	নতুন বোধজং এস, বি, ,,	১
৪৯।	নতুনবাজার এস, বি, ,,	১
৫০।	মেলাগড় ঠাকুরপাড়া জে, বি, স্কুল	১
৫১।	শালগড়া এস, বি, ,,	১
৫২।	গকুলপুর এস, বি, ,,	১
৫৩।	উদয়পুর মডেল প্রাইমারী ,,	১
৫৪।	প্রাইমারী ইউনিট অব কে, বি, ইনষ্টিটিউশান, উদয়পুর	১
৫৫।	সাউথ বাগমা সমতলপাড়া জে, বি, স্কুল	১
৫৬।	বাররবাইয়া এস, বি, স্কুল	১
৫৭।	শচীন্দ্র স্মৃতি জে, বি, ,,	১
৫৮।	চন্দ্রপুর এস, বি, ,,	১
৫৯।	চন্দ্রপুর কলোনী এস, বি, স্কুল	১
৬০।	মরাচরা এস, বি, ,,	১
৬১।	ডুলুচড়া এস, বি, ,,	২
৬২।	ওয়েষ্ট ডুলুচড়া জে, বি, স্কুল, কমলপুর	১
৬৩।	গোপাল সর্দার পাড়া জে, বি, স্কুল	২
৬৪।	সালেমা এস, বি, স্কুল	৩
৬৫।	শ্রীদামপুর এস, বি, স্কুল	৩
৬৬।	হালহুলি ইউ, ভি, জুনিয়ার হাই স্কুল	৩
৬৭।	দেবীচড়া এস, বি, স্কুল	২
৬৮।	মহারাণী এস, বি, ,,	১
৬৯।	মাত্রাশা এস, বি, ,,	৩

১	২	৩
৭০।	হারেরখোলা এস, বি, স্কুল	৩
৭১।	ফুলচড়া এস, বি, স্কুল	৩
৭২।	হালাহালি জে, বি, স্কুল	৩
৭৩।	পানচাসী এস, বি, স্কুল	২
৭৪।	চন্দ্রাইপাড়া এস, বি, স্কুল	১
৭৫।	মোহনপুর জে, বি, ,,	১
৭৬।	কমলপুর গার্লস জে, বি, স্কুল	১
৭৭।	কালাছড়া জে. বি, ,,	১
৭৮।	মেথিরমীয়া জে, বি, ,,	১
৭৯।	কাচাইনালা জে, বি, ,,	১
৮০।	কেন্দ্রিগ্রাম জে, বি, ,,	১
৮১।	ত্রিপুরেশ্বরী জে, বি, স্কুল, খোয়াই	২
৮২।	তেলিয়ামুড়া জে, বি, স্কুল	২
৮৩।	মনুবনকুল এস, বি স্কুল, সাব্রুম	১
৮৪।	ত্রিপুরা সুন্দরী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, উদয়পুর	৩
৮৫।	মহারাণীপুর এস, বি, স্কুল, খোয়াই	২
৮৬।	মোহবচড়া এস, বি, ,,	২
৮৭।	হালহুলি জে. বি. ,,	২
৮৮।	নাকফুল কলোনি জে, বি, স্কুল, কমলপুর	৩
৮৯।	ডুলুছড়া জে, বি, স্কুল, কমলপুর	২
৯০।	ওয়েষ্ট আভাঙ্গা জে, বি, স্কুল, কমলপুর	১

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত অধিকাংশ ধর্মঘটই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব স্বার্থ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ছাত্রীদের যে সকল নাষ্য ও জরুরী অভাব অভিযোগ ছিল (যেমন পানীয় জলে ব্যবস্থা, অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা সরঞ্জাম, শ্রেণী কক্ষের আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ইত্যাদি) সেগুলি যথাসম্ভব দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সকল দাবীর ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা এই সব ষ্ট্রাইক করেছেন, সেগুলির মধ্যে বিলোনিয়া কলেজের সাইন্স ও কমার্স বিভাগ খোলার কোন দাবী ছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সব ষ্ট্রাইকের দরুণ কতটি শিক্ষা দিবস নষ্ট হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি তো সেগুলি বললাম, আবার কি পড়ে শুনাব ?

মিঃ স্পীকার :—না, আর পড়ে শুনাতে হবে না ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—স্পীকার স্যার, এটা একটা লেঙ্গদী এনসার। এই প্রশ্নগুলি কেন যে আনষ্টার্ড না করে ষ্টার্ড করা হয়, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না ?

মিঃ স্পীকার ঃ—দ্যাট ডিপেণ্ডস্ অন দি ডিসক্রিয়েশান অব দি স্পীকার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এই দাবীগুলির মধ্যে রামঠাকুর কলেজের সাইন্স বিভাগ খোলার কোন দাবী ছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই দাবীগুলির মধ্যে আগরতলা মহিলা কলেজের উপযুক্ত আসবাব পত্রের কোন দাবী ছিল কিনা বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় সদস্য মহোদয় এই ধরণের প্রশ্ন করেছেন, সেটা যদি আলাদাভাবে নোটিশ দেওয়া হয় বা জানতে চাওয়া হয় তাহলে উত্তর দিতে অনেক সুবিধা হয়।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 629.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, question No. 629.

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ত্রিপুরা ১৭টি ব্লকের মধ্যে ট্রাইবেল উন্নয়ন সম্বন্ধে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বি. ডি. ও. এর সংখ্যা কত ;	(ক) এক জন।
(খ) তন্মধ্যে ত্রিপুরায় যে কোন একটি ট্রাইবেল ভাষা জানেন তাহাদের সংখ্যা কত ;	(খ) দুই জন।
(গ) তন্মধ্যে ট্রাইবেল হইয়া ট্রাইবেল ভাষা (মাতৃভাষা) বলতে পারেন না বা বুঝেন না এমন বি. ডি. ও. যদি থাকেন তাদের সংখ্যা কত ?	(গ) এক জন।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মহোদয় কি বলতে পারেন যে এমন কোন নিয়ম আছে কিনা যে ট্রাইবেল বি ডি ও হলে ট্রাইবেল ভাষা জানতেই হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—জানতে পারলে খুব সুবিধা। কারণ তাদের মনের ভাবের আদান প্রদান সুবিধা হতে পারে, তাদের মধ্যে ফ্রেণ্ডশিপ গড়ে উঠতে পারে সুতরাং প্রত্যেকের ভাষা জানতে পারলে খুবই সুবিধা।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট শিক্ষকদের মধ্যে যেমন ট্রাইবেল ভাষা শিক্ষার জন্য রিওয়ার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ তারা যদি ট্রাইবেল ভাষায় পাশ করতে পারেন সেজন্য তাদের রিওয়ার্ড দেওয়া হয় যাতে ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের ভালভাবে পড়াতে পারেন সেইরকম বি. ডি. ও.রা যেহেতু ট্রাইবেল ভিলেজে কাজ করেন, সেগুলির উন্নতির জন্য কাজ করেন সেই হেতু বি. ডি. ও.দের এইরকম কোন ট্রেনিং দিয়ে রিওয়ার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা ভাল সন্দেহ নেই। তবে ট্রাইবেলও আছে যারা সমস্ত ট্রাইবেল ভাষা জানেন না, নন্‌ট্রাইবেলও আছে, তারাও জানেন না। অতএব ট্রেনিং দেওয়া সময় সাপেক্ষ। তবে এই সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট কন্‌সিডার করছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো জানেন যে টি. ডি. ব্লক ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্যই করা হয়ে থাকে। তবে বি. ডি. ও. পোস্টের জন্য ট্রাইবেলদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় না কেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—একজন ট্রাইবেল যে ত্রিপুরার সমস্ত ভাষা জানবে এমন কোন কথা নাই। তা করতে হলে প্রত্যেক ভাষায় অভিজ্ঞ লোককেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে। সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলে এমন কোন কথা নাই যে তাকে জানতে হবে। অনেকে প্রমোশন পেয়ে বি. ডি. ও. হয়। যেমন সার্কল অফিসার থেকে বি, ডি, ও, হয়। সেখানেও অবশ্য ট্রাইবেলদের জন্য আসন নির্দিষ্ট আছে। এখন ট্রাইবেলদের মধ্য থেকে কোন কমিউনিটি থেকে নিলে পরে সুবিধা হবে সেটা বললে ভাল হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন ছিল টি. ডি. ব্লক হল ট্রাইবেলদের ডেভেলাপমেন্টের জন্য। সুতরাং এই পোস্টে ট্রাইবেলদের নিয়োগ করতে বাধা কোথায় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বেশিও আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। বি. ডি. ও. পোস্টে ডিরেক্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় না। সার্কল অফিসার থেকে প্রমোশন দিয়ে করা হয়। সেখানে ট্রাইবেল থাকলে নিশ্চয়ই ট্রাইবেল পাবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা বলতে চান যে ২০ বছর কংগ্রেস রাজত্বের পরেও ট্রাইবেলরা বি. ডি. ও. পোস্টের উপযুক্ত হয় নাই ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা বলা হয় নি। আমি বলেছি যে সার্কেল অফিসার থেকে বি, ডি, ও, নেওয়া হয় প্রমোশন দিয়ে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় (গ) এর উত্তরে বলেছেন একজন আছে। আমি জানতে চাই ট্রাইবেল হয়ে ট্রাইবেল ভাষা জানে না সে কি ধরণের ট্রাইবেল ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—ইট ইজ আপ টু হিম। তিনি না জানলে কি করা যাবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—তিনি কোন কমিউনিটির ট্রাইবেল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—ট্রাইবেল হয়ে ট্রাইবেল ভাষা বুঝেন না এমন ব্যক্তি কি সিডিউল্ড ট্রাইবসে পড়েন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—সেটা বাই বার্থ করা হয়েছে, অ্যাকর্ডিং টু কনষ্টিটিউশান।

Mr. Speaker— Shri Ershad Ali Choudhury. Then Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Question No. 773.

Shri T. M. Das Gupta—Mr. Speaker, Sir, Question No. 773.

QUESTION

a) How many doctors trained in Anti-rabic treatment are there in Tripura ?

b) It is a fact that for want of proper treatment by Doctors trained in Anti-rabic treatment a considerable number of patients died in Tripura every year ?

c) Is it a fact that one doctor trained in Anti-rabic treatment is stationed in such a place where from he cannot render medical aid in due time in such case of necessitating immediate treatment.

ANSWER

a) Doctors with institutional qualification attached to hospitals, P. H. Cs. and Dispensaries are trained in Anti-rabic treatment.

b) No report of death due to rabic received yet.

c) No.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি আমার ফার্ষ্ট কোয়েশ্চানে আছে How many doctors trained in Anti-rabic treatment are there in Tripura ? আমি জানতে চাইছি যে ত্রিপুরাতে কতজন ট্রেণ্ড ডাক্তার আছে অ্যানটিরেবিকে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি উত্তর দিয়েছি যে ত্রিপুরাতে যত ডাক্তার আছে তারা সকলেই যখন তারা ডাক্তারী কোর্স পড়েছেন তখন অ্যানটিরেবিক কোর্সও তাদের পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের নাম্বার হচ্ছে ১৮০।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি পাস্তারে যে অ্যান্টিরেবিক ইনষ্টিটিউশান আছে তাতে কতজন পাশ করেছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—দ্যাট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান স্যার। তার জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে কদমতলাতে যে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে সেখানে একজন অ্যানটিরেবিক ট্রেণ্ড ডাক্তার আছে এবং তাকে যদি সদরে আনা যায় তাহলে সদরের অনেক লোক রীতিমত এই ব্যাপারে ট্রিটমেন্ট পেতে পারবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি তো বললাম যে আজকার যত্ত ডাক্তার আছে তারা সকলেই অ্যানটিরেবিক ট্রিটমেন্ট জানেন। তার মধ্যে অবশ্য একজন স্পেশালিষ্ট হতে পারেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই ব্যাপারে ৯ মাসের জন্য একটা ট্রেণিং দিতে হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এখন আর সেটা প্রয়োজন হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এখনও সেইরকম ট্রেণিং দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—বহু বিষয়েই ট্রেণিং দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যেখানে বহু লোক অ্যানটি-রেবিকের সুষ্ঠু চিকিৎসা পায় না সেখানে তাকে সদরে আনার কারণ কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—দ্যাট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 803.

Shri Tarit Mohan Das Gupta—Question No. 803 Sir.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৯৬৭ইং সনে সামান্য ঝড়ে কাঞ্চনবাড়ীর সরকারী টিনের ঘরটি মাটিতে পড়িয়া যায়, তারপর অদ্য পর্য্যন্ত মেরামতের কোন ব্যবস্থা করা হইতেছে না।

২। যদি সত্য হয় ইহার কারণ কি ?

ANSWER

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ঘরখানা কোন সনে, কত তারিখে রিপেয়ার করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—পি, ডব্লু, ডি-কে, জানান হয়েছে এবং তারা টেণ্ডার অলরেডি কল করেছেন, কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং আশা করছেন এই মার্চেই তার কাজ শেষ হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমানে কোথায় ডিসপেনসারীর কাজ চলছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তার আশেপাশে যে ঘর আছে তার মধ্যেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কার ঘরে এবং সেটা কতটুকু দূরে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড সেপারেট নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ঘর রিপেয়ারের জন্য এত দীর্ঘ সময় লাগার কারণ কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মেডিকেল ডিপার্টমেণ্ট থেকে রিকুইজেশান দিতে হয় এবং তার যে আনুসাঙ্গিক কাজ আছে, এনকোয়েরী ইত্যাদি করে তারপর পি, ডব্লু, ডি, সেই ঘরের রিপেয়ারিং'এর ব্যবস্থা করেছেন বলে আমি জানি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০ স্যার।

QUESTION

1. Budget provision for Khadi Board and Village Industries during the year 1968-69.

2 Total expenditure during 1968-69 (Showing the expenditure on Establishment, T. A. and Development Schemes separately).

3. Total nos. of new schemes introduced during the year 1968-69 ?

ANSWER.

1. Rs. 90,000/-	
2. (i) Establishment Rs. 50,680.55	
(ii) T. A. Rs. 4,186.28	Fund from Tripura Govt.
(iii) Development Schemes. Rs. 48,239.31	Fund from Khadi & Village Industries Commission.
3. 7 (Seven).	

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই সাতটির মধ্যে এই বছরে কোন ইণ্ডাষ্ট্রী করা হয়েছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :—During 1968-69 the Tripura Khadi and Village Industries Board introduced 7 (seven) new schemes as below :—

(1) Khadi. (2) Carpentry and Blacksmithy. (3) Village Pottery. (4) Village Oil. (5) Village Leather. (6) Fibre., (7) Bee-keeping.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই সাতটি নূতন স্কীমের জন্য সেপারেট বাজেট প্রভিশান কত ?

Shri S. L. Singh :—Khadi Industry—Grant—Rs. 17,381.00
Loan– Rs. 7,060.00

Carpentry and Blacksmithy	Grant—Rs.	4,000.00
	Loan—Rs.	6,000.00
Village Pottery.	Grant—Rs.	1,200.00
	Loan—Rs.	350.00
Village Oil	Grant—Rs.	1,189.45
	Loan—Rs.	5,902.15
Village Leather.	Grant—Rs.	1,000.00
	Loan—Rs.	—
Fibre.	Grant—Rs.	1,720.00
	Loan—Rs.	1,720.00
Bee-keeping,	Grant—Rs.	200.00
	Loan—Rs.	515.75

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই স্কীমগুলি এখন রানিং কণ্ডিশানে আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই যে সাতটি স্কীম যেগুলি ১৯৬৮-৬৯ হয়েছে সেগুলি প্রফিট এবং লসে রান করছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনোদবিহারী দাশ।

শ্রীবিনোদবিহারী দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৬ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ১৯৬৭ ইং সনে রাজ্যে তফশিলী ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রাবাসের সংখ্যা কত ছিল ?

খ) বর্ত্তমানে ঐ ছাত্রাবাসের সংখ্যা কত ?

গ) বেড়ে থাকলে রাজ্যের কোথায় কতটি বেড়েছে ?

ঘ) কমে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

ক) কেবলমাত্র তফশিলী ছাত্র-ছাত্রীদের কোন ছাত্রাবাস নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৩।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে চলতি আর্থিক বৎসরে কৈলাশহরের ছামনু এলাকাতে একটি H. S. School sanction করা হইয়াছে ?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে ঐ এলাকার কোন্ স্থানে স্কুলটি স্থাপন করা হইবে ?

৩। ঐ স্কুল স্থাপনের স্থান সম্পর্কে সরকার কোন গণ-দরখাস্ত পাইয়াছেন কি ?

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। হঁ্যা।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঐ এলাকাতে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—না।

শ্রীনরেশ রায় :—ঐখানকার জনসাধারণ শুনতে পেয়েছেন যে ঐখানে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের জন্য স্যাংশান হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সেখানকার জনসাধারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এবং সরকারের নিকট রিপ্রেজেনটেশান এবং গণ-ডেপুটেশান দিয়েছেন একথাটা সত্য কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ঐখানে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের জন্য স্যাংশান হয় নাই।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট কোন গণ ডেপুটেশান বা দরখাস্ত এসেছিল কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাদের কি উত্তর দিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমি উত্তর দিয়েছি হাই স্কুল হবে।

শ্রীনরেশ রায় :—কবে পর্যন্ত এই হায় স্কুল হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—হাই স্কুল এই বছরই হবে।

শ্রীনরেশ রায় :—এই হাই স্কুল কোন জায়গায় হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—স্থান এখনও ঠিক হয় নাই, ময়নারমার নিকটবর্তী স্থানে হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৯।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৯ স্যার।

উত্তর

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৫০ ইং থেকে ১৯৬৬ ইং সনের মধ্যে ত্রিপুরার Chief Commissioner বিভিন্ন সময়ে Tribal Reserve এরিয়ার ভূমি রিজার্ভ মুক্ত করিয়া refugee কলোনী স্থাপন করিয়াছেন ?

২। যদি সত্য হয় অমরপুর ও বিলোনীয়া মহকুমার আদিবাসী refugee কলোনীগুলির রিজার্ভ মুক্তের তারিখ ও Order No. কত ?

৩। যদি সত্য না হয় কি উপায়ে রিজার্ভ এরিয়ার ভিতরে আইন সঙ্গতভাবে refugee কলোনী স্থাপন করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরীকৃত Scheme অনুযায়ী কলোনী স্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার ৪৪১ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ এর অর্ডার পুরোপুরি কার্যকরী করা হচ্ছে এবং এখানে বলছেন যে চীফ কমিশনার অর্ডার দিয়েছেন ভারত সরকারের মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরীকৃত স্কীম অনুযায়ী কলোনী স্থাপন করা হইয়াছে। সেটা কি করে সম্ভব হল, সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখানে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার চীফ কমিশনার বিভিন্ন সময়ে ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার ভূমি রিজার্ভ মুক্ত করিয়া রিফিউজী কলোনী স্থাপন করিয়াছেন কি না ? সেই জায়গাতে বলা হয়েছে ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরীকৃত স্কীম অনুযায়ী কলোনী স্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :— ভারত সরকারের মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরীকৃত স্কীম বলে কি ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার ভিতর রিফিউজী বসাতে পারবে এবং বসালে পরে সেটা ট্রাইবেল সত্ত্ব লংঘন করা হয় কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল সিংহ :—সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আইনের ব্যাপার।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্ন নাম্বার ৪৪১ যে উত্তর আপনি দিয়েছেন, এই প্রশ্নের ব্যাপারেও আমাকে একই সাপলিমেন্টারী করতে হয়। আমি বলতে চাই যে আপনি যে উত্তর দিয়েছিলেন সেটা মোটেই কারেক্ট নয়, এটা আপনি স্বীকার করেন কি ?

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :-- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই যে ৪৩৯ নং প্রশ্নের সংগে উনার ৪৪১ নং প্রশ্নের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে কি না ?

মিঃ স্পীকার :— ঐটার রেফারেন্স তিনি এখানে আনতে পারেন যেহেতু ঐ ষ্টার্ড কোয়েশ্চানটা আজকেই হয়েছে কিনা, তাই আনতে পারেন।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—স্যার, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি।

শ্রীএস, এল, সিংহ: -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে প্রশ্ন করেছেন ১৯৫০-৬৬ ইং সাল টাইম মেনশান করে, ঐ জায়গাতে চীফ কমিশনারের অর্ডার হয়েছে কিনা? আমি বলেছিলাম যে ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরীকৃত স্কীম অনুসারে সেখানে কলোনী স্থাপিত হইয়াছে। তারপর ২নং আছে যদি সত্য হয়, অমরপুর ও বিলোনীয়া মহকুমার আদিবাসী রিফিউজি কলোনীগুলির রিজার্ভমুক্তির তারিখ ও অর্ডার কত সেখানে আমি বলেছিলাম যে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার ৩নং প্রশ্ন হচ্ছে যদি সত্য হয় কি উপায়ে রিজার্ভ এরিয়ার ভিতরে আইন সঙ্গতভাবে রিফিউজি কলোনি স্থাপন করা হইয়াছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি তো বলেছি যে সেখানে বসানো হয়েছে, এখন সেটা যদি চেলেঞ্জ করেন তাহলে হি মে গোটু দি কোর্ট অর টু দি সুপ্রিম কোর্ট হোয়াটএভার হি মে লাইক।

শ্রীবাজুবন সিংহ :—চেলেঞ্জ কে করবে? সেটা তো সরকারের বিরুদ্ধে সরকারই করতে হয়।

মিঃ স্পীকার :- কেউ যদি সেটা বে-আইনী হয়েছে মনে করে থাকেন, তাহলে তিনি সেটা করতে পারেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— তাহলে সেটা করতে পারে সরকারের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সরকার তো এটাকে বে-আইনি মনে করছে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগে বলেছেন যে ভারত সরকারের স্কীম মতে এইসব ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে রিফুইজিদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন হল ভারত সরকার কি দিল্লী থেকে এখানে ছুটে এসে তাদেরকে পুনর্বাসন দিয়েছে নাকি, না ভারত সরকারের কাছে একটা স্কীম করে পাঠানো হয়েছিল বা ভারত সরকার এই স্কীম সম্পর্কে আদৌ কিছু জানে কি না যে কোথায় সেই ল্যাণ্ড আছে, সেটা কি রিজার্ভের ভিতরে আছে না বাহিরে আছে, সে কি করে এটা জানবে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় সদস্য নিশ্চয় অবগত আছেন যে রিলিফ এ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশান ডিপার্টমেণ্ট সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের অধীনে। অতএব সেন্ট্রাল ডিপার্টমেণ্ট তার লোকজন দিয়ে সেই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করুন যে কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪১তে যে উত্তর আপনি দিয়েছেন সেটা সত্যি নয়?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার দি ষ্টেটমেন্ট মেড বাই দি মিনিষ্টার কেন নট বি চেলেঞ্জড ইন দি হাউস।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— স্যার তিনি তো এই ভুলটা ৪৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে করেছেন--তিনি সেখানে বলেছেন যে সরকার সেটা অবজার্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি যে উত্তর দিয়েছেন এটার সঙ্গে কোন সঙ্গতি আছে কিনা যেখানে তিনি ৪৪১নং প্রশ্নের উত্তর

দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মহারাজার আমলের যে রিজার্ভগুলি আছে সেগুলি ত্রিপুরা সরকারও অবজার্ভ করে আসছেন, তিনি সেটা ইন-টুটু।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগে বলেছিলাম যে এটা হ'ল রিহেবিলিটেশান ডিপাটমেন্ট আণ্ডার দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এবং সেই অনুসারে সেখানে এই সব কলোনি স্থাপিত হয়েছে। অতএব সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এখানে যা করেছে সেই অনুসারেই আমি তার উত্তর দিয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কথা বলেছেন যে ত্রিপুরার মহারাজার ঘোষিত রিজার্ভ এলাকার মধ্যে যে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে ত্রিপুরা সরকারের কোন দায়িত্ব নেই। আমি জানতে চাই দায়িত্ব নেই এই কথা উনি বলেছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট দায়িত্ব নিয়ে যেটা করেছেন সেটা আমাদের ঘাড়ে আসার কোন কারণ নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা বলতে পারেন যে এই স্কীমটা কার্য্যকরী করা হ'ল সেটা কোথায় হবে, সেটা কি রিজার্ভ এলাকার মধ্যে হবে না বাইরে হবে. সেটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট জানত কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিহ :—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৬

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৬

প্রশ্ন

১) উদয়পুর সাবডিবিশনের গোকুলপুর হইতে রাজনগর পর্য্যন্ত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের রাস্তার বাবত ১৯৫৮ ইং সনে যে টাকা মঞ্জুরী ছিল ঐ মঞ্জুরীকৃত টাকা ঐ রাস্তায় ব্যয় হইয়াছে কিনা ?

১) হঁ্যা।

উত্তর

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই রাস্তার জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল তার সবটা এই রাস্তার জন্য ব্যয় করা হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি তো বলেছি যে মঞ্জুরীকৃত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই রাস্তার জন্য কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— ১০,০৫৬ টাকা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাজনগর পর্য্যন্ত এই রাস্তাটি করা হয়েছিল কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পিকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯৫

শ্রীএস, এল, সিংহ—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৯৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। আগরতলা দক্ষিণ বাধারঘাটের Industrial & Development Syndicate কি সরকার হইতে কোন ঋণ, সাহায্য বা লাইসেন্স পাইয়াছেন ?

২। যদি পাইয়া থাকেন, উহার বিবরণ।

৩। এই শিল্প প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত মোট কত পরিমাণ ধাতু ক্রয় করিয়াছেন ?

৪। ঐ ধাতু হইতে মোট কত পরিমাণ ধাতুজাত পণ্য তৈরী হইয়াছে তাহার বিবরণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ, লৌহঘটিত ও অলৌহ ঘটিত ধাতু বিদেশ হইতে আমদানির জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

২। তামা, দস্তা, টিন, নিকেল, ষ্টেইনলেস ষ্টীল সিট, গ্যালভানাইজড লৌহ তার ও গ্যালভানাইজড্ প্লেইন সিট।

৩। ক) তামা মং ৮৪,৮০৯.৩৩ টাকা—১৮,০৭৪—কেজি

খ) দস্তা মং ২০,৬৮০.৫৮ টাকা—১৩,৯৭৩—কেজি।

গ) টিন মং ৪,৮৪,১৭৫.২৩ ,, ১৯,৪০৭ ,,

ঘ) নিকেল মং ৪,৩০২.৯০ ,, ৩০০ ,,

ঙ) ষ্টেইনলেস্ ষ্টীল মং ৬,৮০,২২৪.০০ টাকা ১২৬.৪২৯ মে, টন

চ) গ্যালভানাইজড লৌহতার মং ৪৪,০০০.০০ টাকা—৩৯.৫১০ মেঃ টন।

ছ) গ্যালভানাইজড প্লেইন সীট মং ৩৫,৫০০.০০ টাকা—১৮.০০০ মেঃ টন।

৪। অলৌহ ধাতুর উৎপন্ন দ্রব্য।

ক) তামার তার মং ১,৩৭,০৪১.০০ টাকা

খ) ঝালাই করা
রাং ও সঙ্কর
ধাতু মং ৩,৬৬.৬৪৬.০০ টাকা

গ) গ্যালভানাই-
জড বালতি মং ৩২,৯০০.০০ টাকা

মোট মং ৫,৩৬,৫৮৭.০০ টাকা

৪। লৌহ ঘটিত ধাতুর উৎপন্ন দ্রব্য।

খ) ষ্টেইনলেস্ ষ্টীল মং ১০,৫৯,৪৭৫.০০ টাকা

ঙ) লৌহতার মং ৭১,৭০৮.০০ টাকা

চ) ঘরের টুলী
ইত্যাদি মং ৬০,৯০০.০০ টাকা

মোট মং ১১,৯২,০৮৩.০০ টাকা

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 959.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 959.

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বোর্ডিং এ কোন লেডী সুপারিন্টেনডেন্ট কিংবা মেট্রন আছে কি না ?

২। যদি না থাকে ইহার কারণ কি ?

১। না

২। স্কুলের কোন শিক্ষয়িত্রীই বোর্ডিং সুপারিন্টেনডেন্ট হিসাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক নন্।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমানে বোর্ডিং-এ কতজন ছাত্রী আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—বর্ত্তমানে ৭ জন আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেই বোর্ডিংটি বর্ত্তমানে যে স্কুল আছে সেই স্কুল থেকে কত দূর হবে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—নিকটেই আছে :

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ছাত্রীদের সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের বা দেখাশোনা করার জন্য বর্ত্তমানে কে আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—বর্ত্তমানে হেডমিষ্ট্রেস নিজেই দেখাশোনা করেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন হেডমিষ্ট্রেস্ বর্ত্তমানে এখানে থাকেন না অন্যত্র থাকেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—অন্যত্র থাকলেও তিনি সেখান থেকে সুপারভিশন করতে পারেন।

Mr. Speaker—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta—Question No. 952

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 952.

QUESTION

1. Whether the revision of the pay scale of the Library Sorter (Class III) under the Directorate of Education has adversely affected the financial benefit so long enjoyed by them under the pre-revised pay-scale.

2. Whether any discriminating treatment has been made to the library sorters in recommending the revision of their pay scale.

3. Whether the library sorters have applied to the Education Department on 30. 3. 64 with three successive reminders and also to the Director of Education for removal of anomolies in their revision of pay scale.
4. If so, the result thereof ?

ANSWER

1 No.
2. No.
3. Yes so far as this Department is concerned. The case has been included in the statement of anomolies and sent to the Finance Department.
4. The same is under consideration of the authority.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—প্রি-রিভাইজড স্কেল তাদের কত ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—প্রি-রিভাইজড স্কেল ৪০-১-৬০ ছিল। এটাকে রিভাইজড করা হয়েছে ১/৪/৬১ থেকে ৬৫-১-৮৫ এ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—যখন রিভাইজড স্কেল হল তখন প্রি-রিভাইজড স্কেলের সংগে কি ডি, এ, এবং ক্যাশ অ্যালাউন্স মার্জ হয়নি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—হ্যাঁ, হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেটা মার্জ করে তাকে অ্যাডভার্শলী অ্যাফেক্টেড করেছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—তাদের অপশনের সুযোগ ছিল পুরানো স্কেলে থাকার জন্য।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে অ্যানমেলিজ হয়েছে এটা স্বীকার করেন। তা হলে তারা অ্যাডভার্শলী অ্যাফেক্টেড হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— যদি কোন স্কেল রিভিশনের জন্য অ্যাডভাসলী কেউ অ্যাফেক্‌টেড হয়ে থাকে তাহলে অপশন দেওয়া যায় প্রি-রিভাইজড স্কেলে থাকার জন্য, সেটা আমি আগেই বলেছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রি-রিভাজড স্কেলে ডি, এ, মার্জ করায় সে এ্যাডভার্সলী অ্যাফেক্‌টেড হয়েছে কিনা ? সেখানে অ্যানোমেলিজ হয়েছে কিনা ? অপশান দেওয়া হল আলাদা জিনিষ। সেটা আমি বলছি না। ওয়েষ্ট বেংগলের হারে স্কেল কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মিনিমাম স্কেল অন্যান্য জায়গায় ১০০-১৪০ যেখানে করা হয়েছে সেখানে তাদের বেলা রিভাইজড স্কেলে ৬৫-৮৫ করা হল কেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— ওয়েষ্ট বেংগলে এটা ৬৫-৮৫ করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাদের স্কেলটা কোন্ বেসিসে ৬৫-৮৫ করা হল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—রিভিশনটা হয়েছে স্কেল টু স্কেল। সেজন্যই এটা করা হয়েছে। অন্যান্য জায়গায় নিশ্চয়ই বেশী ছিল। সেজন্য সেখানে ১০০-১৪০ হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—প্রি-রিভাইজড স্কেল যেখানে হেল্থ অ্যাসিসটেন্ট এবং ভেক্সিনেটারদেরও' ঐ স্কেলই ছিল সেখানে তাদের বেলায় এটাকে ক্লাশ ফোরের স্কেল কেন করা হল। সেই অ্যানোমেলিজ দূর করার জন্য তারা রেফার করেছে কিনা সেটা আমি জানতে চাই। তারা যদি আবেদন করে থাকে তাহলে সেটা কন্সিডার করবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা আণ্ডার কন্সিডারেশনে আছে।

Mr. Speaker—Shri Binode Behari Das.

Shri Benode Behari Das—Question No. 970.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker Sir, Question No. 970.

QUESTION

ক) বর্ত্তমানে স্কুল কলেজ মিলিয়ে কতজন তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রী বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে ?

খ) ১৯৬৭ ইং সনে সেই সংখ্যা কত ছিল ?

গ) কমে থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

ক) কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড নাই। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩৩৫জন পাচ্ছে।

খ) ৩০৮ জন ছাত্রছাত্রী ছিল।

গ) যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে দরখাস্ত না পাওয়ার দরুণ।

Mr. Speaker—Shri Baju Ban Riyan.

Shri Baju Ban Riyan—Question No. 847.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 847.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে মহারাজার Tribal Reserve এলাকার ভিতরে Forest Reserve করা হইয়াছে।

২। ইহা কি সত্য যে Tribal Reserve এর সর্ত্তানুসারে ত্রিপুরার ৫টি উপজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি বা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এই এলাকা দখল করিবার আইনসঙ্গত অধিকার নাই ?

ANSWER

১। হ্যাঁ। নিম্নলিখিত Forest Reserve এর সীমানাগুলি Tribal Reserve এর ভিতরে পড়িয়াছে।

১।	কৈলাসহর—	৫৮,৮১৯ বর্গ কিঃ মিঃ
২।	খোয়াই—	২৯,৪৯৬ ,,
৩।	অমরপুর—	৩৮,৭৭২ ,,
৪।	উদয়পুর—	৪,০১৪ ,,
৫।	সদর—	৫,৬৯৬ ,,
৬।	বিলোনীয়া—	১৮,৪০৯ ,,
৭।	সাবরুম—	১৩,৭২০ ,,

২। না।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ৪৪১' এর রেফারেন্স টানতে চাই। কারণ সেই প্রশ্নের সর্ত অনুসারে এখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবেল রিজার্ভের ভিতর কোন রিজার্ভ করতে পারেন না।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ইহা কি সত্য যে ট্রাইবেল রিজার্ভ এর সর্ত্তানুসারে ত্রিপুরার ৫টি উপজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি বা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এই এলাকা দখল করিবার আইনসঙ্গত অধিকার নাই। তার উত্তরে আমি বলেছি 'না'।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার মধ্যে বসাবার আইনসঙ্গত অধিকার না থাকে, তবে কৈলাশহর, খোয়াই, অমরপুর সেই সমস্ত জায়গায় কেমন করে বসানো সম্ভব হয় স্যার?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মহারাজার আমলে যে সমস্ত জায়গায় রিজার্ভ ছিল, সেগুলি সেইভাবেই রিজার্ভ করা হয়েছে এবং সেগুলি বর্ত্তমানেও আছে।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন এইসব ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার ভিতর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট টাইবেলদের নামে বিভিন্ন রকম মিথ্যা মামলা করছে?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মহারাজার order যে ৫টি মেইন প্রভিশন ছিল সেটা হচ্ছে এই :—

"The main provision of the Maharajas' Orders, apart from the fact that the area was reserved for the aforesaid five classes of tribal, namely Tripura, Noatia Jamatia, Riang and Halam are—

a) that in the Reserved area, the exisitng rent free taluk and jotes in Khas possession under settlement with the classes of people other than the five classes of tribals mentioned above remain outside the reserve. But from the date of the order, none of them was allowed to dispose of any such land by transfer, without obtaining permission of the Government to any person not belonging to the five classes of tribals.

b) the constitution of Reserve Forest under the Indian Forest Act in Tribal Reserved areas is not repugnant to the provisions of the Maharaja's Order dated the 7th Aswin, 1353 T. E. relating to the Tribal Reserve.

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মহারাজার অর্ডারে যে পাঁচটি উপজাতির নাম উল্লেখ করা আছে, সেটা কি অন্যদের প্রতি অন্যায় এবং পক্ষপাতিত্বমূলক অর্ডার নয় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মহারাজার অর্ডার যদি আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে হয় উই ক্যান চ্যালেঞ্জ ইট ইন দি কোর্ট। বাট এ্যাজ লঙ এ্যাজ ইট ষ্ট্যাণ্ডস, উই ক্যান নট চ্যালেঞ্জ ইট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন প্রাক্তন সেটেলমেন্ট অফিসার এ, কে, লোধ এমন কোন নির্দ্দেশ দিয়েছেন কিনা যে মহারাজার রিজার্ভ মানার কোন দরকার নাই ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১১।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১১ স্যার।

QUESTION.	ANSWER.
1. Whether it is a fact that the school Committee of Golaghati Junior Basic School, Pekuarjala up-graded school and Sepaijala Junior High School have already requested the Education Department to supply tables, Benches, Chairs and other school furniture.	No.
2. If so, what step has been taken by the authority concerned.	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি রাজী আছেন এই স্কুলগুলির মধ্যে চেয়ার, টেবিল ইত্যাদির যথেষ্ট অভাব আছে এইগুলি এনকোয়ারী করতে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ঐখানকার স্কুল থেকে কোন রিকুইজিশান পাওয়া যায়নি, তবে এই বছর চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি দেওয়ার জন্য প্রভিশন রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪৩।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪৩ স্যার।

QUESTION

1. Total number of Deputy Directors, Inspectors and Asstt. Inspectors under the Education Directorate (showing each category seperately) :
2. Whether all the posts of Deputy Directors, Inspectors have been filled up by the candidates on the recommendation of the U. P. S. C. ;
3. Total expenditure incurred in 1968-69 to maintain the above officers ?

ANSWER

1.	Deputy Director of Education.	—4	
	Deputy Director of Special Programme.	—4	(1 for Youth Programme, 1 for Women's Programme, 1 for N. C. C. and 1 for Science Promotion).
	Inspectors of Schools	—13	
	Asst. Inspectors of Schools.	—12	
2.	No.		
3.	Rs. 1,99,087.54		

Mr. Speaker :—The Question hour is over. There are ten Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred questions and also Starred Questions which was not answered orally.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION.

Mr. Speaker :—I have received Notices from Shri Nishi Kanta Sarkar and Shri Rajkumar Kamaljit Singh, Members, desiring to raise discussion on—

i) উদয়পুর বিভাগের অন্তর্গত গোকুলপুর পঞ্চায়েত নির্বাচন না হওয়ার কারণ।

ii) Variation in selling rates of G. C. I. sheets.

I have admitted the Notices. Discussion to be raised on the 12th February, 1970.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Excess Grants for 1965-66.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is voting on Demands for Excess Grants for 1965-66. To day 5 Demands viz. Demands Nos. 2—Land Revenue. 3—State Excise Duties. 9—General Administration, 13—Miscellaneous Departments and 20—Industries are to be disposed of..

Members have received the List of Business along with the Appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the Demands and the Cut Motions. Thereafter when the dabate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grants No. 2—Land Revenue.

Shri Krishnadas Bhattachrajee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,44,321/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1965-66 in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

Mr. Speaker :—Now there are three Cut Motions on this Demand for Grant No. 2—Land Revenue by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

i) Defective Survey operation conducted by Survey and Settlement Department.

ii) Delay in realisation of Land Revenue.

Now I call on Shri Aghore Deb Barma to raise discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ১৯৬৫-৬৬'এ যে এক্সেস ডিম্যাণ্ড গ্র্যান্ট অর্থমন্ত্রী মঞ্জুরী চেয়েছেন, এই সম্পর্কে ইন ডিটেলস্ বিভিন্ন সময়ে এই হাউসের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়েছে, তবে এক্সেস ডিম্যাণ্ড যেটা খরচ হয়ে গেছে সেটা রেগুলারাইজ করা দরকার সেইজন্য এটা হাউসের মধ্যে আনা হয়েছে। তারপর যেটা আমি এখানে রেখেছি—

'ডিফেক্টিভ সার্ভে অপারেশান কন্ডাক্টেড বাই সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট' অর্থাৎ যে কারণে এই অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে, যে সমস্ত কাজের জন্য সেই সম্পর্কে ডিটেইলস আলোচনা হয়ে গেছে। যা হউক আমি আর বেশী ডিটেইলসে যাচ্ছি না। সুতরাং পলিসি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, আজকে সাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাবে সার্ভে সেটেলমেন্ট হওয়ার দরকার ছিল সেই ভাবে সেটা হয়নি, এতে আপনারা সকলেই একমত

হবেন। প্রথমে যে সময়টা টারগেট ছিল, সেই টারগেটের মধ্যে সেই কাজ হলো না। তারপরেও যখন সময় আরও বাড়ানো হয় তার মধ্যে সেটা আর শেষ হল না। এটা যেন একটা আবহমান কাল পর্য্যন্ত চলতে থাকবে, কোন দিন শেষ হবে কিনা তা একমাত্র ভগবানই জানেন। কাজ চলছে আরও চলবে। এই সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশান করতে গিয়ে যেখানে জনসাধারণের মঙ্গল করার কথা বিশেষ করে আইনের দিক দিয়ে সেখানে অন্যায়ভাবে যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা করা হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এই হাউসের মধ্যে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হয়েছে। যেমন সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশান হওয়ার পর যে সমস্ত কোর্ফা রায়তি, বর্গাদার তারা নিজেদের জোতের সর্ত্ত পাওয়ার কথা ছিল এবং আইনের মধ্য দিয়ে সেটা তাদেরকে দেওয়ার কথা, সেটা তারা পায়নি। তারা আইনের সেইসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক কিছু আমরা দেখতে পাই যেমন কোন কোন ক্ষেত্র বিশেষ করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে রিজার্ভ আছে, সেইসব রিজার্ভের ভিতর যদি সেটেলমেন্ট দিতে হয় তাহলে পরে বন বিভাগের কন্কারেন্স লাগে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেছে যে এই বন বিভাগ এবং সেটেলমেন্ট বিভাগের মধ্যে কোন সদ্ভাব নাই। এটা স্বাভাবিক। অনেক ক্ষেত্রে সেই রিজার্ভ বাউণ্ডারীর মধ্যেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে করে সার্ভে সেটেলমেন্টের অফিসারদের সেই সব ক্ষমতা দেওয়া আছে, তাতে তারা সেই রিজার্ভের মধ্যেও অনেককে জমি বন্দোবস্ত দিয়ে দিয়েছে। সেই সব ঘটনার কথাগুলি আমি এখানে উল্লেখ করব। সেখানে বিশেষ করে উপজাতিদের কথা আমি বলব। তারা লেখাপড়ায়, শিক্ষাদীক্ষায়, চিন্তায় চেতনায় অনেক অনুন্নত, তাদের তেমন বুদ্ধি নেই। আর যখন এই সব সার্ভে হয় তখন তারা সময়মত সেখানে উপস্থিত থাকেন না কাজেই সেই সুযোগে তাদের উপর যেভাবে অন্যায় করা হয়েছে, যেভাবে তাদের উপর সংশিত নোটিশ দেওয়া হইতেছে এবং তাদের জমি থেকে যেভাবে উচ্ছেদ করা হইতেছে, সেগুলির সার্ভে সেটেলমেন্টের বর্ত্তমান চিত্র দেখলে তার সব প্রমাণ পাওয়া যাবে, এটা সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার দরকার নেই। অথচ সার্ভে সেটেলমেন্ট সম্পর্কে যখন আলোচনা করা হয়, তখন প্রায় বলা হয়ে থাকে যে ত্রিপুরাতে আগে এমন কোন সার্ভে সেটেলমেন্ট হয়নি, এটা হল একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইত্যাদি। এটা সবাই স্বীকার করেন। আগে মহারাজের আমলে এখানে প্রায় আন্দাজের উপরেই এই জমি জমার হিসাব নিকাশ করা হত। কিন্তু সবাই তো আশা করেছিল যে এই সার্ভে সেটেলমেন্ট হওয়ার পর ত্রিপুরাতে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জমি জমার হিসাব নিকাশ হবে এবং যার জমি সে ঠিক ঠিকভাবে সেই জমিতে বহাল থাকবে। কিন্তু আমরা কি এই সার্ভেতে সেই চিত্র দেখতে পাচ্ছি? তা মোটেই নয়, তার কারণ হল ত্রিপুরার মহারাজার আমলে যেসব কাগজপত্র বা তৌজীপত্র ছিল এবং সেগুলির মত কাজ কর্ম্ম হলেও মানুষের অনেক উপকার হত। বর্ত্তমান অপারেশানের পর দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত জমির মালিক তার জমির খোঁজ আর সেই জায়গাতে পাচ্ছেনা। কারো জমি যদি সমতলে ছিল তো সেই জমির জোত আর সেখানে পাওয়া গেল না, সেটা কোথায় গেল? কাগজপত্র ঘাটলে দেখা যাবে সেই জমির জোত চলে গেল টিলার উপরে। এই ধরণের যে কত ঘটনা আছে, সেগুলি বলে আর শেষ করা যাবে না। এইভাবে এই সার্ভে অপারেশান করে যে কবে শেষ হবে একুনি

কিছু বলা যাচ্ছে না, হয়তো বা আরো কয়েক বছর লেগে যাবে। অথচ আজকে সরকার জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার কথা বলে এই সব টাকা পয়সা খরচ করছেন, কিন্তু সেসব কাজ ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, সে দিকে সরকারের কোন নজর নেই। অর্থাৎ টাকাগুলি ঠিকমত ব্যয় না হয়ে অন্যভাবে ব্যয় হচ্ছে। আজকে আমরা যদি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি এবং এষ্টিমেট কমিটির কথা বলি, তাহলে সেখানে কি দেখব? কমিটি সেখানে তার রিপোর্ট দিয়ে রিকমেণ্ডেশান করেছেন যে এভাবে একটা অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই কাজ চলতে পারে না, তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণ যারা জোতের মালিক তারা যাতে সেগুলি ঠিকমত পেতে পারে এবং তাদেরকে যাতে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আর ঝুলিয়ে না রাখা হয়। তারপরে আমরা এই হাউসে গত সেসানে একটা রিজলিউশান পাশ করেছি। এই সার্ভে অপারেশানের দরুণ ৬ থেকে ১০ বছর পর্যান্ত সরকার থেকে কি করা হয়েছে না করা হয়েছে, তা আমরা এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানতে পারিনি বা সেই রিজলিউশানটার ভাগ্যে কি ঘটেছে তাও আমরা জানতে পারিনি। তাই বলছিলাম যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নানা কারণে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক ঋণের দায়ে জর্জ্জরিত, এটা কে অস্বীকার করিবে? তাছাড়া ত্রিপুরার মানুষের যে জীবন যাত্রা সেটা ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। এখানে যেভাবে দিনের পর দিন নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে তার তুলনা, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে হয় না। একথায় ত্রিপুরার মানুষকে সব সময়ে বেশী দাম দিয়ে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য জিনিষপত্র কিনতে হয়। অথচ তাদের খুব বেশী রুজিরোজগার নেই। উপরন্তু এখানে কোন রেল লাইন নেই, সবে মাত্র ধর্মনগর পর্যান্ত এসেছে, তাতে ত্রিপুরার কোন প্রয়োজনই মিটে না। তাছাড়া আমাদের এই রাজধানী আগরতলা শহর, এটাকে কোন সময়ে একটা কমার্সিয়াল টাউন বলা যায় না। এই আগরতলা শহর তার সুবাদে সেই কবে সার্ভে অপারেশান হয়েছে কিন্তু আজ পর্যান্ত কৃষক বা জমির জোতের মালিকদের কাছ থেকে খাজনা নেওয়ার কোন নাম গন্ধ নেই। এবং এই খাজনা কবে নেওয়া হবে এবং কোথায় নেওয়া হবে, তার সম্পর্কে সরকার থেকে কোন আদেশ বা নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে না। ফলে বছরের পর বছর এই সমস্ত খাজনাগুলি জমতে আরম্ভ করছে। যেই মাত্র সার্ভে সেটেলমেণ্টের অপারেশান শেষ হবে তখন যদি সমস্ত খাজনাগুলি দিতে বলা হয় তাহলে একটা বিরাট বোঝা তাদের মাথায় চাপানো হবে। আমার মনে হচ্ছে যে এই ধরণের একটা বোঝা জনসাধারণের মাথায় চাপাবার উদ্দেশ্যে এটা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এদিকে চিন্তা করলে পরে হয়তো কোন সময়ে জনসাধারণের কাছ থেকে দাবী উঠবে যে এই সব খাজনা মুকুব করতে হবে এবং এই ব্যাপারে একটা আন্দোলনও হতে পারে। তখন সরকার আবার বলে উঠবে যে বিরোধী দলগুলি এই আন্দোলন করছে যাতে করে একটা বিশৃঙ্খলা বাধানো যায়। অথচ যেসব মানুষের ইচ্ছা আছে, সামর্থ আছে এই সব খাজনা দিয়ে দেওয়ার, তারা সেগুলি দিতে পারছে না। কেননা তহশীল কাছারী সেগুলি নিচ্ছে না। এ ভাবে জনসাধারণের উপর একটা বোঝা চাপানো হচ্ছে। অথচ জনসাধারণের নামে যে টাকা খরচ করা হচ্ছে. সেগুলি ঠিক ঠিকভাবে করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র আজকে সেগুলিকে

রেগুলারাইজড করার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই সব ঘটনাগুলি জনসাধারণের জন্য হয়নি বা তারা নিজেরা সেগুলি সৃষ্টি করেনি। এটা সরকারের দায়িত্ব। সরকার তার দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে পালন করতে পারে নি বলে, জনসাধারণকে আজকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এটা সরকারকে স্বীকার করতেই হবে। সরকারকে তার দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে হবে তাই এই গরীব জনসাধারণের এ পর্য্যন্ত যে সব খাজনা বকেয়া পড়ে আছে, সেগুলি যাতে মুকুব করা হয়, তার আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Any other member to participate in the discussion .

শ্রী নিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার টু এর উপর যে কাটমোশন মাননীয় সদস্য এনেছেন এটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। তার কারণ উনি নিজেই বলেছেন এবং আমরাও বিভিন্ন সময়ে হাউসে এই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আবার তিনি বলেছেন যে এই টাকা দপ্তর চালাবার জন্য লাগবে, এটা দিতে হবে। এটাও উনি বলেছেন। কথা হচ্ছে এই হাউসে আমরা সার্ভে সেটেলমেন্ট সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছি এবং তার জন্য বোধ হয় এখানে একটা সংশোধনী প্রস্তাবও এসেছিল। সেজন্য কাটমোশন আনার কোন যুক্তি আমি দেখছি না। তবে উনি বক্তৃতা দিতে হবে, জনতাকে বলতে হবে যে এই দেখ আমরা তোমাদের জন্য কত কথা বলেছি, সেজন্যই তিনি এটা এনেছেন। সেজন্য আমি এটা সমর্থন করতে পারছি না। তবে এই সম্পর্কে আমার দুয়েকটা কথা বলতে হয়। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আজকে কৃষকের অবস্থা খুব খারাপ। এটা অতি সত্য কথা। কৃষক যখন এক বছরের খাজনা দিতে চায় তখন তাদের কাছ থেকে সেটা নেওয়া হয় না। সে এই কথা জানে না যে ৫।৬ বছরের খাজনা তার একসঙ্গে দিতে হবে এই জন্য সরকার খাজনা নিচ্ছেন না। আমি হয়ত পাঁচ বছর আগে খাজনা দিতাম ২০।৩০ টাকা। সেখানে আমরা ইচ্ছা থাকলেও খাজনা দিতে পারছি না যতক্ষণ না সরকার বৃদ্ধি খাজনার ব্যাপারে ফাইন্যাল ডিসিশান নিচ্ছেন। এক সাব-ডিভিশনের কাজ শেষ হতে ৩।৪ বছর লেগে যায়। যেমন উদয়পুর কাজ সুরু হয় ৪।৫ বছর আগে। তারপর খোয়াই হল, তারপর তিন বৎসর পরে হবে সাবরুমে। এই রকমভাবে অনেক বছর লেগে যাবে খাজনা ঠিক করতে। কাজেই উদয়পুরের লোকেরা খাজনা দিতে গেলেও তাদের কাছ থেকে খাজনা নেওয়া হচ্ছে না। এখন ৯ বছরের টাকা এক সঙ্গে দিতে হবে তাদের। তাই আমি আবেদন রাখছি যে সম্পূর্ণ মকুব দিতে হবে। অবশ্য সরকার খাজনা মকুব করেছেন কোন কোন সময় আমার জানা আছে। এখন যদি তাদের খাজনা না দিতে পারে তবে তাদের নামে সংশিত ক্রোক ইত্যাদি চলবে। তাই আমি আবেদন করছি যে গরীব যাতে এটা থেকে রেহাই পেতে পারে তার ব্যবস্থা যেন সরকার করেন। এটা কৃষকের দোষ নয়। তাছাড়া সেটেলমেন্টের যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল এই হাউসে আমরা সেগুলির আলোচনা করেছি। এইরকমও দেখা গেছে নূতন সেটেলমেন্ট হওয়ায় একজনের জমি আগে যে মৌজায় ছিল এখন আর সেই মৌজায় নেই। অন্য মৌজায় চলে গিয়েছে এবং তাকে তার জমি আবিষ্কার করতে বেগ পেতে হচ্ছে। কারণ যতগুলি মৌজা

আগে ছিল তার চেয়ে এখন মৌজা অনেক বৃদ্ধি হয়েছে। একজনের হয়ত এক কানি এই মৌজায় আর এক কানি অন্য মৌজায় পড়েছে এবং তার জমি হয় আর একজন বন্দোবস্ত দিয়ে দিল। মহারাজার সেটেলমেন্টের সংগে এর কোন সম্বন্ধ ছিল না। সেজন্যই এই খিচুরী অবস্থা হয়েছে। সেজন্য আমি আবেদন রাখছি যে সেটা যেন তদন্ত করা হয় এবং কৃষকের যন্ত্রণা যেন লাঘব করা হয়। সেজন্য আমি এই কাটমোশনের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I would call on Shri Bidya Deb Barm to move his cut motion.

শ্রী বিদ্যা দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে রেভিনিউ ব্যাপারে আমি কাটমোশন এনেছি। কারণ দেখলাম ত্রিপুরার যে অবস্থা সেই দিকে বিবেচনা করেই আমি এই কাটমোশনটা এনেছি। কারণ আমরা যদি হিসাব করে দেখি বা বিধানসভার বিবরনীতে যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের যে খাজনা বকেয়া পড়েছে তার পরিমাণ হবে ৬২ লক্ষ টাকা এবং যে রকম হারে খাজনা বাড়ছে সেটা অন্ততঃ সাড়ে তিনগুণ হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আগে যে খাজনা নির্দ্ধারিত ছিল সেটা লোকে দিতে পারছে না। এর উপর যদি বর্দ্ধিত খাজনা দিতে হয় তা হলে তারা তা পারবে না। সেই দিক দিয়ে বকেয়া খাজনাগুলি মকুব করা উচিত। ফসলের দিক দিয়ে চিন্তা করলেও আমরা দেখি যে কোন কোন বৎসর অনাবৃষ্টি বা খরা, বন্যা ইত্যাদির ফলে অন্যান্য রাজ্যে খাজনা মকুব করা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে এর জন্য আজ পর্য্যন্ত কিছু করা হয় নাই। এ ছাড়া এই বৎসরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে দুই শতের মত মানুষ অনাহারে না খেতে পেয়ে মরেছে। কাজেই সেই দিক থেকে বিবেচনা করে খাজনা মকুব করা উচিত। গত সেসনে আমাদের বিধানসভাতে অনেকেই প্রগতিশীলতার নামে বলেছেন যে বকেয়া খাজনা মকুব করা উচিত। কিন্তু আজকে অনেকে হয়ত সেটা নাও বলতে পারেন। এ ছাড়া সাত কানি জমি পর্য্যন্ত খাজনা নেওয়া উচিত নয়। কারণ অন্যান্য রাজ্যে আমরা দেখেছি সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমি নিষ্কর করে দিয়েছে। সেই দিক দিয়ে এই খাজনাটা মকুব করা উচিত। আর বছরের পর বছর ফসল না হওয়ার ফলে মানুষ যে অনাহারে মরছে তার জন্য সরকারের তরফ থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য কিছুই করা হয় নি। কারণ সরকারী ক্রয় কেন্দ্রেও মানুষ তাদের ফসল বিক্রয় করতে পারে না। সে জন্য আমরা বলেছিলাম ৫৬ টাকা কুইন্টালকে ৬৫ টাকা করা হোক এবং এখনও এই কথা বলছি। যদি সরকারী ক্রয় মূল্য ৬৫ টাকা করা না হয় তাহলে বাজার দর যদি নিম্নমুখী যায় তাহলে কৃষকদের উপায় নাই। বাজার সম্পর্কে একই অবস্থা। এইবার যে পাটের দর হয়েছে বা বিভিন্ন বৎসর যা হয়েছে—

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এটা প্রাসঙ্গিক নয়।

শ্রী রাজকুমার কমলজিৎ সিং—পয়েন্ট অব অর্ডার। এখানে ডিসকাশন হচ্ছে গ্র্যাণ্ড নাম্বার টুতে। উনার বক্তব্য গ্র্যাণ্ড নাম্বার থার্টিনের উপর পেশ করছেন।

মিঃ স্পীকার—সেটা আমি বলেছি।

কাজেই বকেয়া খাজনা মুকুব করা দরকার। তাছাড়া আমি এখানে দেখলাম যে আমাদের এখানে অতিরিক্ত খরচ দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে আমরা দেখি যে কোন কোন জায়গায় সরকারের হিসাব মতে খরচ করতে না পারায় সে টাকাগুলি ফেরত গেছে ঐ টাকাগুলি দিয়ে যদি এই অতিরিক্ত খরচটা হত তাহলে আমার মনে হয় এখানে অতিরিক্ত খরচ দেখানোর প্রয়োজন হতনা। কাজেই সেইদিকে দুইটার সংগে সামঞ্জস্য রেখে খরচটা করা দরকার বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এনি আদর মেম্বার উইলিং টু পার্টিসিপেইট ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় একসেস গ্র্যান্টের উপর যে দুইটি কাট মোশান রেখেছে তার আমি বিরোধিতা করছি এবং কেন করছি তার কারণ হচ্ছে যে কাট মোশান এনে এখন কিছু করা সম্ভব নয়, কাজেই এটার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করিনা। কারণ এই যে একসেস গ্র্যান্ট সেটা অডিট হয়েছে, অডিট হওয়ার পর সেটা পি, এ, সি, মিটিং-এ পেশ করা হয়েছে, এবং পি, এ, সি'র রিকম্যাণ্ডেশান নিয়ে এখানে হাউসে এটা এসেছে। অঘোর বাবু নিজেও একজন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মেম্বার, তার যদি কোন স্ক্রুটিনি করার থাকত তাহলে সেটা তিনি পি, এ, সি মিটিং'এ বসে করতে পারতেন। সেখানে ডিপার্টমেন্টাল হেড যারা আছেন তারা উপস্থিত থাকেন, সেক্রেটারী উপস্থিত থাকেন, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, তার মেরিট এবং ডিমেরিট সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে পারতেন এবং তার উপর তাঁর সাজেশন ইত্যাদি দিতে পারতেন। কিন্তু আমি মনে করি সেইসব না করে কাট মোশান এনে হাউসে, যে টাকা নাকি খরচ করার অত্যন্ত দরকার, সেগুলি না করে উপায় নাই তার উপর কাট মোশান এনে অনর্থক হাউসের সময় নষ্ট করা এবং কর্তৃপক্ষকে কিছুটা বলা, এটাই হয়ত উনার উদ্দেশ্য। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি থেকে অনেক আলাপ আলোচনার পর এখানে এসেছে। আরেকটি তিনি বলেছেন কোন কোন জোত নাকি টিলার উপর উঠে গেছে, তা এটা হওয়া স্বাভাবিক। ভুল ভ্রান্তি হতে পারে সেটা সংশোধনের সুবিধা আছে। আমাদের সার্ভে সেটেলমেন্টের কতকগুলি ষ্টেজ ছিল, এখনও আছে যেমন ডিমারকেশান, খানাপুরি, জমাবন্দী ইত্যাদি এই সমস্ত ষ্টেজে যার যার জমি এবং যার ভূমি, বাড়ী, ঘর, পুকুর ইত্যাদি ব্যাপারে কোন অসুবিধা ঘটলে পরে তারা সেই সমস্ত ষ্টেজে অবজেকশান দিতে পারেন এবং অবজেকশান দেওয়ার পর সেটা যাচাই করে দেখা হয়, এবং এই সমস্ত অধিকার জনসাধারণের আছে। সেইজন্য সরকার কিছুই করেনি, তার জন্য কাট মোশান আসবে হাউসে এটা সমর্থনযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলতে চাই—একটা ছোট্ট টুটকি সেটা হচ্ছে একজন বৈষ্ণব তার গলা অত্যন্ত মধুর, গান করেন, সঙ্গে রাখেন সারেংগী। কিন্তু উনি সারেঙ্গী বাজাতে জানেন না, কাজেই উনার যে বাজনা সেটা তার গান নষ্ট করে দেয়। কারণ বাজনা তার থাকে একদিকে, আর তার গান চলতে থাকে অন্যভাবে। উনাদেরও সেই অবস্থা, হাউস কি চায়, আর উনারা কি বলেন—গান কি হচ্ছে, আর সারেংগী কি বলছে। উনারা চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কোন কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান দিতে পারছেন না। কাজেই আমি তাদের বলব উনারা যেন হাউসের মূল্যবান সময় নষ্ট না করেন।

বিধান সভা একটা পবিত্র স্থান। জনসাধারণের কল্যাণমূলক, তাদের স্বার্থে লাগে এমন বিভিন্ন সাজেশান, যেন উনারা রাখেন, অসামঞ্জস্য বা ইরিলিভেন্ট কথা বলে যাতে হাউসের সময় নষ্ট না করেন, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সামনে একসেস গ্র্যান্ট ফর দি ইয়ার ১৯৬৫-৬৬ যে ডিম্যাণ্ড পেশ করেছেন আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং যে কারণে একসেস হয়েছে, কালকে ডিসকাশনে পার্টিকুলারলি ডিমাণ্ড নাম্বার ২—ল্যাণ্ড রেভিন্যু ডিমাণ্ডের যে খরচ হয়েছে সেটা পরিষ্কার বলা হয়েছে যে—The excess occurred mainely due to sanction of enhanced rate of Dearness Allowance with retrospective effect from 1st September, 1965 and 1st Junnry, 1966. এই যে খরচ যেটা আমাদের যারা সহকর্মী আছেন, আমাদের কাজ করছেন এবং আইন মত তাদের এটা প্রাপ্য ডি, এ, ইনক্রীজড হয়েছে, সেটাকে দেওয়ার জন্য একসেস গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে। একদিকে আমাদের বন্ধুবর্গেরা তাদের ডি, এ, বাড়াও ইত্যাদি বলে চীৎকার করবেন, হাউসে এডজোর্ণমেন্ট মোশানও এখানে আনতে চেয়েছেন, আবার তাদের ডি, এ'র জন্য খরচ করা হল, তখন আবার চীৎকার করছেন। তাদের যে রিট্রসপেক্টিভ এফেক্ট দেওয়া হয়েছে এটা হল সরকারের দোষ। কিন্তু এখানে এটা না বলে কাট মোশান কোথায় এনেছেন বলছেন 'Defective Survey operation conducted by Survey & Settlement Department'. এই সম্পর্কে আমাদের যে আইন আছে, আইনের যে ধারাগুলি আমাদের এ্যামেণ্ডমেন্ট করা দরকার, সেগুলি এ্যামেণ্ডমেন্ট করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তারপরও এখানে এইভাবে একটা কাট মোশান দেওয়া, এটা যে পলিটিক্যালি মটিভেটেড এটাই প্রমানিত হচ্ছে। এই বলে এই দুইটি কাট মোশানের বিরোধিতা করে, মূল ডিম্যাণ্ডের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে ১৯৬৫-৬৬ সনের জন্য যে একসেস গ্র্যান্ট রেভিন্যু—ডিমাণ্ড নাম্বার ২'তে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা সমর্থন করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য এখানে সারেংগী এবং গানের তুলনা করেছেন। তবে আমি জানিনা তারা সারেংগীতে তার ফীট করতে জানেন কিনা? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যেখানে চাওয়া হয়, সেখানে সাধারণতঃ হিসাবপত্র দেওয়া হয়, হিসাব থাকবে এটা স্বাভাবিক, কারণ যে কারণে চাওয়া হল সেখানে সাধারণতঃ কতগুলি হিসাবপত্র দেওয়া হয়। হিসাব পাবাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, যে কারণে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে বিশেষ করে সার্ভে সেটেলমেণ্টের ক্ষেত্রে, সেটা ঠিক ঠিকভাবে হয়েছে বলে আমি মনে করি না। কেননা এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা আছে বা আমরা যতটুকু জানি, তাতে দেখা গেছে যে এই সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশান হওয়ার পর একের জমি অন্যের কাছে চলে গেছে এটা যে কত মারাত্মক ব্যাপার মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আর সেজন্যই এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী রাখা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কারণে আমরা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমর্থন করতে পারি না। কিভাবে এই সব ঘটনা ঘটেছে তার একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে আমি সেটা বুঝাতে চেষ্টা করব। উদয়পুর সাবডিভিশনের বাগমা গ্রামে চন্দ্রবাসী জমাতিয়া পিতা কাশী কুমার জমাতিয়া. তার জমি হবে ৬ কানির মত। তার কাছে জমির খাজনা বাকী পড়েছে ১৩৭১ থেকে ১৩৭৪ বাংলা পর্য্যন্ত ১৫৫·২৩ পয়সা এবং এই টাকা আদায়ের জন্য কিছুদিন আগে তহশীলদার ক্রোক নিয়ে গিয়েছিল, যখন তহশীলদার এই ক্রোক নিয়ে যায় আমি এখানে যার নাম বললাম সেই জমির মালিক তখন বাড়ীতে ছিল না। অথচ তার বাড়ী ঘর থেকে জিনিষপত্র ক্রোক করা হবে, বাড়ীর মহিলারা তখন এই ক্রোকে বাঁধা দিল। তার পরে তারা মালিকের যে বৃদ্ধ পিতা কাশী কুমারকে এরেষ্ট করল। অথচ তার নামে কোন ওয়ারেণ্ট নেই। এভাবে সেখানে অত্যাচার সুরু হয়েছে।

(চীৎকার)

আমি তো এখানে বললাম আপনারা তার উত্তর অবশ্যই দিবেন। আর খরচের সমর্থনে তো আপনারা বেশ চীৎকার করেই বলবেন। এই যে অবস্থা, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে, সেটা কোন ভাবে সমর্থন করতে পারা যায় না। আর এখন চিন্তা করা দরকার যে আমাদের ত্রিপুরায় যে কৃষক আছে, তাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি ? এই হাউসে দাঁড়িয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে কৃষকদের বকেয়া খাজনা মুকুব করার চেষ্টা করা হবে, সেটা কিন্তু খুব বেশী দিনের কথা নয়। অথচ আজকে আবার যদি সেই প্রশ্ন উনাকে করা হয় তাহলে তিনি বলবেন যে হ্যাঁ, তা বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু আমি বলি সেটা আর কতদিন আপনাদের বিবেচনায় থাকবে। কাজেই আপনাদের বিবেক আছে, বিবেচনায় আপনারা থাকুন। এতে কৃষকদের কোন উপকার হচ্ছে বলে আমরা মনে করি না।

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যেখানে এই হাউসে দাঁড়িয়ে এই কথা বলেছেন, সেখানে আজকে কি করে গরীব জনসাধারণ ও গরীব কৃষকদের কাছে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য সংশিত নোটিশ যাচ্ছে, কিভাবে আজকে এই বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের ধান, চাউল, গরু, মহিষ ইত্যাদি ক্রোক করে আনা হচ্ছে। সেটা মাননীয় মন্ত্রীরা জানেন না। সবই জানেন, কিন্তু উনারা মুখে এককথা আর কাজে অন্য কথা বলবেন, এটা তাদের নীতি এবং তাদের অভ্যাস। অর্থাৎ তাদের কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই। সেই জন্য এসব হচ্ছে। আর এই যে নোটিশ জারি করা হল, তার মধ্যেও যে অনেক কারচুপি রয়েছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে উদাহরণ দিয়েছি তাতেও দেখা যাচ্ছে অনেক ভুল আছে। যেমন কার নামে নোটিশ নেওয়া হল, কত টাকার নোটিশ, কতদিনের মধ্যে কোথায় দিতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই সব এর কোন নাম গন্ধ নেই। যেমন তেমন একটা ছেড়ে দিলেই হল, খাজনা তো দিয়ে যাবেই তাদের দায়ে। না হলে শেষে তার যা কিছু আছে সব ক্রোক করে নিয়ে আসা যাবে। আর সেই মাননীয় সদস্যরাই এই হাউসে বকেয়া খাজনা মুকুব করার জন্য বলছেন। বিধান সভায় তারা ঠিকই আছেন কিন্তু এমন সাজ নেন যে

একেবারে বিড়াল তপস্বীর মত রামাবলী গায়ে রাখেন। কিন্তু আমি বলি তাদের রামাবলী পর্য্যন্তই সার। বিড়াল বৈষ্ণব হলেও কি তার মাংস খাওয়ার স্বভাব যায়? তা যায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এবং মাননীয় সদস্তের অবস্থাটাও তাই। যাহউক আমি আর বেশী ডিটেলসে যাচ্ছি না। এখানে যে ডিমাণ্ড নাম্বার টুতে কাট মোশান রাখা হয়েছে আমি তার স্বপক্ষে আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার টুতে যেখানে এ্যাকটুয়েল এ্যাক্সপেনডিচার এ্যাক্সেস হয়েছে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৩৯ টাকা, সেটা কি কি কারণে হয়েছে তা এখানে বলা হয়েছে যে স্যাঙ্কশান অব এনহেনসড রেট অব ডিয়ারনেস এ্যালাউনস। ডি, এ, যেটা বৃদ্ধি করা হয়েছে তার জন্য আর কতগুলি হল পাসেজ অব ফার্নিচার ইত্যাদি। এই ডিমাণ্ডের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। খরচ এজন্য হল যে আমাদের কর্ম্মচারীদের ডি, এ, যেটা সরকার স্বীকার করছে সেই অনুসারেই তাদেরকে সেটা দেওয়া হয়েছে। ডি, এ, দিতে গিয়ে আমাদের এখানে বাজেটে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে, এটা আমাদের দিতে হবে তারজন্য কাট মোশান আনার কথা বোধ হয় উনাদের মনে ছিল না তাই এটার উপরে না এনে অন্য আর একটার উপর এনেছেন সেটা হল ডিফেক্টিভ সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশান কণ্ডাক্টেড বাই দি সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। আমি বুঝি না যে আমাদের অফিস কাছারী থাকবে অথচ ষ্টাফ থাকবে না, এটা কেমন করে চলতে পারে। তারপরে আর একটা বলা হয়েছে যে সেটা উদয়পুরে সেই বাগমা গ্রামের চন্দ্রবাসী জমাতিয়া সম্পর্কে। কথা হল এটা হাউসে রাখতে হবে তাই তারা রেখেছেন। আসলে তাদের বক্তব্য ছিল কর্মচারীদের এই এনহেন্সড রেটে ডি, এ, বেরেছে, সেটা তাদেরকে দিও না, তার কারণ এই জায়গাতে চন্দ্রবাসী জমাতিয়ার জমি ক্রোক করা হয়েছে, তাও আবার সেটা নালামে হয়েছে। এটার সংগে এনহেন্সড ডি, এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে আমি সেটা বুঝি না আর সেজন্য আমি বলছি যে তারা এসব সমন্ধে কোন কিছুই অবগত নন। তাই এই প্রসঙ্গে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। সেটা হলো এক নেকড়ে বাঘ আর মেশ সাবকের কথা। এক নদীর ধারে একটা নেকড়ে বাঘ জল খাচ্ছিল, তারই কিছু দূরে আর একটি মেশ শাবক জল খাচ্ছিল। ঐ মেশ শাবককে দেখে নেকড়ে বাঘ বলল কি হে, তোমার তো কম সাহস নয়, তুমি আমার খাওয়ার জল ঘোলা করছ কেন? তার উত্তরে মেশ শাবকটি বলল, না তো, আমি কি করে আপনার খাওয়ার জল ঘোলা করলাম, আমি যে রয়েছি বাটির দিকে আর আপনি রয়েছেন উজানের দিকে। তার উত্তর শুনে নেকড়ে বাঘ বলল, তুই নতো তোর বাবা ঘোলা করেছে। তাই তাদের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, ঐগুলি বোধ হয় তাদের বাবার কথা। তার পরে বলা হয়েছে ইন্দুরের কথা। ইন্দুরকে তারা মারবে কেন? তারা পুষবে। এটা তাদের নীতি। কিন্তু গরীব কৃষক এবং জুমিয়া ভাইরা এই ইন্দুরকে পুষতে পারেন না। কেননা তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন রাত পরিশ্রম করে তারা তাদের শস্যাদি উৎপন্ন করে এবং সেগুলি নষ্ট হতে তারা কিছুইতে দিতে পারেন না। আর তারা সেই রামবলী গায়ে দিয়ে মারুক, আর আধা গায়ে মারুক তাতে কিছু আসে যায় না তারা সব সময়ে ইন্দুর মারার পক্ষপাতি এবং তার

সেটা মারার জন্যই বিড়াল পুষবে এতে আর কি বলবার আছে। তাই আমি বলি তারা যেন সেটা তাদের হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেন। কারণ তাদের কাছে ইন্দুর হল অনেক উপকারী কিন্তু আমরা জানি যে ইন্দুরকে ধ্বংশ করতেই হবে। সেজন্য আমি তাদেরকে পরামর্শ দেব যে মাননীয় সদস্যগণ যারা এই কথা বলেছেন তারা যেন ইন্দুরকে ভালভাবে পালেন। তারপরে আপনারা যে কটি মোশান উত্থাপন করেছেন জমির বন্দোবস্তের ব্যাপারে, তার যে নিয়মাবলী ত্রিপুরা সরকার পাশ করেছেন ১৯৬০ সালে এবং প্রচার করেছেন. সেই বইটি ভালভাবে তাদের পড়া উচিত এবং সেই আইন অনুসারে আইন বিরুদ্ধ কোন কাজ হচ্ছে কিনা সেটা উনারা বলতে পারেন।

এবং সেই অনুসারে সেই আইনের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেছেন কিনা সেটা তিনি বলতে পারলে বুঝতাম। কিন্তু আমরা দেখছি যে এখানে ৪ লক্ষ লোকের ল্যাণ্ড রেকর্ড আমরা স্থাপন করেছি। যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে জরীপ ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না সেখানে ৪ লক্ষ লোকের জমি জরীপ বন্দোবস্ত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ৪ জন করে যদি একটা পরিবারে থাকে তাহলে ১৬ লক্ষ লোকের ল্যাণ্ড রেকর্ড যা কোনদিন ছিল না সেটাকে স্বিকৃত করা হয়েছে জরীপ এবং বন্দোবস্তের সাহায্য নিয়ে। সেই অনুসারে কি করা হয়েছে? At the commencement of the operation a Notification was published in the official gazette to the effect that a revenue survey would be made of the area with a view to settlement of land revenue and to the preparation of the record-of rights connected therewith. The Notification was issued in Jarip Form No. 1 as per provision of Rule 16 of the Niyamabali.

There after proclamations in T,R.L.R. Form No. 4 were made under Rule 39 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Rules, 1961 corroespending to Rule 33 of the Niyamabali informing the land holders and the members of the public of different areas mentioned in the scheduled of the proclamation that orders had been issued for revenue survey and preparation of record-of-rights pertaining to the areas according to the provisions of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

After the Notification has been published and the proclamation made under Rule 39, the revenue survey and the work of preparation of record-of rights connected by the following stages, namely :—

i) demarcation of village boundaries ;

ii) Traverse survey ;

iii) cadastral survey (or Kistwar):

iv) preliminary record-writing (or Khanapuri)

v) local explanation (or Bujarat)

vi) attestation including determination of rent or revenue of tenancies and holding (or Jamabandhi)

vii) publication of the draft record-on-rights)

viii) disposal of objections under sub-section (1) of section 43 ; and

ix) preparation and publication of the final record of rights under sub-section (2) of section 43 ;

x) From the fourth stage i. e. khanapuri, the duty of the land holders is to attend the table at the field. The khanapuri Amin moves from plot to plot and enquires of each land holder and examine his papers in respect of each plot. In this stage the land holders are to attend for showing the boundaries of their land to furnish all such information supported by relevant document and other evidences as may be required in this connection.

The fifth stage is the Field Bujharat or local explanation made under the provision of the Rule 63 (1) of the Rules. Before commencement of this work copies of khatians prepared upto the stage of khanapuri styled as 'Parcha' were distributed to the land holders under Rule 63(2) of the Rules enabling them to examine whether the lands were correctly surveyed and recorded upto that stage. A general notice in T. R. L. R. Form No. 10 was published in the villages informing the land holders of the date of commencement of Bujharat and calling for their attendance with relevant documents appertaining to their lands in the village. At this stage each khatian was examined in the field with reference to the map by a Revenue Officer and every entry made therein explained to the land holders as per provisions of Rule 63(3) of the Rules. In this process the Revenue officer made such corrections as might be necessary in the maps, in the preliminary records and in the purchase, if produced.

এইভাবে সমস্ত কার্য্য করা হয়েছে। অতএব কোন্ জায়গাতে ডিফেক্ট হয়েছে সেটা দেখানো দরকার যাতে ঐ আইনের ধারা অনুসারে করা হয় নাই। গায়ের জোরে শুধু বললেই তো হবে না যে ডিফেক্টিভ সার্ভে হয়েছে। সায়েন্টিফিক সার্ভে অনুসারে আমরা ৪ লক্ষ লোকের জরীপ কাজ করেছি। এতবড় একটা বিরাট কাজ হয়েছে। এখন যদি কোন ডিসপুট হয়,তাহলে এভরী হোল্ডারের রাইট আছে কোর্টে গিয়ে মামলা করতে। কোন জনসাধারণ যদি মনে করে যে এইটা আইন বিরোধী হয়েছে তাহলে উনি সেই কোর্টে যেতে পারেন। অতএব এই জায়গাটে স্যাংশান আমরা চেয়েছি এনহেন্স ডিয়ানেস এলাউন্সেয় জন্য আর কিছু আসবাব পত্রের জন্য। সুতরাং এই জায়গাতে কাটমোশান আনা একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়েছে বলে মনে করি। সেজন্যই আমি সেটা সমর্থন করতে পারছি না।

Mr. Speaker :—Now the discussion on the cut motions moved by Shri Aghore Deb Barma and Bidya Deb Barama is over. Now I am putting the motions to vote.

(The cut motions of Shri Aghore Deb Barma and Shri Bidya Deb Barma were put to vote and lost).

. **Speaker** :—Now. I would request the Hon'dle Finance Minister Shri Krishnadas Bhattacharjee to move his demand No. 3—State Excise Duties.

Shri Krishnadas Bhattacharjee ;—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 69/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1965-66 in respect of Demand No. 3—State excise Duties.

Mr. Speaker :—There is a cut motion on this Demand raised by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on 'Disapproval of the policy of issuing license to the whole-sale dealer of liquor'.

Now I call on Shri Aghore Deb Barma to raise the discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে পলিসী কাট, অর্থাত কাট মোশান দেওয়ার অর্থ হল টু ভেন্টিলেট দি গ্রীভেন্সেস। ইন ডিটেলসের মধ্যে না গিয়ে, শুধু পলিসীর মধ্যে আমি আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। যেমন আমাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়। আমাদের প্রিভিলেজ কমিটির মধ্যে এই বিষয়টি আনা হল, সেখানে আলোচনা হয়েছে মোটামুটিভাবে এবং সেটা পাশ হয়ে গেছে। তবে একথা আজকে বলতে বাধ্য যে সরকারের একটা সুস্পষ্ট নীতি থাকা দরকার। আমাদের এখানে যে লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং তার যে এক্সটেনশান ইত্যাদি ব্যাপারে বেঙ্গল একসাইজ ল' আমাদের ফলো করতে হয় এবং সে মতে এটা অকশান বেসীসে হওয়া দরকার। কিন্তু সেই মিটিং'এ বসে একজন অফিসার বললেন আমাদের অকশান হল একমাত্র বেসীস লাইসেন্সে দেওয়ার, আরেকজন রেসপেন্সিবল অফিসার বললেন সিলেকশান ইজ দি বেসীস। কাজেই আমাদের সরকারের একটা ক্লীন প্রিন্সিপাল অভজার্ভ করা উচিত বলে আমি মনে করি—হয় সিলেকশান নয়তো অকশান। অকশান যে করা হয়নি তা নয়। প্রথমে অকশান বেসীসেই তাকে দেওয়া হল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে অকশান না করে সিলেকশানে তাকে টাইমটা একসটেনশান করে দেওয়া হল, কাজেই এর মধ্যে কিছুটা কারচুপি থাকা সাভাবিক। যিনি লাইসেন্স দেওয়ার অর্থরিটি এবং যিনি লাইসেন্সের এক্সটেনশান পেয়েছেন তার সঙ্গে কারচুপি নেই, সেটা জনসাধারণ স্বীকার করবে না। সিলেকশান হিসাবে যুক্তি দাড় করানো হলো যে তার দোকান ইত্যাদি আছে আর অকশানে বহু ব্যয় ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখান হয়েছে, সেগুলি না করে যে প্রিন্সিপল ঠিক করা হবে, সেটাই অভজার্ভ করা উচিত। সরকারের যেটা প্রিন্সিপাল হিসাবে গ্রহণ করবেন, সেটাই ইম্পলিমেন্ট করুন, অন্যায় মত একজন এক্সটেনশান দেবেন এটা উচিত নয়, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি এই পলিসী কাট এনে তার সমালোচনা এখানে রেখেছি।

মিঃ স্পীকার :—এনি আদার মেম্বার উইলিং টু পার্টিসিপেট অন দি ডিসকাশান ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই কাট মোশানটা সমর্থন করছিনা। কারণ গভর্ণমেন্টকে আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়, সেই আইন মতই কাজ করেন, আইনের

পরিপ্রেক্ষিতেই গভর্ণমেন্ট পলিসী নেবেন। গভর্ণমেন্ট কোন সময়ে প্রকশান করতে পারেন, এখানে রুল ত্রিপুরা একসাইস রউও নং ২২(৪) এ যে ক্ষমতা দেওয়া আছে চীফ কমিশনার সেই আইনের সাথে এবং পলিসীর সাথে কোন রকম ব্যতিক্রম করেছেন বলে সরকারের জানা নেই। চীফ কমিশনার এর পাওয়ারের মধ্যে যা আছে, সেই অনুসারে, পলিসী মত সেটা করেছেন। সুতরাং এই কাটমোশানের কোন সার্থকতা নেই।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 PM. to.day.

Mr. Speaker ;—Discussion on the cut motion on the Demand for Grant No. 3 is over. Now, I am putting to vote the cut motion first. The question before the House that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on "Disapproval of the policy of issuing license to the whole-sale dealer of liquor."

As many as are of that opinion will please say—"AYES"
=Voice—"AYES".

As many as are of contrary opinion wiil please say—"NOES"
=VOICE—NOES".

I think ,'NOES" have it, "NOES" have it, "NOES" have it.

The motion is lost.

Now, I am putting to vote the demand for Grant No. 3. The question before the House that a further sum not exceeding Rs. 69/- be Granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1965-56 in respect of Demand No. 3—State Excise Duties.

As many as are of that opinion will please say—"AYES"
=Voice—"AYES".

As many as are of contrary opinion will please say—"NOES"
=Voice—NOES".

I think, "AYES" have it, "AYES" have it, "AYES" have it.

The Demand is passed.

Now, I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 9 General Administration.

Shri Krishnadas Bhnttacharjee :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceding Rs. 7,30,899/-be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1965-66 in respect of Demand No. 9 General Administration.

Mr. Speaker :—There are two cut motions on this Demand moved by Shri Aghore Deb Barma and Shri Bidya Ch. Deb Barma. I would request first Shri Aghore Deb Barma and then Shri Bidya Ch. Deb Barma. to move their cut motion one after another.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ১৯৬৫-৬৬ সালের এ্যাক্সেস এ্যাক্সপেনডিচার সম্পর্কে যে গ্রেন্ট চাওয়া হয়েছে, সেটা হল ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, এর উপরে আমি একটা পলিসি কাট রেখেছি। এটা রাখার কারণ হল যেভাবে টাকা পয়সা খরচ করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখার জন্য আমি এখানে বলেছি—"Failure of Govt, in strengthening the 3rd line of Defence in the State." আপদকালীন সময়ে আগরতলা শহরের জনসাধারণকে সাহায্য ও সহায়তা করবার ব্যাপারে যে টাকা খরচ করা হয়েছে সেটাকে রেগুলেরাইজড করার জন্যই আজকে এখানে এই এ্যাক্সেস গ্রেন্টস উপস্থিত করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং জনসাধারণের জীবন রক্ষার জন্য যে টাকাটা খরচ করা হয়েছে সেটা যদি আমরা বিশেষ ঘটনা দিয়ে বলি তাহলে আমরা দেখব যে গত ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে এখানে সাইরেন ইত্যাদি বাজানোর ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেগুলি ঠিকমত করা হয়নি। ফলে দেখা গেছে পাকিস্তানী জেট বিমান এসে আমাদের এই আগরতলা শহরের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে যেভাবে আগরতলা এয়ারপোর্টে গোলাগুলি করে গেল এবং তাতে আমাদের যে একটি অমূল্য প্রাণ নষ্ট হল, তাতে আমরা কোনরকমে বুঝতে পারি না যে সরকার আপদকালীন সময়ে এখানকার অধিবাসীদের জীবন রক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এখানে কোন এক বণিককে ঐ পাকিস্তানী জেট বিমান থেকে গুলি করে মেরে ফেলা হল। এটা দিনে দুপুরের ঘটনা, আর রাত হলে তা কোন কথাই ছিল না। কিন্তু আমি বলি যদি সেখানে গুলি না করে এই শহরের মধ্যে ২।১টা বোমা ফেলত তা হলে কি অবস্থা দাঁড়াতো, সেটা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। সেই পাকিস্তানী বিমানগুলি এলো আর ঘুড়ে গেল, কিন্তু তাদের বাঁধা দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থাই সিভিল ডিফেন্স থেকে করা হল না। সেই বিমানগুলি যখন এই আগরতলা পোর্টে এসে রেইড করে গেল তার ঠিক ৪।৫ মিনিট পরে আমাদের সাইরেনগুলি বেজে উঠল, তাতে আমাদের জনসাধারণের কি উপকারে লাগল, এই প্রশ্ন আজকে স্বাভাবিকভাবে উঠবে। এর ফলে জনসাধারণ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার উপরে কোন আস্থাই রাখতে পারে না, সরকার সেখাণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। এতে মনে হচ্ছে যে, সরকারের যে পারফাসে এই টাকাগুলি খরচ করার কথা, ঠিক সেই পারফাসে তারা সেগুলি খরচ করেনি। সেখানে জনসাধারণ এর জীবন ও স্বার্থের প্রতি কোন লক্ষ্যই রাখা হল না। সেজন্য আমি আমার এই পলিসি কাটের মধ্যে দিয়ে এই কথা বলতে চাই যে সরকার যে পারফাসে এই টাকাগুলি বরাদ্দ ধরেছেন সেই পারফাসে যেন টাকাগুলি খরচ করা হয়। আপদকালীন অবস্থায় যদি জনসাধারণের নিরাপত্তাই রক্ষা না হল এবং জনসাধারণকে তাদের বিপদ সংকেত দেওয়ার জন্য যদি সাইরেনগুলি না বাজলো, তাহলে এই সিভিল ডিফেন্সের কি স্বার্থকতা আছে? এটা যেন সরকারী টাকার অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে এই রকম অবস্থার সৃষ্টি না হয়, সেজন্য আমি আজ সরকারকে সতর্ক করে দিতে চাই এবং এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ড নাইনের উপর আমি যে কাটমোশান রেখেছি সেটা হল—"Failure to meet the just demands of the

Class IV & Class III employees in relation to pay and allomances. এখানে যে পরিমাণ টাকাটা খরচ করা হয়েছে জনসাধারণের কাজ করবার নাম দিয়ে, সেটা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের যে সব ক্লাশ থ্রি ও ক্লাশ ফোর কর্ম্মচারী আছেন, তাদের পশ্চিমবঙ্গের হারে বেতন দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হয়নি। অথচ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের বেতন সরকার বাড়িয়ে চলছেল, সেই পশ্চিমবঙ্গের হারে। ক্লাশ থ্রি ও ক্লাশ ফোর কর্ম্মচারীরা তাদের বেতন ও ভাতার দিক দিয়ে যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেগুলি কেন যে দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ আমরা বুঝতে পারছি না। কাজেই সরকার এই ব্যাপারে কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চাইছেন। তাই আমি বলব যে, সরকারের এই পথ পরিহার করা উচিত এবং ক্লাশ থ্রি ও ক্লাশ ফোর কর্ম্মীদের বেতন ও ভাতা যাতে পশ্চিমবঙ্গের হারে এখানেও দেওয়া হয় সেজন্য আমি আবেদন রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসে ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনের উপর যে ১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য এ্যাক্‌সেস এ্যাক্‌পেণ্ডিচার হয়েছে, সেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেখেছেন। আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু ও বিষ্ণা বাবু যে কাটমোশান রেখেছেন, সেগুলির বিরোধীতা করছি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই গ্রেন্টের উপর ৭ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৯৯ টাকা অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে এবং সেটার জন্যই সরকার আমাদের এই হাউসের এপ্রুভাল চেয়েছেন। তার কারণ হিসাবে এখানে বলা হয়েছে যে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ এবং জানুয়ারী ১৯৬৬ সালে কর্মচারীদের যে এনহেন্‌ড্‌স রেটে ডি, এ, বেড়েছে, তা তাদেরকে দেওয়ার জন্যই এই অতিরিক্ত খরচটা হয়েছে। এখানে এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের সংগে তাদের ডি-এর সমতা রক্ষা করার জন্য রেট্রসপেক্‌টিভ এফেক্ট দিযে এই এনহেন্সড রেটে কর্মচারীদের ডি, এ, দেওয়া হয়েছে, তাতে যে কিছুটা অতিরিক্ত খরচ হবে তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে? এটা তো কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য করা হইয়াছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য এখানে তার কাট মোশান রাখতে গিয়ে শুধু ভাষার পরিবর্ত্তন করে বলেছেন যে, এটা নাকি একটা পলিসির ব্যাপার। কাজেই ষ্ট্রেঙ্গদেন অব থার্ড লাইন অব ডিফেন্স ইন দি ষ্টেট এটা যে কি করে ফেলিউর হলো, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। যেখানে আপদকালীন অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য আমরা নানাবিধ প্রিকশানারী মেজার নিয়েছি এবং আমাদের জনসাধারণ যাতে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে পারে, সেজন্য আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রিপারেশান নিয়েছি, সেখানে এটা কি করে এখানে উঠতে পারে, আমি তার কিছুই বুঝি না।

কিন্তু একটা জিনিষ খুব বুদ্ধির সঙ্গে উনি এড়িয়ে গিযেছেন যে—miscellaneous expendi-diture pertaining to the Indo-Pak Amed clash in the months of August and September, 1965. ইন্দো-পাক যুদ্ধে যে তারা আমাদের আক্রমণ করেছে এবং সেজন্য খরচ হয়েছে সেটাকে উনি আমল দিতেই চান না। এর সংগে যারা ফিফথ কলামিষ্ট জড়িত আছে তাদের নিয়ে কথা উঠতে পারে বলেই বুদ্ধিমানের মত তিনি এই আইটেমটা বাদ দিয়ে গেছেন এবং এটা তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে করেছেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে যে আমরা টাকা

পয়সা দিই সেটা উনারা স্বীকারই করতে চান না। সরকারী কর্মচারীদের যে আন্দোলন, যে গ্রিভেন্স সেটাকে তারা সমর্থন করছেন। কিন্তু তাদের জন্য আমরা যে খরচ করেছি সেটাকে তারা আমলই দিতে চান না।

Mr. Speaker :—Now the Hon'ble Minister may reply.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনে একসেস খরচ হয়েছে ৭,৩০,৮৯৯ টাকা। কি কি ব্যাপারে কত ব্যয় হয়েছে সেটাও জানানো হয়েছে। একটা হয়েছে বর্ধিত হারে ডিয়ারনেস ল্যালাউন্স এর জন্য ব্যয় করা হয়েছে সেটা বলা হয়েছে। আর একটা হয়েছে ইন্দোপাক যুদ্ধের সময়ে যে সিভিল ডিফেন্স যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার জন্য। অতএব আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি। বলা হয়েছে যে সাইরেন বাজে নি। সাইরেন বেজেছিল। তবে মাননীয় মেম্বার এটা বোধ হয় জানেন না যে যদি একটা প্লেনের গতি ঘণ্টায় ১৩০ মাইল হয় তাহলে কত মিনিটে কোথা থেকে সেটা কোথায় আসতে পারে। এবং সাইরেন বাজলেও যদি আমরা এলার্ট না হই তাহলে আমাদের বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য কতগুলি জায়গাতে ট্রেনচ করা হয় যাতে আমরা সে সমস্ত জায়গাতে সংগে সংগে ঢুকে পড়তে পারি। যদি না ঢুকি এবং কৌতুক অনুভব করি অথচ ভয়ে ব্যাকুল হয়ে যায় তাহলে সেখানে অনর্থ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক। তাই মাননীয় সদস্য যে কাট মোশন রেখেছেন তাকে আমরা অনুরোধ করব যে সিভিল ডিফেন্স কনসাস যেন আমরা গড়ে তুলি। তা না হলে যতই সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক না কেন একটুখানি অসতর্ক হলেই বিপদ হবে। কারণ আজকের যে যুদ্ধ তা হল সর্বগ্রাসী যুদ্ধ। যতটুকু ডিফেন্স নেওয়া যায় ততটুকু আমরা নিয়েছি। আমরা এলার্ট করেছিলাম। কিন্তু একটি মাত্র ইনসিডেন্স ব্যতিরেকে আর কোন ইনসিডেন্স আমাদের হয় নি। সেজন্য বুঝা যায় সিভিল ডিফেন্স আমাদের এলার্ট ছিল। এবং জনসাধারণকেও বিপদের হাত থেকে মুক্ত করতে পেরেছি।

তারপর বলা হয়েছে এনহেন্স ডিয়ারনেস এলাউন্স দেওয়া হয়েছে এবং তারি দরুণ এই টাকাটা আমরা চেয়েছি। অতএব সেই সমস্ত কারণে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে কাট মোশন এর বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion on the cut motions raised by Shri Aghore Deb Barma and Shri Bidya Deb Barma is over. Now I am putting to vote the cut motions one after another. First I am putting to vote the cut motion of Shri Aghore Deb Barma that the Demand be recluced to Re. 1/- to discuss on failure of Govt. in strengthening the 3rd line of Defence in the State.

(The motion was put to vote and lost by voice vote)

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the cut motion of Shri Bidya Ch. Deb Barma that the Demand be repuced to Re. 1/- to discuss on failure to meet the just demands of the Class IV and Class III employees in relation to pay and allowances.

(The motion was put to vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the main motion, i. e. Demand for Grant No. 9.

(The question that a further snm not exceeding Rs. 7,30,899/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1965-66 in respect of Demand No. 9 General Administration was then put to vote and passed by voice vote.)

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 13 that a further sum not exceeding Rs. 93,914/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1965-66 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Department.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 93,914/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1965-66 in respect of Demand No. 13—Miscelladeous Department.

Mr. Speaker :—Now, there are two cut motions on this Demand. One raised by Shri Aghore Deb Barma and another by Shri Bidya Ch. Deb Barma. I would call on Shri Aghore Deb Barma to raise discussion on his motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টিন যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেখানে পলিসি কাট দিয়ে আমার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে—Mismanagement of office of the Controller of Supplies in Calcutta. এখানে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে পলিসি ম্যাটারের উপর। অর্থাৎ সেখানে যে কবি দাশগুপ্ত বলে একজন ভদ্রলোক আছেন তাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং এরা ত্রিপুরা হাউসে থেকে। তাতে দেখতে পেয়েছি যে উনাকে যে কাজে রাখা হয়েছে সেই কাজ তিনি কতটা করেন সেটা তিনিই জানেন এবং মিনিষ্টারগণ যারা আছেন তারাই বলতে পারেন। উনার কাজটা যা আমি দেখেছি সেটা হল কোন মিনিষ্টার যদি বাইরে যান তাহলে তাদের টিকিট করে দেওয়া, তাদের সংগে যাওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ অনেকটা পি, এ, টু দি মিনিষ্টারের মত। কাজেই যে কাজের জন্য যাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, যে কাজের জন্য অর্থ খরচ করা হবে তাকে সেই কাজেই করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু এখানে খরচ হচ্ছে এক জিনিষের জন্য আর প্রকৃতপক্ষে তারা করছেন বিপরীত কাজ। এইভাবে একটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চলতে পারে না। এই যদি একজন অফিসারের কাজ হয় তাহলে ঐ খাতে কোন টাকা রাখার যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে ভবিষ্যতে যারা সরকার চালাবেন তাদের এই কথাটা চিন্তা করা উচিত। আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। পরবর্তী সময়ে এই সম্পর্কে দৃষ্টি রাখা হবে এটা আশা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টিনের উপর যে এক্সেস ধরা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। সেজন্য আমি কাট মোশন দিয়েছি যে—Failure to make price-support purchase of Jute, Gur and Paddy. কারণ আগেও বলেছি যে ফসল ক্রয়ের ব্যাপারে সরকার পক্ষ থেকে যে নিম্নতম দর সেটাকে

বাড়িয়ে যেন দেওয়া হয়। আর দেখা যাচ্ছে এখানে গুড়ের দর অত্যন্ত কম বিশেষ করে বিলোনায়াতে। কাজেই সেইদিক থেকেই কৃষক যাতে নায্য দাম পায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারের ক্রয় করা দরকার। এছাড়াও আলু যদি ক্রয় করে রাখা হয় গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে তাহলে কৃষক কিছু পাবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। কৃষক আরও দুই পয়সা পাবে সেটা তারা চাচ্ছে না। কারণ সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা নাই। এছাড়া ধান কেনার ব্যাপারে আমরা দেখছি কৃষক ঠিক ঠিক ভাবে দাম পায়না। কোন কোন জায়গায় ৬৫ টাকা পর্য্যন্ত কুইন্টল হয়ে যায়, সেই ব্যাপারে কৃষককে যাতে প্রটেকশান দেওয়া হয়- তারই জন্য আমি এখানে এই কাট মোশান রাখছি আশা করি হাউস এটা মেনে নিবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের হাউসে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩, মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার যে রেখেছেন, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ও বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা যে কাট মোশান এখানে রেখেছেন সেটাকে আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছি না। তার কারণ মিস মেনেজমেন্ট of office of the Controllier of Supplies in Calcutta.

সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু এখানে কতকগুলি অবান্তর কথা বলেছেন, তার কারণ আমি মনে করি ব্যক্তিগত কারণে হয়তো উনার কোন আক্রোশ হয়েছে তারই জন্য উনি এই কাট মোশনে এনে সে আক্রোশ মেটানোর চেষ্টা করেছেন। কণ্ট্রোলার অব সিভিল সাপ্লাইজ সেখানে থাকবেন, যিনি এখান থেকে যান, সকলকেই তিনি সাহায্য করবেন। তা করতে দিয়ে যদি তার কোন দোষ হয়ে থাকে, সেটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ তার অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। কাজেই তাকে বলার কিছু থাকেনা। আমাদের মাননীয় সদস্য যে কাট মোশান এখানে রেখেছেন সেটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, যে ভদ্রলোক বিধান সভায় উপস্থিত নন, তার সম্পর্কে এইসব বলা ঠিক হবে না। মাননীয় সদস্য Shri Bidya Chandra Deb Barmaর cutmotion হচ্ছে Failure to make price-support purchase of Jute, Gur and Paddy.

কথা হচ্ছে সরকার কৃষক থেকে জুট ইত্যাদি খরিদ করবে প্রাইস সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। এবং তার জন্য ১০ লক্ষ টাকার পারচেজ স্কীম করা হয়েছে। কিন্তু এখানে সেকথা বলা হয় নাই। প্রাইস প্রটেকশান দেওয়ার পর সরকার থেকে কেনার কোন কারণ থাকেনা। কাজেই এখানে একটা মোশান এনে সরকার পক্ষকে হেয় করা ছাড়া অন্যকোন উদ্দেশ্য এতে আছে বলে আমার মনে হয় না। অতএব এই প্রস্তাবটা আমি বিরোধিতা করে মূল ডিমাণ্ডের সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩ খাতে যে ৯৩,৯১৪ টাকা চাওয়া হয়েছে, আমি এই ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করি এবং মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু এবং বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা যে কাট মোশন এখানে রেখেছেন, তার আমি সমর্থন করে কিছু বক্তব্য রাখব। প্রথমে আমি বলব যে এই খাতে ব্যয় হবে সেটা স্বাভাবিক, কৃষকের সাথে এটা অস্বীকার করার কথা নয়। কারণ ত্রিপুরায় সবুজ বিপ্লব চলছে, কৃষক সবুজ ছাড়া চলতে পারে না,

না, এই জন্য এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার জন্য এই বিধানসভায় আজকে মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। এই যে সবুজ বিপ্লব সেটা হবে কৃষকের সার্থে, কৃষক যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পায় সেটা দরকার। এই যে অমরপুরে রাইমাসরমায় পাটের দাম ২০।২৫ টাকায় নেমে গেছে। কৃষকদের উপযুক্ত দাম পাওয়ার ব্যবস্থা সেখানে নাই। চাউলের দাম ৫৫।৬০ টাকায় নেমে গেছে, কৃষক আখের চাষ কমে গেছে, কৃষক আখের উৎপাদন করে, উপযুক্ত দাম পাচ্ছে না। যেখানে গুড়ের দাম ২৫ প্রতি মণ. এই চাষ করে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অথচ তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, সেই সমস্ত জিনিষের দাম দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। যেখানে গুরের দর ২৫ টাকা প্রতি মণ এই অবস্থায় আজকে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তারা নিজেরা তাদের উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন না আর অপর দিকে আমরা দেখছি যে বাজারে তেল, ডাল এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম ক্রমশঃ বেড়ে চলছে, যেগুলি না হলে মানুষ চলতে পারে না। অর্থাৎ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের দামের সঙ্গে বাজারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দামের কোন সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা অসহ্য হয়ে উঠছে, তাদের ভবিষ্যতের বাচার পথ অন্ধকার হয়ে উঠছে। এভাবে আজকে কৃষকদের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী চাওয়া হচ্ছে, সেজন্যই আমি এই দাবীর বিরোধীতা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে একথা বলছি যে যেখানে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের দাম কম দেওয়া হচ্ছে, যেখানে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না এবং সেখানে সরকারী তরফ থেকেও তাদের ফসল কিনবার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না, সেখানে আমাদের এই ত্রিপুরা সরকার একটা মজার ব্যাপার করে চলছেন, তারা ত্রিপুরার মানুষকে একটা চমক লাগিয়ে দিচ্ছেন তাদের ফুড পলিসির মাধ্যমে। প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কে সরকার থেকে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে যখন দেশের মধ্যে গুরের এবং অন্যান্য খাদ্য শস্যের দাম থাকবে না, তখন সরকার কৃষকদের অত্যন্ত কম মূল্যে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করেন। তাতে ফল হল কি? ফল হল কৃষকেরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হল এবং এদিক দিয়ে সরকার খুবই তৎপর হয়ে উঠেছেন। এভাবে আর চলতে পারে না এবং এই অতিরিক্ত ব্যয়ও আমরা সমর্থন করতে পারি না। কাজেই এখানে যে মূল ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে, আমি সেটার বিরোধীতা করছি এবং কাট মোশানকে সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৫-৬৬ সালের এ্যাক্সেস এ্যাক্সপেণ্ডিচার যেটা হাউসের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে, আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং তার উপর যেসব কাট মোশান রাখা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। আমাদের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কিছু কর্মচারী কলকাতা অফিসে আছেন। কেন আছেন? তার কারণ হল, আমরা যেটা ইমপোর্ট করি বা এ্যাক্সপোর্ট করি সেটা এই সমস্ত কর্মচারী যারা ঐখানে আছেন, তারা সেগুলি সুচারুরূপে পরিচালনা করে থাকেন, আর সেজন্যই সেখানে একটা অফিস রাখা হয়েছে। আমরাই যে শুধু সেখানে অফিস রেখেছি, তা নয়, সেখানে আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এবং আরও অনেকগুলি রাজ্য আছে যারা তাদের রাজ্যের

ইম্পোর্ট এবং এ্যাক্‌পোর্টের সুবিধার জন্য সেখানে একটা করে অফিস রেখেছেন। আর সেই অফিসে যেসব কর্মচারী আছেন, তারা তাদের রাজ্যের এ্যাকসপোর্ট এবং ইম্পোর্টের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য সেখানে কাজ কর্ম করে যাচ্ছেন। অথার্থ সেটা সম্বন্ধে এখানে এমন কতগুলি কথা বলেছেন, যেগুলি বলার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তারা বলেছেন যে এখান থেকে যখন মন্ত্রীরা দেশ ভ্রমণে যান, তখন তাদের সঙ্গে সেখাম থেকে নাকি লোক তাদের সঙ্গে সাথী হয়ে যান। কিন্তু আমি বলব যে দেশ ভ্রমণের জন্য কোন লোক নিযুক্ত করা হয়নি। মন্ত্রীদের সঙ্গে তাদের পি. এরা যেয়ে থাকেন, আর চীফ কমিশনারের সঙ্গেও তার পি, এরা যেয়ে থাকেন। আর যখন অন্য কোন কাজে প্রয়োজন হয়, তখন অন্যদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর কয়দিন পর হয়তো বলবেন যে সেখানেতো অফিস আছে, সেখান থেকে কেন নেওয়া হয় না। অতএব তারা অভিযোগের জন্যই এসব অভিযোগ করছে, সেই সুবিধা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাদের আছে। তারপরে বলা হয়েছে গুড়, জুট এবং পেডি সম্পর্কে. এগুলি এসেনসিয়াল কমিউডিটিজ হিসাবে আমাদের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্ট-মেণ্ট ডিল করে থাকেন। গুর যেটা এ্যাকসপোর্ট অথবা ইম্পোর্ট হয় এবং এই ব্যাপারে কিছু সুবিধা সরকার থেকে দেওয়া হয়ে থাকে মহাজনদের যাতে তারা এ্যাকসপোর্ট বা ইম্পোর্ট করে কিছু ন্যায্যমূল্য পেতে পারে। তবে সেটা এ্যাসেনসিয়াল কমোডিটিজ কণ্ট্রোলের মধ্যে নেই। একমাত্র পেডি সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে পেডির মূল্য ধার্য্য করে থাকেন এগ্রিকালচার কমিশনার যিনি আছেন, তিনি, সেখানে এগ্রিকালচারেল প্রাইস সিলেক্ট কমিটি আছে, তারা সেই সব দাম ধার্য্য করে থাকেন। তারা শুধু যে আমাদের এগ্রিকালচারেল প্রডাক্টসগুলির দামই ধার্য্য করেন, তা নয়, তারা সমস্ত ষ্টেটের এগ্রিকালচারেল প্রডাক্টসগুলি দাম ধার্য্য করে থাকেন। কাজেই সেই অনুসারে আমাদের ত্রিপুরাতেও সেটা হচ্ছে। তবে আমার মনে হয় তাদের অজ্ঞতা বশতঃ এসব কথা তারা এখানে বলছেন। জুট সম্পর্কেও তারা এখানে অনেক বলেছেন, কিন্তু জুট সম্পর্কে এস, টি, সি হয়ে গেছে। তারা যদি কোথাও জুটের দাম কমে যায় তাহলে তারা এমন একটা মূল্য ধার্য্য করেন যাতে করে ঐ নির্দিস্ট দামের নীচে না নেমে যায়। সেটা হল প্রাইস সাপোর্ট স্কীম। সেই স্কীম অনুসারে জুটের মূল্য নির্ধারন করা হয়। তবে এই পলিসিটা যদি উনাদের মনে না লাগে তাহলে,তারা সেটার সমালো-চনা করতে পারেন, সে অধিকার তাদের আছে। কিন্তু দর না পেলেও কৃষকেরা তাদের কৃষিজাত দ্রব্যে উৎপাদন করে যাবে। কেননা তারাই বলেছেন যে সবুজ রিভলিউশান এর কথা, সেটা আমরাও জানি যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে সবুজ রিভলিউশান হচ্ছে, তবে তারা সেই সম্বন্ধে অবগত আছেন কিনা তা আমি জানিনা। যেখানে তাইচুং এর চাষ হচ্ছে, আই, আর, এর চাষ হচ্ছে এবং এদের উৎপাদনও হচ্ছে বেশ পরিমানে, সেগুলি তারা নিশ্চয় অবগত নহেন। কিন্তু আমরা সেগুলি গ্রহণ করেছি অনেক দিন আগে থেকে। তাছাড়া আমাদের এই ত্রিপুরার মাটিতে গমেরও চাষ হচ্ছে। অতএব সবুজ বিপ্লব কি করে আসবে, সেটা আমাদের জানা আছে, আর সেজন্যই আমাদের যেসব গবেষণাগার আছে, সেগুলিতে দিন রাত করে গবেষনা চলছে যাতে নতুন নতুন ধানের বীজ বাইর করা যায়, নতুন নতুন গমের বীজ বাইর করা যায়। তাই

আমরা দেখছি যে আমাদের রিসার্চ ইনষ্টিটিউট গুলি পাম্প এবং বিজয়া নামে দুইটি নতুন ধানের বীজ বাহির করেছেন এবং সেগুলি বেশ উচ্চ ফলনশীল বীজ। এগুলিও যাতে আমাদের ত্রিপুরার মাটিতে হতে পারে তার জন্য প্রচেষ্টা চলছে এবং এতে আমরা কিছু কিছু ফলও পেয়েছি। আর টিলা ভূমিতে যাতে আখের চাষ করা যেতে পারে, সেজন্যও আমাদের প্রচেষ্টা চলছে। মোটের উপর আমরা সবুজ বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য আমাদের যা কিছু করার দরকার, সেগুলি আমরা করে যাচ্ছি। তাতে পিছে হটে যাবার কোন কারণ নেই। কয়ম্বোটর নামে আর একটা জিনিস আছে, সেটা যাতে আমাদের টিলাতে উৎপন্ন হতে পারে তারও চেষ্টা আমরা করছি। কয়ম্বোটরের কথা তারা আগে কোন দিন শুনেছেন কিনা আমার জানা নেই। যদি তারা সত্যি এগুলি সম্বন্ধে জানতেন বা কোন খোঁজ খবর নিতেন, তাহলে তারা নিশ্চয় এখানে এসব কথা বলতেন না। কাজেই সবুজ বিপ্লবের ফলে আমাদের কোন কোন জিনিষের উৎপাদন যে বেড়েছে, সেটা তারাও তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে স্বীকার করছেন। যেমন বলতে পারি গুরের উৎপাদন এখানে বেড়েছে। কাজেই তার ফল স্বরূপ দাম কিছুটা কমতে পারে। সেদিকে অবশ্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা যদি আমাদের হিলটাকে ইউটিলাইজড করাতে পারি এবং সেখানে যদি কয়ম্বোটরের চাষ করতে পারি তাহলে সেই কয়ম্বোটর দিয়ে আমরা আরও নানা ধরণের প্রডাক্টস তৈরী করতে পারব সেগুলির মূল্য অনেক হবে। এভাবে আমরা সবুজ বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে পারব। কিন্তু তারা চাইছেন সবুজ বিপ্লব যাতে দেশে না হতে পারে সেজন্য তারা কৃষক ভাইদের মধ্যে নানা ধরণের গুজব রটাচ্ছেন। সবুজ বিপ্লবের নামে সরকার তোমাদের শোষণ করতে চাইছে, তোমরা ঐসবে ভুলে যেও না। মোট কথায় তারা আমাদের দেশের উন্নতিতে এবং কৃষক ভাইদের উন্নতিতে সাবোটেজ করতে চাইছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—The discussion on the cut motions moved by Shri Aghore Deb Barma and Shri Bidya Chandra Deb Barma is over. Now I am putting to vote the cut motions one after another. First I am putting to vote the cut motion of Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on Mismanagement of office of the Controller of Supplies in Calcutta.

(The motion was put to vote and lost)

Mr. Speaker—Now I am putting to vote the cut motion of Shri Bidya Chandra Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on failure to make price support purchase of Jute, Gur and Paddy.

(The motion was put to vote and lost).

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand for Grant No. 13 to vote.

(The question that a further sum not exceeding Rs. 93,914/-, be granted to meet the excess expenditure incurred of payment during the year 1965-66 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Department was then put to vote and passed).

Mr. Speaker—I would naw request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 20.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,40,840/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1965-66 in respect of Demand No. 20—Industries.

Mr. Speaker :—Now there is one Cut motion on the Demand raised by Shri Bidya Ch. Deb Barma. I would request Shri Deb Barma to raise his discussin on the motion.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টিতে যে টাকা রাখা হয়েছে সেই টাকা রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই। সেজন্যই আমি এখানে কাট মোশন এনেছি। আগরতলায় অরুন্ধতিনগরে যে শিল্পনগরী বলা হয় সেই শিল্প নগরীতে যে তদন্ত হয়ে গেল সেটা যে কি তদন্ত হয়েছে তার রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নি। কাজেই ১৯৬৫-৬৬ সালের যে গ্র্যাণ্টগুলি এখানে এসেছে সেই সম্পর্কে তদন্ত হয় নাই এবং সেজন্য আমি এর বিরোধিতা করছি। অরুন্ধতিনগরের শিল্প নগরীতে কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু তদন্ত হয় নাই। টাকা খরচ হয়েছে সুতরাং তদন্ত হোক সেজন্য আমি কাটমোশন এনেছি। আমরা যদি বিভিন্ন শিল্পের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই মাননীয় মন্ত্রীরা যারা আমাদের শিল্পগুলি চালাচ্ছেন উনাদের কৃপায় শিল্প নেই বল্লেই চলে। সেজন্য এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় বিদ্যা দেববর্ম্মা কাট মোশন রেখেছেন। তার সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করবো। এখানে ডিমান্ড নাম্বার টুয়েন্টিতে কিছু ইণ্ডাষ্ট্রীর কথা বলা হয়েছে, যেমন ডেভেলাপমেন্ট অব স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ 'অলরেডি খরচ হয়েছে। জেন্য ১,৪০,৮৪০ টাকা খরচ হয়েছে, তারপর সেরিকালচার ডেভেলাপমেন্ট ইত্যাদি ব্যাপারে টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখানে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজের কথা বলা হয়েছে।. সেটা কি? আমি সে সম্বন্ধে বলার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে পাওয়ার লুম কেনা হয়েছে প্রায় ৪ বছর আগে। ২৪টা পাওয়ার লুমের দাম হবে প্রায় ২ লক্ষ টাকা। পাওয়ার লুম কেনা হয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু সেটাকে চালাতে গেলে যে এক্সপার্ট টেকনিসিয়ান প্রয়োজন সেটা যে কাউকে বাইরে থেকে শিখিয়ে আনবে তাও করেন নি। যে কোম্পানী থেকে কেনা হয়, নিয়ম হচ্ছে তাদের ইন্সটলমেন্টে টাকা দেওয়া। এবং কোম্পানীর লোক এসে মেশিনগুলি সেট আপ্ করে দিয়ে যাবে। কিন্তু এখানে যে পাওয়ার লুমগুলি কিনে আনা হল, গত চার বছর আগের ঘটনা সেটা সেই মেশিনগুলি এখানে এসে পেঁছার পর সেটা তারা এনকোয়ারী করে দেখলে দেখতে পারতেন যে মেশিনগুলি দুইভাগের এক ভাগ পার্টস্ নাই। কিন্তু দুই লক্ষ টাকা ফুল পেমেন্ট হয়ে গেছে। সেটাকে চালানোও হল না, বসানোও হল না আর একটা ঘটনা হয়েছে, যেমন ক্যালেণ্ডারিং প্লান্ট 'করা হযেছে। ভাল কথা। ত্রিপুরাকে তারা সবুজই করুন বা রঙ্গিনই করুন তারা জনসাধারণকে বলুন এই করলে সমস্ত দুঃখ দারিদ্র দূর হবে। সেজন্য ক্যালাণ্ডরিং বা প্ল্যান্ট করা হয়েছে এবং যদি প্ল্যান মত কাজ হয় তাহলে

একুশ দিন কাজ হলে ত্রিপুরার ডিমাণ্ড ফুলফিল হয়ে যায়। তাহলে বাকী দিনগুলি কি করবে? বসে বসে খাবে? অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নাই। দুই তিন বৎসর হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত মেশিনগুলো বসানো হল না এবং যে কোম্পানী থেকে মাল কিনে আনা হয়েছে সেই কোম্পানীকে সমস্ত টাকা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে কথাটা বলেছিলাম পাওয়ার লুম যেখান থেকে কিনে আনা হয়েছে সেই কোম্পানী থেকে লোক এসে মেশিনগুলি বসিয়ে দিবে। সেটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আগরতলায় এমন কোন এক্সপার্ট নাই যিনি মেসিনগুলি বসাতে পারেন। তারা ৬০ হাজার টাকা কন্ট্রাক্ট দিয়ে একজন লোককে আনলেন এবং যেভাবে এটা বসালেন সেটা ডিফেক্টিভ ওয়েতে বসানো হয়েছে। কাজ চলে না এটা এমনিতে পড়ে আছে। এইভাবে আজকে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতির নামে। কিন্তু দুঃখটা এই যে যদি পাওয়ার লুম হোক বা যে কোন কিছুই হোক সেটা যদি ঠিক ঠিকভাবে কাজ হত তা হলে ত্রিপুরার লোকদের উন্নতি হত। কিন্তু তা হচ্ছে না। আর এখন বলছেন এক্সেস গ্রাণ্ড দাও, খরচ হয়ে গেছে।......

কিন্তু তা হল না। এখানে এক্সেস ডিমাণ্ড যে করা হল এই টাকাটা খরচ হয়ে গেল। এইভাবে ত্রিপুরার টাকাগুলি জনসাধারণের উন্নতি অগ্রগতির নামে ব্যয় বরাদ্দ হয়ে, যথেচ্ছভাবে খরচ করা হবে এই অবস্থা আজকে আমরা দেখি। আজকে রুলিং পার্টি যে আছেন, তারা হয়তো চিরদিন নাও থাকতে পারেন, কাজেই এ যেন একটা লুটের বাজার, যে ভাবে পার লুটে নাও এবং তারই জন্য খরচ করার পর বিধান সভায় যদি অনুমোদনের জন্য নিয়ে আসা হয় তাহলে আমরা কি করে সেটা অনুমোদন করব। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না কয়েকটা ঘটনার কথা এখানে বলছি কিভাবে এই হাউসে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়। ক্যালেণ্ডার মেশিন কি অবস্থায় আছে সেটা যদি খোঁজ করেন তাহলে জানতে পারবেন। কাজেই আমি আমার কাট মোশানের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ইণ্ডাষ্ট্রিখাতে ডিমাণ্ড নাম্বার ২০তে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ—১,৪০,৮৪০ টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এই যে ইণ্ডাষ্ট্রি, তার মধ্যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে যেভাবে লুটের বাজার চলছে এটা সাংঘাতিক। আমি এখানে একথা বলতে চাই এই যে ইণ্ডাষ্ট্রিখাতে অতিরিক্ত ব্যয় দেড় লক্ষ টাকার খরচ হয়ে গেল কোন খাতে এই টাকা খরচ হল এবং এর দ্বারা ইণ্ডাষ্ট্রির কি উন্নতি হল, সেটা এখানে থাকা দরকার। যদিও মাননীয় সদস্য কমলজিত বাবু সার্টিফিকেট দেবেন কি না জানি না, তাহলেও আমি একথা বলতে চাই যে অবস্থা সেটা আর কতদিন চলবে জানি না। এখানে কি অবস্থা ইণ্ডাষ্ট্রি নিয়ে চলছে, সাধারণ ভাবে আমি কয়টি কথা তুলে ধরতে চাই। অরুন্ধুতিনগর যে শিল্প এষ্টেট সেটার কি অবস্থা চলছে এবং সেখানকার মেনেজার নির্ম্মল ব্যানার্জী সেই এষ্টেটের কি উন্নয়ন করেছেন এবং নিজে কিভাবে উন্নত হয়ে যাচ্ছেন, সেটা আমি বলতে চেষ্টা করব। ৪ঠা ডিসেম্বর ফুটওয়্যার সেকশানে জুতা তৈরী করার জন্য চামড়া দেওয়া হয়, যে চামড়া ৩২ বঃ ফুট হওয়ার কথা, যে মহিলাকে ঐ চামড়ার কাজ করার কথা এবং যে পরিমাণ জিনিষ উৎপাদন করার কথা সেইরকম না হওয়ায় সেই মহিলা সেটা ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেন। যখন মাপা হল, তখন দেখা গেল ঐ চামড়া পাঁচ বঃ ফুট কম। মাননীয় সদস্য

মহাশয়ের যদি মনে লাগে তাহলে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। তারপর যখন এই ক্ষেত্রে কম দেখা গেল তখন সন্দেহ হল, কাজেই সবগুলি মেপে দেখা দরকার। সমস্তগুলি মাপার পর দেখা গেল যেখানে ২১২ বঃ ফুট হওয়ার কথা, সেখানে মাত্র আছে ১৫২ বঃ ফুট এবং যেখানে ২০৪ বঃ ফুট হওয়ার কথা সেখানে ১৫৪ বঃ ফুট। এই হচ্ছে সেখানকার এষ্টেটের অবস্থা। মাঝে মাঝে হৈ চৈ করেন, আন্দোলন করেন, এই হচ্ছে শিল্প এবং ইণ্ডাষ্ট্রির অবস্থা। শিল্পখাতে ব্যয় বরাদ্দ করে, এই হচ্ছে সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তির কাজ। এই মাল যিনি সপ্লাই দেন, সেই কোম্পানীর ম্যানেজার অনিল চক্রবর্তী, এই ভদ্রলোকের সংগে তার খুব খাতির, কাজেই তার মাল লেনদেনের কারচুপি চলছে। এই যে ম্যানেজার ভদ্রলোক, এই ইণ্ডাষ্ট্রিতে কাজ করার ফলে নিজের একটা খামার বাড়ী করেছেন এবং অনেক জমিজমা করেছেন। এবং বেশ ফেপে উঠেছেন। এইসব ক্ষেত্রে শিল্পের দিক থেকে উন্নতি যদি হত, কিছু নিয়োগ করা হত এবং জীবিকার ব্যবস্থা হত, এইসব পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহলে বলার কিছু থাকত না। কিন্তু এই ভদ্রলোক সেখানে কর্মচারীদের ঠকিয়ে নিজের পকেট ভর্ত্তি কেন করবে। এই দেড় লক্ষ টাকা কি করে অতিরিক্ত খরচ করা সম্ভব হল এটা আমার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জিজ্ঞাস্য। আমি ত্রিপুরায় নূতন কোন শিল্প গড়ে তোলা বা শিল্পের উন্নতি করা, সেটাতো দেখছি না। চম্পকনগর আমার বাড়ীর কাছে, সেখানে একটা রেশম শিল্প, তার যে কোন উন্নতি করা তারতো চেষ্টা দেখছি না। তারপর কলোনিগুলিতে কিভাবে কুটীর শিল্প গড়ে তুলা যায় এবং সেখানকার মানুষদের বাঁচার ন্যূনতম ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, তারতো প্রচেষ্টা দেখছি না, কিছুই করবেন না, অথচ অডিট রিপোর্টে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে তার কোন হিসাবপত্র নাই। এইভাবে কি শিল্পের উন্নতি করা যাবে। এই অবস্থায় যদি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়, তাহলে আমরা সেটা সমর্থন করতে পারি না; কাজেই আমি এর বিরোধিতা করা এবং কাট মোশানের সপক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Any other Member willing to participate in the discussion ?

শ্রী এল. এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২০—এই খাতে ১,৪০,৮৪০ টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা হল ডেভলাপমেন্ট অব স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ— ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজ এবং সেরিকালচার ইণ্ডাষ্ট্রীজ তার জন্য ১১ হাজার টাকা— is mainly due to purchase of raw materials and tools and equipments. payment of stipend to trainees and wages to skilled workers for undertaking production in different Training-cum-production Centres in excess of provision etc. etc. স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রী সেন্টার যেখানে আছে, সেই সমস্ত জায়গার জন্য, কর্মীদের জন্য এবং যারা সেখানে ট্রেইনীজ আছে তাদের জন্য এই এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এবং এটাতে দুইটি কাট মোশান এনেছেন। তার উপর বলতে গিয়ে তারা বলেছেন এই যে র' মেটেরিয়ালস সাপ্লাই করা হচ্ছে সেটা নট এ্যাকরডিং টু ডিমাণ্ড প্লেসড বাই দি ম্যানেজার। যে ডিম্যাণ্ড করা হয়েছিল তার থেকে কম দেওয়া হয়েছে। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে অডিট আছে, এ্যাকাণ্টস্ তারা দেখেন এবং দেখে তারা অবজেকশান দেবেন। যদি

সেখানে কোন মিস ডীডস হয়ে থাকে তাহলে সেখানে যাথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে। তারপর বলা হয়েছে পাওয়ার লুম'এর কথা। সেটা সেখানে ২৪টি বসানো হয়েছে, কিন্তু আমি যতটুকু জানি সেখানে আমরা এখনও পাওয়ার লুম বসাতে পারিনি, সেখানে বয়লার মেশিন আনা হয়েছে সেটা ষ্টার্ট করার কথা এবং ষ্টার্ট করার জন্য সাত হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে, সেটা স্যাংশান হলে পর আমরা সেটা করতে পারব। সেটা বলতে গিয়ে নানা ধরণের কথা বলা হয়েছে অতএব সেদিক দিয়ে বলতে গিয়ে তারা এমন কতগুলি কথা এখানে বলেছেন যেটার জন্য ইনডেন্ট দেওয়া হয়েছে, সেটা ইনষ্টলমেন্টে আনলে ভাল হত। কিন্তু আমি বলেছি যে আমরা লাইসেন্সের জন্য লিখেছি এবং সেটা আসলে পরে আমাদেব কাছে বিভিন্ন ফার্ম্ম যারা প্রার্থনা করেছেন তাদেরকে আমরা বিচার বিবেচনা করে দেব। তবুও তারা এখানে কতগুলি অযৌক্তিক কথা বলেছেন যে এ্যাকজামিনেশান করতে হবে। আমি জানিনা মাননীয় সদস্যরা কিসের থেকে, কোন রিপোর্ট থেকে এসব কথা বলেছেন। সেটা যদি উনারা পরিস্কার বলেন তাহলে পর আমি বলতে পারব যে কোন পার্টস সেখানে নষ্ট হয়েছে এবং সেগুলি কি রকমের পার্টস ইত্যাদি। কিন্তু তারা তো সেই সব কিছুই বলছেন না। আমরা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী এবং সেরিকালচারকে ডেভেলপমেন্ট করবার জন্য ১১ হাজার টাকা ধরেছি। হয়তো উনারা ধারনা করেছেন যে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রডাকশান সেণ্টার এখানে করা হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু আমি বলছি যে এটা তো আমাদের একটা একসপেরিমেন্টাল ষ্টেজ, সেটাতে আমরা খরচ করে যাচ্ছি। যদি আমদের এখানে সেরিকালচার ডেভেলাপমেন্ট হয় কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজের ডেভেলাপমেন্ট হয় তাহলে আমরা আমাদের গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করতে পারব এবং তার প্রচেষ্টা স্বরূপ এগুলি এখানে করা হচ্ছে। আর এগ্রি ফরেষ্টের উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রীজকে রূপ দিতে চাই, সেই অনুসারে এগুলি করা হচ্ছে। অতএব এসব করতে গেলে হয়তো আমাদের এ্যাকসেস গ্রেন্ট কোন কোন সময়ে চাইতে হবে এবং সেটাকা আমরা সমর্থন জানাব যাতে আমরা আমাদের ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রীজ গড়ে তুলে সুন্দর করতে পারি, ফরেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীজ, সেরিকালচার, স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ এগুলির উন্নতি করতে হলে আমাদের এসব দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আর সেজন্য আমরা এখানে সবার সমর্থন ও সহযোগিতা চাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on the cut motion is over. Now, I am putting the cut motion to vote. The quastion before the House that the demand be reduced to Re 1/- to discuss on—"Corrupt practices adopted in the Industrial Estate, Arundhutinagar, Agartala".

As many as are of that opinion will please say—"AYES"—Voices—"AYES"

As many as are of contray opinion will please say—"NOES" Voices—"NOES"

I think "NOES" have it, "NOES" have ii, "NOES" have it.

The motion is lost.

Now I am putting the main demand for grant No. 20 to vote.

The question before the House that a further sum not exceeding Rs. 1,40,840/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1965-66 in respect of Demand No.20—Industries.

As many as are of that opinion will please say—"AYES"

Voices—"AYES"

As many as are of contrary opinion will please say—"NOES"

Voices—"NOES"

I think "AYES" have it, "AYES" have it, "AYES" have it.

The Demand is passed.

Government Buisness (Legislation)—Introduction of the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970).

Next item in the List of Business, the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister for leave to introduce the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970).

As many as are of that opinion will please say—"AYES"

Voices—"AYES"

As many as are of contrary opinion will please say—"NOES"

Voices—"NOES"

I think "AYES" have it, "AYES" have it, "AYES" have it.

The leave to introduce the Bill is granted.

Secretary :—A BILL to Provide for tne authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Tripura to meet the amounts spent on certain services during the financial year 1965-66 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Mr. Speaker :—I shall call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion to introduce the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970)

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move to introduce the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970)

Mr. Speaker :—The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Appropriation Bill, 1970 (Bill No.1 of 1970) be introduced.

As many as are of that opinion will please say—"AYES"

Voices—"AYES"

As many as are of contrary opinion will please say—"NOES"

Voices—"NOES"

I think "AYES" have it.

"AYES" have it. "AYES" have it.

Mr. Speker :— The motion is carried.

Members are requested to collect their copies of the Bill From the NOTICE OFFICE of this Assembly Secretariat.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)
Consideration & Passing of the Tripura Shops & Establishments Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970)

Next item in the List of Business. the Tripura Shops & Establishments Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister in-Charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Shops & Establishments Bill, 1970 (Bill No, 5 of 1970) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—এই যে বিলটা যেটা আমি আজকে হাউসের সামনে উপস্থিত করেছি সেটা আমাদের যে সপস এ্যাণ্ড এষ্টাবলিষ্টমেণ্ট এ্যাক্টস ১৯৪০ ছিল তার রিপ্লেসমেণ্ট করা হচ্ছে। তাতে আমাদের সপস এ্যাণ্ড এষ্টাবলিষ্টমেণ্টে যে সব কর্ম্মচারী আছেন, তাঁদের আরও যাতে অধিকার রক্ষিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিলটাকে করা হয়েছে। এবং পশ্চিম বঙ্গের পরিবর্ত্তিত যে বিলের মধ্যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট করা হয়েছে এবং সেখানের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এম্প্লয়িদের দেওয়া হয়েছে সেটা আজকে আমাদের এই নতুন বিলের মধ্যে ইনকরপোরেটেড করা হয়েছে। বিলটার ভিতর মাননীয় স্পীকার মহোদয় গেলে পর দেখা যাবে যে সপ্তাহে ছুটি মাত্র ১ দিন ছিল এখন সেটাকে বাড়িয়ে সপ্তাহে ২দিন ছুটীর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাছাড়া পুর্ণবেতনে ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে যেখানে নাকি নো ওয়ার্ক নো পে ছিল, তারা কাজ করলে কোন ছুটির ব্যবস্থা ছিল না বর্ত্তমান এই বিলটি যদি আইনে রূপ নেয় তাহলে তখন তাদের একটা সুবিধা এর মধ্যে হবে, এমন কতগুলি সুবিধা আইনের বিধানের মধ্যে রয়েছে। আগে যেখানে ছিল সপ্তাহে ৮।১০ ঘণ্টা কাজ করে এবং একটা সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টা কাজ করতে হত সেটাকে এই নতুন লেজিসলেশানে কমিয়ে গড়ে দিনে ১ ঘণ্টা করে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার মত করা হয়েছে। কাজেই সেদিক থেকে এই নতুন বিলটি কর্মচারীদের প্রতি অনেক সুবিধা এনে দিয়ে রেষ্টের পিরিয়ড আগে যেখানে কম ছিল, আগে যেখানে ২ ঘণ্টা ছিল এখন সেখানে রেষ্টের পরিয়িড করা হয়েছে ১ ঘণ্টা। তাছাড়া এই বিলের মধ্যে আগে যেখানে নাকি ১৪ দিনের প্রিভিলেজ লিভ ছিল এখন সেখানে ১৫ দিনের প্রিভিলেজ লীভ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ক্যাজুয়েল লীভ যেখানে আগে ছিল ১০দিন এখন সেটা করা হয়েছে ১৫ দিন। আগে ছিল যে সমানে যদি একজন লোক ১২ মাস কাজ করতেন তাহলে প্রিভিলেজ লীভ পেতেন। কিন্তু এখন যদি সমানে একজন ৪ মাস কাজ করেন তাহলে তিনি প্রিভিলেজ লীভ পাবেন এবং সেটা ৫ দিন পরে জমতে আরম্ভ করবে। আগে এই ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এখন যদি কাউকে কোন কারণে চাকরী থেকে টারমিনেট করা হয় তাহলেও

তার প্রিভিলেজ লীভের যে বেতন সেই বেতনটাও তারা চাকরী ছাড়া কালীন পেয়ে যাবেন। সেই দিক দিয়ে এই আইনটা এমপ্লয়ীজদের কাছে সুবিধাজনক হয়েছে। তারপর কোন ক্ষেত্রে যদি তারা বেতন আদায় করতে না পারে তাহলে এই আইন সুন্দরভাবে তাদের বেতন সরকার থেকে আদায় করে দেওয়ার সুব্যবস্থা এই বিধানে রাখা হয়েছে। সেজন্যই এই বিলটা আমি হাউসের সামনে উপস্থিত করেছি। আর এখন যারা নাকি এক বছর পর্য্যন্ত কাজ করবে তাদিগকে কারণ না দেখিয়ে অথবা এক মাসের নোটিশ না দিয়ে আর কাজ থেকে বিচ্যুৎ করা যাবে না এবং তাছাড়াও আইনে যাতে তাদের লেটার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় সেই বিধান আইনের মধ্যে করা হয়েছে এবং তাছাড়াও যে সমস্ত হলিডেজ তারা এনজয় করবে সেগুলিকে আইনের মধ্যে কন্টিনিউয়াস সার্ভিসে ধরা হবে এবং এর মধ্যে যে ষ্ট্রাইক বা লক আউট ইত্যাদি থাকে সেগুলিও ইণ্ডাসট্রিয়াল ডিসপুট আক্ট ২৫ (বি) ধারা অনুযায়ী যে সুযোগ সুবিধা আছে সেই সুযোগ সুবিধা এখন কর্ম্মচারীরা পেতে পারবেন। কাজেই সেই দিকে আগের এ্যাক্টের তুলনায় এটা অনেক বেশী ইম্প্রুভড। কন্টিনিউয়াস সার্ভিস নিয়ে নানারকম ডিসপুট আগে হত। এখন এই বিলের বিধানের মধ্যে করে দেওয়া হয়েছে যাতে এই সম্পর্কে কর্ম্মচারীরা আরও বেশী বেনিফিট আগের চাইতেও পেতে পারে। এছাড়াও সমস্ত শপ্‌স এবং এষ্টাব্লিশমেন্টগুলিকে একটা রেজিষ্ট্রেশান করার বিধান এই আইনের মধ্যে করা হয়েছে যাতে প্রত্যেকটা দোকানকে রেজিষ্ট্রেশান করতে হবে এবং একটা পিরিয়ডের পর রিনিউয়ালের ব্যবস্থাও এই আইনের বিধা-নের মধ্যে করা হয়েছে। আর এছাড়া আমি আগেও বলেছি যে তাহাদিগকে লেটার অব অ্যাপয়েন্টমেন্টে দিতে হবে এবং তাছাড়াও তাদের খাতাপত্র ইত্যাদি কিভাবে রাখতে হবে এই সমস্ত জিনিষগুলিও এই আইনের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কাজেই এই দিক দিয়ে এই আইনটা অনেক বেশী উন্নত। আজকে শপকীপার যারা আছে তাদেরও এটা দাবীর মধ্যে ছিল এবং মাননীয় সদস্যরা অনেকেই অ্যাসেম্ব্লীতেও এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে এই আইনটা প্রণয়ন করা উচিত এবং সেই দিক দিয়ে আমার তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে যথা-শীঘ্র সম্ভব এটা করা হবে এবং সেজন্যই আজকে আমি হাউসের সামনে এই আইনটাকে উপস্থিত করতে পেরেছি বলে আমি নিজেও খুব আনন্দিত এবং আশা করব যে হাউস এই বিলটা গ্রহন করবেন এবং সমস্ত এমপ্লয়ীজদের সুযোগ সুবিধা তরান্বিত করবেন।

Mr. Speaker—Hon'ble Members. I have received a notice of amendment from the Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma that the Bill be referred to a Select Committee to be formed with the following members :

(1) The Minister-in-charge of the Bill,
(2) Shri Abhiram Deb Barma,
(3) Shri Aghore Deb Barma,
(4) Shri Sunil Ch. Dutta,
(5) Shri Kshitish Ch. Das,
(6) Shri Jatindra Kurmar Majumder,
(7) Shri Ghanashyam Dewan,
(8) Shri Promode Rn. Dasgupta

And the House directs the Committee to submit the report within 7 (Seven) days of the next Session.

Mr. Speaker—Discussion on the consideration of the Motion and amendment will be taken up together. Only the principal of the Bill will be discussed. Now I would call on the Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move the motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার মোশন পড়ে দিচ্ছি।

To

The Speaker,
Tripura Legislative Assembly,
Agartala.

Sir,

I beg to give notice of my intention to move following motion that the Shops and Establishment Bill of 1970 (Bill No. 5 of 1970) be referred to a Select Committee composed of the following Members with instruction to report within 7 days of the next Session of the House :

(1) The Minister-in-charge of the Bill;
(2) Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.
(3) Shri Aghore Deb Barma, ,,
(4) Shri Sunil Ch. Dutta, ,,
(5) Shri Kshitish Ch. Das, ,,
(6) Shri Jatindra Kr, Majumber, ,,
(7) Shri Ghanashyam Dewan, ,,
(8) Shri Promode Rn. Dasgupta ,,

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কেন এই মোশনটা এখানে রাখছি তার কারণ হচ্ছে আজকে ১৯৪০ সালে যে বিলটা প্রথম ইনট্রডিউস হয় তার এফেক্ট দেওয়া হয় ১৯৪১ সালে। এটা ভারতবর্ষের জনসাধারণ বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের সংগ্রামী জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অবশ্য ১৯৬৩তে অরিজিন্যাল যে অ্যাক্ট সেটা অনেকবার অদলবদল হওয়ার পর নূতনভাবে এটা করা হয় আর আমাদের ত্রিপুরাতে খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অরিজিন্যাল অ্যাক্ট ১৯৫১ সালে যেটা করা হয়েছিল এটা আজ পর্য্যন্ত দীর্ঘদিন ত্রিপুরায় চালিয়ে আসা হয়েছে। যাই হোক দোকান কর্ম্মচারী সমিতির অন্দোলনের এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার যে বিল ইনট্রডিউস করেছেন এই সম্পর্কে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। এই বিল ত্রিপুরাতে ইমিডিয়েটলী ইনট্রডিউস করা দরকার। এই সম্পর্কে আমি মিনিষ্টারের সংগে একমত এবং আর এক মূহুর্ত্তও দেরী করা উচিত নয় সেটা আমি নিজেও স্বীকার করি। কিন্তু তথাপি কেন এই মোশনটা মুভ করতে হয়েছে তার কারণ এটা আইনের বিষয়বস্তু। হাজার হাজার মানুষের জীবন এই আইনের মধ্যে জড়িত। যাই

হোক এই আইনের ভিতরে খুটিনাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং বিচার বিবেচনা করে যাতে ত্রুটি মুক্ত ভাবে সেটা পাশ হয় সেজন্য আমি এটা এনেছি। ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশে সিলেক্ট কমিটি আছে। সেখানে এই রকম আইন করার পূর্ব্বে সিলেক্ট কমিটিতে রেফার করা হয়। সেইভাবে এটাকেও তাড়াতাড়ি না করে একটি সময় নিয়ে যাতে সকলে পড়ে দেখতে পারে এবং সামান্য ভুল ত্রুটি থাকলেও সেটা যাতে দূর করা যায় এবং সংশোধনের সুযোগ সুবিধা পায় তারজন্যই আজকে হাউসের সামনে আমি মোশনটা রাখছি। আশা করি সাময়িকভাবে জনসাধারণের উপকারের দিকে চেয়ে তাড়াহুড়া করে পাশ না করা হয় সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি সকলের কাছে অনুরোধ রাখছি যাতে এটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং টাইম টারগেট যেটা দেওয়া আছে তার মধ্যে যাতে জনসাধারণের কাছে এফেক্ট দিতে পারা যায় সেই দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি হাউসের সকলের কাছে এই অনুরোধ রেখেই আমি এই মোশনটা রাখছি।

Mr. Speaker—Any other member to speak except these 8 members proposed : Now, I think no one is willing to participate.

শ্রীতড়িভমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি সেটা অ্যাক্সেপ্ট করে নিচ্ছি। কারণ তিনিও এটা তাড়াতাড়ি করতে চেয়েছেন এবং এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেজন্য এটা আমি অ্যাক্সেপ্ট করে নিয়েছি।

Mr. Speaker :— Now I would put the amendment to vote. The question before the House is the motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Tripura Shope and Establishment Bill be referred to a Select Committee composed of the following Members with instruction to report within 7 days of the next Session of the House.:

(1) Minister-in-charge of the Bill,
(2) Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.
(3) Shri Aghore Deb Barma ,,
(4) Shri Sunil Ch. Dutta, ,,
(5) Shri Kshitish Ch. Das, ,,
(6) Shri Jatindra Kr. Majumder, ,,
(7) Shri Ghanashyam Dewan, ,,
(8) Shri Promode Rn. Dasgupta, ,,

The Minister-in-charge of the Bill Shri T. M. Dasgupta is made Chairman of the Committee.

As many as are of that oninion will please say AYES.
(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please any NOES.
(No Voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

The amended motion of Shri Aghore Deb Barma is passed.

Mr. Speaker— Now Private Members Resolution. Now I shall take up the Resolution moved by Shri Abhiram Deb Barma, carried over from the Business of 6. 2. 70.

The Resolution was that—

ত্রিপুরা বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ১৯৬৫ সাল হইতে ত্রিপুরায় যত শিল্প ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহা কিভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং কিভাব কাজে লাগানো হইয়াছে তাহার উপর তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।

Mr. Speaker :— Now any one intending to participate in the discussion may speak.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে রিজলুশান সমর্থন না করে মাননীয় সদস্যগন অনেকগুলি কথা বলেছেন, তার কারণ হল, রুলিং পার্টির অনেক সদস্য হয়তো জাল দলিল করে শিল্প ঋণ নিয়েছেন, এইজন্য তাদের হয়তো গা-জ্বালা উঠেছে। এক-জন সদস্যের নাম আমি বলতে পারি যিনি এই ঋণ নিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীনিশিকান্ত বাবু। কিন্তু তিনি এই শিল্প ঋণ নিয়ে কি করেছেন. কি শিল্প গড়েছেন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে যদি শিল্প ঋণ আদায় না করতে পারি তাহলে আমাদের কি করে চলবে? এইরকমভাবে জাল দলিল তৈরী করে যদি শিল্প ঋণ নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে লাগানো হয় তবে শিল্পে যে বাস্তব রূপ দেওয়ার চিন্তাধারা, তার থেকে আমরা দূরে সরে যাব। কাজেই শিল্পের দিক থেকে যদি আমাদের উন্নতি, অগ্রগতির কথা চিন্তা করতে হয়, তাহলে ঠিক ঠিকভাবে শিল্প ঋণ নিয়ে শিল্প গড়ে উঠতে পারে এদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু মাঝারি ধরনের শিল্প ঋণের কথা, আমাদের যে ছোট খাট শিল্প গড়ে উঠেছে বা গ্রামের মধ্যে কোন শিল্প ঋণ নিয়েছে, সেরকম কিছু আমার মনে হয় না। কাজেই যারা দালাল তারাই এসব ঋণ আত্মসাত করেছে, দেশের উন্নয়নের জন্য তারা সেগুলি নেয়নি। এইভাবে বেশীদিন আর রাজত্ব চালানো সম্ভবত নয়, চারিদিকে পুলিশ পাহাড়া রেখে, এদিক থেকে তাদের আমি হুশিয়ার করে দিতে চাই। যদি মাননীয় সদস্যদের সাহস থাকে তাহলে বন বিভাগের কর্মচারীদের সামনে যেয়ে দেখেন, তাদের পরিণাম কি হয়। আমি এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা যে রিজলুশান এনেছেন তার পক্ষে সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করেছি।

মি স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শিল্প ঋণ সম্পর্কে হাউসে একটা প্রস্তাব এনে বলেছেন আমার শিল্প ঋণ দেওয়া সম্পর্কে। আমি তার উত্তর দিচ্ছি। শিল্প ঋণ তারাই পাবে যারা শিল্পের কাজ জানে, শিল্প গঠন করতে জানে, তাদের সরকার ঋণ দেয় এবং সেই ঋণের দ্বারা তারা শিল্প সংস্থাপন করে এবং জনসাধারণের বেকার সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য মহাশয়ের শিল্পের সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই, হয়তো উনি শিল্প ঋণ চেয়েছিলেন তিনি হয়তো সিকিউরিটি দিতে পারেন নাই, তাই সে ঋণ পান নাই, তাই আক্রোশ মুলকভাবে এ' সদস্য মহোদয় এই হাউসে আমাকে নানাকথা বলেছেন। উনি হাউস থেকে চলে গেলেন কেন? উনাকে জাল দলিল প্রমান করতে হবে, অন্যথায় আমি

মকদ্দমা করে তাকে জেলে পাঠাব। উনি জানেন উদয়পুর রাইস এ্যাণ্ড অয়েব মিল আছে, তার নামে ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে সিকিউরিটি বহু টাকা আছে , এবং আরও জানেন সেখানে কতজন লোক কাজ করছে। কাজেই এখানে একথাটা যেটা তিনি বলেছেন; সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিধান সভার মধ্যে বসে যে একজন সদস্য এইরূপ মিথ্যা তথ্য দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করলেন, সেটা সম্পর্কে অন্যায় এবং তার বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য।

মিঃ স্পীকার :—এনি আদার মেম্বার ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, ত্রিপুরায় শিল্প ঋণ সম্পর্কে এখানে যে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং সেটা করতে গিয়ে তারা কতকগুলি কথা যে বললেন, সেটা সত্যের বিরোধি এবং সত্যের অপলাপ আমি বলছি। সত্যের অপলাপ এজন্য বলা হচ্ছেই, আমাদের এখানে যে লোন দেওয়া হয়. তারা একটা রুলস এণ্ড রেগুলেশান আছে এবং সেই অনুসারে দেওয়া হয়। সে যায়গাতে যারা লোন নেন, তারা প্রপারটি সিকিউরিটি রাখেন এবং সেখানে বোর্ড আছে, কমিটি আছে, শিল্প বিভাগের ষ্টাফ আছে তারা সেটা এগজামিন করেন, তারপর সেটা দেওয়া হয়। তাদের জ্ঞাতার্থে কতকগুলি তথ্য এখানে দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৬৬-৬৭ সনে আমবা ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা শিল্প ঋণ দিয়েছি, ১৯৬৭-৬৮ সনে ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, ১৯৬৮-৬৯ সনে। লোন যারা প্রপারলি ইউটিলাইজ না করে এ্যাকরডিং টু প্রভিশন অব দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনু এণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট ১৯৬০, তাদের এগেনষ্টে সার্টিফিকেট কেস ইনষ্টিটিউট করা হয়। তারপর আজ পর্যন্ত কি করা হয়েছে না হয়েছে, তারা জানতে পারেন। কারণ তারা এষ্টিমেট কমিটিতে থাকেন, সেখানে সেটা তারা দেখেন, অডিট আছে, তারা সেটা অডিট করেন। এইগুলি এনকোয়েরী কমিটি করে এনকোয়েরী করার মানে হল সমস্ত যে রিপোর্ট—এষ্টিমেট রিপোর্ট, অডিট রিপোর্ট এগুলিকেকে তারা অসত্য বলে প্রমানিত করতে চাচ্ছেন। যদি তা তারা করতে চান. ডেফিনিট কোন চার্জ তারা যদি না আনেন এবং প্যাটকুলার কেস যদি না আনেন, তাহলে আমি বলব যে তারা উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়েই এইগুলি করছেন। নিজেরা যদি রুলস এণ্ড রেগুলেশান সম্পর্কে না জানেন, তাহলে এইসব বলে লাভ নাই। তারা যদি শিল্প ঋণ নিতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে প্রপার সিকিউররিটি দেবেন সেই অনুসারে স্কীম যদি ফিজিবল হয়, ক্রেডিটওয়ার্দি হয়ে থাকে, সেটা যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে লোন ছেওয়া যেতে পারে। কাজেই এছাড়া অন্যকোন প্রস্তাব এখানে আসতে পারেনা তাই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজলিউশান এর স্বপক্ষে বলতে গিয়ে বলেছিলাম যে ১৯৬৫ সাল থেকে যে শিল্প ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং সেই সব শিল্প ঋণ যারা নিয়েছেন তাদের কয়েকটি নাম ধাম, তারিখ এবং কতটাকা তারা নিয়েছেন সেটা আমি এই হাউসের সামনে উপস্থিত কয়েছিলাম। কাজেই যাদের কথা আমি উপস্থিত করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেগুলির কোন উল্লেখ এখানে করেন নি। কাজেই এই শিল্প ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সব

দুর্নীতি হয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক। এই দাবী আমি এখানে রেখেছিলাম যাতে যে সব লোককে এই ঋণ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে যেসব দুর্নীতি জড়িত ছিল এবং এই সমস্ত ঋণ নেওয়ার জন্য ঋণগ্রহীতারা যে সব জাল দলিল দিয়ে ঋণ নিয়েছেন. যেগুলি আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না এবং আইনগতভাবে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি দুরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এখানে আমার প্রশ্ন হল যেখানে মানুষ হাজার হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন, এখনও সেগুলি ফেরত দেন নি বা ঐ ঋণ নিয়ে যে সব শিল্প কারখানা করার কথা এবং তাতে লোক নিয়োগের কথা অথচ তারা সেই সবের কিছুই করেন নি, এমন সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেন এই সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। অপর দিকে যেসব সাধারণ মানুষ বকেয়া খাজনা দিতে পারছে না, তাদের থেকে সেগুলি আদায় করার জন্য তারা তাদের উপর প্যুলিশকে লেলিয়ে দিযে তা আদায় করছে, এবং তাদের জায়গা জমি ও অন্যান্য জিনিষ নীলাম বা ক্রোক ইত্যাসি কবছে। আমি বলি যাদেরকে হাজার হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে সেগুলি আদায় হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কেন সরকার তারের উপর পুলিশ লেলিয়ে আদায় কবতে পারছে না। এতেই বুঝা যাচ্ছে যে সরকার তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে। এটাই আমাব প্রশ্ন। যে অবস্থা ত্রিপুরাতে দেখা দিয়েছে, এটা যেন একটা মগের মুল্লুক, যেখানে মন্ত্রীদের সংগে যদি কোন সম্পর্কে থাকে এবং কংগ্রেসের টুপি মাথায় দিতে পারে তাহলে তাবাই শিল্প ঋণ পাবেন। আর অন্যরা যারা নাকি এই ঋণ পেলে পরে সত্যিকারের শিল্প কাবখানা গড়ে তুলতে পারবে তাদেব ক্ষেত্রে কেন এই শিল্প ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। আর এই সমস্ত টাকা যারা দিয়েছে, তাবা সেই টাকা দিয়ে শিল্প কারখানা গড়ে তুলে সেখানে কর্মচারী নিযোগের যে সুযোগ সুবিধা করে দেওযার কথা, সেটা তারা করছেন না, সেক্ষেত্রে সরকাব সম্পূর্ণভাবে নীরব, কথায় কথায় তারা সেখানে আইনের দোহাই দিচ্ছেন। কিন্তু যেখানে মানুষ না খেযে মবছে, তাদের পেটের জন্য যেখানে তারা আন্দোলনে নামছে, সেখানে আর আইনের কোন মূল্যই থাকছে না, সেক্ষেত্রে আইনগুলি প্রযোজ্য হয় না। আর যেখানে কৃষকের ক্ষেত থেকে ধান এবং তাদের ঘর থেকে গরু বাছুর চুরি করে তখন কিন্তু এই আইনেব কথা উঠে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই শিল্পঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে দুর্নীতি চলছে তার তদন্ত হওয়ার দরকার এবং সেখানে যেসব দুর্নীতি হয়েছে সেগুলি যাতে দূর হয়, যারা এভাবে ঋণ হিসাবে টাকা নিয়েছে, ফেরত দিচ্ছে না সেইসব কথা আমি এখানে উল্লেখ করেছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি সেগুলির কোন পরিষ্কার উত্তর পাইনি।

(......চীৎকার)

মাননীয় সদস্যও যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তো এখন কংগ্রেসের এম, এল, এ, কাজেই আপনি এখন তো রক্ষকের ভূমিকা নেবেন এবং এটা স্বাভাবিক, তার মধ্যে অস্বাভাবিকত্বের কিছু নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসের কাছে আবেদন করব না, অনুরোধ করব না, শুধু দাবী করব যে, যাতে এই সমস্ত দুর্নীতির একটা তদন্তের ব্যবস্থা হয়, সেজন্য যেন প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা অবলম্বন সরকার করেন। এখানে আমি আমার প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্য রেখে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on the resolution is over. Now I am putting to vote the resolution. The question before the House is that—"ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ১৯৬৫ সাল হইতে ত্রিপুরায় যত শিল্পঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা কিভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং কিভাবে কাজে লাগানো হইয়াছে তাহার উপর তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।"

As many as are of that opinion will please say "AYES"

Voices—"AYES"

As many as are of contrary opinion will please say "NOES"

Voices—"NOES"

I think "NOES" have it.

'NOES' have it, 'NOES' have it.

The resolution is lost.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday, the 12th February, 1970.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "A"

STARRED QUESTION NO. 525.

By Shri Suresh Chandra Choudhury.

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি আদিবাসী বিশ্রামাগার আছে? আগরতলায় যে বিশ্রামাগারটি আছে তাহা কি অবস্থায় আছে?

ANSWER

১। ১০ (দশ) আগরতলা (বড়দোয়ালী) বিশ্রামাগারটি বর্তমানে ভাল অবস্থায় আছে।

STARRED QUESTION NO. 676.

by Shri Ershad Ali Choudhury.

QUETTION

1. How many tribal T. B. patients and other patients have been given financial assistance during the year 1968 upto June, 1969 ?

ANSWES

1. 47 tribal T. B. patients and 61 other patients suffered from other serious diseases have been given financial assistance for treatment during the year 1968 upto June, 1969. 20 tribal patients have been given financial assistance for carrying patients to the nearest hospitals during the said period.

STARRED QUESTION NO. 897.

By Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION

১। ১৯৫৯-৬০, ৬০-৬১, ৬১-৬২ সালে Ghani Schemeএ A.C. Billএ Mustard Seeds ক্রয় করার জন্য মোট কত টাকা draw করা হইয়াছিল ?

২। ঐ অর্থ কি ভাবে কাজে লাগানো হইয়াছে ?

৩। ঐ অর্থে কত mustard seeds ক্রয় করা হইয়াছে, তাহা হইতে কত mustard oil তৈরী হইয়াছে এবং তাহার বিক্রি বাবদে কত টাকা সরকারী ভাণ্ডারে জমা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

ANSWER

১। ১৯৫৯-৬০, ৬০-৬১, ৬১-৬২ সালে Ghani Schemeএ mustard seeds ক্রয় করার জন্য কোন A. C. Bill draw করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 899.

By Shri Abhiram Deb Barma,

QUESTION

১। Industries Directorateএর অধীনে কি একটি গাড়ীর গ্যারেজ ওয়ার্কসপ আছে যেখানে গাড়ীগুলি মেরামত করা হয় ?

২। যদি থাকে তবে ঐ ওয়ার্কসপে এই পর্যান্ত কয়খানা গাড়ী মেরামত করা হইয়াছে এবং উহা মেরামত করিতে (গাড়ীর পার্টস কিনার খরচ সহ) কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

৩। যে সকল ক্ষেত্রে পুরাণো পার্টস এর বদলে নূতন পার্টস লাগানো হয় সেখানে পুরাণো পার্টসগুলি কি করা হয় ?

৪। যদি বিক্রয় করা হইয়া থাকে, তবে ঐ বাবদে সরকারী ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত কত টাকা জমা হইয়াছে ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। ৭৪৬টী সরকারী গাড়ী মেরামত হইয়াছে, সেজন্য মং ১,৮১,৭৬৫·১২ টাকার অতিরিক্ত গাড়ীর অংশ খরিদ করা হইয়াছে। তাহার বিস্তারিত বিবরন নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) বিভাগীয় গাড়ীর বাবত— মং ৬৫,১৭৩·৮৫ টাকা।

খ) অন্যান্য বিভাগীয় গাড়ীর বাবত—মং ১,১৬,৫৯১·২৭ টাকা।

৩। এই বিভাগের গাড়ীর পুরাণো এবং অকেজো অংশগুলি এই আফিসের গুদামে রাখা হয় এবং অন্যান্য বিভাগীয় আফিসের গাড়ীগুলির পুরাণো এবং অকেজো অংশগুলি তাহাদিগকে ফেরত দেওয়া হয়।

৪। এই বিভাগীয় গাড়ীর অকেজো অংশগুলি নিলামে বিক্রির জন্য প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে এবং উহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। অন্যান্য বিভাগীয় গাড়ীর ফেরত দেওয়া অংশগুলি কি করা হয় তাহা এ অফিসের জানা নাই।

STARRED QUESTION NO. 971.
By Shri Benode Behari Das.

QUESTION

ক) এ কি সত্য যে রাজ্য সরকার Pro-rata ভিত্তিতে কোন একটি বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দিতে গিয়ে গত ৬৯ ইং সনের জুন ও জুলাই মাসের বেতন আজও তিন জন শিক্ষককে দেন নি;

খ) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষকদের নাম কি এবং কে কত টাকা করে সরকারের কাছে পাবেন।

গ) সরকার কি সঠিক সময়সীমা বেঁধে দেবেন যার মধ্যে ঐ তিনজন শিক্ষক তাদের বেতন পেতে পারেন।

ঘ) Pro-rata ভিত্তিতে বেতন দেওয়ার সময়ে তিন জন শিক্ষককে এভাবে বেতন না দেওয়া সরকারের ত্রুটী নয় কি ?

ঙ) উক্ত বিষয়ে ঐ শিক্ষকরা বা অন্য কেউ কি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ? করা হয়ে থাকলে তাঁদেরকে বা তাঁকে পত্রোত্তরে কিছু জানানো হয়েছে কি ?

ANSWER

ক) হ্যাঁ।

খ) (১) শ্রীঅমিতাভ দাসগুপ্ত—৩৬৫·০৭ (২) শ্রীমলয়কুমার দাসগুপ্ত—২৯৫·৬৫ এবং (৩) শ্রীবিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী—২৫৩·২০।

গ) সম্ভব নয়, কারণ Pro-rata ভিত্তিতে অন্যান্য শিক্ষকদিগকে বেতন দেওয়া প্রবর্ত্তনের সময় উক্ত শিক্ষকগণ বেতনের তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ঘ) না, কারণ Pro-rata ভিত্তিতে অন্যান্য শিক্ষকগণকে বেতন দেওয়া প্রবর্ত্তনের সময় উক্ত শিক্ষকগণকে বেতনের তালিকায় দেখান হয় নাই।

ঙ) হাঁ।

STARRED QUESTION NO. 978
By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1. Total number of students applied for school admission test in different schools of Agartala this year ;
2. Total number of students allowed in the Test Examination, number of students disallowed, finally selected and refused, school-wise break-up ?

ANSWER

1.
2. } The information is being collected

ANNEXURE—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 659

By Shri Promode Ranjan Dasgupta.

QUESTION

1. Number of strikes resorted to by the different Govt. Schools in 1968-69 & 1969-70 (till 15th August, '69) ;
2. The reasons of strikes.

ANSWER

1. No Govt. school in Tripura resorted to any strike during the period. Students of a number of Govt. schools, however, resorted to strikes and the names of such Govt. schools are given in the annexed list.
2. Most of the strikes were observed in support of hartals, bundhs and other movements called by political parties and other organisations on various issues not relevant to the educational needs of students. The reasons for other strikes can be broadly classified as follows :—

(a) Grievances of students relating to their urgent and genuine needs for drinking water facilities, class-room furniture, essential teaching equipments, adequate teaching staff etc.

(b) Grievances of students relating to construction of Campus hall, construction and extension of school buildings, provision for play-field and Bi-cycle stand and electrification in school buildings etc.

(c) Sympathising with students of sister institutions to strengthen their movement for fulfilment of demands.

List of Govt. Schools in which there were students' strikes in 196P-69 and 1969-70 (till 15th August, 1969).

Sl. No.	Name of schools	No. of strikes observed in	
		1968-69	1969-70 (till 14. 8. 69)
1.	Bodhjung H. S. School, Agartala.	2	1
2.	M. T. Girls' H. S. School, ,,	1	x
3.	Kailashahar Girls' H. S. School	1	x
4.	Dharmanagar Girls' H. S. School.	x	1
5.	K. C. Girls' H. S. School.	1	1
6.	Khowai Girls' H. S. School.	4	x
7.	Udaipur Girls' H. S. School.	3	x
8.	Belonia Grils' H. S. School.	2	x
9.	U. K. Academy, Agartala.	2	1
10.	R. K. Inst., Kailashahar.	3	1

1	2	3	4
11.	B. B. Institution, Dharmanagar.	2	2
12.	B. K. Institution, Belonia.	2	x
13.	K. B. Institution, Udaipur.	2	1
14.	Kamalpur H. S. School.	1	1
15.	Teliamura H. S. School.	1	2
16.	Navagram H. S. School.	3	1
17.	Bagafa Ashram H. S. School.	2	x
18.	Khowai H. S. School.	4	x
19.	Kakraban H. S. School.	1	x
20.	N. C. Institution. Sonamura.	1	3
21.	Sabroom H. S. School.	x	2
22.	Amarpur H. S. School.	2	2
23.	Abhoynagar H. S. School.	2	1
24.	Kalyanpur H. S. School.	2	1
25.	Kanchanbari H. S. School.	1	x
26.	Bisramganj H. S. School.	2	1
27.	Charipara H. S. School.	1	x
28.	Vidyanagar H. S. School, Kailashahar.	1	x
29.	Chebri H. S. School, Khowai.	3	x
30.	Barapathary H. S. School, Belonia.	1	x
31.	Tripura Sundari H. S. School.	3	1
32.	Arundhatinagar H. S. School.	1	1
33.	Kulai H. S. School.	2	x
34.	B. J. Girls' H. S. School, Agartala.	1	x
35.	Padmapur H. S. School, Dharmanagar	2	x
36.	Bilthai H. S. School, Panisagar.	1	x
37.	Kadamtala H. S. School, D/nagar.	1	x
38.	Dalugaon H. S. School.	1	x
39.	Ishanpur High School.	1	x
40.	Pallimangal H. S. School.	3	x
41.	Charilam H. S. School.	4	1
42.	Mohanpur High School.	4	x
43.	Kanchanpur High School.	1	x
44.	Nutanbazar High School.	1	x
45.	Muhuripur High School.	2	1
46.	Anandanagar High School.	1	x
47.	Boxanagar High School.	1	1
48.	Taltala High School.	2	x
49.	Madhuban Kathaltali S. B. School.	1	x
50.	Amtali S. B. School.	1	x
51.	Rajnagar Col. S. B. School, Belonia.	2	x

1	2	3	4
52.	Baikhora S. B. School, Belonia.	1	x
53.	Bathanbari J. B. School, Belonia.	1	x
54.	Muhuripur J. B. School, Belonia.	1	x
55.	Niharnagar S. B. School, Belonia.	1	x
56.	Belonia Model J. B. School.	1	x
57.	Paschim Pilak J. B. School, Belonia.	1	x
58.	Kukicherra J. B. School, Belonia.	1	x
59.	Chillapathar J. B. School, Belonia.	2	x
60.	South Belonia J. B. School.	1	x
61.	Sonapur J. B. School, Belonia.	1	x
62.	Barapathary J. B. School, Belonia.	1	x
63,	Harina S, B. School, Sabroom.	1	x
64.	Jalefa S. B, School, Sabroom.	1	x
65.	Sabroom Model J. B. School,	1	x
66.	Karaimatilla J. B. School, Sabroom.	1	x
67,	Tuichandraibari S. B. School, Khowai,	2	x
68.	Maharanipur S. B. School, Khowai.	1	2
69.	Ghilatalibazar S. B. School, Khowai	2	x
70.	Falgoona Choudhrybari S. B. School, Khowai.	2	x
71.	Teliamura J. B. School, Khowai.	2	2
72.	Tripureswari J. B. School, Khowai.	2	2
73.	Singhicherra S. B. School, Khowai.	2	x
74.	Netajinagar J. B. School, Khowai.	2	x
75.	Maharanipur J. B. School, Khowai.	2	x
76.	Icharbil J. B. School, Khowai.	2	x
77.	Kalyanpur J. B. School, Khowai.	2	x
78.	Ganki S. B. School, Khowai.	2	x
79.	Murabari S. B. School, Khowai.	1	x
80.	Kalagachhia S. B. School, Belonia.	1	x
81.	Moharcherra S. B. School, Khowai.	x	1
82.	Gopalnagar S. B. School, Khowai.	1	x
83.	Purba R. K. Pur S. B. School, Udaipur.	1	x
84.	Bagabasa S. B. School, Udaipur.	1	x
85.	Khilpara S. B. School, Udaipur.	1	x
86.	Hariannada S. B. School, Udaipur.	1	x
87.	Gokulpur Col. S. B. School, Udaipur.	1	x
88.	Barabhaiya S. B. School, Udaipur.	1	x
89.	Udaipur Model Pry. School.	2	x
90.	Nutanbazar S. B. School. Amarpur.	1	x
91.	Amarpur J. B. School.	1	x
92.	Jagabandhupara S. B. School, Amarpur.	2	x

1	2	3	4
93.	Harerkhola S. B. School, Kamalpur.	3	2
94.	Salema S. B. School, Kamalpur.	3	2
95.	Fulchari S. B. School, Kamalpur.	3	2
96.	Maharani S. B. School, Kamalpur.	3	1
97.	Baligaon S. B. School, Kamalpur.	3	x
98.	Halahali J. H. School, Kamalpur.	3	2
99.	Halahali J. B. School, Kamalpur.	3	2
100.	Kamalpur Girls' J. B. School.	3	1
101.	Nakful Col. J. B. School, Kamalpur.	3	2
102.	Abhanga J. B. School, Kamalpur.	3	x
103.	Chandraipara J. B. School, Kamalpur.	3	1
104.	Panchasi S. B. School, Kamalpur.	3	1
105.	Sridampur S. B. School, Kamalpur.	3	2
106.	Baralutma S. B. School, Kamalpur.	3	x
107.	Madrasa S. B. School, Kamalpur.	3	2
108.	Duraicherra S. B. School, Kamalpur.	3	x
109.	Maracherra S. B. School, Kamalpur.	3	x
110.	Halahali U. V. Jr. High School, Kamalpur.	3	2
111.	Kuchamala J. B. School, Kamalpur.	3	1
112.	Halahali J. B. School, Kamalpur.	3	x
113.	North Kulaibari Pry. School, Kamalpur.	3	x
114.	East Dulacherra J. B. School, Kamalpur.	3	x
115.	Mechoria Col. No. 1 Pry. School.	3	x
116.	Lambucherra J. B. School, Kamalpur.	3	x
117.	Chulubari J. B. School, Kamalpur.	3	x
118.	Mechoria Col. No. 2 Pry. School, Kamalpur.	3	x
119.	Dalubari Gate J. B. School, Kamalpur.	3	x
120.	Lalchari J. B. School, Kamalpur.	3	x
121.	West Dalucherra J. B. School, Kamalpur.	3	x
122.	Kulai J. B. School, Kamalpur.	3	x
123.	Salema Col. J. B. School, Kamalpur.	3	x
124.	Kamalpur Model J. B. School.	3	x
125.	Gopal Sardarpara J. B. School, Kamalpur.	3	1
126.	Dalucherra J B. School, Kamalpur.	3	1
127.	Kalachari J. B. School, Kamalpur.	3	1
128.	Chhota Surma Pry. School, Kamalpur.	3	x
129.	Debicherra S B. School, Kamalpur.	x	1
130.	Kartikgram J. B. School, Kamalpur.	3	x
131.	Manikbhander J. B. School, Kamalpur.	3	x
132	Kandigram J. B. School, Kamalpur.	3	1
133.	West Abhanga J. B. School, Kamalpur.	3	1
134.	Chankap Pry. School, Kamalpur.	3	x

1	2	3	4
135.	Kailashahar J. B. School.	1	x
136.	Manuvalley T. E. J. B. School, Kailashahar.	1	x
137.	Joyganti J. B. School, Kailashahar.	1	x
138.	Gokulnagar J. B. School, Kailashahar.	1	x
139.	Dalugaon J. B. School, Kailashahar.	2	x
140.	Kaulikora S. B. School, Kailashahar.	2	x
141.	Kailashahar S. B. School, Kailashahar.	4	x
142.	Bhadrapalli S. B. School, Kailashahar.	2	x
143.	Tilabazar S. B. School- Kailashahar.	2	x
144.	Manu Bankul S. B. School, Sabroom.	x	1

UNSTARRED QUESTION NO. 705.

By Sri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। [illegible] এবং ১৯৮০-৮১ সালে (ক) স্কুল ইন্সপেক্টর এবং (খ) স্কুল সাব-ইন্সপেক্টরগণ কোন্ মহকুমার কতবার (i) প্রাথমিক (ii) মাধ্যমিক ও (iii) উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শনে গিয়াছেন তাহার বিবরণ ;

২। স্কুল পরিদর্শনের সময় তাহারা Practice teaching করেন কি না ;

৩। পরিদর্শনের কাজ সন্তোষজনক কিনা ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহ বিবরণীতে দেওয়া হইল।

২। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে করিয়া থাকেন।

৩। হ্যাঁ।

১৯৬৭-৬৮ সন ১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী ১৯৬৮-৬৯ সাল

মহকুমা	১৯৬৭-৬৮ বিদ্যালয় পরিদর্শনের সংখ্যা — ইন্‌সপেক্টর: প্রাথমিক স্কুল	ইন্‌সপেক্টর: মাধ্যমিক স্কুল	ইন্‌সপেক্টর: উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	সাব-ইন্‌সপেক্টর: প্রাথমিক স্কুল	সাব-ইন্‌সপেক্টর: মাধ্যমিক স্কুল	সাব-ইন্‌সপেক্টর: উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	১৯৬৮-৬৯ বিদ্যালয় পরিদর্শনের সংখ্যা — ইন্‌সপেক্টর: প্রাথমিক স্কুল	ইন্‌সপেক্টর: মাধ্যমিক স্কুল	ইন্‌সপেক্টর: উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	সাব-ইন্‌সপেক্টর: প্রাথমিক স্কুল	সাব-ইন্‌সপেক্টর: মাধ্যমিক স্কুল	সাব-ইন্‌সপেক্টর: উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল
সদর	৬০	২৩	৩	৩৪৭	×	×	৮০	২০	২	২৭৯	×	×
খোয়াই	১০	৫	১	১৪৯	১	×	১২	৮	২	২১৭	×	×
কমলপুর	৩০	২০	২	১৪৭	৯	×	৭৮	২০	৩	১৭২	২০	×
কৈলাসহর	৩২	২৩	৭	১৩২	৫৮	×	৩০	১১	৮	১৯৬	২৯	×
ধর্ম্মনগর	২৭	১৭	১	৩৪১	৮	×	১৯	১৮	×	১১৪	১৩	×
উদয়পুর	২৯	১৬	×	১৮৩	×	×	২৮	২৮	×	২১০	×	×
বিলোনীয়া	৩৫	১৫	৩	১৭৮	১	×	৪১	১৮	৭	২৪৫	৬	×
অমরপুর	৪৩	১০	১৩	৪৮	×	×	৪১	১১	১৪	২২	×	×
সোনামুড়া	২	১	×	৬৮	×	×	১০	×	×	৫৪	×	×
সাব্রুম	৭৪	৩৩	×	১৬৩	×	×	৬২	২৩	৩	১১৭	×	×

UNSTARRED QUESTION NO. 751
BY—**Shri Nishi Kanta Sarker** M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State—

QUESTION

১৯৬৭-৬৮ইং হইতে ১৯৬৮-৬৯ইং পর্য্যন্ত মেডিকেল বিল বাবত সরকারের কোন সাব ডিভিসনের কোন ডিপার্টমেন্ট কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

ANSWER

এতৎ সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টে তথ্যাদি প্রদত্ত হইল।

STATEMENT OF EXPENDITURE. INCURRED AGAINST MEDICAL RE-IMBURSEMENT DURING 1967-68 AND 1968—69.

Sl. No.	Name of Deptts/Offices.	Expenditure incurred, 1967-68	Expenditure incurred, 1968-69	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Director of Fire Services.	2,039,20	6,924.00	
2.	Evaluation organisation.	668.99	2,950-29	
3.	Department of Labour & Employment.	165.55	139.10	For Labour Office only.
4.	D. S. A. & A. Board.	—	100.75	
5.	Judicial Commissioners' Court.	493.57	184.87	
6.	B. D, O. Sadar East Block, Jirania.	2,505.54	1,966.21	
7.	S. D. O. Sadar, Agartala	10,789.27	17,242.14	
8.	Legislative Assembly.	5,367.15	5,292.35	
9.	Registering Authority.	157.60	...	
10.	S. D. O. Kamalpur.	688,70	2,177.10	
11.	S. D. O. Udaipur.	5,337.34	4,669 53	
12.	Project Officer, Urban Community Development.	1,306.29	780.68	
13.	Assistant Director, Liaison Transport Survey Cell.	1,324.00	...	For 1967-68 & 1968-69.
14.	Rehabilitation Department.	2,995.04	...	-do-
15.	Printing & Stationery.	7,635.20	10,900.95	
16.	Dist. & Session Judge.	7,644.36	6,166.43	
17.	Statistical Department.	39,471.72	...	-do-
18.	Director of Health Service.	3,294.03	4,135.05	
19.	District Registrar.	1,082.35	...	
20.	Department of Labour.	50,371.90	27,872.03	
21.	Registrar, Co-operative Societies.	2,753.23	2,822.21	
22.	Executive Engineer, Minor Irrigation.	29,888.10	...	
23.	Agricultural Income Tax.	115.45	...	
24.	Education Department.	51,472.35	65,491.95	
25.	Executive Engineer, Elect. Dvn. III	2,257.89	8,706.26	
26.	S. D. O. Sabroom.	1,023.97	1,870.27	
27.	L. S. G.	...	293.27	

1	2		3	4
28.	Director of Industries, Sadar.	53,097.60	...	For 1967-68 & 1968-69.
	Kailashakar.	2,008.39	...	-do-
	Khowai.	163.90	...	-do-
	Udaipur.	755.50	...	-do-
	Sonamura.	60.45	...	-do-
29.	Prison Directorate :			
	Agartala.	441.05	541.60	
	Dharmanagar.	122.90	137.00	
	Kailashahar.	229.25	172.20	
	Khowai.	616.10	799.20	
	Udaipur.	29.43	19.40	
	Sonamura.	21.00	70.64	
	Belonia,	14.13	196.15	
	Sabroom.	221.85	805.15	
	Amarpur.	57.37	...	
30.	Superintendent Engineer, Tripura Electrical Circle.	5,601.79	3,677.60	
31.	S. A. Department.	35,744.45	58,658.25	
32.	S. D. O. Belonia.	6,561.47	3,264 06	
33.	Administrative Reforms Department.	53.68	196.20	
34.	Director of Food & Civil Supplies,			
	Sadar.	10,046.83	19,351.67	
	Udaipur.	1,272.41	631.18	
	Sabroom.	458.45	631.40	
	Belonia.	1,141.79	730.85	
	Amarpur.	198.35	469.10	
	Sonamura.	311.91	90.19	
	Dharmanagar.	134.10	616 55	
	Kailashahar.	...	358.90	
	Kamalpur	252.50	101.58	
35,	A. D. M. (Welfare of Sch. Castes/Tribes).	4,053,75	4,865.12	
36.	Office of the Chief Electrocal Officer, Sadar.	596.55	623.75	
	S. D. O. Sadar.	745.75	1,808 15	
	Udaipur.	162.25	203.25	
	Amarpur.	24.90	—	
	Khowai.	72.35	463.10	
	Kailashahar.	—	70.35	
	Dharmanagar.	35.00	5C 00	
37.	Deptt. of A. H. & Vety. Services,	1,960.69	10,040,66	
38.	S. D. O. Sonamura.	4,656.69	—	For 1967-68 & 1968-69
39.	Executive Engineer, Agartala Dn. IV	4,962,97	5,122.89	
40.	Town & Country Planning Organisation.	1,763,40	536,13	
41.	Director of Public Relations & Tourism.	4,179.50	4,853.86	
42.	Collector of Excise.	726.79	1,872.17	
43.	S. D. O. Dharmanagar,	668.00	284.00	
44.	Executive Engineer, Div, I.	6,575.10	19,252.93	

2	2	3	4	
45.	Inspector General of Police, Sadar.	32,460.05	73,856.71	
	Dharmanagar.	123.45	539.65	
	Kailashahar.	271.05	289.15	
	Kamalpur.	272.95	344.09	
	Khowai.	712.90	1,001.47	
	Sonamura.	416,85	222 84	
	Udaipur.	340.20	101.35	
	Amarpur.	351.95	399,97	
	Sabroom.	464.40	562,36	
	Belonia.	380.80	298.82	
46.	District Registrar.	748.62	333.80	
47.	District Magistrate & Collector, Sadar	24,817.15	24,636.77	
	Kailashahar.	1,869.41	3,415,56	
	Khowai.	5,560,21	4,826.16	
	Amarpur.	2,426,85	2,087,17	
48,	Statistical Department.	14,071,67	25,400,05	
49.	Public Works Department.	1,63,577.79	2,81,805.01	
50.	A. D. M. Welfare of Sch. Castes/Tribes			
	Dharmanagar.	50,00	—	
	Khowai.	432.50	637.50	
	Belonia,	287 41	35.70	
	Udaipur.	301,84	193.68	
	Kamalpur.	170.87	457.12	
	Amarpur.	200.41	178.45	
	Kailashahar.	181.42	47.45	
	Sabroom.	—	122.12	
	Sadar.	—	506.60	
51.	A, D. M. (C. D. Section), Sadar.	16,048,00	—	For 1967-68 & 68-69.
	Sonamura.	2,082.00	—	
	Udaipur.	1,859.00	—	
	Amarpur.	4,562.00	—	
	Khowai,	4,104.00	...	
	Kamalpur.	5,857,00		
	Dharmanagar,	1,739.00		
	Sabroom.	1,526.00		
	Kailashahar.	1,018.00		
	Belonia.	1,902.00		
52,	B. D. O. Khowai Block.	763.50	1,191.10	
53.	Executive Engineer, Elect. Division No. III	2,257.89	8,706.26	
54.	Rehabilitation Department (Sadar Division)	842,52	2,152.52	
55.	B. D. O. Kailashahar C. D. Block.	606.99	1,442.04	
56.	Department of Agriculture.	17,136.50	30,349.46	
57.	Forest Department.	7,711.99	9,662.01	
58.	Settlement officer.	45,762.75	92,608.40	
59.	Project Exe. Officer.	544.61	1,794.64	
	TOTAL :	7,48,830.14	8,80,563.55	

UNSTARRED QUESTION NO. 752 **By Shri Nishi Kanta Sarkar.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

১৯৬৭-৬৮ইং হইতে ১৯৬৮-৬৯ইং পর্যন্ত টেলিফোন ও ট্রাঙ্ককল বিল বাবত কোন সাব-ডিভিসনে কোন ডিপার্টমেন্টে কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

ANSWER

তথ্যাদি এতৎসম্বন্ধীয় ষ্টেটমেন্ট প্রদত্ত হইল।

STATEMENT RELATING TO EXPENDITURE ON TELEPHONE AND TRUNK CALL IN 1967-68. AND 1968-69.

Sl. No	Name of Departments/Offices	Total expenditure incurred 1967-68	1968-69	Remarks
1	2	3	4	5
1.	DIRECTOR OF FIRE SERVICES			
	1) Agartala	589.95	600,00	
	2) Udaipur.	290.00	347.50	
	3) Dharmanagar.	293.43	300.00	
	4) Belonia.	411.64	252.00	
2.	Evaluation Organisation (Sadar).	137.26	350.00	
3.	Department of Labour & Employment (Sadar)	484,85	610.50	
4,	D. S, S. & A. Board (Sadar)	...	350.00	
5.	Judicial Commissioner's Court.	980.00	973.00	
6.	Executive Engineer, Electrical Division III,	...	8.00	
7.	B. D. O. Sadar East Block (Jirania),	302.85	467.45	
8.	Assembly Secretariat.	8,268.55	8,164.08	
9.	S. D. O. Sadar (General Administration)	972.00	1,812.00	
10.	Registering Authority (Motor Vehicle).	180.00	299.00	
11.	Statistical Department (1967-68 and 1968-69)	...	1,956.43	
12.	SETTLEMENT OFFICER :			
	1) Sadar.		1,685.10	Total figure shown both 1967-68 & 1968-69.
	2) Amarpur.		48,50	
	3) Udaipur,		105.00	
	4) Khowai.		32.80	
	5) Kailashahar.		30.90	
	6) Belonia.		28.05	
	7) Kamalpur.		31.50	
	8) Dharmanagar,		10.40	
	9) Sabroom.		8.70	
13,	S. D. O. Kamalpur.	1,140.20	2,294.60	
14.	S. D. O., Udaipur.	4,904.38	4,706.91	
15.	Printing & Stationery.	508.40	738,00	

Sl. No.	Name of Departments/Offices	Total expenditure incurred 1967-68	1968-69	Remarks
1	2	3	4	5
16,	Project Officer, Urban Community Development.		293.15	
17.	Executive Engineer, Electrical Division No. 1.	1,650.40	4,512.64	
18.	District & Session Judge (Sadar)	866.15	1,736.21	
	1) Dharmanagar.	...	350.00	
	2) Kailashahar.	...	305,00	
	3) Kamalpur.	...	400.00	
	4) Khowai.	...	150.00	
	5) Sonamura.	..	350.00	
	6) Udaipur.	...	350,00	
	7) Belonio.	...	361.50	
19.	Rehabilitation Deptt.		2,427,34	Total figures for 1967-68 & 1968-69
20.	District Registrar (Sadar)		365.05	For 1967-68 & 1968-69
	1) Amarpur.		1.30	
21.	Department of Labour.	539.66	24.30	
22.	Registrar, Coop. Societes (Sadar)	1,758.80	2,528.10	
23.	Deptt. of A. H. & Vety. Services.	5,568.15	554.70	
24.	Director of Health Services (Sadar)	14,185.06	14,031.01	
	1) Khowai.	400.00	750.00	
	2) Kailashahar.	711.80	905.00	
	3) Dharmanagar.	505.50	710.50	
	4) Udaipur.	709.50	504.80	
	5) Sonamura.	370.00	300.00	
	6) Belonia.	350.00	300.00	
	7) Sabroom.	300.00	350.00	
25.	Prison Directorate (Agartala)	785.00	1,034.02	
	1) Dharmangar.	3.80	12.60	
	2) Kailashahar.		20.40	
	3) Kamalpur.		350.00	
	4) Khowai.	—	—	
	5) Udaipur.	—	—	
	6) Sonamura.	—	—	
	7) Belonia.	3.00	904.65	
	8) Sabroom.	36.00	10.40	
	9) Amarpur.	—	—	
26.	Superintending Engineer, Tripura Electrical Circle,		1,796.70	For 1967-68 & 1968-69
27.	S, D. O. Belonia.	3,009.95	1,607.65	
28.	Administrative Reforms Deptt.	—	228.06	
29,	Director of Food & Civil Supplies (Sadar.)	4,729.15	8,042,06	
	1) Dharmanagar.	—	314.00	
	2) Sonamura.	—	350.00	
30.	A. D. M. (Welfare of Sch. Castes & Scheduled Tribes)	1,810.65	2,966.18	

1	2	3	4	5
31.	Chief Electoral Officer.	1,596.74	946.86	
32.	Director of Industries. (Sadar)		9,850.09	For 1967-68 & '68-69.
	1) Kailashahar		722.80	
	2) Udaipur.		510.00	
33.	Executive Engineer, Agartala Division IV.	1.558.60	1,738.90	
34.	Town & Country Planning Organisation	424.76	5.00	
35.	Director of Public Relation (Sadar)	3,200.70	6,097.09	
	Udaipur,	25.80	—	
36.	Secretariat Administration Deptt.	6,918.65	7,938.00	
37.	B. D. O. Khowai.	404.24	464.55	
38,	B. D. O. Khowai Stage II Biock.	41.54	13.44	
39.	S. D. O. Dharmanagar	1.643.00	1.418.00	
40.	B. D. O. Santirbazar,	87.05	238.80	
41.	Collector of Excise.	364.00	299.10	
42.	District Megistrate & Coliector (Sadar)	11,501.93	16.344,06	
43.	S. D. O. Amarpur.	653.85	539.35	
44.	S. D. O. Sonamura.	2,000.00	2,309.55	
45.	S, D. O., Kailashahar.	2,135,51	2,625.60	
46.	S. D. O., Sabroom	617.70	425.40	
47.	S. D. O.. Dharmanagar.	1,643.00	1,418.00	
48.	S. D. O., Khowai.	1,003.58	1,271.80	
49.	Inspector Genreal of Police (Sadar)	22,324.00	8,880.10	
	1) Kailashahar.	1,081.55	400,40	
	2) Dharmanagar,	1,167.45	433.10	
	3) Udaipur.	2,020.35	954.50	
	4) Sonamura.	975.95	56.80	
	5) Belonia.	1,347,40	316.40	
	6) Kamalpar,	350.00	175.40	
50.	Statistical Department.	459.55	1.496.88	
51.	Public Works Department.	13,199.30	17,988.36	
52.	Addl. D, M. & Collector (C, D. Section (Sadar)	—	5,340.00	
	1) Udaipur.	—	1,496.00	
	2) Khowai.		255.00	
	3) Sonamura.		68.00	
53.	Addl. D. M. & Collector (Welfare of Scheduled Castes/Tribes)	1,810.65	2,966,18	
54.	District Registrar, (Sadar)	58,55	305.50	
	1) Amarpur	1.30	—	
55,	Executive Engineer, Southern Divn, II,	87.05	238.80	
56.	Evaluation Organisation.	137.26	350,00	
57.	Superintending Elcctrical Divn.	452.70	1,344.00	
58.	Department of Agriculture.	4,581.00	4,204.95	
59.	B. D. O., Khowai Stage II Block.	41.50	13.40	
60,	Rehabilation Deptt.	918.61	1,508.73	
61.	Executive Engineer Electrical Division III Agartala.		8.00	

1	2	3	4	5
62.	B. D. O., Kamalpur Stage II Block.	24.40	3.20	
63.	Deptt. of A. H. & Vety. Services (Sadar)	2,098.00	4,024.86	
64,	S. D. O., Mechanical, Agartala.	—	675.70	
65.	Education Director, Sadar.	16,223,09	25,400.64	
	1) Udaipur.	658.75	1,724.90	
	2) Amarpur.	86.95	88.35	
	3) Sonamura	357.15	1,043.50	
	4) Belonia	323.30	480.95	
	5) Sabroom	16.05	24.20	
	6) Khowai,	34.60	123.75	
	7) Kamalpur,	700.00	813.00	
	8) Kailashahar.	713.00	1,531.15	
	9) Dharmanagar.	652.65	1,263 60	
		92,773.68	1,11,291,16	

UNSTARRED QUESTION NO. 755. By **Sri Nishi Kanta Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Finance Department be pleased to state—

QUESTION

১৯৬৭-৬৮ ইং হইতে ১৯৬৮-৬৯ ইং পর্যান্ত কোন মহকুমায় কোন ডিপার্টমেন্টে কন্টিজেন্সী খরচ কত ?

ANSWER

সঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্টে তথ্যাদি প্রদত্ত হইল।

STATEMENT OF EXPENDITURE INCUERED AGAINST CONTINGENCY.

Sl. No.	Name of Departments/Offices	Expenditure incurred during 1967-68	1968-69
1.	D. S. S. & A. Board.	99.70	100.00
2.	Printing & Stationery Deptt.	5,531,93	5,155.37
3.	Assembly Secretariat	36,480,00	57,877,00
4.	Director of Fire Services	85,023.00	78,436,00
5.	Urban Community Development,	3,058,00	3,090,00
6.	Judicial Commissione'rs Court.	13,008,00	14,500.00
7.	Evaluation Organisation.	5,372.79	5,495.90
8.	Director of Food & Civil Supplies.	1,42,164.20	89,468.86
	1) Amarpur	1,962.83	3,552.76
	2) Belonia	2,922.74	2,456.81
	3) Dharmanagar	10,292.89	21,174.82
	4) Khowai.	2,978.63	3,034.95
	5) Kamalpur	2,039,18	2,209.14
	6) Kailasahar.	3,143.52	2,970 49
	7) Sonamura	1,560.66	1,740.06
	8) Sabroom.	4,795.16	3,886.40
	9) Udaipur.	2,317.77	2,639,15

Sl. No.	Name of Departments/Offices	Expenditure incurred during 1967-68	1968-69	
9.	Rehabilitation Deptt. Sadar.		42,340,60	For 1967-68 & 68-69.
	Kailashahar		10,586.40	-do-
10.	Statistical Department.		17,888.07	-do-
11.	Prison Directorate. Agartala	21,296.95	44,077,67	
	1) Dharmanagar	2,351.89	2,544.26	
	2) Kailasahar	3,392.86	4,640.01	
	3) Kamalpur	2,400,64	2,842,81	
	4) Khowai.	1,977.78	1,870.70	
	5) Udaipur	3,039,83	2,088.89	
	6) Sonamura	2,748,04	2,770,98	
	7) Amarpur	1,726.76	2,350,27·	
	8) Sabroom.	2,091.70	2.550.81	
	9) Belonia.	2,766.75	2,989,63	
12.	District Registrar, Sadar	17,324.05	24,206,21	
	1) Dharmanagar	6,297.95	4,981,05	
	2) Udaipur	7,743,14	7,778.16	
	3) Kailashahar	5,784.32	6,074.15	
	4) Khowai.	3,888,55	3.968.23	
	5) Sonamura	4,533.10	5,034.76	
	6) Belonia	5,250.67	5,869.38	
	7) Kamalpur	2,585.66	1,934.60	
	3) Sabroom	888,00	1,129.47	
	9) Amarpur	453,95	487.30	
13.	Labour & Employment Department.	6,827,90	8,525.00	
		4,28,022.53	5,07,366.82	
14.	Registrar, Co-operative, Sadar	69,384,00	80,739,00	
	1) Kailashahar	1,312,00	4,806,00	
	3) Udaipur	2,647,00	2,444.00	
15.	Registering Authority	4,354,00	2,588.00	
16.	Agricultural Income Tax	—	1.463.00	For 1967-68 & 68-69.
17.	Public Works Department P. E. Office	23.634,00	38,903.00	
	S. E. Office	17,871.00	17,340.00	
	Agartala Divsion I	24,614,00	27,500,00	
	Agartala Div. II	16,050.00	12,378,12	
	Agartala Div.	31,524,29	18,786,74	
	Agartala Div IV	41.450.41	58,521.18	
	Northern Div.	46,475.91	42,213.24	
	Ambassa Div.	50,197.38	48,421.42	
	Teliamura Div.	44,812.61	47,306.79	
	Amarpur Div.	40,794.53	31,659,00	
	Southern Div.	39,586,03	41,137.53	
	Southern Div.	38.110.10	44,680,00	

Sl. No.	Name of Departments/Officers	Expenditure incurred during 1967—68	1968—69	
	M. I. Division	20,002.00	61,085.43	
	S. D. O. Mechanical	6,619.38	8,009.71	
	Investigation Division.	36,482.25	30,360.31	
	S.E. Electrical Div. No. I	3,011.00	15,229,00	
	E. E. Electrical Div. No. I	27,371.00	23,872.00	
	E. E. Electrical Div. II	18,250.00	13,560.00	
	E. E. Electrical Div. III	3,843.00	3,255.00	
18.	Director of Food & Supplies (Supplyee)			
	1) Sadar.	...	499.89	
	Sonamura	299.37	399.23	
	3) Udaipur	648.71	999.96	
	4) Amarpur	492.97	490.20	
	5) Belonia	794.00	1,683.16	
	6) Sabroom	331.65	162.85	
	7) Khowai.	461.00	512.45	
	8) Kamalpur.	300.00	603.63	
	9) Kailasahar	299.62	379.06	
	10) Dharmanagar.	..	3.00	
	11) District Office	10,250.79	5,800.12	
	12) Controller of Supplies, Calcutta	46,000,00	43,989.21	
	13) L. S. G. Deptt.	400.00	1,278.50	
	14) Law Department.	...	3,444.82	for 67-68 68-69
	15) Settlement Officer.	1,83,132.00	1,81,917.83	
		12,79,828.48	14,25,792.87	
16.	Agricultural Department	22,89,307.01	17,23,409.28	
17.	Secretariat Administration Deptt.	14,132.18	49,585.31	
18.	A. D, M. & Collector, Welfare of Sch. Castes/Tribes.	28,901.36	21,293.43	
19.	District & Session Judge.	24,284.39	35,365.10	
	Sadar Munsiff Court	980.59	951.93	
	Belonia Munsiff Court	2,000.00	2,300.00	
	Udaipur ,,	1,399.93	1,367.10	
	Sonamura ,,	1,249.36	2,583.83	
	Dharmanagar ,,	1,344.00	2,300.00	
	Kailashahar ,,	1,097.35	2,199.55	
	Kamalpur	1,402.65	2,220.00	
	Khowai. ,,	2,299.97	2.478.00	
20.	Director of Health Services.	35,78,491,00	54,05,710.00	
21.	Chief Electoral Officer.	10,953.87	14,730.84	
	Sadar S.D.O. Office	816.00	407.65	
	Kailasahar	426.60	38.00	
	Sabroom	49.65	20.00	
	Belonia	40.09	25.00	
	Khowai	382.00	160.00	
	Udaipur	812.99	263.50	
	Kamalpur	2,593.24	875.00	
	Amarpur	689.91	35.00	
	Dharmanagar	7.04	18.00	
	Sonamura	224.08	292.00	

Sl No. Name of Departments/Offices	Expenditure incurred during 1967-68	1968-69	
22. Town Country Planning Organisation.	23,344.00	21,665.00	
Publicity Department, Sadar	18,863.64	37,548.25	
Sonamura	535.14	876.78	
Belonia	551.95	480.41	
Sabroom	208.58	579.52	
Amarpur	952.85	953.52	
Kamalpur	678.62	611.63	
Udaipur	886.94	676.16	
24. B.D.O. Sadar East Block, Jirania	18,503.47	11,967.77	
25. Collector of Excise	1,536.64	721.81	
Education Department : Sadar	421.08	392.01	
Dharmanagar.	70.50	53.01	
Kailashahar	46.08	35.09	
Khowai.	52.00	44.01	
Kamalpur.	40.40	50,02	
Sabroom.	39.08	30.03	
Belonia.	50.04	45.01	
Udaipur.	55.07	46.04	
Amarpur	30,08	30.09	
Sonamura,	842.07	762.07	
	73,11,827.08	87,72,791.12	
27. Addl, D.M. & Collector (C.D. Section), Agartala.	...	1,00,700.00	67-68 & 68-69.
Khowai	...	73,402 00	
Belonia		71,575.00	
Kamalpur		16,862.00	
Amarpur.		24,497.00	
Dharmanagar		15,993.00	
Udaipur.		35,276.00	
Sonamura		26,247.20	
Sabroom.		39,686.00	
Kailasahar.		39,686.00	
29. Asstt. Director Liaison Transport Survey Cell.		5,135.00	—do—
29. S.D.O. Kamalpur.	19,457,01	23,626.18	
S.D.O. Belonia.	28,740.06	35,395.11	
31. B.D.O. Kamaipur Block II	16,862.76	13,796.12	
32. D.M. & Collector, Agartala.	1,92,519.00	2,99,178.65	
Sadar	24,736.75	53,375.18	
Sonamura	21,593.84	30,979.30	
Udaipur	36,193.80	50,782.90	
Amarpur	27,611.21	28,002.00	
Belonia.	33,081.31	34,480.08	
Sabroom	21,035.29	21,500.00	
Khowai	39,744.48	35,353.52	
Kailasahar	36,988.42	36,188.03	
Dharmanagar	26.175.24	35,087.71	
Kamalpur	17,877.24	22,450.65	

Sl.No.	Name of Departments/Offices	Expenditure incurred during 1967-68	1968-69
33.	Department of A.H. & Vety. Services	30,34,114.00	30,54,217.00
34.	S.D.O. Bagafa C.D. Block.	17,629.00	12,527.00
35.	Inspector General of Police	13,43,460.99	21,94,015.58
	B.D.O. Udaipur Stage II Block.	16,438.55	22,850.00
37.	Project Executive Officer, Amarpur M.P. Block	17,142,00	19,037.00
38.	Statistical Department	8,782.78	9,105.29
39.	Administrative Reforms Deptt.	605.93	492.70
40.	Evaluation Organisation	5,372.79	5,495.00
41.	B.D.O Sonamura Stage I Block	24,754,75	26,498.40
42.	B.D.O. Rajnagar	32,403.21	19,142.15
43.	A.D.M. Welfare of Sch. Castes/Tribes.	28,901.36	21,293.43
44.	Project Executive Officer, Dumburnagar	7,989.40	6,294.84
45.	Agricultural Income Tax	706.00	757,00
46.	B.D.O Teliamura	14,786.00	17,883.00
47.	B.D.O Khowai Stage II Block	17,969.37	24,574.45
48.	B.D,O Kailasahar, C.D. Block, Kumarghat	27,364.07	30,382.61
		1,24,59,163.77	1,53,66,932.70

UNSTARRED QUESTION NO. 756.

By Shri Nishikanta Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১৯৬৭-৬৮ ইং হইতে ১৯৬৮-৬৯ইং পর্য্যন্ত ওভার টাইম বিল বাবত সরকারের কোন সাব-ডিভিশনে কোন ডিপার্টমেন্টে কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

ANSWER

এতৎ-সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টে তথ্যাদি প্রদত্ত হইল।

STATEMENT OF EXPENDITURE INCURRED ON ACCOUNT ON OVERTIME DURING 1967-68 AND 1968-69.

Sl. No.	Name of Departments/Offices	Expenditure incurred During 1967-68	1968-69	
1.	S. D. O. Dharmanagar	4,496.00	9,028.00	
2.	Director of Fire Service	1,459.00	2,022.65	
3.	S. D. O. Khowai	66,700,19	...	1967-68 &
4.	S. D. O. Sadar, Agartala	22,802.87	24,383.95	1968-69
5.	Executive Engineer, Agartala Divn. IV	3,571.27	3,969.00	
6.	Printing & Stationery Department	13.348.10	19.783.85	
7.	Statistical Department	15,848.30	13,790.70	
8.	Prisons Directorate	247.30	745.45	
9.	Directorate of Food & Civil Supplies	39,380.90	63,833.60	
	Sadar.	4,138.40	5.151.30	
	Dharmangar	4,181.40	5,151,30	
	Kailasahar	1,713.05	2,286.50	
	Kamalpur	906.58	2,522.70	
	Khowai	2,548.65	4,550.30	
	Sonamura	403.59	599.40	
	Udaipur	1,001.50	2,523.55	
	Belonia	341.30	335.05	
	Sabroom	295.25	430.20	
	Amarpur	1,831.23	2.111.83	
10.	Town & Country Planning Organisation	3,412.75	3,508.40	
11.	S. D. O. Mechanical	11.094.00	9,771.00	
12.	Judicial Commissioner's Court	543.90	453.10	
13.	Dist. & Session Judge, Sadar	2.639.88	3,208.65	
14.	Sadar Munsiff Court	88.80	107.75	
	Dharmanagar ,,	92.50	189.65	
	Kailasahar ,,	279.55	255.50	
	Kamalpur ..	99.90	90.65	
	Khowai ,,	182.20	111.00	
	Belonia ,,	204.89	308.05	
	Udaipur ,,	75.85	125.80	
	Sonamura ,,	92.50	72.15	
15.	Deptt. Labour & Employment	993.00	968.20	
16.	Assembly Sectt.	28,118.05	31,971.60	
17.	Rehab. Deptt. Sada.	17.541.60	24,904.00	
18.	Kailasahar	4,932.00	5,654.40	
19.	Rehab. Deptt.	8,147.44	8,113.63	
20.	Office of Chief Electoral Officer			
	C. E. O's Office	906.00	1,572.00	
	D. M.'s Office	295.00	122.00	
	S. D.O.'s Office, Sadar	2,720.00	1,729.00	
	Belonia	321.00	950.00	
	Sabroom	116.00	414.00	
	Udipur	426.00	697.00	
	Khowai	1,260.00	1,959.00	
	Amarpur	778.00	1,213.00	
		2,63,394.60	2.56,537.56	

Sl. No.	Name of Departments/Offices	Expenditure incurred during 1967-68	1968-69	
		BF, 2,63,394.60	BF. 2,56,537.56	
19.	Agri. Income-tax Deptt.	74.40	41.70	
20.	Evaluation Organisation	1,230.75	758.00	
21.	Dist. Registrar, Sadar	987.10	1,933.35	
	Udaipur	28.50	..	
	Khowai	128.25	..	
	Belonia	92 15	79.15	
22.	S. A. Department.	1,88,873.90	1,95,587.60	
23.	B. D. O., Sadar East Block, Jirania	5,485.95	5,279.74	
24.	Panchayat Raj	.	326.25	
	S. D. O. Kamalpur	3,532.47	5,463.15	
25.	S. D. O. Belonia	14,219.94	19,951.42	
26.	Executive Engg. Agt. Divn. I	10,541.50	13,432.50	
27.	S. D. O. Sonamura	6,813.20	9,979.76	
28.	Registering Authority Motor Vehicle	1,697.00	3,633.00	
29.	Urban Community Dev. Pilot Project	51.30	34.20	
30.	Supdt. Engineer Electrical Circle	510.25	877.65	
31.	Executive Engg. Elec. Divn. No. I	23,959.07	47,974.98	
32.	Director of Public Relations & Tourism	9,642.10	11,857.67	
	Sonamura	42.75		
	Udaipur	265.05	.	
	Belonia	39.72	.	
33.	Registrar Coop. Societies	5,134.54	10,722.82	
34.	B. D. O. Kamalpur, Stage II Block	2,833.77	3,159.80	
35.	B. D. O. Teliamura Stage I Block	2,070.00	4,633.00	
36.	Project Executive Officer, M. P Block	6,817,00	5,450.00	
37.	Inspector General of Police	32,620.50	39,553.25	
38.	Collector of Excise.	3,941.65	4,067.13	
39.	B. D. O. Khowai	4,549.60	3,765.05	
40.	Project Executive Officer	2,316.62	3,080.85	
41,	Executive Engg. Elec Divn. III	435.80	1,422.70	
42.	,, Elec. Divn. II	11,442.75	3,230.92	
43.	B. D O Sonamura, Stage II	2,332,11	5,460 14	
44.	A. D. M. (Welfare of Sch. Castes/Tribes)	18,662,04	21,518.57	
45.	Deptt. of A. H.& Vety. Services	19,103.87	25,676.19	
46.	B. D. O. Rajnagar	2.917,03	5,107,42	
47.	E. E. Southern Divn. II	4,857.48	5,158.60	
48.	Settlement Officer	.	17,647.65	67-68 & 68-69.
49.	Directorate of Health Services	62,925,85	68,639.02	
50.	Department of Agri. Sadar	26,471.34	24,647.39	
	Udaipur	3,337,65	3,245,75	
	Uharmanagar	4,100.00	5,750.85	
51.	Education Directorate Sadar	1,85,960.20	2,22,687.33	
	Udaipnr	41,182,34	19,274.70	
	Belonia	8,644,11	8,691.90	
	Sonamura	5,785 80	5,043.36	
	Amarpur	2,644.90	3,404,11	
	Subroom	1,390.30	4,960.50	
	Khowai	10,662.82	15,196.85	
	Kamalpur	3,545.34	4,051,90	
	Kailasahar	2,276,64	7,660 24	
	Dharmanagar	8.849.07	10,816,90	
		9,97,300.67	11,37,359.54	

UNSTARRED QUESTION NO. 896.

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

Industrial Loan Scheme চালু হওয়ার পর হইতে যাহারা সরকার হইতে শিল্প ঋণ গ্রহণ করার পর উহা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে পারেন নাই তাহাদের নাম।

২। এই ঋণ গ্রহিতাদের মধ্যে যাহাদের নামে Certificate case দায়ের করা হইয়াছে তাহাদের নাম।

৩। ইহা কি সত্য যে, যে সকল জমির দলিল দেখাইয়া এই ঋণ লওয়া হইয়াছিল তাহার অনেকগুলিই জাল দলিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

৪। যদি সত্য হইয়া থাকে, যাহাদের ক্ষেত্রে উহা সত্য তাহাদের নাম।

ANSWER

১। যাহারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিল্প ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই তাহাদের নাম সঙ্গীয় কাগজ 'A' তে দেওয়া হইল।

২। এই ঋণ গ্রহিতাদের মধ্যে যাহাদের নামে Certificate Case দায়ের করা হইয়াছে তাহাদের নাম সঙ্গীয় কাগজ 'B' তে দেওয়া হইল।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

STATEMENT—'A'

Name of the loanees who have got industrial loan under Handloom Development Scheme and who failed to repay the loan within scheduled.

1. Tripura Home Ind Coop. Society Ltd., Agartala.
2. Melaghar S. T. S. Ltd., Malaghar, Tripura.
3. Aparajita Coop. Weavers' Society Ltd., Durjoynagar, Nutannagar Tripura.
4. Janakalyan S. T. S. C. Ltd., Old Agartala, Tulakona, Tripura.
5. Avoynagar Maithiyong T. S. S. S. Ltd., Ujan Abhoynagar, Tripura.
6. Sinaihani S. T. S. Ltd., P. O. Nutannagar, Tripura.
7. Tantabaya C. S. Ltd., Tie Road Agartala (Principal fully recovered).
8. Belonia T. S. S. Ltd., Belonia, Tripura.
9. Jalaibari T. S. S. S. Ltd., Jalaibari, Tripura.
10. Kanchanbari Mahilla T. S S. Ltd., Kailashahar, Tripura.
11. Bidyanagar Mahila T. S. S. Ltd. Kailasahar, Tripura.
12. Mahila Sangha S. S. Ltd., Arundhutinagar Tripura.
13. Udbastu Samabayaa T. S. Ltd. Kunjaban, Tripura.
14. Manipuri Mahila Samabaya Silpa Pratisihan Ltd., Radhanagar., Agartala.

15. Jogendranagar Adarsha S. T. S. Ltd., Jogendranagar, Anandanagar, Tripura.
16. Gandhigram Tantubaya S. S. Ltd., Gandhigram, Tripura.
17. Nutannagar S. T. S. Ltd., Nutannagar, Tripura.
18. Durjoynagar B. S. S. Ltd., Durjoynagar, Nutannagar, Tripura.
19. Joynagar (Jirania) T. S. S. S. Ltd., Birendranagar. Joynagar, Tripura.
20. Sachindranagar Weavers' Coop. Society Ltd., Sachindranagar, Tripura.
21. Ramkrishna T. S. S. S., Kamalpur, Tripura.
22. Sonatola Munipuri Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., Sonatola, Tripura.
23. Ritaghna S. S. S. Ltd., (Jirania) Bhaskarkabra para, Birendranagar, Tripura.
24. Teliamura T. S. S. S. Ltd. Teliamura.
25. Dighalia S. B. S. Ltd,, Dighalia, Nutannagar, Tripura.
26 Goachand T. S. S. Ltd., Harina Bazar, Sabroom, Tripura.
27. Jagatpur T. S. S. Ltd., Abhoynagar, Tripura.
28. Daccaipally T. S. S. Ltd., Mohanpur, Tripura.
29. Purbanchal Tant-O-Ranjan S. S. Ltd., Ranirbazar, Tripura.

Names of the loanees who have got industrial loan under State Aid to Industries Scheme and who failed to repay the loan within Scheduled time.

30. Smti. Dulali Devi, W/O. Late Ajit Ch. Deb Barma, Krishnanagar, Agartala.
31. Shri Matilal Das. S/O. Prafulla Kr. Das, Agartala.
32. Smti. Umarani Das Gupta. W/O. Jadu Bhusan Das Gupta, Ramnagar, Agartala,
33. Smti. Arati Paul, D/O. Jagat Bandhu Paul, Krishnanagar, Tripura.
34. Smti. Lilarani Paul, W/O. Shri Sadhu Ch. Paul, Joynagar, Agartala.
35. Shri Kumud Behari Das, S/O. Prakash Ch. Das, Dhaleswar, Agartala.
36. Shri Kumud Behari Das, S/O. Late Gour Ch. Das, Dhaleswar, Agartala,
37. Shri Dhananjny Karmakar, S/O. Late Ratan Karmakar, Dhaleswar, Agartala.
38. Shri Akshoy Kr. Karmaker, S/O. Late Gagan Ch. Karmaker, Dhaleswar, Agartala.
39, Shri Pyari Mohan Karmakar, S/O. Uma Charan Karmakar, Agartala, Tripura.
40. Shri. Sital Ch. Karmaker, S/O. Ishan Ch. Karmaker, Dhaleswar, Agartala.
41. Shri Ramesh Ch. Karmaker, S/O. Late Rabin Ch. Karmaker, Dhaleswar, Agartala.
42. Shri Balai Karmakar, S/O. Late Ram Kr. Karmaker, West Champamura Old Agartala Tripura.
43. Shri Nanigopal Karmaker, S/O. Surja Kanta Karmaker, Majlishpur Jirania.

44. Shri Manindra Ch. Das, S/O. Late Rajani Kanta Das Shibnagar, Agartala,
45. Shri Chouba Singh, S/O. Late Ishan Singh, Dhaleswar, Agartala (later on fully recovered).
46. Shri Braja Krishna Karmakar, S/O. Late Ratan Ch, Karmakar, Dhaleswar. Agartala.
47. Shri Jitendra Kr. Chakraborty, S/O, Late Kalachand Chakraborty, Krishnanagar, Agartala.
48. Shri Anil Kanta Biswas, S/O. Nishi Kanta Biswas, Krishnanagar, Agartala.
49. Shri Charu Chandra Singha, S/O. Late Ratan Singha, Dhaleswar, Agartala.
50. Shri Bikramendra Deb Barma, S/O, Late Maharaj Narendra Kr. Deb Barma, Agartala.
51. Shri Goadendu Bikash Roy, S/O. Shri Nagendra Ch. Roy, Mogra Road, Agartala,
52. Shri Brajendra Ch. Roy, S/O. Late Prakash Ch. Roy, Ramnagar Road No. 1, Agartala.
53. Shri Jyotirmay Majumder, S/O. Shri Satish Ch. Majumder, Banamalipur, Agartala.
54. Shri Satish Ch. Ghosh, S/O. Shri Bir Ch. Ghosh, Central Road, Agartala.
55. Shri Anath Deb Barma, S/O. Shri Dhirendra Deb Barma, Colonel Choumuni, Agartala.
56. Shri Bhairab Deb Barma, S/O.Birlal Deb Varma, Krishnanagar, Agartala
57. Shri Sudhindra Kr. Ganguli, S/O. Indra Mohan Ganguli, Madhya Para, Agartala.
58. Shri Bhupendra Ch. Ghosh, S/O. Shri Khirode Ghosh, Mechanical House, Agartala.
59. Shri Gouranga Banerjee, S/O. Late Priyanath Banerjee, Krishnanagar, Agartala.
60. M/S. Radhamadhab U. S. Mfg. Coop. Ltd. Krishnanagar, Agartala.
61. Shri Priyadas Chakraborty, S/O. Late Mahim Ch. Chakraborty, Ronalsday Road.
62. Shri Ratiranjan Ghosh, S/O, Late Jagat Ch. Ghosh, Bardwali, Agartala
63. Shri Harendra Kr. Choudhuri, S/O. Late Haragobinda Choudhury. Krishnanagar, Agartala.
64. Shri Bhuban Ch. Dey, S/O. Late Sarada Ch. Dey, Agartala.
65. Shri Ramendra Kr. Bhowmik, S/O. Shri Tarani Kr. Bhowmik, Agartala.
66. Shri Gopi Dev Barma, S/O. Late Har Chandra Deb Barma, Banamalipur, Agartala.
67. Shri Ananta Kr. Samajpati. S/O. Late Sarat Kr. Samajpati, Sakuntala Road, Agartala.
68. Shri Prafulla Ranjan Sarker, S/O. Prallad Ch. Sarker, Mohanpur, Tripura.
69. Shri Jogendra Chandra Sutradhar, S/O. Late Nagar Bashi Sutradhar, Jail Road, Agartala.

70. Shri Barin Chatterjee, S/O. Late Jitendra Chatterjee, Arundhutinagar, Agartala.
71. Shri Sudhangsu Kr. Bhowmik, S/O. Late Kamini Kr. Bhowmik, College Tilla, Agartala.
72. Shri Ananta Kr. Samajpati, S/O. Late Sarat Ch. Samajpati, Sakuntala Road, Agartala.
73. M/S. Praktan Chatra S. Ltd., Arundhutinagar, Agartala.
74. Shri Haralal Sutradhar, S/O. Shri Lal Chand Sutradhar, Cabinet House, Mogra Road, Agartala.
75. Shri Bhupendra Bhusan Ghosh, S/O. Khirode Ghosh, Mechanical House Agartala.
76. Shri Hari Mohan Sutradhar, S/O. Lal Chand Sutradhar, Devi Cabinet, Agartala.
77. Shri Haralal Sutradhar, Pro-—Ratan Cabinet House, 60 H. G. Basak Road, Agartala.
78. Shri Nidhuban Singh, S/O. Gakul Singh, Chandrapur, Agartala, Tripura
79. Shrl Haripada Banik, S/O, Sashi Kr. Banik, Bijoynagar, Tripura.
80. Mlv. Kalimuddin, S/O. Late Jaynaluddin, Brojendranagar, Tripura.
81. Shri Debendra Kr, Banik, S/O. Late Ban Ch. Banik, Tripura.
82. Golaber Rahaman, S/O. Late Mlv. Kalimuddin, Ranirganj Bazar.
83. Shri Suresh Chandra Das Mistry. S/O. Sarbananda Das Mistry, Radhakishorepur, Agartala, Tripura.
84. Shri Kalipada Nama in lieu of late Ram Deb Bapari (died).
85. Shri Thakurdas Mandal, S/O. Jaladhar Mandal, Udaipur, Tripura.
86. Shri Khagendra Ch, Biswas, S/O. Late Dwarikanath, Fulkumari, Udaipur, Tripura.
87. Shri Ramani Mohan Biswas, S/O. Late Dwarikanath Biawas, Fulkumari Tripura.
88. Shri Birendra Chandra Biswas and others legal heir of Upendra Chandra Biswas (Loanee) Fulkumari, Udaipur, Tripura.
89. Md. Abdul Aziz Khalifa S/O. Late Altauddin Nath, Maharani, Udaipur, Tripura.
90. Shri Khagendra Das Mistry, S/O Late Prasanna Das Mistry, Udaipur, Tripura.
91. Shri Upendra Kr. Das Mistry, S/O. Late Prasanna Das Mistry, Udaipur Tripura.
92. Shri Nanigopal Dholi, S/O. Late Aswini Kr. Dholi, Udaipur.
93. Md. Aliulla Mia, S/O. Late Abdulla Mia, Udaipur.
94. Shri Haridas Karmaker, S/O. Jagneswar Karmaker, Kakraban, Udaipur, Tripura.
95. Shri Debendra Kishore Choudhury. S/O Surendra Kishore Choudhury, Kakraban, Udaipur, Tripura.
96. Shri Hemendra Kishore Paul, S/O. Late Ananda Kishore Paul, Udaipur, Tripura.
97. Dhani Ch. Reang, Adibasi Multipurpose Coop, P. O. Santirbazar, Bagafa, Tripura.

98. Shri Kamini Kumar Karmaker, S/O. Late Sambhu Ch. Karmaker, Belonia, Tripura.
99. Shri Maniram Halam, S/O. Dyapur Halam, Dalubari, Kamalpur, Tripura (Principal fully paid but interest not yet fully paid).
100. Shri Suresh Ch. Bhattacharjee. S/O. Late Nilmadhab Bhattacharjee, Khowai, Tripura.
101. Shri Chandradhar Paul, S/O. Pitamber Paul, Khowai, Tripura.
102. Shri Makhash Ch. Acherjee, S/O. Late Dipchand Acherjee, Khowai, Tripura.
103. Shri Birendra Ch. Bhattacharjee, S/O, Late Ambika Bhattacharjee, Khowai, Tripura.
104. Shri Monoranjan Gupta, S/O. Nalini Gupta, Khowai, Tripura.
105. Shri Chandi Charan Nath Sarma, S/O. Late Gobinda Ch. Nath Sarma, Durganagar, Tripura.
106. Shri Banamali Roy Sutradhar, S/O. Pitamber Sutradhar, Khowai, Tripura.
107. Shri Sonatan Karmaker, S/O. Late Gagan Ch. Karmaker. Khowai.
108, Shri Amiyaranjan Paul, S/O. Birchand Paul, Khowai (Later on fully recovered).
109. Shri Santi Ranjan Singha Choudhury, S/O. Monmohan Singha Choudhury, Khowai, Tripura.
110. Shri Lalit Mohan Saha, S/O. Guru Charan Saha, Khowai, Tripura.
111. Shri Harendra Narayan Dutta, S/O. Late Ragobinda Dutta, Khowai, Tripura.
112. Shri Basanta Kr. Barman, S/O. Basudeb Barman, Khowai, Tripura.
113. Shri Kunja Behari Das, S/O. Dayal Chandra Das, Khowai Tripura.
114. Shri Prafulla Ch. Deb, S/O. Joy Chandra Deb, Khowai.
115. Shri Satish Ch. Paul, S/O. Sashi Mohan Paul, Khowai.
116. Shri Narayan Ch. Roy, S/O. Madan Roy, Khowai.
117. Messrs. Bat-tala S.S.S.S. Ltd., Uttar Ramchandra Ghat, Khowai, Tripura.
118. Jatindra Mohan Choudhury, S/O. Late Nabin Ch. Choudhury, Teliamura, Khowai.
119. Shri Jitendra Ch. Rudrapaul, S/O. Brajaram Rudrapaul, Durgapur, Kailashahar, Tripura.
120. Shri Barindra Ch. Rudrapaul, S/O. Late Bashiram Rudrapaul, Durgapur, Kailashahar.
121. Shri Lakaram Rudrapaul, S/O. Late Golak Ram Rudrapaul, Durgapur, Kailashahar.
122. Shri Rasharanjan Rudrapaul, S/O. Late Raman Rudrapaul, Durgapur, Tripura.
123. Shri Thakamani Rudrapaul, S/O. Jayram Rudrapaul, Durgapur.
124. Shri Jogendra Ram Rudrapaul, S/O. Late Brajaram Rudrapaul, Durgapur, Kailashahar, Tripura.
125. Shri Gopiram Rudrapaul, S/O. Late Dinanath Rudrapaul, Kailashahar, Tripura.

126. Shri Gopiram Rudrapaul, S/O. Gaganram Rudrapaul, Kailashahar.
127. Shri Brajendra Rudrapaul, S/O. Late Banshiram Rudrapaul, Kailashahar, Tripura.
128. Shri Adhir Ch. Dey, S/O. Surja Kr. Dey, Chandrapur, Dharmanagar.
129. Sh i Sashi Mohan Nath, S/O. Ratan Nath, Futikuly, Dharmanagar. .
130. Shri Gopika Ranjan Goswami, S/O. Narattam Goswami, Dharmanagar.
131. Smti. Joyanti Bala Kar. D/O. Shri Gopal Ch Kar, Dharmanagar, Tripura
132. Shri Gopicharan Nath, S/O. Haricharan Nath, Fatikuli, Dharmanagar,
133. Shri Gakul Singh, S/O. Mukta Singh, Rajbari, Dharmanagar.
134. Shri Sudhindra Kr. Paul, S/O. Surendra Kr. Paul, Radhanagar, Dharmanagar.
135. Shri Govinda Rn. Bhattacharjee, S/O.L. Srish Ch. Bhattacharjee, Dharmanagar, Tripura.
136. Shri Sariffulla, S/O. Late Karamulla, West Chandrapur, Dhanmanagar, Tripura.
137. Shri Guru Charan Debnath, S/O. Late Gobinda Debnath, Kheranguri, Dharmanagar.
138. Shri Sadhu Singh, S/O. Hari Ballav Singha, Harua, Dharmanagar,
139. Shri Surendra Ch. Dey, S/O. Late Dinadayal Dey, Dharmanagar Town, Tripura.
140. Shri Basanta Ram Malakar, S/O. Late Chaitanya Malakar, Ramnagar, Dharmanagar.
141. Shri Sachindra Kr. Malakar, S/O. Late Sarat Malakar, Ragna, Dharmanagar, Tripura.
142. Shri Golab Ruhidas, S/O. Late Sattar Ruhidas, Futikuli Bazar, Dharmanagar, Tripura.
143. Shri Dunga Shingha, S/O. Late Bainu Singh, Sonichera, Dharmanagar, Tripura.
144. Shri Shyamratan Deb Barma, S/O. Late Manik Ram Deb Barma, Halflong, Dharmanagar, Tripura.
145 Shri Braja Ch. Deb Barma, S/O Late Mahendra Deb Barma, Barna Khandi, Dharmanagar, Tripura.
146. Shri Bilash Deb Barma, S/O. Gour Ch. Deb Barma, Barna Kandhi, Dharmanagar, Tripura.
147. Shri Madan Deb Barma, S/O.L. Charalia Deb Barma, Halflong, Dharmanagar.
148. Shri Shanti Lal Ghosh, S/O. Late Banshilal Ghosh, Dharmanagar.
149. Shri Ashutosh Hrishidas, S/O. Late Nagarbasi Hrishidas, Fatikuli Bazar, Dharmanagar, Tripura.
150. Shri Naresh Ch. Nath, S/O. Sarbananda Nath, Sakaibari, Dharmanagar, Tripura.
151. Shri Sailendra Ch. Dey, S/O. Late Prakash Ch. Dey, Uptakhali, Dharmanagar.
152. Shri Satyendra Kr. Dey, S/O.L. Prakash Ch. Dey, Uptakhali, Dharmanagar.

153. Shri Prassanna Kr. Dutta, S/O. Late Madhab Dutta, Uptakhali, Dharmanagar.
154. Shri Nagendra Ch. Nama-Sudra, S/O.L. Kailash Ch. Nama-Sudra, Fatikroy, Dharmanagar.
155. Shri Pyari Mohan Nath, S/O. Jatra Mohan Nath, Dharmanagar, Tripura.
156. Shri Naba Kumar Nath, S/O. Narendra Ch. Nath, Radhapur, Dharmanagar, Tripura.

STATEMENT 'B'

THE NAMES OF THE LOANEES AGAINST WHOM CERTIFICATE CASES HAVE BEEN FILLED.

1. Bidyanagar Mahila T. S. S. Ltd., Kailashahar, Tripura.
2. Mahila Sangha S. S. Ltd., Arundhutinagar, Tripura.
3. Udbastu Samabaya T. S. Ltd., Kunjaban, Tripura.
4. Manipuri Mahila Samabaya Silpa Pratisthan Ltd. Radhanagar, Agartala.
5. Jogendranagar Adarsha S. T. S. Ltd., Jogendranagar, Anandanagar, Tripura.
6. Gandigram Tantubaya S. S. Ltd., Gandhigram, Tripura.
7. Nutannagar S. T. S. Ltd., Nutannagar, Tripura.
8. Durjoynagar B, S. S, S. Ltd., Durjoynagar, Nutannagar, Tripura.
9. Joynagar (Jirania) T. S. S. S. Ltd., Birendranagar, Joynagar, Tripura.
10. Sachindranagar Weavers Coop. Society Ltd , Sachindranagar, Tripura.
11. Ramkrisha T. S. S. S. Ltd., Kamalpur, Tripura.
12. Sonatola Manipuri Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., Sonatola, Tripura.
13. Ritaghana S. S. S. Ltd., (Jirania) Bhaskarkabra para, Birendranagar, Tripura.
14. Teliamura T. S. S. S. Ltd., Teliamura.
15. Dighalia S. B. S. Ltd., Dighalia, Nutannagar, Tripura.
16. Goachand T. S. S. Ltd., Harina Bazar, Sabroom, Tripura.
17. Jagatpur T. S. S. Ltd., Abhoynagar, Tripura.
18. Daccaipally T. S. S. Ltd., Mohanpur, Tripura.
19. Prbanchal Tant-O-Ranjan S. S. Ltd., Ranirbazar, Tripura.
20. Smti Dulali Devi, w/o, Late Ajit Ch. Deb Barma, Krishnanagar, Agartala.
21. Shri Matilal Das, s/o. Prafulla Kr. Das, Agartala.
22. Smti. Umarani Das Gupta, w/o. Jadu Bhusan Das Gupta, Ramnagar, Agartala.
23. Smti. Arati Paul, D/o. Jagal Bandhu Paul, Krishnanagar, Tripura.
24. Smti. Lilarani Paul, W/o. Shri Sadhu Ch. Paul, Joynagar, Agartala.
25. Shri. Kumud Behari Das, s/o. Prakash Ch. Das, Dhaleswar Agartala.

26. Shri Kumud Behari Das, s/o. Late Gour Ch. Das, Dhaleswar, Agartala.
27. Shri Dhananjoy Karmakar, s/o. Late Ratan Karmakar, Dhaleswar, Agartala.
28. Shri Akshoy Kr. Karmakar, s/o. Late Gagan Chandra Karmakar, Dhaleswar, Agartala.
29. Shri Pyari Mohan Karmakar, s/o. Uma Charan Karmakar, Agartala, Tripura.
30. Shri Sital Ch. Karmakar, s/o. Ishan Ch. Karmakar, Dhaleswar. Agartala.
31. Shri Ramesh Ch. Karmakar, s/o. Late Rabin Ch. Karmakar, Dhaleswar, Agartala.
32. Shri Balai Karmakar, s/o. Late Ram Kr. Karmakar, West Champamura, Old Agartala, Tripura.
33. Shri Nanigopal Karmakar, s/o Surja Kanta Karmakar, Majlishpur, Jirania.
34. Shri Manindra Chandra Das, s/o. Late Rajani Kanta Das, Sibnagar, Agartala.
35. Shri Chouba Singh, s/o. Late Ishan Singha, Dhaleswar, Agartala (later on fully recovered).
36. Shri Braja Krishna Karmakar, s/o. Late Ratan Ch. Karmakar, Dhaleswar, Agartala.
37. Shri Jitendra Kr. Chakraborty, s/o. Late Kalachand Chakraborty, Krishnanagar, Agartala.
38. Shri Anil Kanta Biswas, s/o. Late Nishi Kanta Biswas, Krishnanagar, Agartala.
39. Shri Charu Chandra Singha, s/o. Late Ratan Singha, Dhaleswar, Agartala.
40. Shri Bikramendra Deb Barma, s/o. Late Maharaj Narendra Kr. Deb Barma, Agartala.
41. Shri Goadendu Bikash Roy, s/o. Shri Nagendra Ch. Roy, Mogra Road Agartala.
42. Shri Brajendra Ch. Roy, s/o. Late Prakash Ch. Roy, Ramnagar Road No. 1 Agartala.
43. Shri Joytirmay Majumdar, s/o. Shri Satish Ch. Majumdar, Banamalipur, Agartala.
44. Shri Satish Ch. Ghosh, s/o. Shri Bir Ch. Ghosh, Central Road, Agartala.
45. Shri Anath Deb Barma, s/o. Shi Dhirendra Deb Barma, Colonel Choumuni, Agartala.
46. Shri Bairab Deb Barma, s/o. Birlal Deb Barma, Krishnanagar, Agartala.
47. Shri Sudhindra Kr. Ganguli, s/o. Indra Mohan Ganguli, Madhya Para, Agartala.
48. Shri Bhupendra Ch. Ghosh, s/o. Shri Khirode Ghosh, Mechanical House, Agartala.

49. Shri Gouranga Banerjee, s/o. Late Priyanath Benerjee, Krishnanagar, Agartala.
50. M/s. Radhamadhab U. S. Mfg. Coop. Ltd., Krishnanagar, Agartala.
51. Shri Priyadas Chakraborty, s/o. Late Mahim Ch. Chakraborty, Ronalsday Road, Agartala.
52. Shri Ratiranjan Ghosh, s/o. Late Jagat Ch. Ghosh, Bardwali, Agartala.
53. Shri Harendra Kr. Choudhuri, s/o. Late Haragobinda Choudhuri, Krishnanagar, Agartala.
54. Shri Bhuban Ch. Dey, s/o. Late Sarada Ch. Dey, Agartala.
55. Shri Ramendra Kr. Bhowmik, s/o. Shri Tarani Kr. Bhowmik, Agartala.
56. Shri Gopi Dev Barma, s/o. Late Har Chandra Deb Barma, Banamalipur, Agartala.
57. Shri Ananta Kr. Samajpati, s/o. Late Sarat Kr. Samajpati, Sakuntala Road, Agartala.
58. Shri Prafulla Ranjan Sarker, s/o. Prallad Ch. Sarker, Mohanpur, Tripura.
59. Shri Jogendra Chandra Sutradhar, s/o. Late Nagar Bashi Sutradhar, Jail Road, Agartala.
60. Shri Barin Chatterjee, s/o. Late Jitendra Chatterjee, Arundhutinagar, Agartala.
61. Sari Sudhangsu Kr. Bhowmik, s/o. Late Kamini Kr. Bhowmik, College Tilla, Agartala.
62. Shri Ananta Kr. Samajpati, s/o. Late Sarat Ch. Samajpati, Sakuntala Road, Agartala.
63. M/s. Praktan Chatra S. Ltd., Arundhutinagar, Agartala.
64. Shri Haralal Sutradhar, s/o. Shri Lal Chand Sutradhar, Cabinet House, Mogra Road, Agartala.
65. Shri Bhupendra Bhusan Ghosh, s/o. Khirode Ghosh, Mechanical House, Agartala.
66. Shri Hari Mohan Sutradhar, s/o. Lal Chand Sutradhar, Devi Cabinet Agartala.
67. Shri Haralal Sutradhar, Pro ;—Ratan Cabinet House, 60 H. G. Basak Road, Agartala.
68. Shri Nidhuban Singh, s/o. Gakul Singh, Chandrapur, Agartala, Tripura.
69. Shri Haripada Banik, s/o. Sashi Kr. Banik, Bijoynagar, Tripura.
70. Mlv. Kalimuddin, s/o. Late Joynaluddin, Brojendranagar, Tripura.
71. Shri Debendra Kr. Banik, s/o. Late Ban Ch. Banik, Tripura.

72. Golaber Rahaman, s/o. Late Mlv. Kalimuddin, Ranirganj Bazar.
73. Shri Suresh Chandra Das Mistry, s/o. Sarbananda Das Mistry, Radha-Kishorepur, Udaipur, Tripura.
74. Shri Kalipada Nama In lieu of late Ram Deb Bepari (died).
75. Thakurdas Mandal, s/o. Jaladhar Mandal, Udaipur, Taipura.
76. Shri Khagendra Ch. Biswas, s/o. Late Dwarikanath Biswas, Fulkumari, Udaipur, Tripura.
77. Shri Ramani Mohan Biswas, s/o. Dwarikanath Biswas, Fulkumari, Tripura.
78. Shri Birendra Chandra Biswas, and others legal heir of Upendra Chandra Biswas (Loanee) Fulkumari, Udaipur, Tripura.
79. Md. Abdul Aziz Khalifa, s/o. Late Altauddin Nath, Maharani, Udaipur, Tripura.
80. Shri Khagendra Das Mistry, s/o. Late Prasanna Das Mistry. Udaipur, Tripura.
81. Shri Upendra Kr. Das Mistry, s/o. Late Prasanna Das Mistry, Udaipur, Tripura.
82. Shri Nanigopal Dholi, S/o. Late Aswini Kr. Dholi, Udaipur.
83. Md. Aliulla Mia, s/o. Late Abdulla Mia, Udaipur.
84. Shri Haridas Karmaker, s/o. Jagneswar Karmaker, Kakraban, Udaipur, Tripura.
85. Shri Debendra Kishore Choudhury, s/o. Surendra Kishore Choudhury, Kakraban, Udaipur, Tripura.
86. Shri Hemendra Kishore Paul, s/o. Late Ananda Kishore Paul, Udaipur, Tripura.
87. Dhani Ch. Reang, Adibasi Multipurpose Coop., P. O. Santirbazar, Bagafa, Tripura.
88. Shi Kamini Kumar Karmaker, s/o. Late Sambhu Ch. Karmaker, Belonia, Tripura.
89. Shri Maniram Halam, s/o. Dyapar Halam, Dalubari, Kamalpur, Tripura (principal fully paid but interest not yet fully paid).
90. Shri Suresh Ch. Bhattacherjee, s/o. Late Nilmadhab Bhattacherjee, Khowai, Tripura.
91. Sbri Chandradhar Paul, s/o. Pitamber Paul, Khowai, Tripura.
92. Shri Makhash Ch. Acherjee, s/o. Late Dipchand Acherjee, Khowai, Tripura.
93. Shri Birendra Ch. Bhattacherjee, s/o. Late Ambika Bhattacherjee, Khowai, Tripura.

94. Shri Monoranjan Gupta, S/O. Nalini Gupta, Khowai, Tripura.

95. Shri Chandi Charan Nath Sarma, S/O. Late Gobinda Ch. Nath Shrma, Durganagar, Tripura.

96. Shri Banamali Roy Sutradhar, S/O. Pitamber Sutradhar, Khowai, Tripura.

97. Shri Sonatan Karmaker, S/O. Late Gagan Ch. Karmaker, Khowai.

98. Shri Amiyaranjan Paul, S/O. Birchand Paul, Khowai (Later on fully recovered).

99. Shri Santi Ranjan Singha Choudhury, S/O. Monmohan Singha Choudhury, Khowai, Tripura.

100. Shri Lalit Mohan Saha, S/O. Guru Charan Saha, Khowai, Tripura.

101. Shri Harendra Narayan Dutta, S/O. Late Ragobinda Dutta, Khowai, Tripura.

102. Shri Basanta Kr. Barman, S/O. Basudeb Barman, Khowai, Tripura.

103. Shri Kunja Behari Das, S/O. Dayal Chandra Das, Khowai, Tripura.

104. Shri Prafulla Ch. Deb, S/O. Joy Chandra Deb, Khowai.

105. Shri Satish Ch. Paul, S/O. Sashi Mohan Paul, Khowai.

106. Shri Narayan Ch. Roy, S/O. Madan Roy, Khowai.

107. Messrs. Bat-tala S.'S. S. S. Ltd., Uttar Ramchandra Ghat, Khowai, Tripura.

108. Jatindra Mohan Choudhury, S/O. Late Nabin Ch. Choudhury, Teliamura, Khowai.

109. Shri Jitendra Ch. Rudrapaul, S/O. Brajaram Rudrapaul, Durgapur, Kailashahar Tripura.

110. Shri Barindra Ch. Rudrapaul, S/O. Late Bashiram Rudrapaul, Durgapur, Kailashahar.

111. Shri Lakaram Rudrapaul, S/O. Late Golok Ram Rudrapaul, Durgapur, Kailashahar.

112. Shri Rasharanjan Rudrapaul, S/O. Late Raman Rurdrapaul, Durgapur, Tripura.

113. Shri Thakamani Rudrapaul, S/O. Jayram Rudrapaul, Durgapur.

114. Shri Jogendra Ram Rudrapaul, S/O. Late Brajaram Rudrapaul, Durgapur, Kailashahar, Tripura.

115. Shri Gopiram Rudrapaul, S/O. Late Dinanath Rudrapaul, Kailashahar, Tripura.

116. Shri Gopiram Rudrapaul, S/O. Gaganram Rudrapaul, Kailashahar.
117. Shri Brajendra Rudrapaul, S/O. Late Banshiram Rudrapaul, Kailashahar, Tripura
118. Shri Adhir Ch. Dey, S/O. Surja Kr. Dey, Chandrapur, Dharmanagar.
119. Shri Sashi Mohan Nath, S/O. Ratan Nath, Futikuli, Dharmanagar.
120. Shri Gopika Ranjan Goswami, S/O. Narattam Goswami, Dharmanagar.
121. Smti Joyanti Bala Kar, D/O. Shri Gopal Ch. Kar, Dharmanagar, Tripura.
122. Shri Gopicharan Nath, S/O. Haricharan Nath, Fatikuli, Dharmanagar.
123. Shri Gakul Singh, S/O. Mukta Singh, Rajbari. Dharmanagar.
124. Shri Sudhindra Kr. Paul, S/O. Surendra Kr. Paul, Radhanagar. Dharmanagar.
125. Shri Govinda Rn. Bhattacherjee, S/O. L. Srish Ch. Bhattacherjee, Dharmanagar, Tripura.
126. Shri Sariffulla, S/O. Late Maramulla, West Chandrapur, Dharmanagar, Tripura.
127. Shri Guru Charan Debnath, S/O. Late Gobinda Debnath, Kheranguri, Dharmanagar.
128. Shri Sadhu Singh, S/O Hari Ballav Singh, Harua, Dharmanagar.
129. Shri Surendra Ch. Dey, S/O. Late Dinadayal Dey, Dharmanagar Town, Tripura.
130. Shri Basanta Ram Malakar, S/O. Late Chaitanya Malakar, Ramnagar, Dharmanagar.
131. Shri Sachindra Kr. Malakar, S/O. Late Sarat Malakar, Ragna, Dharmanagar, Tripura.
132. Shri Golab Ruhidas, S/O. Late Sattar Ruhidas, Futikuli Bazar. Dharmanagar, Tripura.
133. Shri Durga Shingha, S/O. Late Bainu Singha, Sonicherra, Dharmanagar, Tripura.
134. Shri Shyamratan Deb Barma, S/O. Late Manik Ram Deb Barma, Halflong, Dharmanagar, Tripura.
135. Shri Braja Ch. Deb Barma, S/O. Late Mahendra Deb Barma, Barna Khandi, Dharmanagar, Tripura.
136. Shri Bilash Deb Barma, S/O. Gour Ch. Deb Barma, Barna Kandi, Dharmanagar, Tripura.
137. Shri Madan Deb Barma, S/O. L. Charalia Deb Barma, Halflong, Dharmanagar.

138. Shri Shanti Lal Ghosh, S/O. Late Banshilal Ghosh, Dharmanagar.

139. Shri Ashutosh Hrishidas, S/O. Late Nagarbasi Hrishidas, Fatikuli Bazar, Dharmanagar, Tripura.

140. Shri Naresh Ch. Nath, S/O. Sarbananda Nath, Sakaibari, Dharmanagar.

141. Shri Sailendra Ch. Dey, S/O. Late Prakash Ch. Dey, Uptakhali, Dharmanagar.

142. Shri Satyendra Kr. Dey, S/O. L. Prakash Ch. Dey, Uptakhali, Dharmanagar.

143. Shri Prasanna Kr. Dutta, S/O. Late Madhab Dutta, Uptakhali, Dharmanagar.

144. Shri Nagendra Ch. Nama Sudra, S/O. L. Kailash Ch. Nama Sudra, Fatikroy, Dharmanagar.

145. Shri Pyari Mohan Nath, S/O. Jatra Mohan Nath, Dharmanagar, Tripura.

146. Shri Naba Kumar Nath, S/O. Narendra Ch. Nath, Radhapur, Dharmanagar, Tripura.

UNSTARRED QUESTION NO. 936

By Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION

১) ১৯৬৭-৬৯ এ Loans and Advance বাবদে কত টাকা Savings হইয়াছে ?

(২) এই অর্থ কি কি বাবদে বরাদ্দ ছিল এবং খরচ না হওয়ার কারণ কি ?

(৩) এই অর্থ বরাদ্দের মধ্যে Ex-servicemen Landless Agriculturist এর সঞ্চয়ের বরাদ্দ ছিল কিনা, যদি থাকে উহা কেন খরচ করা সম্ভব হয় নাই।

ANSWER

১ }
২ } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩ }

UNSTARRED QUESTION NO. 938.

by Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION

১) কোন কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (Local Body) অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সরকার হইতে ১৯৬৭-৬৯ সালে মোট কত টাকা grant-in-aid পাইয়াছেন, অথচ utilisation certificate দাখিল করেন নাই তাহাদের নাম।

২) কোন ক্ষেত্রে কি কারণে উহা দাখিল করা হয় নাই ?

ANSWER

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে এবং

২। তথ্য সংগ্রহ হইলেই উত্তর প্রদত্ত হইবে।

UNSTARREDS QUESTION NO. 945.
By Shri Suresh Chandra Choudhury.

QUESTION —

১। বিগত ১৯৬৮-৬৯ইং সনে শিল্প ঋণ দেওয়ার জন্য কত টাকা বরাদ্দ ছিল।

২। উক্ত সনে মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং কোন শিল্পের জন্য কাহার নামে কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে ?

ANSWER

১। মং ২,০৮,৫০০ টাকা।

২। উক্ত সনে মং ৬৩,২০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। কোন শিল্পের জন্য কাহার নামে কত টাকা ঋণ মঞ্জুর হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্যক্তির নাম	শিল্পের নাম	ঋণের পরিমাণ
১) শ্রীরমেন্দ্র রায়, পিতা শ্রীবাজেন্দ্র লাল রায়, মটর ষ্ট্যাণ্ড, আগরতলা।	মসল্লা তৈরী	মং ১০,০০০ টাকা
২) শ্রীসমর রঞ্জন সাহা পিং মৃত চন্দ্র মোহন সাহা, বড়দোয়ালী।	তৈলের কল	মং ১০,০০০ টাকা
৩) মেসার্স ত্রিপুরা ভেনার্স. অরুন্ধুতীনগর।	চায়ের বাক্স তৈরী	মং ১৫,০০০ টাকা
৪) মেসার্স বাদল ফ্রুট প্রোডাক্টস এণ্ড কোং, ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট, অরুন্ধুতীনগর।	ফল সংরক্ষণ	মং ২৫,০০০ টাকা
৫) তারানগর সিবন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, মোহনপুর।	তৈরী পোষাক	মং ৩,২০০ টাকা
		মোট মং ৬৩,২০০ টাকা

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

12th February, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 12th February, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Ministers, the Dy. Minister, the Deputy Speaker, and Seventeen Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions, Shri Monoranjan Nath.

Shri Manoranjan Nath :—Question No. 21.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 21.

QUESTION

(ক) মনু মনপই রোডের কাজ কখন আরম্ভ হয় এবং কত মাইল রাস্তা হয়েছে, তার-মধ্যে কতটুকু জায়গায় মটর চলাচলের উপযুক্ত হয়েছে ;

(খ) মনপই ফুলডুংসি রোডের কাজ কত মাইল হয়েছে ?

ANSWER

(ক) মনু-মনপই রাস্তার কাজ বিভিন্ন অংশে ফেব্রুয়ারী/৬৬, সেপ্টেম্বর/৬৭, ফেব্রুয়ারী/৬৮, ডিসেম্বর/৬৮ এবং মাচ /৬৯এ আরম্ভ হয়। প্রায় ২০ মাইল রাস্তা তৈরী হয়েছে, ইহার মধ্যে প্রায় ১৬ মাইল জীপ চলাচলের উপযোগী।

(খ) বিভিন্ন অংশে প্রায় ১৭ মাইল রাস্তা নির্ম্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই রাস্তা যে এষ্টিমেট হয়েছিল তার চেয়ে প্রায় ৪০ পার্সেন্ট টাকা বেশী ড্র করা হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—The Earth work in a stretch of about $3\frac{1}{2}$ miles from Monpui end has been held up due to technical difficulties.

Expenditure upto December.

Section from Manu to Kanchanpur. Rs. 67.55 lakhs.

Section from Kanchanpur to Monpui. Rs. 13.94 lakhs,,

Rs. 21.29 lakhs.

Monpui-Fuldungshi Road

Out of 25 miles about 17 miles of roads have been completed in different stretches. These works are being done through the local tribal contractors in different groups. Expenditure upto December, 1969 on the road is Rs. 8.13 lakhs.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জায়গাতে প্রায় ওয়ান থার্ড রাস্তাই বাকী রয়ে গেছে সেই জায়গাতে সমস্ত এষ্টিমেটের অতিরিক্ত ফোরটি পার্সেন্ট টাকা বেশী ড্র করার কারণটা কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—ওয়ান্ট অব লেবার হল সবচেয়ে বড় জিনিষ। তারপর ট্রাইবেল দিয়ে সেখানে কাজ করাতে হচ্ছে ইন মোষ্ট অব দি কেসেস্ এবং রেপিড ওয়ার্ক হচ্ছে না। তা ছাড়া কতগুলি ট্রাবলস্ আছে যার জন্য এক্সপার্ট লেবারারস্ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত বিভিন্ন কারণেই দেরী হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে আর্থ কাটিং ক্লাসিফিকেসনে বিভিন্ন রকমের গোলমাল হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—ইট ইজ নট নোন টু মী।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই ক্লাসিফিকেশন করতে গিয়ে ওভার ড্র হয়েছে। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—যা, যা তিনি বলেছেন আমি সেই সম্পর্কে ডিটেলস্ দেব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই সমস্ত রাস্তায় মোটর চলাচল করে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমার উত্তরে বলা হয়েছে যে ১৭ মাইল জীপ চলাচলের উপযোগী রাস্তা শেষ হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে মংপুই রোডের জন্য মাছলী উদ্বাস্তু কলোনীর উদ্বাস্তুদের যে জমি নেওয়া হয়েছে তার কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr, Speaker :—Shri Pramode Rn. Dasgupta.

Shri Pramode Rn: Dasgupta :—Question No, 522.

Shri S. L. Singh :—Mr, Speaker, Sir, question No. 522.

QUESTION

1. Total amount sanctioned for the construction of a seasonal bund on Balugang at Puran Simna, Paschinu Simna Mouja, Simna T, K. Sadar, Tripura.

2. Whether it is a fact that a complaint has been lodged to the Govt. for non-completion of the bund by the villagers ?

ANSWER

1. Rs. 4,334/-(for old simna oriya Colony)

2. The Department concerned is not aware of such complaint.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ৪,৩৩৪ টাকা স্যাংশান দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ৬০০ টাকা সেই বাঁধের জন্য খরচ হয়েছে এবং বাঁধটা সম্পর্কে একটা কম্পলেন লজ করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি বলেছি ডিপার্টমেন্ট ইজ নট অ্যাওয়ার অব দিস। সিমনা উড়িয়া কলোনীর জন্য ৪,৩৩৪ টাকা খরচ হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই কমপ্লেন লজ করার পরে অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার সেই সম্বন্ধে তদন্ত করেছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখবেন কিনা যে সত্যিকার উড়িয়া কলোনীর উপকারার্থে সেটা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম যখন হয় তখন কমপ্লিশান সার্টিফিকেট তারা দিয়ে থাকেন। অতএব কম্পলিশান সার্টিফিকেট তারা দিয়েছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কম্পলিশান সার্টিফিকেট তারা দিয়েছেন কিনা এবং কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি এখানে বলেছি যে ৪,৩৩৪ টাকা।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই এ্যামাউন্টাকি স্যাংশাণ্ড এ্যামাউন্ট না কম্পলেশান সার্টিফিকেটে যে খরচ দেখানো হয়েছে সেটা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এখানে বলা হয়েছে যে, Rs. 4,334 was sanctioned for the construction of a seasonal bund.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে কত টাকা স্যাংশাণ্ড হয়েছে এবং কত টাকা খরচ হয়েছে অর্থাৎ কত টাকার সার্টিফিকেট দিয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নোটীশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২১।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২১ স্যার।

প্রশ্ন

১। আশ্বাসা—বগাফা হাই রোড নির্মান কাজ কবে আরম্ভ হয় এবং ইহার সম্পূর্ণ করিবার নির্দিষ্ট সময় কত ?

২। ইহাতে কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং আজ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

৩। আগামী কত সময়ের মধ্যে উক্ত রাস্তা সম্পূর্ণ হইবার আশা করা যায়।

উত্তর

১। রাস্তা নির্মানের জন্য মাটি কাটার কাজ বগাফা—অমরপুর অংশে ফেব্রুয়ারী/৬৪, অমরপুর—ভাঙ্গাবাড়ী অংশে ফেব্রুয়ারী/৬৫ এবং আম্বসা—ভাঙ্গাবাড়ী অংশে নভেম্বর/৬৭ইং সনে আরম্ভ হয়। রাস্তা সম্পূর্ন করার সময় সীমা নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায় নাই।

২। ১৯৬৯-৭০ ইং সন পর্যন্ত বিভিন্ন বৎসরে মোট ৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৫১'৭২ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে

৩। এই দুর্গম এলাকায় কাজের জন্য উপযুক্ত ঠিকাদার পাওয়া না যাওয়ায় রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার সময় সীমা নির্দ্ধারিত করা সম্ভব নহে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, এই রাস্তা দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ এবং সেইজন্যই এই রাস্তার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে গত কয়েক মাস যে সেখানে মিজো এ্যাটাক হয়েছিল—কলমবাসা, গণ্ডাছড়া, বগাফা, ডুম্বুরনগর ব্লকে, এইগুলি এই রাস্তার পাশে অবস্থিত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ইহা সত্য।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭ স্যার।

QUESTION

১। দুর্গানগর বাজারের দক্ষিণ বুড়ীগাং এ গজারিয়া ঘাটে বক্সনগরে যাওয়ার পথে মটর পার করার জন্য ৪ জন লোকসহ একটি নৌকা maintain করা হচ্ছে কিনা ?

২। যদি সেই ঘাটে ৪জন লোকসহ একটি মটর পার করার নৌকা maintain করা হয়ে থাকে—দুর্গানগর থেকে বক্স নগর পর্যন্ত জীপ কিংবা যে কোন মোটরযান চলাচলের উপযোগী রাস্তা হইয়াছে কিনা ?

৩। এই রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার আগে নদীর ঘাটে এইভাবে নৌকা ও ৪জন লোক maintain করার কারণ কি ?

ANSWER

১। একজন লোকসহ একটি নৌকা রাখা হইয়াছে, তবে উহা মটর গাড়ী পারাপার করার উদ্দেশ্য রাখা হয় নাই।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের পারাপারের এবং কাজ পরিদর্শনের সুবিধার জন্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, একজন লোককে সরকারী খরচে রাখা হয়েছে কি না সেখানে মোটর পার করবার জন্য এবং সেখানে একটি নৌকা মেইনটেইন করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে জীপ গাড়ী, মোটর গাড়ী, মানুষ, গরু পারাপার এবং কাজের সুবিধার্থে সেখানে এটা রাখা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, দুর্গানগর টু বকস্‌নগর রাস্তার আর্থ ওয়ার্ক কমপ্লিট হয়েছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :—Durganagar-Kalamchura Road with Boxanagar approach in about 7.6 miles in length. The estimated cost of this work is Rs. 3,91,300/- against which Rs. 3,01,869/- has been spent so far. The work commenced in March, 1965 and excepting some portion of about 2 miles which could not be completed for want of land. After commencement of the work a Ferry boat with one man is being maintained from 1. 1. 66. for the facility of Ferrying the labourers and also for inspection of work.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যেখানে রাস্তা জীপ চলাচল বা মোটর চলাচল করার মত অবস্থা বর্ত্তমানে নেই, এখনও রাস্তা কমপ্লিট হয়নি, সেখানে একটা নৌকা মেইনটেইন করার কি অর্থ আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন সেখানে সরকারী লোক বাদে, সেই গোদারা ঘাটে অন্য কোন লোক আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যেখানে রাস্তা জীপ চলাচল বা মোটর চলাচল করার মত অবস্থা বর্তমানে নেই, এখনও রাস্তা কমপ্লিট হয়নি সেখানে একটা নৌকা মেইনটেইন করার কি অর্থ আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে ফেরী বোট সেখানে আছে যে কোন জিনিষ পারাপার করতে পারে —গরু, মানুষ সবই সেখানে পার করে থাকে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত। শ্রীআবদুল ওয়াজিদ। শ্রীমঞ্জু মগ। শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০০।

শ্রীএস,এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০০ স্যার।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর কাময়াঙ্গাতলা বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার জন্য কোন scheme এ পর্য্যন্ত কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং তাহা হইতে এ পর্য্যন্ত কতটাকা খরচ হইয়াছে;

২। যদি বন্যা নিরোধের বাধগুলি অকেজো হইয়া থাকে তাহার কারণ এবং উহা পুনর্নির্মাণ করার কি ব্যবস্থা হইতেছে।

উত্তর

১। } তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।
২। }

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৪।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অমরপুর M. P. Block এ বর্ত্তমানে কোন গাড়ী নাই;

২। যদি সত্য হয়, কবে পর্য্যন্ত গাড়ী দেওয়া যাইবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ;

২। ১৯৭০-৭১ সনে অমরপুর ব্লকের জন্য একটি নূতন জীপ গাড়ী কিনিবার প্রস্তাব আছে।

মিঃ স্পীকার : শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৪।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৪।

প্রশ্ন

১। বিশালগড়-গোলাঘাটি রাস্তাটি Re-construction ও Maintenance এর জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ঐ রাস্তাটিকে Motorable করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ১১,০০০ টাকা।

২। ইহা সুদিনে জীপগাড়ী চলার উপযোগী রাস্তা।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই ১১ হাজার টাকার মধ্যে মেনেন্টেনস বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেইনটেনেন্স এবং কনষ্ট্রাকশন বাবদ ১১ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেবল মেইনটেনান্স বাবদ কত খরচ জানতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই মেইনটেনান্স এবং কনষ্ট্রাকশানের জন্য কি পি, ডব্লু ডিকে দেওয়া হয়েছিল না কোন কনট্রাকটার কে দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যে কোন কাজ করতে হলে পরে কনট্রাকটার নিয়োগ করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পরেন, এই কাজ করানোর জন্য কোন টেণ্ডার কল করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কনষ্ট্রাকশান এবং মেইনটেইনেন্সের জন্য যে ১১,০০৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যেটা মাননীয় মন্ত্রী প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমার প্রশ্ন হ'ল কতটাকা এ' কাজের জন্য ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—বলা হয়েছে তো যে ১১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই রাস্তাটা কবে কনষ্ট্রাকশান করা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেটা তো প্রশ্নতে আছে যে বর্তমান আর্থিক বছরে কতটাকা ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—স্যার আমার প্রশ্নটা ছিল ১১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে আর এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই রাস্তাটা কবে কনষ্ট্রাকশান করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—ইহা কি সত্য যে, এই রাস্তাটা গত ১৫ বছর যাবত কনষ্ট্রাকশান হয়ে আসছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস :—ষ্টার্ড কোশ্চান নাম্বার—৯৬৮

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৬৮

প্রশ্ন

ক) বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে তফশিলভূক্ত জাতীর সংখ্যা কত ?

খ) ত্রিপুরা বিধান সভা বর্ত্তমানে কয়টি তফশিলভূক্ত জাতির সংরক্ষিত আসন আছে ;

গ) প্রতিটি Reserve Constituency তে কত percent তফশিলভূক্ত জাতীর লোক আছে ?

উত্তর

ক) ১,১৯,১৫৫—১৯৬১ইং সনের আদমসুমারী মতে।

খ) ৩টি।

গ) আগরতলা সদর—১ (৩প:)—২৭.৭৫%

তেলিয়ামুড়া — —২০.০৯%

কমলপুর — —২৩.১৫%

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন ছিল যে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে তফশিলভুক্ত জাতির লোক সংখ্যা কত? আমি তো ১৯৬১ সালের আদম স্নুমারীর লোক সংখ্যা জানতে চাইনি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আদমস্নুমারী ছাড়া এটা বলা সম্ভব নয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—যেখানে শতকরা ৫০ ভাগ তফশিল জাতির লোক নেই, ভারতবর্ষের অন্যান্য কোন কোন প্রদেশে এই রকম সিডিউল্ড কাষ্ট রিজার্ভ কনষ্টিটিউন্সী আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯১৩

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯১৩

প্রশ্ন

ক) ১৯৭০—৭১ ইং আর্থিক বৎসরের মধ্যে সদরের রাণীর বাজার মোহনপুর এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইবে কি?

খ) উক্ত বিষয়ের কাজ কতদূর এগিয়েছে?

উত্তর

ক) এমন কোন প্রস্তাব নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাণীর বাজার ও মোহনপুর এলাকায় বর্তমানে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নিকটবর্ত্তি জিরানিয়াতে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—জিরানিয়াতে যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, সেটা রাণীর বাজার থেকে কতদূরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—রাণীর বাজার থেকে যদি বলা হয়, তাহলে সাড়ে চার মাইলের মত হবে আর মহোনপুর যেটা বলা হয়েছে, সেখান থেকে হলে আরও কম হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—জিরানিয়া এবং রাণীর বাজার থেকে মুমূর্ষু রোগীদের স্থানান্তরের জন্য সেখানে কি কোন মবাইল ইউনিট বা কোন রকম এ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি স্মৃতির থেকে বলছি, যে সেখানে এই রকম একটা এরেনজমেণ্ট আছে। কিন্তু ঠিক এখনও সেটা চলছে কিনা আমি সেটা বলতে পারছি না। তাছাড়া সেখানে একজন ডাক্তারকে সপ্তাহে দুই দিন গিয়ে রোগী দেখারও কথা আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে সেখানে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কোন প্রস্তাব নেই। আমি জানতে চাইছি যে এখন সেটা করার জন্য সরকার বিবেচনা করছেন কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—সমস্ত ত্রিপুরাতেই স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার ব্যাপারটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কতদিন পর্যন্ত এটা বিবেচনাধীন থাকবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—যখনই এসব সমস্যার উদ্ভব হয়, তখনই সরকার থেকে কিছু করার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই সমগ্র ত্রিপুরার কথা বিবেচনা করার সময়ে এটার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঐ এলাকায় কোন এক প্রতিনিধিকে এই কথা বলেছেন কি যে জায়গা দিলে সেটা সহসা স্থাপন করা হবে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আই ডু নট রিমেম্বার দ্যাট আই হেভ মেড অ্যানি সাচ কমিটমেণ্ট ফর এষ্টাব্লিষমেণ্ট অব এ প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার আমি যতটুকু জানি এক সময়ে তারা আমার কাছে এসেছিল। আমি বলেছিলাম আপনারা যদি জায়গা দেখাতে পারেন তাহলে একটা ডিস্‌পেনসারী খোলা যায় কিনা সেটা আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কথা স্বীকার করবেন কি যে সেখানে জায়গা আছে বলে তারা আপনাকে জানিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যান্ত ও সেটার কিছুই করা হচ্ছে না।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আমার এমন কিছু জানা নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা স্বীকার করবেন কি যে বিগত মার্চ মাসের আগে সেখানকার ৫ হাজার লোক একটা দরখাস্ত সই করে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল এবং তারা বলেছিল যে প্রয়োজন হলে পরে জায়গা দেওয়া যেতে পারে এবং তার উত্তরে আপনি বলেছেন যে তাহলে আমি চেষ্টা করব।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আমি তো বল্‌লাম যে জায়গার কথা, তারা আমাকে বলেছিলেন যে সেখানে নাকি কার কার জায়গা আছে. দরকার হলে সরকার সেটা নিতে পারেন। সেটা অনেকটা কমপ্লিকেটেড কেস. সেটা অন্যের জায়গা সেটার মধ্যে সরকার সহজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। যে পর্য্যন্ত সেটা ক্লিয়ার করে সরকারের কাছে দেওয়া না হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮০

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮০

QUESTION

1. Is there any contemplation to protect Govt. market Tilthai (under Dharmanagar Sub-Division) from damages being caused by the errosion of Juri river ?
2. Is it a fact that certain Bhities of shops dwelling houses and adjecent paddy fields were broken down and carried away by the river current and the local people prayed for spur in Juri river or diversion of river but were not given any relief inspite of representation.

ANSWER

1. Yes.
2. Flood water reported to have reached plinth level of some of the shops in the markets but at the time of investigation by the concerned officer no sign as to Bhities of shops, houses and paddy field being broken or washed away was found by him.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে এষ্টিমেট করা হয়েছে বল্লেন তাতে এই বছরের মধ্যে কাজ আরম্ভ হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এষ্টিমেটেড কষ্ট অপ রুপিস ১৮,২০০ টাকা। তাছাড়া বাজার ডেভেলাপ্‌মেন্ট স্কীমের জন্য আমরা টাকা বরাদ্দ করেছি, সেটা স্যাংশানড্‌ হলে পরে আমরা সেটাও আশা করতে পারি ফর দি ডেভেলাপ্‌মেন্ট অব বাজার এরিয়া।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চাইছি যে সেখানে নদীতে যে ভাঙ্গন ধরেছে সেই ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য কোন স্পার্ক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—স্পার্ক বা অন্য কোন কিছু সেটা নির্ভর করে টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসের উপর। সেজন্য বলছিলাম যে ১৮,২০০ টাকার এষ্টিমেট করা হয়েছে এখন স্যাংশানের অপেক্ষায় আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে একটা বড় বাজার আছে, এটাকে রক্ষা করার জন্য যদি আগামী বর্ষার আগে স্পার্কের ব্যবস্থা না করা হয় বা রিভার ডাই-ভার্সানের কোন ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে সমস্ত বাজারটা নদীর মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেই জন্যই তো স্কীম স্যাঙ্কশান করে আমরা সেই কাজ করবার চেষ্টা করেছি যাতে করে সেটাকে বন্ধ করা যায়। অতএব টাকা স্যাংশান হলে পরে আমরা সেই কাজ করতে পারব। সেজন্যই একটা স্কীম স্যাংশান করে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি, পরিকল্পনা করেছি যাতে সেটাকে বন্ধ করা যায়। অতএব টাকা স্যাংশান হয়ে গেলে পরেই আমরা কাজে হাত দিতে পারব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যাতে আগামী বর্ষার আগে কাজটা আরম্ভ হতে পারে সেজন্য দৃষ্টি দিবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—পরিকল্পনা করছি যে বাজারটাকে রক্ষা করা দরকার। কিন্তু টাকা বরাদ্দ করা হয় নি। অ্যাজ সুন অ্যাজ দি স্যাংশান কামস্ উই শ্যাল ষ্টার্ট দি ওয়ার্ক।

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Question No. 953.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, Question No. 953.

Question

1. Total nos. of Ring wells and Tube wells sanctioned in 1969-70 (showing Block-wise) :
2. Name of the places under Mohanpur Block where the Ring-wells and Tube wells will be set up in 1969-70 ?

ANSWER

1. As at annexure 'A'.
2. One R. C. C. Well at Bamutia and 5 tube wells the sites for which will be selected in consultation with the Block Development Committee.

ANNEXURE 'A'

Sl. No.	Name of Block	No of Tube-wells Sanctioned	No. of R. C. C. Wells Sanctioned
1	2	3	4
1.	Dumburnagar	5	1
2.	Khowai	5	1
3.	Bishalgarh	5	—
4.	Udaipur	5	—
5.	Teliamura	5	—
6.	Jirania	5	1
7.	Kamalpur	5	—
8.	Amarpur	5	—
9.	Satchand	5	—
10.	Rajnagar	5	1
11.	Bogafa	5	—
12.	Kumarghat	5	—
13.	Panisagar	5	—
14.	Chamanu	—	1
15.	Mohanpur	5	1
16.	Kanchanpur	—	1

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে আর, সি, সি, ওয়েলস্ বা টিউব ওয়েলস ধরা হয়েছে ব্লক-ওয়াইজ সেটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার হেড থেকে কতটা এবং কমিউনিটি হেড থেকে কতটা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এই যে আর, সি, সি, এবং টিউবওয়েল বসানো হবে তাতে ট্রাইবেল এ্যারিয়াতে কতটা বসানো হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার হেডে কোন টিউবওয়েল বা রিংওয়েল এইবার আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—ইহা কি সত্য যে গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার জলসরবরাহের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরা সরকার সেটা কিভাবে কার্যকরী করেছেন ?

Mr. Speaker :—This is not relevant. Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 635.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 635.

QUESTION

1) Total area of land released from the Reserved Forest of Tripura up till now ?

2) Total number of families (Tribals and Non-tribals) rehabilitated therein, and its break-up division-wise ?

ANSWER

1) Total area of land released from Reserved Forest--10308.06 hectores (25,473.08 acres).

2) The materials are under collection.

Mr, Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 974.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 974.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that the B. D. O. of Bishalgarh has submitted a proposal to the minor irrigation Deptt. for construction of an irrigation bund in the village of Promud Nagar at an estimated cost of Rs. 5000/- in the current financial year ?	1, Govt. is not aware of such proposal of the B. D. O.

2. Whether it is a fact that the Minor Irrigation Deptt. has sanctioned Rs. 500/- only against the said estimate ;
3. If so, the reasons therefor ?

2. No.
3. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে বিশালগড় ব্লকে মাইনর ইরিগেশন থেকে বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারে কোন অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে নো বলেছেন। তিনি এই সম্পর্কে এনকোয়েরী করতে রাজী আছেন কিনা ?

Shri S. L. Singh—I have told that Govt. is not aware of any such proposal by the B. D. O. So Govt. without knowing that how can enquire ?

Shri Aghore Deb Barma—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে বি, ডি, ও, অফিস সরকারের একটা অঙ্গ। এটা সম্পর্কে এনকোয়ারী করতে সরকার সেজন্য রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি তো বলেইছি যে সরকার জানেন না। কাজেই প্রশ্নটা উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 909.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 909.

QUESTION

১। State Transport এর জন্য ১৯৬৯-৭০ এর বাজেটে কি কোন টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, যদি বরাদ্দ করা হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ ;

২। ঐ টাকা কি কি কাজে লাগানো হইয়াছে, যদি কাজে লাগানো না হইয়া থাকে তাহার কারণ ?

ANSWER

১। সরকারের স্বীয় কতৃত্বাধীনে পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই। তবে সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার চালু করার জন্য রোড ট্রেন্সপোট কর্পোরেশন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আছে। ১৯৬৯-৭০ আর্থিক বৎসরে সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং যান বহন ক্রয় বাবত কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের নির্দ্দেশ মতে রিভাইজড বাজেটে উক্ত বরাদ্দ কমাইয়া দশ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে।

২। না, সংস্থাটির জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্তির ব্যাপারে এবং বরাদ্দকৃত দশ লক্ষ টাকা মঞ্জুরীর জন্য ভারত সরকারকে লেখা হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ইহা কি সত্যি ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট এর জন্য একজন অফিসার বা কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তার কাজ কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—নূতন করে কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয় নাই

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৯।

Shri S, L, Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 969.

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে Sooial Security Deptt. আছে কি ?

২। যদি না থেকে থাকে তাহলে অনুন্নত সমাজের উন্নতি কল্পে পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব কে বা কাহারা নিয়ে থাকেন ?

৩। ত্রিপুরা রাজ্যে Tribel welfare বিভাগে Special officer for the Scheduled caste তফছিলভূক্ত জনসাধারণের তত্বাবধানের জন্য আছে কি ?

ANSWER

১। না।

২। ডেভলাপমেন্ট (টি ডব্লিউ এণ্ড সি ডি) ডিপার্টমেন্ট অনুন্নত সমাজের পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য দায়ী আছে।

৩। না।

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri P. R. Dasgupta :—Question No. 955.

Shri S. L. Singh :—Question No. 955 Sir.

Information is under collection.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 989.

Shri S. L. Singh :—Question No. 989 Sir.

QUESTION

1, Whether it is a fact that the employees of Dumbur Hydro-Electric Project have already given ultimatum to fulfil their demands to the Government of Tripura.

2. If so, what actions have been taken by the Government of Tripura inrespect of their demands ?

ANSWER

1. Yes.

2. The Government of India were duly moved for according sanction to the grant of "Project Allowance" and the benefits of recovery of house rent for the Government quarters and also charges for Supply of Electricity and Water at concessional rates.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, তাদের যে এই ডিমাণ্ড সেটা কবে থেকে এফেক্ট দেওয়া হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে লেখা হয়েছে, যখনই স্যাংশান হবে তখনই এফেক্ট দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এটা হতে কত সময় লাগতে পারে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সময় নির্দিষ্ট করে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আমাদের যে সাপ্লীমেন্টারী ডিমাণ্ড আসবে, এটার মধ্যে এই সম্পর্কে ধরা হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নির্দিষ্ট সময় আমি বলতে পারিনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সরকারকে একটা নির্দিষ্ট সময় এর মধ্যে তাদের ডিমাণ্ড ফুলফিল করার জন্য জানানো হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়েছে। ডিমাণ্ড দিয়েছে আমরা রেখেছি এবং সেটা আলাপ আলোচনা যাতে হয় নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তারা যে আলটিমেটাম দিয়েছে, সেই তারিখের মধ্যে যদি কোন এ্যাকশান না নেওয়া হয়, তাহলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে কি না এবং কাজকর্মের ক্ষতি হবে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তারা যদি ডিটারমিণ্ড হয়ে থাকেন কাজকর্ম্ম বন্ধ করতে, সেটাকে বন্ধ করাব কোন উপায় সরকারের নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা কি বলতে পারেন, একই ডিপার্টমেন্টে যারা এক সাথে কাজকর্ম্ম করছেন তাদের একটা অংশ সেই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এবং অন্য একটা অংশ পাচ্ছেন না, সেটা কি করে হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেই জন্যই আমরা গভর্ণমেন্টকে এপ্রোচ করেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে একই ডিপার্টমেন্ট'এ, একই এমপ্লয়ী কাজ করছে, তাদের একটা অংশ সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, আরেকটা অংশ সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেনা। এই অবস্থায় যদি কোন ঘটনা সেখানে ঘটে, তার জন্য সরকার সর্ব্বতোভাবে দায়ী থাকবেন, সেটা স্বীকার করবেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—বেতন হারের তারতম্য সেখানে নেই। কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা তারা চেয়েছিল এবং সেই সুযোগ সুবিধার জন্য ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে আমরা রেফার করেছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৭।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৭ স্যার।

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৪।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৪ স্যার।

মেটেরিয়াল ইজ অ্যাণ্ডার কালেক্শান স্যার।

Mr. Speaker :—There are four Unstarred questions. The Ministers may lay on the Table of the House the Reply of the Unstarred questions and also Starred Questions which was not answered orally.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা Postpond কোয়েশ্চান—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৫ আস্কড বাই শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান তার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন 'মেটেরিয়াল ইজ অ্যাণ্ডার কালেকশান'। কিন্তু এই হাউসে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের রুলিং আছে যে পস্টপণ্ড কোয়েশ্চান যদি হয়, তাদের রিপ্লাই দিতে হবে। এইভাবে যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিনের পর দিন করতে থাকেন, তাহলে আমি মনে করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্পীকারের যে রুলিং সেটা অমান্য করছেন।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চনের একটা পোরশানের উত্তরে তিনি বলেছেন—মেটেরিয়াল ইজ অ্যাণ্ডার কালেকশান।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—যেটা পস্টপণ্ড হয়েছিল, সেটা এই রিলেশানে কি না ?

Mr. Speaker :—Let me enquire it from my office.

CALLING ATTENTION NOTICE.

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from the following Member—Shri Bidya Chandra Deb Barma on the subject—

Mr. Speaker :—সম্প্রতি ডুম্বুর তীর্থমুখে বিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত চারজন শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও তাহাদের ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে'

I have given consent to the Notice to-day.

I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention will be shown on the order paper for a statement.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Sir, the time at the disposal is very short. The accident relates to the Dumbur Project area. So if the Assembly session extends to 16th February, then I shall be able to make a statement on that day ;

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister will make a statement on 16. 2. 70. There is one Calling Attention given notice of by Shri Benoy Bhusan Banerjee and Shri Sunil Chandra Dutta on 6th February, 1970, to which the Minister concerned agreed to make a statement to day the 12th February, 1970.

Now I would call on the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department to make a statement on 'Incident (Mizo Attack) took place on Wednesday, the 28th January, 1970 at Laljuri Bazar under Dharmanagar Sub-division."

Name of the Members : 1. Shri Benoy Bhusan Banerjee
2. Shri Sunil Chandra Dutta.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, on 28. 1. 70 at 0900 hours one Kripesh Ch. Chanda, S/o. Shri Kailash Ch. Chanda of Laljuri Bazar, P. S. Kanchanpur rushed to the PS with information that at about 0630 hrs a gang of Mizos had attacked Laljuri Bazar and was searching for the informant. After telling the local shop-keepers of the apprehended raid he ran to the PS. As he was running to the PS he heard the sound of a gun shot from near his shop.

2. On receipt of the information SI. C. R. Bhattacharjee, OC Kanchanpur PS entered the fact in G. D. (742), sent a requisition to the local CRP and rushed to the spot with available staff.

3. Laljuri Bazar is at a distance of about 6 miles to the north of Kanchanpur P.S. approachable by a jeepable "Kutcha" road.

4. From the statement of the local witnesses it transpired that on 28. 1. 70 at about 0630 hrs under the screen of heavy fog a gang of six Lushais appeared at the grocery shop of Kripesh Ch. Chanda when one Pandab Nath, S/o. late Kanai Nath, a shop assistant of Kripesh Ch. Chanda was vending goods to another shop-keeper named Krishna Nath.

One of the LUSHAIS was armed with a sten gun and clad in trousers and a over-coat of olive green colour and army type of cap as headgear. Another person was with a pistol and clad in shorts, shirts and headgear also of greenish colour. The others had a Takkal (chopping knife with flat nose) each and had shirts of assorted colour and Lushai hats as wearing appearel. One of them had a piece of cloth tied round his face with a view to concealing his identity and evading recognition. Almost every one had a cloth bag hanging from shoulder.

5. The man with the 'galpatta' sudenly entered into the shop through the open front door and thinking Krishna Nath to be owner of the shop demanded money from him. As he was not the owner of the shop and further stated that the actual owner was in the rear room. At this, the masked Lushai took out staples of jute and fastened the hands of Krishna, Pandab and Kailash Ch. Chanda, the father of the shop-keeper, who peeped into the shop on hearing the golmal.

6. Meanwhile, Kripesh Ch. Chanda smelling troubles ahead fled away through the back door and after alerting some of the nearby shop keepers about the impending raid ran towards Kanchanpur to seek help from the PS.

7. The raider with the sten gun kept guard outside the shop and the remaining five were soon inside. After securing the hands of the inmates of the shop the raiders ran sacked the room and took away cash Rs. 60/-, some toilet goods, clothing and a torch-light kept in side a steel trunk in the attached room. The cost of property looted from the shop is about Rs. 200/- in cash and kind.

8. All the raiders then withdrew themselves and went to the shop of Birendra Nath, a few yds to the south of that of Kripesh Chanda, Birendra Nath was still in his bed although front door of his shop was open. Birendra was dragged out of the bed and money was demanded from him by the raiders. From his shop an amount of 111/- in cash and a one-band radio (Telerad) and one Wrist Watch (Camy) were robbed away. One of the raiders also forcibly pulled out three gold rings from the fingers of Birendra. While the raiders were busy in the shop of Birendra, Pandab Nath and Krishna Nath with their tied hands fied away to safety and raised hue and cry. The raiders then started retreating through the lane to the east of the shop leading to an improvised bridge across Ujan Machmara Chara (streamlet) to the east of the bazar.

9. Seeing them retreat Birendra Nath came out of his shop and shouted for help when one of the gunman turned back and fired at Birendra causing injury on his left ankle. On hearing the shouts, villagers started collecting and a chase was given by some headed by (I) Bishnu Charan Nath of Laljuri Bazar (ii) Banamali Nath of Haripur (village at the east of the chera (iii) Devendra Nath (iv) Prahlad Nath (v) Narendra Nath (vi) Jhunu Nath (vii) Nibaran Nath and others. When they reached a point at village Durgapur at a distance of about 1½ miles to the east of the bazar) on a strip of eleveted land at the north-east of the house of Bharat Nath the raiders turned back and fired a few rounds from the revolver injuring Kshitish Nath seriously on the abdomen.

10. (Kshitish Natn was forwarded to Kanchanpur PHC where from he was sent to Dharmanagar Hospital).

11. From the spot the raiders proceedcd a furlong to the east still being dogged by the chasers. At this time the stengunner fell behind and fired a volley of rounds, one hitting Vishnu Nath on the left shoulder, The chase continued further and the stenguner fired another volley causing instantaneous death to one Banamali Nath, a school student, aged about 20 years. As Devendra Nath was going to hold the slumping body of Banamali Nath, he was also shot with a bullet. The chasers lost tenacity and abandoned the chase. The raiders made good their escape towards east in the direction of Lushai village Hmonchwang (on Jampai Hills at a distance of about 6 miles from Laljuri) were a CRP camp exists. The next village is Vaisam on Jampoi Hills n distance of about 7½ miles to the north-east from Laljuri.

12. At about 0930 hrs two of the raiders, one with stengun and :he other with Takkal came near the spot where the dead body of Banamali Nath was still lying and after a cursory look at the dead body left the place in a hurry while the other four raiders were looking on from a distance of about a furlong.

13. The CRP patrol party requisitioned by the OC reached the spot 1105 hours.

14. The OC Kanchanpur PS during investigation seized the foilowing from near about the P. O, among other things :—

(i) Four fired cartridge casess having inscriptions on the base "RA") of .450 calbire which could feed both TSMG and pistols revolver. The inscriptions could singnify—"RAWALPINDI ARSNAL" year of manufacture being 1942.

(ii) Three fired cartridge chases of 9 mm calilere two of which bear inscriptions at the case "D I" "44" and the third 'IGG'
CO.

(iii) One misfired cartridge (9 mm) bearing inscriptions" F2
521

14. It was also learnt that while raiding the first shop one of the raiders was taunting in Bengali saying that the Bangaless of Laljuri and earlier harassed some four of their men and that the Bengalees must feel the consequence.

15. (This probably refers to earlier arrest of 4 Lushais of village Vaisam and their subsequent prosecution U/S 109 Cr. P. C. during the fag end of last year).

16. Kanchanpur PS case No. 6(1)70 U/S 396/397 IPC was started on the incident on the statemeat of Prahlad Ch. Nath, a cousin of the deceased.

17. Superintendent of Police personally supervised the case on 28. 1. 70 and 29. 1. 70 by visiting the P, S, and examining all available witness. The District Magistrate was also with him during the supervision. The following facts emerged out of his supervision :

(a) The gang consisted of LUSHAIS only. All of them, probably with the exception of the leader, belong to near by areas, The leader who was in O- G. (olive green) over coat and army type cap may be an outsider and member of the MNF, This man carried the sten, The villagers stated before him that they know some of the culprits by face as they had visited this bazar before, but they do not know their names or addresses.

(b) Nearly hundred rounds were fired by the gang from LÀLJURI BAZAR TO UJAN MACHMARA and most of these were from the sten.

(c) The raid was mainly intended to loot cash and luxury goods It was also as a re-taliation of the arrest and subsequent prosecution of 4 LUSHAIS U/S 109 CR, P, C. But none of these 4 LUSHAIS, who were all on bail now, were in the gang.

(d) In all probablity the same gang was also responsible for the dacoity case that took place at Jarihambari on 23. 1. 70 vide Kanchanpur PS Case No. 4(1) 70 U/S 395/398 IPC.

(e) There was a CRP camp at LALJURI BAZAR upto May, 1968, There was a similar incident of raid two days after the camp was withdrawn. The villagers are panicky and want a strong. police camp to be established there permanently.

18. Superintendent of Police instructed the OC to work out tbe information at hand and apprehend the gang with the help of the CRP and the Army. if necessary. He also asked him to arrange regular patrol in the area even with his meagre resources. But both the Superintendent of Police and the District Magistrate felt the necessity of a camp at Laljuri at least for a few months to restore confidence in the minds of the people.

A temporary Police Camp was sent there immediately after the occurrence to bost up the moral of the public cf that area. At the moment intensive patrolling is being organised from PS Kanchanpur.

A Police case has been registered and search for the culprits is continuing. Police patrolling from Kanchanpur PS is also being done. The District Magistrate, Superintendent of Police and the Army Officials had visited the spot soon after the reported occurrance.

Pending investigation it can not be said whether the persons involved in the incident were MNF hostiles or not.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে জায়গাতে লাষ্ট্র ইয়ারে এই লালজুরী এলাকাতে একটা ঘটনা হয়ে গেল তারপর পুলিশ ক্যাম্পু উঠিয়ে দেবার কারণটা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমাদের পুলিশ ফোর্স not so sufficient that they can be kept for ever there. Where there are rowdy and terrorism they are going everwhere. So dearth of police personnel also one of the main cause.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখন লালজুরী এলাকাতে স্থায়ী ভাবে কোন পুলিশ ক্যাম্প করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ষ্টেটমেণ্টে বলা হয়েছে one temporary camp has been set up. S. P. also has been told to maintain the camp there atleast for few months to restore the confidence of the people.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ঘটনা ঘটেছে এই সমস্ত আসামী কাঞ্চনপুর এবং ধর্মনগর টাউনে ঘোরা ফেরা করছে। তাদিগকে arrest করা হচ্ছে না। এই সম্পর্কে তিনি জানেন কিনা ?

Shri S. L. Singh:—It is not known to me, I have already told.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা শর্ট ডিস্কাশন নোটিশ দেওয়া আছে।

Mr. Speaker :—Yon know it very well that I have disallowed that notice.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এটা লিখিতভাবে দেবেন তো ?

Mr. Speaker :—I think the office has issued you a written letter.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি অন্ততঃ ভার্বেল' জানতে পারলাম যে এটা ডিস-এলাও করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল—

Mr. Speaker :—Do you mean to disturb the business of the House ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—উপায় কি ? সুযোগ যখন দেবেন না—(গোলমাল)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned for 10 minutes.

(The House again met at 12-25 P. M.)

(Shri Aghore Deb Barma began to speak without permission of the Speaker and there was again an uproar. But Mr. Speaker amidst the noise put the next business of the House).

Mr. Speaker :—Next business of the House, the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Minister-in-charge to move his Motion for consideration of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970) be taken into consideration at once.

(The motion was put to vote and was carried)

(Mr. Speaker then put the clauses of the Bill to vote one by one as Cl. 2, 3, schedule, cl. 1 and the title of the bill which were passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Next business is the passing of the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970). I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his motion for passing of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation Bill, 1970 (Bill No. 1 of 1970) as settled in the Assembly be passed.

(Mr. Speaker then put it to vote and was carried.)

Mr. Speaker :—Next business of the House is the discussion on Matters Urgent Public Importance for Short Duration on—উদয়পুর বিভাগের গোকুলপুর পঞ্চায়েত নির্বাচন না হওয়ার কারণ। I call on Shri N. C. Sarkar, to start discussion.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উদয়পুর বিভাগের পঞ্চায়েত নির্বাচন আইনসঙ্গতভাবে না হইয়া বহু ত্রুটি বিচ্যুতিপূর্ণ থাকার দরুন ইহাকে পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠার নামে প্রহসন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি মাত্র কারণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। নির্বাচন কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে ঘেরাও না করিয়া কয়েকটি মাত্র খুঁটিতে নারিকেলের রশি আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার ফলে জনসাধারণ অবাধে ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে যদৃচ্ছভাবে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে এবং ভোটারগণ পক্ষে বহু নন্ ভোটারও প্রবেশ করিয়া অবৈধ হাত উঠাইয়া অন্যায়ভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময় ভোটার তালিকা অনুযায়ী যাচাই করিয়া ভোটার প্রবেশ করান হয় নাই। ভোট গণনা আরম্ভ হওয়ার পরেও কোন কোন কেন্দ্রে লোক প্রবেশ করিয়া ভোট দেওয়ার সুযোগ নিয়াছে। প্রার্থীগণ এ সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসারকে মৌখিক ও লিখিত ভাবে জানান সত্বেও প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। কোন কোন কেন্দ্রে লিখিত দরখাস্তও গ্রহণ করে নাই। কোন কোন কেন্দ্রে হাততালি, উলুধ্বনি ইত্যাদি দ্বারা কেন্দ্রস্থ ভোটারগণকে উদ্বুদ্ধ করা হইলেও অফিসার ইহার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন নাই।

২। প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়ম মাফিক যথাযথভাবে নেওয়া হয় নাই। এ সম্পর্কে কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে বলা সত্বেও কোন ব্যবস্থা না করায় পোলিং অফিসার যদৃচ্ছভাবে ভোট গননা করিয়াছে, যহা নির্ভুল ভাবে হয় নাই।

৩। সাধারণতঃ কেন্দ্রেই নির্বাচনের তারিখে গননার পর ফলাফল ঘোষণা করার নিয়ম কিন্তু প্রায় কেন্দ্রেই প্রার্থী বা তাহাদের নিযুক্তিয় এজেন্টকে ভোট গননার ফলাফল ঘোষণা না না করিয়াই অফিসার ষ্টাফ চলিয়া গিয়াছে। এসম্পর্কে আপত্তি দেওয়া স্বত্বেও অফিসার কর্ণপাত করে নাই। গননার ফলাফল ১১।১২।৭০ ইং তাং ঘোষণা করা হইয়াছে।

৪। ট্রাইবেল এবং সিডিউল কাষ্ট রিজার্ভ সিটে টাইবেল ও সিডিউল কাষ্ট প্রার্থী সংরক্ষিত আসন অপেক্ষা অতিরিক্ত হইলে প্রথমতঃ সংরক্ষিত আসন পূর্ণ হইয়া গেলে অবশিষ্ট ট্রাইবেল ও সিডিউলড কাষ্ট প্রার্থীগণের প্রাপ্য ভোট গনণায় বেশী হইলে সাধারণ আসনে নির্বাচিত হইতে পারে। কোন কোন কেন্দ্রে ইহা পালন করা হয় নাই।

৫। কোন কোন কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ডাকিয়া ভোটারগণকে শুনান হইয়াছে আবার কোন কোন কেন্দ্রে কোন কোন প্রার্থীর নাম ডাকাই হয় নাই। কোন কোন স্থানে প্রার্থীর নাম ডাকিয়া শুনাইবার পর হাত উঠানোর কার্য্য শেষে পুনরায় ঐ প্রার্থীর নাম ডাকা হইয়াছে।

৬। ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের পথে প্রকৃত ভোটার পরিচয়ের সুশৃঙ্খল নিয়ম না থাকাতে ১০ টার মধ্যেই ভোটার নন ভোটার, সকলেই প্রবেশ করার সুযোগ পাইয়াছে এবং প্রবেশের অব্যবহিত পরেই ভোট গণনার কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় প্রার্থীগণ পক্ষে হাজার হাজার ভোটার হইতে নন ভোটার।

বাহির করার সুযোগ হয় নাই। একই দিনে ভোট গ্রহণের তারিখ না থাকাতে পার্শ্ববর্তী ভিন্ন গ্রামের লোক আসিয়া কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া অবৈধ ভোট দিয়াছে। কোন কোন স্থলে ২ | ১ জন নন্ ভোটার ধরা পড়ার পর প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট নিলে অফিসার ইহাতে কর্ণপাত করে নাই। কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের মনঃপূত প্রার্থী না হইলে তা বিজয়ী প্রার্থীর পরিবর্তে অন্য প্রার্থীর ভোট গননায় বেশী হইয়াছে।

৭। আপত্তির দরখাস্ত দেওয়ায় কোন কোন কেন্দ্রে রিটার্ণিং অফিসার উপস্থিত থাকিলেও আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন জানা যায়।

যে কারণে রিটার্নিং অফিসার গোকুলপুর আমতলা কেন্দ্রে পুন নির্বাচনের ঘোষণা করিয়াছেন। অনুরূপ ঘটনা অন্যান্য কেন্দ্রে যথা :—বাগমা, জামজুরী আরো অনেকস্থলে হওয়ায় ঐ ঐ কেন্দ্রে পুন নির্ব্বাচনের ঘোষনা প্রয়োজন।

এবম্বিধ কারণে যে যে গ্রাম সভার নির্ব্বাচন আইনানুযারী সুষ্ঠুভাবে হয় নাই ; ঐ সব কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হওয়াই আমার অভিমত জ্ঞাপন করিতেছি। যে ভাবে পঞ্চায়েৎ রাজ প্রতিষ্টার নামে নির্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে গ্রামে গ্রামে একটা ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি হইবে।

Shri Promode Rn. Dasgupta—Mr. Speaker, Sir, on a point of order. হাউসে যেভাবে একটা গোলমাল চলছে এইভাবে হাউস চলতে পারে না। কারণ আমরা মাননীয় মেম্বার কি বলছেন তার বক্তৃতায় উদয়পুরের সম্পর্কে আমরা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আর যে বিষয়টি মাননীয় স্পীকার ডিস এলাও করেছেন সেটিও আমরা জানতে পারলাম না। তবে আমার অনুরোধ যে বিষয়টা ডিস এলাও করেছেন সেটা সম্বন্ধে উনার সঙ্গে ফারদার আলোচনা করা যায় কিনা সেটা চিন্তা করে দেখতে পারেন যাতে হাউস পিসফুল্লী চলতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—এরা পিসফুল্লী চলতে দেবেন না। আমি মাননীয় সদস্যকে বলেছি এটা আমি এলাও করব না। আপনি এটা আনবেন না। কিন্তু উনি আনবেনই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেটা তো আমরা জানলাম না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কি করে সেটা আরজেন্ট পাবলিক ইমপোর্টেন্স হয় না আমি বুঝলাম না—(গোলমাল)

Mr. Speaker:—The House stands adjourned till 2 P. M.

Mr. Speaker:—I would request the Hon'ble Members to...

Shri Aghore Deb Barma:—(Interruption).

Mr. Speaker:—Are you threatening me ?

Shri Aghore Deb Barma—আজকে এ্যাসেম্বলীর সামনে অনশন ইত্যাদি চলছে... (গণ্ডগোল)

Mr. Speaker— Hon'ble Member, I shall discuss with you about this afterwards.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় সদস্য আপনারা চুপ করে বসুন। হাউসের পরে আমি এই সম্পর্কে আপনাদের সঙ্গে একজন একজন করে আলোচনা করব।

Mr. Speaker—Hon'ble Members I would request you all again to take your seat.

Shri Nishikanta Sarker—...(Interruption).

Shri Jatindra Majumder—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সর্বশ্রী অঘোর দেববর্মা, বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা এবং অভিরাম দেববর্মা আমাদের........ (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা অনুগ্রহ করে বসুন। এটা বাজার নয়।

(গণ্ডগোল)

Shri N. Sarker— ...(Interruption)

Mr. Speaker—There is another discussion on Matters of Urgent Public Importance for Short Duration on—

"Variation in selling rates of G. C. I. Sheets."

Notice has been given by Shri Rajkumar Kamaljit Singh. I call on Shri Rajkumar Kamaljit Singh to start discussion.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসের সামনে যে বিষয়ে বক্তব্য রাখতে চাইছি সেটা হচ্ছে :—

"Variation in selling rates of G. C. I. Sheets".

......(Interruption)

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (RESOLUTION)

Mr. Speaker:—Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Bidya Chandra Deb Barma to move his Resolution that—

'ত্রিপুরা বিধান সভা ত্রিপুরার বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা সমূহ কার্যাকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করিতেছে।'

I draw the attention of the Hon'ble Members. As he has not moved the resolution, the resolution falls through.

There is another Resolution of Shri Aghore Deb Barma. I would call on Shri Deb Barma to move his Resolution that—

"This Assembly notes with grave concern the discriminate assesment of the holding tax by the Agartala Municipality and is of opinion that the realisation of the said tax be suspended pending election of the Commissioner to constitute the Municipality as required under the Bengal Municipal Act 1932 as extended and adopted in Tripura."

(Interruption)

Mr. Speaker:—I draw the attention of the Hon'ble Member. As the Hon'ble Member has not moved the Resolution, the Resolution falls through.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday the 13th February, 1970.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE 'A'

By **Shri Angju Mag**

Will the Hon'ble Minister in-charge of PWD be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। হরিণা মনুবকুল রাস্তাটী soling করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩) যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কখন উহার কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে সম্ভব নয়।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 858.

By **Shri Angju Mag.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge P. W. Deptt. be pleased to state :

প্রশ্ন

১। মনুবকুল হইতে খোড়াকাপা রাস্তার কাজ কোন সময়ে আরম্ভ করা হইয়াছে।

২। উক্ত রাস্তার কাজ শেষ করিতে আর কত দিন লাগিবে।

উত্তর

১। রাস্তা তৈরীর জন্য মাটি কাটার কাজ ১৯৬৪ ইং সনের অক্টোবর মাসে এবং পুল ও কালভার্ট তৈরীর কাজ ১৯৬৯ ইং সনের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ করা হইয়াছে।

২। উক্ত রাস্তা তৈরীর জন্য মাটি কাটার কাজ ১৯৭০ ইং সনের মার্চ মাসের মধ্যে এবং পুল ও কালভার্ট তৈরীর কাজ ১৯৭১ ইং সনের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

STARRED QUESTION NO. 839.

By **Shri Sunil Chandra Datta.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) বিগত আগষ্ট মাসের বন্যায় খোয়াই শহর রক্ষার জন্য নির্মিত বাঁধটি বন্যার জলে ভগ্ন হইয়াছে ?

(২) বন্যার ফলে সরকারী ক্ষতির পরিমাণ কত ?

(৬) বন্যার ফলে জনসাধারণের ক্ষতির পরিমাণ কত ?

(৪) বাঁধটির নির্মাণ কার্য্য কবে আরম্ভ হইয়াছিল এবং কবে শেষ হইয়াছে ?

উত্তর

১) চার স্থানে।

২) প্রায় ৮১,০০০৲ টাকা।

৩) ৭,৫০,৫৩৭৲ টাকা।

৪) ১৯৬৫ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আরম্ভ হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 851.

By Shri Abdul Wazid.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Public Works Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে বন্যায় ধর্মনগর টাউনের আশে পাশের গ্রামে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে ?

২। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। প্রায় ৬২,০০০৲ টাকার ক্ষয়ক্ষতি।

২। জুরি এবং কাকরী নদীর জলস্রোত নিয়ন্ত্রিত করার একটি পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 850.

By Shri Abdul Wazid

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কালাছড়া জুনিয়ার হাই স্কুলের পার্শ্বে পুরাতন রাস্তায় (ধর্মনগর কুর্তি রাস্তা) কালাছড়ার উপরে যে S. P. T. bridge ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা পূর্ণ নির্মাণ করার প্লেন আছে কি ?

উত্তর

১। পুলটি মেরামত করা হইয়াছে এবং এখন ভাল অবস্থায় আছে। কাজেই ইহা পুনরায় তৈয়ারী করার কোন পরিকল্পনা নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE.

ANNEXURE "B"

UNSTARRED QUESTION NO. 453

By Shri Kshitish Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W. Deptt. be pleased to state :—

QUESTION

a) Name of villages in Kamalpur Sub-Division which were affected by floods and erosion of the Dhalai River in 1967, 68 and 1969.

b) Whether Government propose to prepare a Plan to protect those villages from floods and erosion.

c) If, so, when the plan will be prepared, and

d) If not, the reasons thereof ?

ANSWER

a) Malaya and Manikbhander.

b) Yes.

c) The Plan has been prepared and is under Scrutiney.

d) Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 972

By—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal

প্রশ্ন

১) অমরপুর, খোয়াই এবং কমলপুর বিভাগে মাইনর ইরিগেশন হইতে জল সেচের জন্য কতগুলি বঁাধ দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

২) ঐ সকল বঁাধ তৈয়ার করিতে ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

৩। কতটি বঁাধ বর্ত্তমানে আছে কতট অকেজো অবস্থায় আছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব :

উত্তর

১,২,৩, তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 933

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

প্রশ্ন

১) Gumti Hydel Project এর জন্য National Project Construction Corporation এর সহিত যে চুক্তি হইয়াছে এই চুক্তির ১'১১ ধারার (i) (ii) (iii), (iv) (v), (vi), (vii) (viii), (ix), (x), (xi), (xii) এবং (xiii) উপধারার প্রত্যেকটি অনুসারে 'Actual Cost' বাবত ত্রিপুরা সরকার ৩১।১২।৬৯ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা payment করিয়াছেন তাহার বিবরণ ;

২) যদি ঐ সময়ের কোন কাজের payment বাকী থাকিয়া থাকে, কত টাকা বাকি আছে ;

৩) Contract এর ১'১২ ধারা মতে এই সময়ে কোন payment হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১) কাজের জন্য— ৪১,৬৭,৯০৪ টাকা
প্রশাসনিক ব্যয় বাবত— ৬,৪০,২৪০ টাকা
মোট— ৪৮,৫৮০,১৫০ টাকা

২) ৩,৪৩,২৫৯ টাকা

৩) চুক্তির সর্ত অনুযায়ী ঃ—৬,৮৮,৭২৭ টাকা ।

UNSTARRED QUESTION NO. 739
By—Shri Nishi Kanta Sarkar

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার সংখ্যা কত ? (সাবডিভিসন ওয়াইজ) ।

২। কোন সংস্থার ষ্টাফ খরচ মাসিক কত ? T. A. ও D. A. কত ? এবং ওভারটাইম বাবত খরচ কত ? (সাবডিভিসন ওয়ারী)

৩। কোন সংস্থার (সাবডিভিসন ওয়ারী) গাড়ীর বাবত মাসিক পেট্রল খরচ কত ?

উত্তর

১। ১৭ (সতরটি)
মহকুমা ভিত্তিক।

১। সদর—৩
২। সোনামুড়া—১
৩। উদয়পুর—১
৪। অমরপুর—২
৫। সাবরুম—১
৬। খোয়াই—২
৭। বিলোনীয়া—২
৮। কমলপুর—১
৯। কৈলাসহর—৩
১০। ধর্ম্মনগর—২

মহকুমার নাম	ব্লকের নাম	কর্ম্মচারী বাবত মাসিক খরচ	ভ্রমণ বাবত মাসিক খরচ	মহার্ঘ ভাতা বাবত মাসিক খরচ	অতিরিক্ত কাজের জন্য মাসিক খরচ	গাড়ীর জন্য মাসিক পেট্রল খরচ
১। সদর	জিরানীয়া	৮,৬৮০/- টাঃ	১,২০০/- টাঃ	২,১৫০/- টাঃ	২৭৫/- টাঃ	
	মোহনপুর	৮,৬০৫/-	১,২০০/-	২,১২৫/-	৩০০/-	৫০০/-
২। সোনা	বিশালগড়	৯,০০০/-	১,৬০০/-	২,৪৫০/-	৪৭৫/-	৬৬০/-
২। সোনামুড়া	মেলাঘর	৮,৫০০/-	১,০৫০/-	২,৪০০/-	৩৫০/-	৩৭০/-
৩। উদয়পুর	উদয়পুর	৮,৭৫০/-	৮২৫/-	২,১০০/-	৩৭৫/-	৩০০/-
৪। অমরপুর	অমরপুর	৯,০০০/-	১,১৫০/-	২,৫০০/-	৭৫/-	৩৯০/-
	ডুম্বুরনগর	৮,৬৮০/-	১,২০০/-	২,১০০/-	৪০০/-	—
৫। সাবরুম	সাতচান্দ	৮,৭০০/-	১,২৫০/-	২,১০০/-	১২৫/-	৩০০/-
৬। বিলোনীয়া	বগাফা	৮,৭০০/-	১,১৭৫/-	১,৯০০/-	৫০০/-	৩০০/-
	রাজনগর	৮,৪০০/-	১,২০০/-	২,১২৫/-	৩৭৫/-	৪৯০/-
৭। খোয়াই	খোয়াই	৮,১২৫/-	৮০০/-	২ ২০০/-	২৫০/-	৩৭৫/-
	তেলিয়ামুড়া	৮,৬০০/-	৯৩০/-	১,৮০০/-	৩৫০/-	৪৯০/-
৮। কমলপুর	সালেমা	৮,৭০০/-	১,২৫০/-	১,১০০/-	২৬৫/-	৫১০/-
৯। কৈলাসহর	কুমারঘাট	৮,৭০০/-	১,২৫০/-	২,১০০/-	৩৫০/-	১৪৫/-
	ছাওমনু	৮,৭০০/-	১,২৫০/-	২,১০০/-	২৭৫/-	৩৬০/-
১০। ধর্ম্মনগর	পানিসাগর	৮,৭০০/-	১,২৫০/-	২,১০০/-	২৫০/-	৪২৫/-
	কাঞ্চনপুর	৮,৪০০/-	৭৮৫/-	২,৩০০/-	১২৫/-	৪০০/-

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1970.

The 13th February, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday the 13th February, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and twenty four Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—Today in the List of Business are following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 921.

Shri S. L. Singh :—Question No. 921 Sir.

প্রশ্ন

(১) গণকি জনকল্যাণ সাম্প্রদায়িক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি খোয়াই এর অডিট কবে হইয়াছে এবং অডিট-এর রিপোর্টে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে তাহার বিবরণ ;

(২) উহার কোন ভূমি-রাজস্ব বকেয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ ;

(৩) উহার পরিচালক কমিটি কবে গঠিত হইয়াছে এবং যাহাদের লইয়া গঠিত তাহাদের নাম ;

(৪) ঐ কমিটির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সরকার পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।

উত্তর

(১) ২৫।৭।৬২ইং তারিখে ১৯৬১-৬২ সমবায় বৎসরের অডিট হইয়াছে। অডিট রিপোর্টে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হইয়াছে।

(ক) শেয়ার রেজিষ্টার, মেম্বার রেজিষ্টার, লোন রেজিষ্টার এবং ডেড্ ষ্টক রেজিষ্টার যথাযথভাবে রক্ষিত হয় নাই।

(খ) উক্ত সমবায় বৎসরে (১৯৬১-৬২) সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

(গ) সমিতি সভ্যগণকে অগ্রিম দেয় ৩৭৭ টাকার মধ্যে হিসাব পরীক্ষার বৎসরে ২৬৬।১২ পয়সা আদায় করিয়াছিল এবং ৩০।৬।৬২ ইং সনে সমিতির অনাদায়ী অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯৬৫.৯৬ পয়সা। অনাদায়ী অগ্রিম আদায় না হওয়া পর্যন্ত সমিতির পুনরায় অগ্রিম দেয়া উচিৎ হইবে না।

সমিতি ২৮।১।৬২ ইং সনে বাচাইবাড়িতে Pumping Machineটি ভাড়া দিয়াছিল কিন্তু হিসাব পরীক্ষার বৎসরে সমিতি Pumping Machine এর কোন ভাড়া পায় নাই। Pumping Machine টি উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিৎ, যাহাতে উক্ত machineটি হইতে সময় সময় কিছু আয় হয়।

(ঘ) সমিতি ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে মোট ১৬,৬৯০ টাকা (তাহার মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণ ৩,৭৯০ টাকা এবং মধ্য মেয়াদী ঋণ ১৩,৩০০ টাকা) ঋণ পাইয়া ৪,০৫২ টাকা সভ্যগণের মধ্যে ঋণ বাবদে বিতরণ করিয়াছিল, যাহার শতকরা ৫০% ভাগই আদায় যোগ্য নয় এবং বাকী টাকা সমিতি অন্যভাবে খরচ করিয়াছিল।

(ঙ) সমিতির মোট দায়ের পরিমাণ ২৪,৩৬৭.০০ টাকা (যাহা এইভাবে গঠিত হইয়াছে শেয়ার—১,৯৭৩.০০ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ ১৬,৬৯০.০০ টাকা সরকার হইতে ঋণ ৩,৪৮০.০০ টাকা এবং দেয় সুদের পরিমাণ ২,২২০.০০ টাকা) তাহার মধ্যে সমিতির সম্পত্তি হইতে মাত্র ৯,৮২২.০০ টাকা আদায়যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে এবং বাকি ১৪,৫৪১.০০ টাকা ঘাটতি থাকিবে।

(২) বকেয়া ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ২৫,৩১৯.০০ টাকা।

(৩) ১৩।১১।৬০ ইং তারিখে নিম্নলিখিত সভগণকে লইয়া সমিতির পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছিল :—

সর্বশ্রী :—তীর্থবাবু সিং।
রাধাকিশোর মুখার্জী।
কানাই সিং।
নবকুমার তালেংগা।
সুবল তালেংগা।
নিমাই উরাং।
অর দেবী।
রজনী সিং।
পালু তালের গা।

সমবায় সমিতি সমূহের নিয়ামকের নির্দেশানুসারে খোয়াই এর B. D. O. পদাধীকার বলে সমিতির সভাপতি এবং Co-operative Supervisor পদাধীকার বলে সমিতির সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(৪) কমিটির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সরকার পান নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গনকি জনকল্যাণ সামুদায়িক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি সরকারী রাজস্ব বকেয়া পরিশোধের জন্য সরকারকে কোন জমি দিয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ইহা কি সত্য যে, এই সমবায় সমিতি, এই ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারকে ৮০ কাণি জমি দিয়ে দিয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ইহা কি সত্য যে এই ৮০ কাণি জমির মধ্যে ৬৭টি পরিবার আছে এবং তারা সরকারের নিকট অভিযোগ করিয়াছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—ইট ইজ নট নোন্ টু আস্।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই কো-অপারেটিভের সদস্য সংখ্যা কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত বছরের মধ্যে এই কো-অপারেটিভের কোন মিটিং হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে রিপোর্ট পড়ে শুনানো হয়েছে তারা মিটিং করেছে কি না ? যদি বলেন আমি আবার সেটা পড়ে দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—নো নেসাসিটি আই থিংক।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কি বলতে পারেন, এই কো-অপারেটিভের বিরুদ্ধে অডিট রিপোর্টে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—ইট ইজ নট নোন্ টু মি। আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪৯ স্যার।

QUESTION

1. Whether the Govt. will remit the land revenue fallen outstanding for non-realisation during Survey Operation ;
2. If not, the reason thereof ?

ANSWER

1. The matter relating to remission of land revenue accumulated due to various reasons is under examination of the Government.
2. Question does not arise in view of reply to item 1 of the question.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই যে আউটষ্ট্যাণ্ডিং ল্যাণ্ড রেভিন্যু ফর নন-রিয়েলাইজেশান ডিউরিং সার্ভে অপারেশান, তার পরিমাণ কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

Shri S. L. Singh :—Current demands and the arrear demands are as under—

Current demand—for 1969-70 is Rs. 30 lakhs (aprox).

Arrear Demand upto 1969 is Rs. 81.00 lakhs.

Shri P. R. Das Gupta :—Outstanding land revenue যে রয়েছে, তার এগেইনিষ্টে কতটা সংশিত হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এইজন্য কোন নীলাম, ক্রোক করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এল, আর এবং এল, আর এ্যাক্ট ১৯৬০'তে ল্যাণ্ড রেভিন্যু হেল্ড আপ করে রাখার ক্ষমতা ডি,এমকে দেওয়া হয় নাই সেটা সত্য কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যেখানে উনি বলেছেন যে, এটা আণ্ডার এক্জামিনেশান, তার পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব সংশিত, নীলাম, ক্রোক যে হচ্ছে, সেগুলি সাময়িক বন্ধ রাখা হবে কিনা ?

Shri S. L. Singh :—We have sent it to the Government of India and it is under their consideration. In the meantime we are to take some sort of measure by which the peasantry can get rid of to some extent. We have already adopted a resolution in this Assembly so that they can give their dues by instalments by which revenue with arrear can be cleared up ; We are also thinking to take some measures so that they can give only the current dues.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আউটষ্ট্যাণ্ডিং রেভিন্যু যেটা ডিউবিং সার্ভে অপারেশান জমেছে, সেটার বিরুদ্ধে যে সংসিত কিংবা নিলাম বা ক্রোক হচ্ছে, সেটা সাময়িক বন্ধ রাখা হবে কিনা যেহেতু এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠান হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে টু গিভ সাম রিলিফ টু দি পিজেণ্টস।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা সমর্থ তারা সম্পূর্ণ দিয়ে দেবে, আর যারা দিতে পারছে না, তাদের থেকে এক বছরের খাজনা নেওয়া হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে এক বছর সেটা কি কারেন্ট এক বছর না আউট ষ্ট্যাণ্ডিং এক বছর ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কারেন্ট এক বছর দেওয়া যায় কিনা, সেই সম্পর্কে সার্কুলার দেওয়ার কথা আমরা চিন্তা করছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—যদি সেই কারেন্টটা সম্পর্কে সার্কুলার দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয় তাহলে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই যে আউট ষ্ট্যাণ্ডিং যেটা রয়েছে সেটা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার জন্য কোন সার্কুলার দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বর্ত্তমানে সেটা করার কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাহলে সেটা সম্পর্কে আমাদের ভারত সরকারের কাছে লিখতে হয়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—ইদানিং ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেট প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে এই মর্মে একটা সার্কুলার দিয়েছেন যে বকেয়া খাজনা যার মত আছে, সেটা যাতে রিয়েলাইজড করা হয়। আর যদি তা না করা হয়, তাহলে যেসব সার্কেল অফিসার আছেন, তাদের চাকুরীর আর কোন ভবিষ্যত উন্নতি হবে না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই ধরনের কোন সার্কুলার আমার জানা মতে নেই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে রেফার করা হয়েছে এবং কারেন্ট রেভেনিউ নেওয়া হবে কিনা সেই সম্পর্কে তারা বিবেচনা করছেন এবং একটা সার্কুলারও এই মর্মে দেওয়া হবে উনি এসব বলেছেন। অথচ এদিকে বকেয়া খাজনার দায়ে গরীব কৃষকদের বা জমির মালিকদের উপর সংশিত নোটিশ দেওয়া হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও তাদের গরু মহিষ আরও অন্যান্য যাবতীয় জিনিষপত্র ক্রোক করে নেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে রেফার করার কোন অর্থ হয় কিনা, আমি সেটা জানতে চাই। সেজন্য এই সম্পর্কে যাতে একটা ষ্টে অর্ডার দেওয়া যায় কিনা, এবং সেটা বিবেচনা করবার জন্য আমি এখানে আবেদন রাখব।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যাতে কারেন্টটা নেওয়া হয় তারজন্য বলা হয়েছে। তার মধ্যে নিহিত আছে কারেন্টটা যদি আমরা নিয়ে নেই তাহলে পর আউটষ্ট্যাণ্ডিং এরিয়ার যেটা আছে সেটা তমাদি হবে কিনা, সেটা আমাদের দেখতে হবে। যদি তমাদি না হয় তাহলে পর কারেন্টটা আমরা দিতে পারি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—তমাদি হবে কিনা তার সাপক্ষে এই যে নীলাম, সংশিত এবং ক্রোক ইত্যাদি হচ্ছে, সেগুলি বন্ধ রাখা যায় কিনা, তারজন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা এটাই আমার প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার :—এটা তো আপনার সাজেশান।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—না স্যার, যেখানে উনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে রেফার করেছেন যাতে বকেয়া খাজনা মুকুব করা যায় এবং সেই বিষয়ে চিন্তা করছেন। তাহলে সাময়িকভাবে একটা ষ্টে অর্ডার দিবেন কিনা যাতে সংশিত, নীলাম এবং ক্রোক ইত্যাদি করে পেজেন্টিদের উপর ইনজাষ্টিস না করা হয়।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে যদি কারেন্টা আমরা রিয়েলাইজ্ড করতে পারি তাহলে অটোমেটিক্যালী সেটা হতে পারে। আর সেই কথাটা আমি বার বার এখানে বলছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার বক্তব্য হচ্ছে কারেন্টটা দিতে আমরা রাজি আছি। কিন্তু সেটা তো তহশীল এ্যাক্সেপ্ট করছে না। আপনি সার্কুলার দেন, আমরা কারেন্টা দিয়ে যাচ্ছি আর সেই জায়গাতে আউটষ্টেণ্ডিং এরিয়ার জন্য আর কোন সংশিত হবে না। অথচ কৃষকদের উপর আউটষ্টেণ্ডিং এরিয়ার জন্য সংশিত আসছে, নীলাম আসছে এবং ক্রোক হচ্ছে। আমি বলছি যে আপনারা সার্কুলার দিয়ে দিন যে কারেন্টা নিয়ে নাও এবং আউটষ্টেণ্ডিংর জন্য সংশিত বা ক্রোক হবে না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—না এটা ঠিক নয়। কারণ তাদেরকে বলা হয়েছে কারেণ্টটা নিয়ে নেওয়ার জন্য। এখন সেটা কোন জায়গাতে হবে, কারেণ্টটা দিবে না এরিয়ার থেকে দিবে আর সেই সম্পর্কে আমরা রেফারও করেছি। এটা হয়ে গেলে আশা করছি সব কিছু হয়ে যাবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমি কোন উত্তরই পাচ্ছি না। আমার এই প্রশ্নটা সাংঘাতিক, এটা হাউসের মধ্যে একটা ভাইটাল প্রশ্ন। কেননা, এটা হল ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ কৃষকের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। তিনিও বলেছেন যে রেফার করেছেন, সবকিছু করছেন কিন্তু আমি বলছি সব কিছু করে যদি পাঁঠা বলি হয়ে যায়, তাহলে পরে এসব করে কোন লাভ হবে না, সেজন্য বলছি যে পাঁঠা বলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হউক। তারপরে হয়তো চেষ্টা করলে একটা কিছু করতে পারবেন কিন্তু পাঁঠা বলি হয়ে গেলে, সেটা করার কোন অর্থ হয় না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যেটা বলছেন সেটা এখানে দেখা যাবে যে ৭০ লক্ষ টাকা থেকে ৮১ লক্ষ টাকা এরিয়ার। অতএব বলির প্রশ্ন এখানে আসে না। বলিটা আসছে উনার মনজগৎ থেকে। আর এই যদি হত তাহলে সংশিত নোটিশের মাধ্যমে সেটা রিয়েলাইজ্ড করা হত। কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। কারেণ্টটা নিয়ে নেওয়ার জন্য সেখানে বলা হয়েছে, এমন কি ইনস্টলমেণ্টেও সেটা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সেই জায়গাতে রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন কারেণ্টটা নিয়ে নিলে পর চলবে কিনা সেটা আমরা দেখছি। এসব বলার পরও উনি এসব কথা বলছেন। সেটার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় .....

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউ কেন নট ফোর্স হিম টু হেভ ইউর রিপ্লাই ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, ইট ইজ দি রাইট অব দি মেম্বার।

মিঃ স্পীকার :—নো, ইউ কেন নট ফোর্স।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এটা ফোর্স নয় স্যার, এটা এই হাউসের মেম্বারের রাইট। এই রাইটকে প্রকাশ করবার জন্যই আমরা এখানে এসেছি, আর এটা যদি আমরা না করি তাহলে যারা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। স্যার এও ঠিক যে মনোজগতটা বাস্তব থেকেই আসে, কাজেই এই বাস্তব থেকে মনোজগতের উৎপত্তি। কথা হচ্ছে, উনি বলেছেন যে ৮০ লক্ষ টাকা বকেয়া খাজনা পড়েছে, তাতে আমরা ধরে নিতে পারি যে-কোন সংশিত, নিলাম বা ক্রোক কোথাও কোন কিছুই হয়নি। এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের রিকমেণ্ডশান সাপক্ষে এগুলি হচ্ছে না, হবে না। কেননা যে ৮০ লক্ষ টাকা এরিয়ার কথা তিনি এই হাউসে বলেছেন।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই হাউসকে আশ্বাস দিবেন যে এরিয়ার রেভিনিউর জন্য কোন কোন কৃষককে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না ? এইটুকু আশ্বাসই আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে চাইছি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যদি হত, তাহলে এত বছর ধরে এই সব রেভিনিউ অনাদায়ী থাকতো না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—এই যে বকেয়াটা হল সেটা তো সরকার কৃষকদের কাছ থেকে এতদিন ধরে নিচ্ছে না বিধায় হয়েছে, সেজন্য সরকারই দায়ী থাকবে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—পাবলিকের বেলায় যদি কোন ডিউস অনাদায়ী থাকে ৩ বছর পর্যন্ত সেটা তমাদি হয়ে যায় কিন্তু সরকারের বেলা সেটা কত বছর ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ত্রিপুরার কোন কোন সাবডিভিশনে নিলাম, ক্রোক ইত্যাদি করা হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে খোয়াই সাবডিভিশনে কল্যাণপুরে আশারাম বাড়াতে কোন জমির মালিকের উপর ক্রোক করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে উদয়পুর বিভাগের বাগমা গ্রামের চন্দ্রবাসী জমাতিয়ার সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—ইট ইজ নট নোন টু মি, স্যার।

Mr. Speaker : –Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 980.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, question No. 980.

প্রশ্ন

১। গত ৭ই জানুয়ারি ১৯৭০ ইং ছামনু বাজারে আকস্মিক আগুন লেগে সমগ্র বাজার ভস্মীভূত হয়ে যায় তাহাতে সরকারি হিসাব মতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত ?

২। এবং সরকার থেকে যেসব সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাহার হিসাব ?

উত্তর

১। মোট ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা।

২। ২৭টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নিম্নোক্ত খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে :—

(ক) দুই দিনের আহার্য্যের পরিমাণ চাউল।

(খ) ২৭টি কম্বল।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান ঃ—যে সমস্ত দোকানদার গরীব এবং আগুন লাগার পর যাদের পুঁজি নিশেষ হয়ে গিয়েছে তাদিগকে সরকার থেকে সাহায্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—খুব ডিজার্ভিং কেসগুলিতে আমরা বিচার করে দেখব।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই আকস্মিক আগুন লাগার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 990.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 990.

QUESTION

1. Whether there is a trust in the name of 'Tarasundari Bhandar' under the Tripura Govt. ?
2. If so, the total amount of the said fund and total number of persons getting financial assistance out of that fund ?
3. Whether there is any public body to determine the eligibility of candidates before giving the financial assistance from that fund ?
4. If so, who are the member of that body ?

ANSWER

1. There is a fund named "Tarasundari Bhandar" constituted out of the net income of the dedicated Taluk of late Tarasundari for the purpose.
2. Total amount of the fund in hand is Rs. 1,898.00 p. and 63 persons were paid assistance from the fund till 1963.
3. Yes.
4. (i) Captain Ramani Mohan Deb Barma ;
   (ii) Thakur Jogesh Chandra Deb Barma ;
   (iii) Shri Ganesh Deb Barma ;
   (iv) Shri Manindra Chandra Deb Barma.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তার ইয়ারলী ইনকাম কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কমিটি কয় বছরে একবার ফরমেশান করা হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—অনেক আগে একটা কমিটি ছিল, রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুর এটা করেছিলেন পাঁচজন মেম্বার নিয়ে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—এটাতো রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুরের সময়ের কথা বলছেন বর্ত্তমানে যে কমিটি একস্‌জিসটিং আছে সেটা কোন সময়ে ফরমেশান হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—বললাম তো ১৩১৪ ত্রিং এ পাঁচজন মেম্বার, নিয়ে অ্যাজ পার অর্ডার অব দি মহারাজা দিস কমিটি ওয়াজ ফরমড।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যারা বর্ত্তমানে এই ফিনানসিয়াল এ্যাসিষ্টেনস পাচ্ছেন তাদের নাম কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যারা এই কাণ্ড থেকে ফিনানসিয়াল অ্যাসিষ্টেনস পাচ্ছেন তাদের কোন সময় ফিনানসিয়াল অ্যাসিষ্টেনস দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Spaeker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 929.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 929.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার জন্য কি কোন newsprint কাগজের কোটা আছে ;

২) যদি থাকিয়া থাকে তবে ১৯৬৯-৭০ এর জন্য কত কাগজ এবং কোন কোন agent তাহা আমদানী করেন ;

৩) যদি কোটা না থাকে, তাহার কারণ কি ;

৪) ১৯৬৯এর ডিসেম্বর মাসে newsprint কাগজের এবং অন্যান্য কাগজের দর কি বৃদ্ধি পাইয়াছে ;

৫) যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য news print এর কোন কোটা নির্দ্দিষ্ট নাই। কেন্দ্রীয় সরকার ইহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের Registrar of News Papers ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

২)
৩)
৪)
৫) } প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন নিউজপ্রিণ্টের কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্য বর্ত্তমানে কাগজের দর অনেক বৃদ্ধি হয়েছে, এই খবর সত্যি কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ইহা আমরা অবগত নহি।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ত্রিপুরায় যাতে নিউজপ্রিণ্টের কোটা হয় তার জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আগেই বললাম যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট সেটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন আমাদের কোন নির্দ্দিষ্ট কোটা নেই।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ত্রিপুরায় যে বর্ত্তমানে নিউজপ্রিণ্টের অভাব হচ্ছে সেই অভাব দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমাদের কাছে এই পর্য্যন্ত কোন খবর আসে নি।

Mr. Speaker—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta—Question No. 951.

Shri S. L. Singh--Mr. Speaker Sir, question No. 951.

QUESTION

1. Is it a fact that the Chief Commissioner, Tripura has exercised the Legislative Functions by amending the Bombay Co-operative Societies Act, 1925 as extended to Tripura ?

2. If so, under what section of the Act such functions were exercised by the Chief Commissioner ?

ANSWER

1. Section 67 of the Bombay Co-operative Societies Act, 1925, as extended to Tripura, has empowered the Chief Commissioner to effect modifications in the provisions of the said Act by general or special order to be published in the Tripura Gazette.

2. In pursuance of Section 67 of the BombayCo-op. Societies Act. 1925, as extended to Tripura, the Chief Commissioner exercised powers by modifying Section 12, 15AA, Section 16, sub-section (1) (2) & (3) of Section 46B of the said Act.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেকশান ৬৭, সেকশান ৪৬(বি), এইসব ধারাগুলিতে কো-অপারেটিভ এ্যাক্টকে এ্যামেণ্ডমেণ্ট করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এক নং প্রশ্নোত্তরে বলেছি—Section 67 of the Bombay Co-operative Societies Act, 1925 as extended to Tripura, has empowered the Chief Commissioner to effect modifications in the provisions of the said Act by general or special order to be published in the Tipura Gazette.

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Questino. No. 982.

Shri S. L. Singh :—Question No. 982 Sir.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার Land Mortgage Bank থেকে বর্ত্তমান আর্থিক সনে কতজন কৃষক জমিন বন্ধক দিয়ে ঋণ প্রার্থনা করেছিলেন ?

২। তাহাদের প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ কত এবং কতজনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ২৭ জন।

২। তাহাদের প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ ১,৪২,০০০ টাকা এবং এ পর্যন্ত ২৭ জনের মধ্যে ৩জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—বাকী যেসমস্ত প্রার্থীকে ঋণ দেওয়া হয় নাই, কি কারণে দেওয়া হয় নাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

Shri S. L. Singh : -Out of Rs. 1,42,000/- applied for by 27 Members, a sum of Rs. 24,100/- has so far been sanctioned in favour of 4 applicants against which Rs. 11,800/- has so far been disbursed to 3 Members as instalments. Remaining sanctioned amount will be disbursed by the Bank after full utilisation of the amount already released as per conditions laid down by the Bank.

Out of the total 27 applicants, 1 case has been rejected on 27.11.69 and another was withdrawn on 1.10.69. The delay for considering advancement of loan to the remaining applicants is due to want of (i) Land records, (ii) Title Documents and for time taken for scrutiny, inspection etc. by the Bank.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ : -এই ২৭ জন কারা দরখাস্ত করেছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ : -যে তিনজন ঋণ পেয়েছে, তাদের নাম জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি নোটীশ চাই স্যার।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, উপজাতিদের কৃষি ঋণ নিতে গেলে পরে ডি, এম, এর পারমিশান নিতে হয় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটি কৃষি ঋণ নয়, এটা ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক থেকে যে ঋণ দেওয়া হয়, সেই সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :=কো-অপারেটিভ ঋণ নিতে গেলে পরে ডি, এম, এর পারমিশান নিতে হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইট ইজ নট নোন্ টু মি স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :–কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৭ স্যার।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৭ স্যার।

QUESTION	ANSWER
Amount of seat rent paid by the Chief Minister during 1969 for his stay in the Circuit House at Calcutta ?	Rs. 122.25 paise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তিনি কত সময়ে এই টাকাটা খরচ করেছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিস স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৮ স্যার।

QUFSTION

১) ১৯৬৬-৬৯ আর্থিক বৎসরে Govt. Trading Scheme এর বরাদ্দে মোট কত টাকা Saving হইয়াছে এবং ঐ Saving এর কারণ কি কি ;

২) Essential Commodity কম ক্রয় করার জন্য কত টাকা saving হইয়াছে এবং উহা কম ক্রয় করার কারণ ;

৩) কেন্দ্রীয় সসরকার হইতে Foodgrains কম supply করার জন্য কোন saving হইয়া থাকিলে উহার পরিমাণ ?

ANSWER

বৎসর	ট্রেডিং স্কীমের খাতে সেভিং	সেভিং এর কারণ
১) ১৯৬৬-৬৭	৭৭,৫৬,৬০২ টাকা	কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বৎসরের মধ্যে খাদ্য শস্যের মূল্য এড্জাষ্ট না করা হেতু। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন না থাকায় একাউনটেন্ট জেনারেল কর্ত্তৃক বি, টি, বিল এডজাষ্ট না করা হেতু। আর্থিক বৎসরের মধ্যে ঠিকাদারগণ তাহাদের সাপ্লাই ও পরিবহনের বিল দাখিল না করা হেতু।
১৯৬৭-৬৮	৫৬,৪৯,৩৬১ টাকা	কেন্দ্রীয় সরকারের পে-এণ্ড একাউন্টস অফিসারের নিকট হইতে খাদ্য শষ্য সরবরাহের বিল আর্থিক বৎসরে না পাওয়ায় এবং পরিবহণ ঠিকাদারগণ তাহাদের বিল সময় মত দাখিল না করা হেতু।
১৯৬৮-৬৯	১৩,০৫,০২৯ টাকা	আর্থিক বৎসরের মধ্যে পরিবহন বিল পেমেন্ট না করা হেতু। আর্থিক বৎসরের মধ্যে সাপ্লায়ার তাহার সাপ্লাই সম্পূর্ণ না করা হেতু।

২)

বৎসর	এসেনসিয়েল কমোডিটি কম ক্রয় করার জন্য সেভিং	সেভিং এর কারণ
১৯৬৬-৬৭	নাই	প্রশ্ন উঠে না।
১৯৬৭-৬৮	নাই	প্রশ্ন উঠে না।
১৯৬৮-৬৯	১০,০৩,৫৯২ টাকা	সাপ্লায়ারগণ আর্থিক বৎসরের মধ্যে অর্ডারের জন্য সরবরাহ করিতে না পারা হেতু।

বৎসর	কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য শস্য কম সরবরাহ করার জন্য সেভিং	সেভিং এর কারণ
১৯৬৬-৬৭	নাই।	প্রশ্ন উঠে না।
১৯৬৭-৬৮	নাই।	প্রশ্ন উঠে না।
১৯৬৮-৬৯	নাই।	প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Starred Question No. 961.

Shri T. M. Das Gupta—Starred Question No. 961, Sir.

QUESTION

1) Whether three Kabiraj have been appointed for one Ayurvedic Dispensary ;

2) Whether the Govt. of Tripura has any authority to engage a person on Rs. 200/- per month as conveyance allowance without the proper sanction of the Central Government ;

3) If so, the number of such staff engaged in other department ;

4) If not, how Mr. Biresh Chakraborty is working in the Ayurvedic Dispensary on Rs. 200/- per month as conveyance allowance ?

ANSWER

1) No.

2) No such engagement has been made.

3) Does not arise.

4) Shri Biresh Chakraborty, Supervising Kabiraj is paid an honorarium of Rs. 200/- p. m. for his work in the Ayurvedic Dispensary and Ayurvedic Manufacturing Unit at Agartala.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্তমানে আয়ুর্বেদীয় ডিসপেনসারীতে কতজন এ্যাপয়েন্টেড কবিরাজ আছেন। অর্থাৎ এখানে আছে whether three Kabiraj have been appointed for one Ayurvedic Dispensary ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি বললাম তো, না। তবে আর একজন কবিরাজকে এ্যাপয়েন্টেড করা হয়েছে নূতন আর একটি সেন্টারের জন্য। যেহেতু ঐ নূতন সেন্টারটি এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি তাই তাকে দিয়ে সেখানে কাজ করানো হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা:—তাহলে এই যে বলা হ'ল এখন তিন জন কবিরাজ একটি ডিসপেনসারীতে কাজ করেছেন নূতন কোন ডিসপেনসারী খোলা হয়নি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আপনার প্রশ্ন ছিল এ্যাপয়েন্টেড ফর ওয়ান ডিসপেনসারী আমি বলেছি যে দে হেভ নট বীন এ্যাপয়েন্টেড ফর ওয়ান ডিসপেনসারী, আর আপনি যেটা এখন এখানে বলছেন-স্থাট নট রিংাইভ বাই মি। কাজেই এই প্রশ্নের জন্য আপনাকে সেপারেট কোয়েশ্চান দিতে হবে।

Shri Aghore Deb Barma—My question is that —whether 3 Kabiraj have been appointed for one Ayurvedic Dispensary ?

Mr. Speaker—There is no Unstarred Question to-day. So we pass on the next item of the business.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি একজন শিক্ষকের ছোট একটি চিঠি পড়ে দিতে চাই।

Mr. Speaker—No, that I can't allow. Let me finish the business of the day.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

(a) Introduction of the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970)

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Amendment (Bill, 1970 (Bill No.2 of 1970) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970).

(The motion was put to vote and passed by voice vote)

Mr. Speaker :—The leave to introduce the Bill is granted.

(Then Secretary read the long title of the Bill).

Mr. Secretary :—A Bill to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Act, 1964.

Mr. Speaker :—I shall call on the Hon'ble Minister in-charge to move his motion to Introduce the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970).

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move to introduce the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970).

(The motion was put to vote and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—The Bill is passed. Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

Introduction of the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970).

Mr. Speaker : – Next, the Salaries & Allowances of the Speaker & the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Salaries & Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970).

(The motion was then put to vote and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—The leave to introduce the Bill is granted.

(Then Mr. Secretary read the long title of the Bill. i. e. A Bill to amend the Salaries & Allowances of the Speaker & the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Act, 1964).

Mr. Speaker :—I shall call on the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion to introduce the Salaries & Allowances of the Speaker & the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment, Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970).

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move to introduce the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970).

(The Speaker then put the question to vote and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—The Bill is introduced. Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

Introduction of the Salaries & Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970).

Mr. Speaker :—Next, the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Salaries & Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970).

(The motion was then put to vote and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—The leave to introduce the Bill is granted.

(Then Mr. Secretary read the long title of the Bill, i. e. A Bill to amend the Salaries & Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Act, 1964).

Mr. Speaker :—I shall call on the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion to introduce the Salaries & Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970).

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move to introduce the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970).

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, in the first part the Minister-in-charge asked for leave to introduce the Bill and the House has granted the leave. Then again the Minister has asked for introduction of the Bill and in this case also the House has given its consent. I think it is a bit superfluous. If the Minister is permitted to introduce the bill then it is not necessary to ask the leave of the House for introduction of the Bill. That is my humble submission.

Mr. Speaker :—One is a motion for leave to introduce the Bill and another is a motion to introduce the Bill. That is the practice followed here.

(Then the motion to introduce the Bill was put to vote and passed by voice vote)

Mr. Speaker :—The Bill is introduced. Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

(RESOLUTION)

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Abhiram Deb Barma to move his Resolution that—

ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ভূমিহীন ও জুমিয়াদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সকল দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে তাহার উপর তদন্ত করার জন্য এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিল তো ইনট্রডিউস্ হল। এটার উপর বলার দরকার এবং এর উপর কবে আলোচনা হবে সেটা জানা দরকার।

Mr. Speaker :—You will get the programme.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজল্যুশান হচ্ছে—'ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ভূমিহীন ও জুমিয়াদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যেসকল দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে তাহার উপর তদন্ত করার জন্য এবং সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।'

আমার এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলার আগে, প্রথমে একথাই এখানে বলা প্রয়োজন বলে মনে করি যে ভূমিহীন এবং জুমিয়া, এরা হচ্ছে সমাজের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল মানুষ এবং এই ভূমিহীন জুমিয়ার মুখে যদি হাসি ফোটাতে আমরা না পারি, তাহলে এই যে সমাজতন্ত্রের কথা, দেশ গটনের কথা, পরিকল্পনার কথা, আমরা বলি সমস্তটাই বৃথা হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তৃতার জন্য ১৫ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কেন স্যার?

মিঃ স্পীকার :—আদার উইল স্পীক।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমার পক্ষে ১৫ মিনিটে বলে শেষ করা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—কত সময় আপনার দরকার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এক ঘণ্টা।

Mr. Speaker :—I can not allow it.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আজকেতো হাউসে অন্য কোন বিজনেস নেই স্যার।

Mr. Speaker :—Then other Members to speak. I can not allow you more than 15 minutes.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না স্যার।

আজকে এই যে সবচেয়ে দুর্বল অংশের মানুষ তাদেরকে বাঁচানোর কথা সবচেয়ে আগে আমাদের ভাবতে হবে। কারণ আমরা সাধারণভাবে যদি আজকে এই ভূমিহীন জুমিয়াদের দেখি, তাহলে দেখব যে এরা যেভাবে আজকে দিনের পর দিন কিছুসংখ্যক সমাজবাদের দ্বারা, সমাজ সংগঠকদের দ্বারা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারীদের দ্বারা এরা নিষ্পেষিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে তার কাহিনী বহুবার, বহুভাবে, এই বিধানসভায় আমরা উপস্থিত করেছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেছি যাতে ত্রিপুরার ভূমিহীন যে জুমিয়া তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয় এবং তাদের যে পরিমাণ জমি এবং টাকা পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হয়, সেটা যেন তারা সঠিকভাবে পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য দাবী করেছি, কিন্তু তথাপিও এই যে হতভাগা ভূমিহীন জুমিয়া তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হলনা এবং তাদের কাজে এমন কোন আশাও তারা করতে পারেনা। কাজেই আজকে আমরা যতই দেশ গঠনের কথা বলিনা কেন, পরিকল্পনার কথা বলিনা কেন, যদি অনাহার ক্লিষ্ট এই জুমিয়াদের মুখে অন্ন তুলে ধরতে না পারি, ভাষাহীনের মুখে যদি ভাষা দিতে না পারি, নিরাশ্রয় ভূমিহীনদের আশ্রয় দিতে না পারি, জুমিয়াদের যদি জমি না দিতে পারি, তাহলে এই যে পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ দেওয়া যাবেনা সেটা আকাশকুসুমই থেকে যাবে। কাজেই এই যে একটা অবস্থা আজকে কংগ্রেস রাজত্বের ২২ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, জুমিয়াদের একই অবস্থা রয়ে গেছে। তার প্রতিকারের কথা অনেক সময়ে, অনেক ভাবে বলা হয়েছে, এবং হচ্ছে কিন্তু তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না। আমি এখানে একটা ছোট্ট কথা উপস্থিত করতে চাই। খোয়াই বিভাগের আখড়াইবাড়ী ভূমিহীনদের একটা কলোনী আছে এবং এই কলোনীতে একটা কো-অপারেটিভ করা হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে রবীন্দ্রনগর ভূমিহীন সার্ভিস কো-অপারেটিভ এবং সেটা গঠিত হয়েছে ১৩৬জন মেম্বারকে নিয়ে। এই ১৩৬ জন মানুষের মধ্যে যারা পুনর্বাসন পেয়েছে, যারা জমি পেয়েছে, সেখানে এই কো-পারেটিভ একটা লুটের রাজত্ব চালাচ্ছে এবং সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছে, এই বিধান সভায় বহুবার, বহুভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকার আজ পর্য্যন্ত হয় নি। এই যে রবীন্দ্রনগর ভূমিহীন সার্ভিস কো-অপারেটিভ সেটা যিনি পরিচালনা করছেন তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক ধনঞ্জয় সিং এবং অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীরা। উনারা এই কলোনীর থেকে যেভাবে হাজার হাজার টাকা লুট করে খেয়েছেন তার হিসাব করলে অনেক হবে। আমরা জানি একজন সিংহ রাজত্ব করছেন সেই কল্যানপুর ভূমিহীন কলোনীতে এবং আরেকজন সিংহ রাজত্ব করছেন আগরতলায় বসে, এই দুইজনের দ্বারা লুটের রাজত্ব ত্রিপুরায় কায়েম হয়েছে। কিভাবে হচ্ছে আমি তার দুই একটি ঘটনা উপস্থিত করছি। মোহন ভট্টাচার্য্য নামে একজন ভূমিহীনকে ৫০০ টাকা ঋণ দেওয়া হল, তার থেকে সেই ধনঞ্জয় সিংকে সেলামি হিসাবে দিতে হল ২৪০ টাকা এবং দ্বিতীয় কিস্তি থেকে দেওয়া হল ৫১০ টাকা। রামদয়াল সিং নামে একজন.........

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ধনঞ্জয় সিং এখানে উপস্থিত নেই, উনার সম্পর্কে উনি বলতে পারেন কি না?

মিঃ স্পীকার :—যে ব্যক্তির নামে আপনি অভিযোগ এনেছেন, তিনি এখানে উপস্থিত নেই অতএব যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন তিনি যদি উপস্থিত না থাকেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সম্ভব নয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা প্রত্যেক সময়েই এই হাউসে এইরকম বলার সুযোগ পেয়েছি, ধনঞ্জয় সিং তার ব্যতিক্রম হবে কেন? গতবারেই আমরা এরকম সমালোচনা করেছি, আজকে তার ব্যতিক্রম কেন?

মিঃ স্পীকার :—সে যেকোন ব্যক্তিই হউক, তিনি হাউসে উপস্থিত না থাকলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যাবে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—যে ব্যক্তি টাকা নিয়েছেন, তাকে কি আমার উপস্থিত করতে হবে?

ত্রিপুরার মধ্যে যারা দুর্ব্বল, তাদেরকে এই প্রশাসন যন্ত্রের ভিতর ফেলে যারা শোষণ করে যাচ্ছে, সেই ব্যক্তিদের আমি মুখোস খুলে দিতে চাই এবং এই যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাদের রক্ষা করে চলেছেন কারা, সেই সম্পর্কে আমি কিছুটা এখানে উপস্থিত করতে চাই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যাহাই বলুক না কেন, আমার বক্তব্য একই সেটা হচ্ছে দুর্ব্বল, গরীব মানুষ তাদের মাথায় বাড়ী দিয়ে এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত লোক ব্যাঙ্কে টাকা জমাচ্ছে, বাড়ী গাড়ী করছে তাদের মুখোস আমি খুলে দিতে চাই, আমার এই বক্তব্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মাননীয় সদস্য কেন, পৃথিবীর কোন ব্যক্তির ক্ষমতা নেই। মাননীয় সদস্যরা কতটুকু সাধু সেই সম্পর্কে যদি আমি কিছু কথা এখানে উপস্থিত করি, তাহলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা আমার বক্তব্যকে যাতে সুস্পষ্টভাবে এখানে উপস্থিত করতে না পারি তারই চেষ্টা করছেন। আমি বলতে চাই যে জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের নামে যে একটা দুর্নীতি চলছে সেটা বন্ধ হয় এবং সেটা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরা আমার বক্তব্য যাতে এখানে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত না করতে পারি, সেজন্য চেষ্টা করছেন। আমি বলতে চাই যে আজকে ভূমিহীন এবং জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে যে দুর্নীতি চলছে সেটা যাতে বন্ধ হয় এবং এই দুর্নীতি যাতে সাধারণ মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত হয় এবং এই দুর্নীতির যাতে প্রতিকার হয় তারই জন্য আমি সেগুলি এখানে বলতে চাইছি। এবং এসব দুর্নীতি থেকে এই ভূমিহীন এবং ট্রাইবেল ভাইদের রক্ষা করা না যায় তাহলে আমরা তাদেরকে ত্রিপুরার বুকে রক্ষা করতে পারব না, এই কথাটা চিন্তা করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাব। কিন্তু তারা সেটা করবেন না, না করার অনেক কারণ আছে। সেটা হল ধনঞ্জয় সিংহের মত একজন মহাসিংহ ঐ কল্যাণপুরের মত জায়গাতে রাজত্ব চালাতে পারবে না। তারপরে আছে সুবোধ দেবরায় নামে একজন। তিনি সেখানে যে সব ভূমিহীন ১৫০০ টাকা করে পেয়েছেন সেই টাকার মধ্যে তাকে ৩০০ টাকা করে সেলামী দিতে হয়। এই যদি মাননীয় সদস্যরা যারা চেচামেচি করছেন তাদের স্বভাব হয় বা তার এই কাজে অভ্যস্থ হন তাহলে আমার আর বলার কিছু থাকে না। এভাবে ১৩০ জন ভূমিহীন কৃষকদের কাছ থেকে ৩০০ টাকা নিয়েছে তাছাড়াও এভাবে আরও ৫০টি

পরিবার থেকে তারা ৪৯০ টাকা করে নিয়েছেন। তারপরে আরও ১৩৪ জন ভূমিহীন কৃষকের কাছ থেকে কো-অপারেটিভ করার জন্য ২২০ টাকা করে তারা জমা নিয়েছেন। সেই কো-অপারেটিভ এই টাকা নেওয়ার পর সেখানে কি করেছেন, সেখানে ভূমিহীনদের ঋণ নেওয়ার কোন ব্যবস্থা তারা করেছেন কিনা বা তার কোন হিসাবপত্র নেই। আর ঐখানে আর একজন কংগ্রেসী লিডার আছেন, তার নাম অনিল চৌধুরী।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এজন্য যে উনি এখানে যেসব অভিযোগ করছেন, সেগুলি যদি ডকুমেন্টারী এভিডেন্স হয় তাহলে সেটা যেন তিনি এই হাউসের টেবেলে রাখেন। এই অনুরোধ আমি আপনাকে করছি। তার কারণ হ'ল তাহলে আমরাও সেগুলি দেখতে পারব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমি তো আর স্কুলের ছাত্র নই যে সবকিছু মুখস্ত করে বলব বা পরীক্ষার খাতায় লিখব। এটা তো আমার নোট বুক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে আর একজন আছেন কৃষ্ণনাথ, ঐ ভদ্রলোক তার নিজের নামে, তার মায়ের নামে, তার কাকার নামে তার ভাইয়ের নামে অনেকগুলি জমি জায়গা করে নিয়েছেন। তারপরে তাকে ১ হাজার টাকা ইণ্ডাষ্ট্রি লোন দেওয়া হয়েছে। এ যেন তেলা মাথায় তেল দেওয়া হচ্ছে। এভাবে তিনি সেখানে একটা লুঠের রাজত্ব করে চলছেন। অপর দিকে তাকে সরকার থেকে ১ হাজার টাকা ইণ্ডাষ্ট্রি লোন দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এইভাবে ভূমিহীনদের নামে, জুমিয়াদের নামে কলোনিগুলিতে একটা লুঠের রাজত্ব চলছে। এটা যদি বন্ধ না করা যায় এবং এই ভূমিহীন ও জুমিয়াদের সত্যিকারের পুনর্বাসন না হয় তাহলে তারা তাদের নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য যে কোন একটা চরম পন্থা অবলম্বন করবেন। আর সেজন্য এগুলির একটা ব্যাপক তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি গঠন করার জন্য আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি যাতে করে তাদের বিচার জন্য সেই কমিটি তাদের সুপারিশ করতে পারেন এবং সুপারিশ অনুসারে তাদের পুনর্বাসন তরান্বিত হতে পারে। আর একটা আছে গণকি ভূমিহীন কলোনি, সেখানে আর এক ব্যাপার চলছে। সে যেন আর একটা লুটের রাজত্ব। কিছুদিন আগে এই হাউসের মধ্যে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম এবং আমার সেই প্রশ্নের উত্তরও আমি মিনিষ্টারের কাছ থেকে শুনেছি যে সেখানে কয়েক হাজার টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। এবং এই ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারকে প্রায় ৮০ কানির মত জমি লিখে দেওয়া হয়েছে। এই ৮০ কানি জমির উপর প্রায় ৬৭টি পরিবার বসবাস করে। আর লিখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সার্ভে সেটেলমেন্ট থেকে সেটা রেকর্ড করবার জন্য যায় তখন দেখা গেল যে সেখানে জমির পরিমাণ হবে ৪০২ একর এবং তারা সেটা রেকর্ডও করেছে। ফলে ঐ ৬৭টি পরিবার সরকারের কাছে আবেদন করেন, অভিযোগ করে এবং সেটার হস্তান্তর এখন বন্ধ আছে। এই অবস্থা আজকে চলছে। এটা শুধু খোয়াইর কথা নয়। সেখানে যখন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে তখন সেখানে অন্যান্য তপশীলিদের পুনর্বাসনের জন্য লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হল, তাতে করে সেখানে ক্লেশের উদ্ভব হল। তারপরে আছে ধর্মনগর শান্তিনগর আদর্শ কলোনী, সেখানে জুমিয়াদের জমিগুলি অন্যাদের হাতে হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। মহাজনের হাতে তাদের জমিগুলি চলে যাচ্ছে। ফলে তারা যে জুমিয়া ছিল, সেই জুমিয়াতে পরিবর্তীত হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এসব অবস্থার প্রতিকার করতেই হবে আর তা না হলে পরে এদেরকে বাঁচানো যাবে না। কাজেই আমি যখন এই প্রস্তাবের উত্তর দিতে যাব তখন আরও বিস্তারিতভাবে আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই ব্যাপারে আরও অনেক কিছু বলার ছিল, অথচ আমি সেই সব বলতে পারিনি, যেহেতু আপনি আমাকে সময় দিচ্ছেন না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটার সমর্থনে আমি বলছি। কারণ এই যে দারিদ্র জুমিয়া এবং ভূমিহীন তাদের উন্নতি এবং অগ্রগতি করবার জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের অবশ্য অনেক কিছু আছে। কাজেই আমাদের যে গণতন্ত্র এবং সমাজবাদ সেটাকে সত্যিকারের রূপ দেওয়ার জন্য প্রথমেই আমাদের মধ্যে যারা ভূমিহীন এবং জুমিয়া যারা শিক্ষায় দীক্ষায় অনুন্নত এবং যাদের অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় তাদের যেসব সুবিধা ও সুযোগ পাওয়ার কথা সেগুলি তাদেরকে দেওয়া একান্ত দরকার। তাদের সেই সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে পরে আমাদের সমাজের কোন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হবে না, তাদের উন্নতি অগ্রগতি না হলে দেশের মধ্যে যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা হবে সেটাও হবে নিতান্ত একটা হেয়ালিপনায় পর্য্যবসিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে সরকার থেকেই যা কিছু করা হচ্ছে, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সেখানে একটা দুর্নীতি চলছে। কেননা জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের নামে, এই ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের নামে আমাদের এই হাউসে এবং বাহিরে এমন লোক আছেন যারা তাদের নিজেদের পেট ভরছেন, অথচ যারা এই সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করছেন। আর তাদেরই মুখে আমরা শুনে আসছি সেই সমাজবাদের বড় বড় কথা গণতন্ত্রের বড় বড় কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কথার ও কাজের মধ্যে কোন মিল নেই বরং প্রত্যেকটাই যেন দিন দিন বেশী করে ফারাক হয়ে পড়ছে। এভাবে আমাদের সমাজের যারা নিম্ন শ্রেণীর, যাদের কোন শিক্ষা দীক্ষা নেই, সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন চেতনা নেই, যারা সব সময়ে সহজ ও সরল জীবন যাপন করেন, তারা এই সব তথ্য সমাজবাদের ধারক ও বাহকদের কাজে নানাভাবে শোষিত লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। তাই আমি বলছি যে এভাবে তাদের উপর যে অন্যায় করা হচ্ছে সেটার একটা প্রতিকার করা দরকার। এবং সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সেই সব কৃষক, জুমিয়া ও ভূমিহীনদের যাতে উন্নতি অগ্রগতি হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার এবং গরীবদের নিয়ে যাতে কোন রকম রাজনীতি না হয়, সেটাও আমাদের দেখা দরকার। দুর্নীতির একটা সীমা থাকা দরকার, তাই এই বলে এইসব গরীবদের নিয়ে দুর্নীতি করার কোন অর্থ হয় না আর সত্যিকারের গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া একটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি ভূমিহীন জুমিয়াদের সম্পর্কে বলুন। পঞ্চায়েত সম্পর্কে নয়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—তাই বলছি যাতে ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়। আমরা দেখতে পাই দুর্নীতিবাজ লোকদের হাত দিয়ে অনেক টাকা লেনদেন হয়। সুতরাং মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা প্রকৃত বাস্তব সম্মত। দুর্নীতির প্রতিকার হচ্ছে না। এইবার যখন এষ্টিমেট কমিটির পক্ষ থেকে ত্রিপুরায় আমরা টুর দিয়েছিলাম তখন আমরা দেখেছি যেখানে যেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে যেমন ক্ষেত্রিছড়া কলোনী, তাদের ঘর দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের জমি করার কোন সুষ্ঠু সুবিধা নাই। তাদের জমিগুলি অন্যেরা করছে। নবীনছড়া কলোনী আমরা ভাল মনে করতাম সেই কলোনীর অবস্থাটা কি? সেখানে রিজার্ভ ফরেষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাদের জমি রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই।

মিঃ স্পীকার :—দুর্নীতি সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা সেই সম্পর্কে বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—যাতে তাদের ফসল রক্ষা হয় সেজন্য বন্দুক রাখার জন্য আমরা প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু সেটা গ্রাহ্য হয়নি। আর একটা কলোনীতে আনারস হয়। কিন্তু সেগুলি রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। (বেল পড়ে) আমাকে আরও দুই মিনিট সময় দিন স্যার। যে টাকা তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য দেওয়া হয় সেই টাকাতে জমি আবাদ করা তো দূরের কথা তাদের বাড়ীঘর পর্যন্ত হয় না। কাজেই কতগুলি দুর্নীতি আছে সেই দুর্নীতিগুলি দূর করার জন্য তিনি যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সমর্থন করছি এবং তাদের টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমার বক্তব্য রাখছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অভিরাম দেববর্ম্মা মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন দুর্নীতি সম্পর্কে সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। ভূমিহীন জুমিয়াদের জন্য কি কি ভাল ব্যবস্থা দেওয়া যায় এবং কি করে সেগুলি রূপায়িত করা যায় সেটা না করে তিনি কাগজে লিখে কতগুলি নাম এখানে তুলে ধরেছেন। সেই কাগজগুলি অবশ্য কোর্টের বিবেচ্য বিষয়। কারণ কেউ যদি দুর্নীতি করে থাকে তাহলে কোর্টেই বিচার করবে। তা না হলে এখানে এই অভিযোগ আনার কোন মানে হয় না। তিনি বলেছেন, সমাজসেবীদের দ্বারা ভূমিহীন জুমিয়ারা নিষ্পেষিত হচ্ছে। আমি এই কথাটা বুঝতে পারছি না। তিনি কাদের সমাজসেবী বলেছেন আমি জানি না। আমার গ্রাম ময়নারমা। সেখানে লাল ঝাণ্ডাওয়ালা লোকও আছে। জমি এ্যালট করা সত্বেও লাল ঝাণ্ডাওয়ালা লোকেরা চলে গিয়েছে। অনেক সময় দেখেছি চুপি চুপি নৃপেন চক্রবর্তী যান এবং গিয়ে সেখানে তাদের কি সব মন্ত্র দিয়ে আসেন। তারপর দেখা গেছে তারা চলে গেছে। আমি অনেক সময় বলেছি আপনারা যাবেন না। কিন্তু তারা চলে গেছেন। ২।৩ বার নৃপেনবাবু গিয়েছেন এবং ৫০০।৭০০ করে টাকা নিয়ে চলে এসেছেন। তারপর আগরতলাতে কৃষক সমাবেশ হবে। জ্যোতিবসু না কে এসেছিল, তখনও টাকা নিয়ে এসেছে। আর একটা হল দাংগড়া ছড়া বলে ১০০ পরিবারের একটা কলোনী ছিল। তাদের জমি অ্যালট করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু টাকা নেবার বেলায় তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমরা টাকা নিয়ে চলে যাবে। সেখানে ছিল কতগুলি ত্রিপুরী

এবং চাকমা। তারা চীফ কমিশনারকে বলেছেন, স্যার, আমরা টিনের ছানি দেওয়া ঘরে যাব না। গরম লাগে। আমরা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে চাই। এইভাবে ধাণ্ডরাছড়া কলোনী নষ্ট হয়ে গেল। করমছড়াতেও এইরকম হয়েছে। যেখানেই লালঝাণ্ডা উড়েছে সেখানেই এইরকম হয়েছে। কারণ সমাজসেবীদের টাকা লাগে। এইভাবে কত লোক যে চলে গেছে তার সংখ্যা নাই। স্বতরাং উনার অভিযোগ আমি স্বীকার করি না। উনি ক্ষেত্রীছড়ার কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের জমি এখনও আছে, তারা অবশ্য চলে গেছে এবং সরকার থেকে তাদের জমিগুলি চাষবাস করানো হচ্ছে। এখন আবার কিছু কিছু এসেছে। তবে এই সমস্ত সমাজসেবীরা যদি বুঝিয়ে বলেন তাদের কলোনীতে ফিরে আসতে তাহলে ভাল হয়। কারণ আমি জানি করমছড়াতেই হউক বা যে কোন কলোনীতেই হোক, নন্-ট্রাইবেলেই হোক আর ট্রাইবেলেই হোক

(রেড লাইট)

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাকে আরও ৫ মিনিট দিতে হবে। আপনাদের কথায় দেখি যে কৃষক সমাবেশের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া উচিত। কারণ এখন যে লেনদেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে দুর্নীতিবাজদের দ্বারা। তারা কারা তিনি বলতে পারছেন না। আমি জানি না কৃষক সমিতি কি কাজ করেছেন। তবে লালঝাণ্ডা দ্বারা যদি কাজ হয় তবে ভালই। তবে দশরথবাবু যে কোন্ জায়গায় কি আলুর ক্ষেত করেছেন আমি জানি না। তিনি আগরতলায় থাকেন। এখানে কৃষি ক্ষেত কোথায় আছে এবং তাদের দ্বারা যে ভূমিহীন পুনর্বাসন কি করে ভালভাবে হবে সেটা আমি জানি না। স্বতরাং এটা সাপোর্ট করার কোন প্রয়োজন বোধ করি না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার। You are requested to speak only for five minutes.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা মহাশয় প্রস্তাব এনেছেন—

'ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ভূমিহীন ও জুমিয়াদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সকল দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে তাহার উপর তদন্ত করার জন্য এবং সুষ্ঠ পুনর্বাসন সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।'

তবে এই কথা রাখতে যেয়ে, প্রস্তাবের পক্ষে বলেছেন সমাজতন্ত্র, সমাজবাদ যারা তৈরী করেছেন, তারা জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য এইগুলি সৃষ্টি করেছেন, গণতন্ত্র তৈরী করেছেন, এই যে কথা সেটা উনার মুখ দিয়ে বেড়িয়েছে। ১৫।২০ বছর পূর্বে সমাজতন্ত্র, সমাজবাদ ছিল না, কংগ্রেস রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গরীবের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য সমাজবাদের চেষ্টা চলছে, কিন্তু এর আগে উনিই স্বীকার করেছেন কিছুই হয় নাই। বেশ ভাল কথা এই সমাজবাদ, সমাজতন্ত্র ভূমিহীন কলোনী প্রতিষ্ঠা করেছে, সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

খোয়াই কলোনীতে ভূমিহীনদের নিয়ে সমবায় সমিতি হয়েছে, সেখানে ১১৩ জন মেম্বার আছে। সমাজবাদ কি করেছে, সেখানে সুন্দর রাস্তা তৈরী করেছে, কলোনীতে ভূমিহীনরা পুনর্ব্বাসন পেয়েছে এবং সামাজিক ভিত্তিতে সেখানে বসবাস করছে। এখানে তিনি এক ব্যক্তির নাম করে বলেছেন এবং বলেছেন যে সমবায় সমিতির প্রত্যেক মেম্বার চোর, ঘুষখোর ইত্যাদি। আমি জানি না শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা এই প্রস্তাব এখানে কেন আনলেন। ভূমিহীনদের জন্য কলোনী করে দিয়েছে, সমবায় সমিতি হয়েছে, উনি বলেছেন সমিতির মেম্বার আছেন যারা তাদের টাকা দিয়েছে............

মিঃ স্পীকার :—ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—পাঁচ মিনিট টাইম স্যার।

মিঃ স্পীকার :—টু মিনিটস।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি চ্যালেঞ্জ করছি উনি সাহস থাকে যদি সেই ১১৩ জন মেম্বার—যাদের নামে তিনি অভিযোগ এনেছেন, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে উনি বলুক কিন্তু তা বলবেন না। আবার এখানে বলছেন তদন্ত কমিটি করা হউক। তদন্ত কমিটি হলে কি হবে? ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটি আমাদের রয়েছে, মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা তার সদস্য। আবার একটা তদন্ত কমিটি করে সমবায় সমিতির কি করতে পারবে আমি জানি না। তবে তাদের মুখ থেকে যে সমাজবাদ, সমাজতন্ত্র গরীব দুঃখীর জন্য এটা বেড়িয়েছে, সেইজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একবার বলছেন তদন্ত কমিটি কর, আবার বলছেন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টাকা দিয়ে দাও। কাজেই তাদের বক্তব্যে একটার সংগে আরেকটার যোগ নাই, তাই আমি তার এই রিজল্যুশান সমর্থন করতে পারছি না। পাগলে না কয় কি, ছাগলে না খায় কি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব অর্ডার—মাননীয় সদস্য এখানে একজন সদস্যকে পাগল ছাগল বলতে আরম্ভ করেছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি বলেছি, পাগলে না কয় কি, ছাগলে না খায় কি?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—ওনলি ফাইভ মিনিটস।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা মহাশয় যে এখানে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন করছি। কারণ একটা কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে এই রাজ্যে অনুন্নত, চিন্তা চেতনায় দুর্বল যে জুমিয়া তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার বা ভারত সরকার যে স্কীম মারফত প্রতি বৎসর যে টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে, প্রত্যেক সদস্যেরই জানা আছে। এই বাবদে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরার মধ্যে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, এই সম্পর্কে অস্বীকার করার কারণ নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে এর দ্বারা কোন পারপাস সার্ভ হয়েছে কি না সেটা দেখার বিষয়। আমি এখানে বিশেষ ঘটনা দিয়ে বলছি না। সামগ্রিকভাবে যদি আমরা ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেখি, তাহলে দেখি যে যে সমস্ত

জায়গায় জুমিয়া কলোনী হয়েছে, সেই সমস্ত জায়গা থেকে জুমিয়া বেশী করে শিফ্‌ট করে অন্যত্র চলে গেছে। কাজেই পুনর্বাসনের নামে সেখানে দুর্নীতির চলছে এবং সেই সমস্ত স্কীম আজকে আনসাক্‌সেসফুল হয়েছে এবং অনেকগুলি টাকার অপচয় ঘটেছে। কাজেই এই যে দুর্নীতি, ত্রুটি বিচ্যুতি সেখানে ঘটছে, তা যেন পরবর্তী সময়ে না ঘটে, তার জন্য এই প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এখানে একটা ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটি আছে। কিন্তু আমি জানি ইট ইজ ওনলি রিকম্যাণ্ডিং অথরিটি, তার কোন এক্‌জিকিউটিভ ক্ষমতা নাই। বছরে ইচ্ছা হলে একটা মিটিং ডাকা হয়, কোন কোন সময় ডাকা হয়ও না। কিভাবে জুমিয়া কলোনীগুলিতে টাকা খরচ হল, কিভাবে কলোনী বসানো হল, কিংবা কলোনী থেকে জুমিয়ারা চলে গেল কিনা এবং কি কারণে চলে গেল, কোন কলোনী থেকে কত লোক চলে গেল কিনা এবং কি কারণে চলে গেল, কোন কলোনী থেকে কত লোক চলে গেল, তার কোন রিপোর্ট আমরা পাই নাই। আমিও সেই কমিটির সদস্য। কাজেই এটা একটা কমিটি ফর দি সেক্‌ অব ফরম্যালিটি তোমাদের জন্য এই করছি, সেই করছি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি ইত্যাদি। কিন্তু একটা কথা সকলেই স্বীকার করবেন যেহেতু তারা চিন্তা চেতনায়, বুদ্ধি বিবেচনায় অনগ্রসর, সেই হেতু তারা আজকে দিনের পর দিন ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তারা কেন জমি ছেড়ে, টিনের ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেটা যদি আমরা জানবার চেষ্টা করি তাহলে সেইসব দোষ ত্রুটিগুলি ধরা পড়বে এবং পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত দোষ ত্রুটিগুলি দূর করতে পারব এবং তারই জন্য এখানে যে তদন্ত কমিটি করায় বলা হয়েছে, সেই কমিটি এ ব্যাপারে হেল্প করতে পারবে বলে আমি মনে করি। কাজেই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। কিন্তু কথায় আছে চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী, কাজেই শাসক পার্টি এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না। কিন্তু আমরা যদি দলাদলির উর্ধে রেখে এই অনুন্নত উপজাতি সম্প্রদায়কে কিভাবে বাঁচানো যায় তারজন্য একটি কমিটি করে এইভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি তাহলে তাদের কিছুটা পারিবর্তন আনতে পারি। কিন্তু সরকার কর্তৃপক্ষ সেদিকে যাবেন না এই ভাবে যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ আছে, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু তার যে প্রতিকার কিছু হয়েছে, সে নজির নাই। যদি সামগ্রিক-ভাবে তাদের যাতে বাঁচার ব্যবস্থা করা যায়, তাদের জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া যায়, অর্থ নৈতিক-ভাবে উন্নতি অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া যায় তার চেষ্টা যদি থাকত তাহলে এই প্রস্তাব এখানে সমর্থিত হত কিন্তু তাদের মূল অভিপ্রায় সেটা নয় কাজেই এখানে বলে লাভ নাই। আমরা শুধু বলতে পারি, কিন্তু সরকার পক্ষের কোন প্রচেষ্টা নেওয়ার ইচ্ছা আছে বলে আমার মনে হয় না, যদি থাকত তাহলে আরও আগেই এটা হত। যাতে সকলে মিলে তাদের যাতে উন্নতি অগ্রগতি হয়, সেই রকম একটা প্রচেষ্টা চালাবার অভিপ্রায় আমি অন্ততঃ সরকার পক্ষ থেকে দেখছিনা। আমরা শুধু বলতে পারি, কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এই ধরণের কোন ইচ্ছা আছে বলে আমার জানা নেই। যদি থাকত তাহলে সেটা আগেই হত। তাই আমি বলছি যে এটাকে আমরা যে কোন রাজনীতি বা দলাদলির উর্দ্ধে রেখে এই সমস্যার সমাধান করা আমাদের উচিত বলে অমি মনে করি।

শ্রীএস. এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন এবং তার বক্তৃতার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আমার এই কথাটাই মনে পড়ছে যে চোরের নৌকায় সাধু কি যান ? তার কারণ হল তারা নিজেদের অকাম কুকাম ডাকবার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ব্যক্তিগত চরিত্র হননের জন্যই এই প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন, আর সেজন্যই আমি এটার বিরোধিতা করছি। কারণ উনারা যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যমূলক। তবে চরিত্র হননের জন্য যদি এই সব কথা তারা বলে থাকেন, তাহলে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব। এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসন, আদিবাসী পুনর্ব্বাসন এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসনটা হল আমাদের সমাজের অনেক নীচে অবস্থিত যে সমাজ সেই সব সমাজের লোককে ভূমি দিয়ে এবং ভূমিতে বসিয়ে দেওয়ার একটা সুবন্দোবস্ত করা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তাদেরকে এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসন, আদিবাসী পুনর্ব্বাসন এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ইতিহাসটা আজকে অনুধাবন করার জন্য বলব, তাহলে পরে আমরা দেখব যে যারা এই প্রস্তাবকে এখানে উপস্থাপিত করেছেন, যারা এই পুনর্বাসনের কাজকে সমাজের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য বলে আজকে মনে করেছেন, তাদের অতীত কার্য্যকলাপকে আমি এখন স্মরণ করতে বলব। কারণ তখনকার সময়ে তারা এমন একটা মুভমেন্ট করেছিলেন যে এই ব্যাপারে তারা সরকারের সাথে কোন আলাপ আলোচনা করতে চায়নি আর যখন এই পুনর্ব্বাসনের কাজ সুরু হয় তখন সেটাকে নষ্ট করবার জন্য, বানচাল করবার জন্য সেই সব সহজ সরল আদিবাসী ও ভূমিহীনদের নানা প্রকারে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয়, সেই সব ভূমিহীন এবং জুমিয়া এবং আদিবাসী ভাইরা তাদের কথা তখন শুনেন নি। তারা সরকারের এই ব্যবস্থাকে তাদের একমাত্র বাঁচার ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাই আজকে যারা ঐ সব আদিবাসী ও জুমিয়া ভাইদের জন্য কুম্ভিরাশ্রু ফেলছেন, তাদেরকে আমি তাদের সেই অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করবার জন্য বলছি। তারাই সেই তখন সেইসব কাজ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা অনেক জায়গাতে এসব মানুষের সহজ ও সরল জীবন যাত্রার সুযোগ নিয়ে- তারা যাতে তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়, সেজন্য তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার এবং অবিচার চালিয়েছিলেন। এই সব কাণ্ড কারখানা শুধু খোয়াইতে করেনি তারা এই সদরের কোন কোন জায়গাতেও করেছিল। এখন কথা হল এই যে আমাদের ট্রাইবেল এবং ভূমিহীন ভাইরা আছেন, তাদের কি কি ভাবে সংঘটন করে তাদেরকে কলোনিতে বসান যায়। তারা অনেকে কলোনিতে বসেছেনও আরও হয়তো অনেকে বসবেন। কিন্তু এটা দেখলেই তো তাদের চক্ষুশূল হয়। কেননা তারা কারও ভাল দেখতে পারে না, এই না দেখার কারণও অনেক আছে, তাহলে যে তারা আর আন্দোলন করতে পারবেন না, হৈ চৈ করতে পারবেনা। তাই তারা যাতে পুনর্ব্বাসন পেয়ে ভাল ভাবে তাদের জমিতে না বসতে পারে, তাদের যাতে কোন প্রকার আর্থিক উন্নতি না হয় সেজন্য তাদের চিন্তার অভাব হয় না। এটা তাদের স্বভাব। তারা আইনের শাসন মানেন না, তাই তো চরিত্র হনন করবার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন এবং আরও করবেন, এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কেননা এদের পুনর্ব্বাসনের সাথে সাথে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, তাই বলা

হচ্ছে যে এই জায়গাতে খারাপ কাজ করা হচ্ছে। আমাদের এখানে ট্রাইবেল এ্যাডভাইসারী বোর্ড আছে, সেই বোর্ডের মধ্যে মাননীয় সদস্যদের অনেক সভ্য রয়ে গেছেন! কৈ সেখানে তো কোন প্রতিবাদ করা হচ্ছে না বা এটা ঠিক হচ্ছে না, এভাবে করলে ভাল হয়, ঐ'ভাবে করলে ভাল, তারা তো তাদের মন্তব্য সেখানে রাখতে পারেন। কিন্তু সেটা কি তারা করছেন। করছেন না, এটা কেমন কথা আমি বুঝতে পারছি না যে উনি একজন ট্রাইবেল এ্যাডভাইসারী বোর্ডের মেম্বার, উনার যা করনীয় বা কর্ত্তব্য সেটা তিনি করছেন না। অথচ ভাতা নেওয়ার বেলায় কোন ভুলই করছেন না। সেখানে আমারা যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি, সেখানে তো উনার বক্তব্য উনি ষ্টেট করতে পারেন, সেটা তিনি করছেন না। আর এখানে এসে শুধু সরকারকে দোষ দিচ্ছেন। উনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে উনি তার যা কর্ত্তব্য সেটা ঠিকভাবে করছেন। বলতে পারবেন না। তাই নিজের মধ্যে যে দুর্ব্বলতা আছে, সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্য তিনি এখানে এসে সরকারের ঘরে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন। আবার বলছেন এজন্য একটা কমিটি গঠন করা হউক, তাকে তারা সমর্থন করছেন। জুমিয়া ভাইদেব পুনর্ব্বাসনের জন্য আমরা অমরপুরে একটা প্রজেক্টের কাজ হাত নিয়েছি. সেটা স্কীম মত শীঘ্র হবে। আর এখন আমাদের এও চিন্তা করতে হবে যে সেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট যারা পেয়েছে, তাদের বাকী ইনষ্টলমেণ্ট পেতে পারে কিনা। কিন্তু সেই সবেব চিন্তা তারা করছেনা তারা করছে জন্য চিন্তা, সেটা হল তাদের ঐ কাজগুলি বন্ধ রেখে তাদের মধ্যে যাতে একটা অর্থ সংকটের সৃষ্টি হয়, সেজন্যই একথাগুলি বলছেন। কারণ তারা জানে যে যদি আমরা একটা নর্দমা সৃষ্টি করতে পারি তাহলে সেটা মক্ষিকার একটা আস্তানা হয়ে উঠবে এবং এতে করে তারা তাদের পাটিকে পুষ্টি করে তুলতে পারবে। সেজনাই তারা এখানে এসব কথা বলছেন এবং এটা যে একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত তার তো বুঝবার অপেক্ষা রাখে না। তাই তারা এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসনকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা নিয়ে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে চল্ছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে জুমিয়া ভাইয়েরা, ভূমিহীন ভাইযেরা তাদের বাঁচার জন্য আর তাদের কথামত চল্বেন না। আগে যেখানে তারা তাদের পাটির কমাণ্ড মেনে চল্তেন এখন আর তারা সেই কমাণ্ড মানতে চাইছেন না। তারা এখন তাদের নিজেদের বাঁচার জন্য তাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তারা নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে সেই পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করতে চাইছেন বলে আজকে তাদের মধ্যে একটা আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য এটাকে তারা বানচাল করবার জন্যই নানা রকমের পরিকল্পনা করছেন। অতএব এই কাজটাকে ব্যর্থ কর। এই জায়গাতে চিন্তা করতে হবে যে কেন তারা তা করছেন। এর উদ্দেশ্য হল আর কিছুই নয় যাতে পুনর্ব্বাসনের স্কীমটাকে ব্যর্থ করে তাদের মধ্যে ক্রাইসিস সৃষ্টি করে সেই ক্রাইসিস এর সুযোগ নিয়ে সব কিছু প্ল্যানকে বার্থ করে দেওয়া যায়। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে তাদিগকে অনুরোধ করব দলমত নির্বিশেষে আমরা যে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তাকে যাতে জয়যুক্ত করা যায় সে চেষ্টা করতে হবে এবং সেটা করার জন্য পলিটিক্যালি মটিভেটেড হয়ে তারা যাতে সে কাজ না করেন। তারা যদি সমাজবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন তাহলে আমার

বিশ্বাস এই ত্রিপুরার বিরাট সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব। সেজন্য আমি তাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি। এই বলেই আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member may reply.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাবটা রেখেছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকেও সমর্থন পাব। কারণ যে প্রস্তাবটা রেখেছি সেই প্রস্তাবটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ওনারা সেই দিক দিয়ে যাবেন না। কেন না এমন জনগণের হাতুরীর আঘাতে নিজেদের কুৎসিত চেহারা বেরিয়ে পড়লে দেখা গেল নিজেদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক ছিল, সেটা যখন তারা বলতে হানি, এখন তারা সেটা বলতে সুরু করেছেন পানি। এই প্রস্তাব আমরা কেন রেখেছিলাম ? তার কারণ এই গরীব লোকগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, এই ভূমিহীন মানুষগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, এই জুমিয়াদের কিভাবে রক্ষা করা যায়, তাদের জমির কিভাবে বাবস্থা করা যায় সেই চিন্তা করবার জন্য বলেছিলাম। যেখানে এখনও হাজার হাজার জুমিয়াদের পুনর্বাসন হয় নি তাদের যাতে সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন করা যায় এমন একটা কমিটি গঠন করা এবং জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রে যেখানে দুর্নীতি হয়েছে, টাকা লুট হয়েছে সেখানে দুর্নীতির তদন্ত করা। কারণ আমি এইখানে কয়েকজনের নাম উপস্থিত করেছি। আমি দুঃখিত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার ব্যবস্থা করার মত কোন জবাব দেন নি। তিনি বলেছেন শুধু সমাজতান্ত্রিকভাবে সমৃদ্ধিশালী করব। এই কথা বলে তিনি বিদায় নিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছুই আশা করা যায় না। কারণ এই যে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তার মানে কি গরীব মানুষকে শোষণ করে দিনের পর দিন তাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া, আর এক শ্রেণীর মানুষ জনসাধারণের রক্ত জল করা শ্রমের দ্বারা যে ফসল উৎপাদন করবে সেই সমস্ত ফসলের অংশ নিয়েই নিজেরা ফেঁপে ফুলে উঠবেন ? এই সমাজ ব্যবস্থা কি তাই। কাজেই জুমিয়াদের পুনর্বাসনের নাম করে যে দুর্নীতিগুলি হচ্ছে সেই দুর্নীতিগুলির তদন্ত তারা আশা করতে পারে না। কারণ তারা কে ? তারা উপজাতি। তারা জানে না গণতান্ত্রিক শোষণের মার প্যাঁচ। তারা জানে না নিজেদের বাঁচার চিন্তা করতে, পরিকল্পনা রচনা করতে তারা জানে না। এই মন্ত্রী মহোদয়েরা সমাজবাদ প্রচার করার সুযোগ নিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছেন। উপজাতির নামে মন্ত্রীও তারা রেখেছেন। সামনে রয়েছে এই মন্ত্রী আর পেছনে চলছে লুঠের রাজত্ব। তাদের মুখে যদি ভাষা তুলে দিতে পারি, তাদের অনশনক্লিষ্ট মুখে যাতে অন্ন তুলে দিতে পারি সেই জনাই এই প্রস্তাব রেখেছিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর কিছু বলতে চাই না। কারণ তারা এখন যা খুশি তাই বলবেন। তাদের মন্ত্রীত্বের কি হবে সেইজন্য তারা এখন চিন্তিত। যাই হোক এর ভিতর দিয়ে আমি আশা করব যে তারা জনকল্যাণের কাজে অগ্রসর হবেন। এই জন্য আমি এই প্রস্তাবটা এখানে রেখেছিলাম। কাজেই এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে আমি আবার বলছি এই যে দুর্নীতি চলছে তার তদন্ত করা হোক এবং তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। যাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয় নি তাদের জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। এই বলেই আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :--The discussion on the resolution is over. The question before the House is that—ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ভূমিহীন ও জুমিয়াদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সকল দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে তাহার উপর তদন্ত করার জন্য এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।'

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice -AYES)

As many as are contrary opinion will please say NOES.

(Voice NOES)

I think NOES have it,

NOES have it, NOES have it.

The resolution is lost. The House stands adjourned till 11 A. M. on Monday, the 16th February, 1970.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

16th February-1970

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 16th February, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Dy. Minister, the Deputy Speaker, and Twenty four Members.

SHORT NOTICE QUESTION

Mr. Speaker :—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notsce Questions, Shri Promode Ranjan Dasgupta

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—Short Notice Question No. 997.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Short Notice Question No. 997 Sir.

QUESTION

1. Whether West Bengal Board of Secondary Education Act, 1963, Rules for Management of Non-Govt. High Schools framed under the Board of Secondary Education Act, 1950 and management of recognised Non-Government institution aided and un-aided rules, 1969 (amended) have been applied to the Union Territory of Tripura ;
2. If so, the procedure adopted to give effect to the above Act and Rules ?

ANSWER

1. West Bengal Board of Secondary Education Act, 1963, 1950 and 1969 (amended) have not been extended to Tripura by any specific Act or Orders of this Government.

Rules and Orders of the West Bengal Board of Secondary Education regarding recognition of High and Higher Secondary schools and constitution and functions of the school Managing Committees are generally followed in Tripura in case of High and Higher Secondary Schools.

2. Does not aries.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যেখানে West Bengal Board of Secondary Eoucation Act. 1963. Rules for management of Non-Government High Schools framed under the Board of Secondary Education Act, 1950 and management of recognised Non-Government institution aided and unaided rules. 1969(amended) Tripuraতে extend করা হয়নি সেখানে অল দি এ্যাকশানস আণ্ডার দি প্রেজেন্ট রেগুলেমেন্ট are not illegal ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা ইল্‌লিগেল নয়। কারণ আমাদের স্কুলগুলি মহারাজার আমল থেকে প্রায় ১ বছরের উপর হবে, সেটা ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনিভারসিটির আণ্ডারে ছিল। ইউনিভারসিটির যে কাজটা সেটা ওয়েষ্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এড়ুকেশান নিয়ে গেছে। কাজেই বাই কন্‌ভেনশান এ্যাণ্ড বাই ডিসিশান সেগুলি এখানে চালু আছে। কাজেই এটা ইললিগ্যাল নয়। আর ইললিগ্যাল নয় বলে কোর্টের ডিসিশান বা রিকমেণ্ডাশান আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মানে মহারাজার আমলে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি সম্বন্ধে যে কন্‌ভেনশান ছিল যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এড়ুকেশান বোর্ডের রুলস এ্যাণ্ড এ্যাক্ট এখানে কোন এ্যাসেম্বলী না থাকার দরুণ পাশ না করিয়ে এখানে এ্যাফেক্ট দেওয়া হত। কিন্তু বর্ত্তমানে যেহেতু ত্রিপুরা একটা সেপারেট ইউনিয়ন টেরিটরী এবং এখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এড়ুকেশান এ্যাক্টস এখানকার বিধান সভায় পাশ না করিয়ে কিভাবে সেটা এখানে এ্যাক্সটেণ্ড করা হল, অবশ্য এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর এ্যাকষ্টেণ্ড করতে পারেন, এবং সেটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান। আমার কথা হল বাই কন্‌ভেনশান এটা হতে পারে কিনা উইদাউট গেজেট নটীফিকেশান এবং এটা ইল্‌লিগ্যাল বা লিগ্যাল কিনা। হোয়েদার বাই গেজেট নটীফিকেশান দ্যাট হেড বীন এ্যাকসটেনডেড টু দি ত্রিপুরা অর নট ? অথবা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর গেজেট নোটীফিকেশান করে সেটা যদি ত্রিপুরাতে এ্যাকসটেণ্ড করে তাহলে পরে এটার লিগ্যাল ভ্যালু আসে, অথবা এ্যাসেম্বলীতে রুলস এনে যদি পাশ করিয়ে নেওয়া হয় তাহলে পরে সেখানে এটার লিগ্যাল ভ্যালু আসে। কিন্তু অনলী বাই কন্‌ভেনশান এটার লিগ্যাল ভ্যালু হয় কিনা ? এই প্রশ্নটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি। এই প্রশ্নের উত্তর তিনি হ্যাঁ হলে হ্যাঁ বলুন আর না হলে না বলুন।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Yes.

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 913.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 913.

প্রশ্ন	উত্তর
। Chief Forest Officer Shri Naresh Bhattacharjee এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কি কোন তদন্তের আদেশ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে তবে কি কি বিষয়ে তদন্ত হইবে? তদন্ত কার্য্য শেষ হইয়া থাকিলে তাহার ফলাফল?	(১) এবং (২) Conservator of Forest এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কোন তদন্তের আদেশ দেওয়া হয় নাই। ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতির কিছু সংখ্যক অস্থায়ী সরকারী কর্মচারী ৫নং রোল এ বরখাস্ত, অফিসিয়েটিং পদ হইতে কর্মচারীদিগকে পদাবনতি, পদোন্নতির ব্যাপারে অগ্রবর্ত্তীকে উপেক্ষা এবং কতকগুলি ডি.সি.প্রেনারী প্রসিডিং কেস এর আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। ৫নং রোলের বরখাস্ত এর ব্যাপারে প্রশাসক তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী অথবা কোন প্রার্থনার উপর ভিত্তি করিয়া যেরূপ তদন্ত উপযুক্ত মনে করেন করিতে পারেন ও তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। এরূপ পর্য্যালোচনা পক্ষেই বিবেচনাধীন আছে। অফিসিয়েটিং পদ হইতে পদোবনতি, পদোন্নতির ব্যাপারে অগ্রবর্তীকে উপেক্ষা. সি. সি, এ্যাণ্ড রোলস অনুযায়ী শাস্তি এবং আবেদন আইন অনুযায়ী বিবেচনা করা হইবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে রুল ফাইভ দিয়ে কতজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে চীফ ফরেষ্ট অফিসার শ্রীনরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যএর কার্য্য কলাপ সম্পর্কে তদন্ত করার যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কবে দেওয়া হয়েছিল?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই চীফ ফরেষ্ট অফিসার এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে তদন্তের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এই তদন্ত আর কতদিন চলবে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে কনজারভেটর অব ফরেষ্ট এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের কোন আদেশ দেওয়া হয়নি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই ফরেষ্ট অফিসারটির সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে এই অফিসারটির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কোন তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়নি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কর্ম্মচারীরা তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সরকারের কাছে করিয়াছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সরকারের কাছে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটার কথা আমি আগেও বলেছি। আমি বলেছি যে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি কিছু সংখ্যক অস্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীর ৫নং রুল এ বরখাস্ত অফিসিয়েটিং পদ হইতে কর্মচারীদের পদবনতি, পদোন্নতির ব্যাপারে অগ্রবর্ত্তীকে উপেক্ষা এবং কতগুলি ডিসিপ্লেনারী প্রসিডিং কেস এর আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কর্মচারীদের অভিযোগ সম্পর্কে সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি কতগুলি ডিসিপ্লেনারী প্রসিডিংস কেস্ এর আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। ৫নং রুলে বরখাস্তের ব্যাপারে প্রশাসক তাহার ইচ্ছানুযায়ী অথবা কোন প্রার্থনার উপর ভিত্তি করিয়া যেরূপ তদন্ত উপযুক্ত মনে করেন করিতে পারেন ও তাহার পর্যালোচনা করিয়া থাকেন। এরূপ পর্য্যালোচনা পূর্বেই বিবেচনাধীন আছে। অফিসিয়েটিং পদ হইতে পদাবনতি, পদোন্নতির ব্যাপারে অগ্রবর্তীকে উপেক্ষা সি, সি, এণ্ড এ রুলস্ অনুযায়ী শাস্তি এবং আবেদন আইন অনুযায়ী বিবেচনা করা হইবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই সম্বন্ধে যে এনকোয়ারী কমিটি বসেছে তাকে কি লেটারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই সমস্ত ব্যাপারে এনকোয়ারী করার জন্য বলা হয়েছে। প্রথম রুল পদবিলোপ সাধন করার জন্য, বরখাস্তের জন্য এবং পদন্নতি ব্যাপারে অগ্রগতি উপেক্ষা করেছে, এই সমস্ত ব্যাপার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে যে সমস্ত ব্যাপারে লেটার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তার কাজের যে অর্ডার তাকে রেফারেন্স করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী**এস, এল, সিংহ** :—আগেই বলা হয়েছে যে এই প্রসিডিংস করতে গেলে যে যে কাজগুলি হবে তাই করতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে কনজারভেটর অব ফরেষ্ট কতগুলি অর্ডাস্ এবং অ্যাক্টিভিটিজ সেগুলি লিগেল না ইল্লিগেল যাই হোক সেগুলির উপর লেটার্স অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটা ঠিক তাহলে কনজারভেটর অব ফরেষ্টের অ্যাক্টিভিটিজের উপর এই এণকোয়ারী হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—একদিকে তার কার্য্যকলাপ লিগেল কি ইল্লীগেল সেই সম্পর্কে বলবেন। যা হোক, যে এনকোয়ারী কমিটি করা হয়েছে সেটা কাকে কাকে নিয়ে করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাকে নিয়ে করা হয়েছে এবং যদি ডেটও বলতে হয় তাহলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত : -এটা সত্যি কিনা যে এনকোয়ারী কমিটি করা হয়েছে এ, ডি, এম, সেন্ট্রালকে চেয়ারম্যান করে দুইজন আণ্ডার সেক্রটারীকে নিয়ে এনকোয়ারী কমিটি করা হয়েছে ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—বললাম তো আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এটা সত্যি কিনা যে একজন আই, এফ, এস, অফিসার যার স্কেল অব পে হচ্ছে ১৩০০-১৮০০ তার এনকোয়ারী করতে গিয়ে জুনিয়ার অফিসারদের নিয়ে এনকোয়ারী কমিটি গঠন করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি তো আগেই বললাম যে নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—মিনিষ্টার মহোদয়, আপনার কোয়েশ্চানের উপর নোটিশ ডিমাণ্ড করেছেন। সো ইউ শুড নট মেক এনি ষ্টেটমেন্ট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ইয়েস, স্যার, আই হ্যাভ গট রাইট টু মেক স্টেটমেন্ট ইউ মে অবজেক্ট টু দ্যাট। বাট আই হ্যাভ রাইট টু হ্যাভ ক্ল্যারিফিকেশন।

Mr. Speaker :—Yes, you can clarify. But you cannot make any statement. Shri Abhiram Deb Barma & Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 931.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, materials are under collection.

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri P. R. Dasgupta :—Question No. 954.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 954.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that two types of the revised pay scale for the Govt. Panchayat Secretaries have been recommended by the Finance Department ;	1. Yes. Two scales proposed for sanction—Pay scale of Rs. 125-200/- for 50% of the posts both permanent and temporary and pay scale of Rs. 100-140/- for 50% of the posts, permanent and temporary.

2. If so, the reason therefor ?

2. The proposed pay scales would be sanctioned on the percentage basis and not on the qualification basis so as to avoid any possible complication and discontent in the matter as both matriculate and non-matriculate Panchayat Secretaries will be performing the same duties and responsibilites.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—যেখানে একটা সাব্ইন্সপেক্টর অব পুলিশ মেট্রিকুলেট হোক বা গ্র্যাজুয়েট হোক ইজ এন্টাইটেলড টু সেম্ পে স্কেল এবং একটা হেলথ এসিস্টেন্ট মেট্রিকুলেট হউক বা গ্র্যাজুয়েট হোক এনটাইটেলড টু সেম পে স্কেল সেখানে দেখা যায় প্রিন্সিপলটা হচ্ছে সেম্ ওয়ার্ক সেম্ রেসপনসিবিলিটি, অতএব সেম্ পে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেম ওয়ার্ক সেম্ রেসপনসিবিলিটি থাকা সত্বেও রিকমেণ্ড করা হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট অব দি পোষ্টস ১২৫-২০০ টাকা এবং ফিফটি পারসেন্ট ১০০-১৪০ টাকা। এটা কি একটা গভর্ণমেন্ট থেকেই ডিসক্রিমিনেশান করা হচ্ছে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—না ডিস্ক্রিমিনিশান নয় একটা কেডারে দুটি গ্রেড করা হয়েছে। যেমন ড্রাইভারদের ব্যাপারে করা হয়েছে তেমনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদেরও থাকবে ১০০-১৪০ ফিফটি পারসেন্ট। এটা প্রমোশনের জন্য রাখা হয়েছে। এইরকম করা যায়। এবং তিনি যেটা বলছেন পি ডব্লিউতেও এইরকম একটা রাখা হয়েছে। একটা কেডারেই দুইটা স্কেল রাখা হয়েছে যাতে যারা প্রথম ঢুকে তারা যাতে প্রমোশন পায়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেখানে আমাদের ওয়ার্কস এ্যাসিস্টেন্সদের দুইটি স্কেল করা হয়েছিল এবং ড্রাইভারদের দুইটি স্কেল করা হয়েছিল সেখানে আজকে সমস্ত গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ী মিলে একটা স্কেলের জন্য সরকারের কাছে রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছে কি না ফর ওয়ান স্কেল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। তবে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ড্রাইভারদের তিনটি স্কেল আছে এবং আমাদের এখানেও ড্রাইভারদের তিনটি স্কেল করা হয়েছে। এবং সেখানে যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে দুইটি তিনটি গ্রেড আছে সেইভাবে এখানেও করা হয়েছে। যদি পে স্কেল রিভিশান হয় তাহলে সেটা দেখা যাবে। বর্ত্তমানে সেটার সম্ভাবনা নেই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে ফলো করা হচ্ছে। সুতরাং আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করব ওয়েষ্ট বেঙ্গল পে কমিশনারের রিকম্যাণ্ডেশান যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইমপ্লীমেন্ট করতে

যাচ্ছেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী শুধু তলার দিকটা ফলো না করে, পে কমিশনারের রিকম্যাণ্ডেশানটা পুরোপুরি ফলো করবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই সম্পর্কে এখনও স্থির হয় নাই, এটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ডিসিশান সাপেক্ষ, এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের ডিসিশান নেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের প্রশ্নটা এখানে অবান্তর। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে একই ডিপার্টমেন্টে, একই কাজের জন্য দুইটি স্কেল সেখানে একটা স্কেল করার জন্য রিপ্রেজেনটেশান, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি হচ্ছে, সেখানে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলব যে আরেকটা ডিপার্টমেন্টকে একই জব, একই রেসপনসিবিলিটির জন্য একই স্কেল না দিয়ে যেন বিক্ষোভের পথে ঠেলে না দেওয়া হয়, যাতে একই স্কেল করে এই বিক্ষোভকে এভয়েড করেন, তার জন্য আমি আবেদন রাখব।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member you are making a statement in the House. You are not asking any question.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার কোয়েশ্চানের উপর তিনি ওয়েষ্ট বেঙ্গলের কথা বললেন কি না স্যার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ওয়েষ্ট বেঙ্গল'এর কথা বলার সংগত কারণ আছে বলেই দেখিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫৮ স্যার।

QUESTION

1. Whether there are any rules regarding transfer of Head Masters, Head Mistresses and other teachers ;
2. if so, what are the rules ;
3. whether the Govt. in relation to transfer observed that rules ;
4. if not, why ?

ANSWER

1. No.

2.
3. } Dose not arise.
4.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন যে এই সম্পর্কে রুলস করা দরকার ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ট্রানসফার সম্পর্কে হার্ড এণ্ড ফাষ্ট রুল কোথাও নেই, পাবলিক ইন্টারেষ্টে সেটা করা হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ রাখেন কি না যে কোন কোন হেড মাষ্টার এবং হেড মিষ্ট্রেস লাগাতর এক স্কুলে সাত থেকে আট বছর ধরে আছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—থাকতে পারেন। বার বৎসরও থাকতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তাদের কি অপরাধ ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :--পাবলিক ইন্টারেষ্ট যখন যেখানে এডজাষ্ট করা দরকার, সেভাবেই করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এখানে পাবলিক ইন্টারেষ্টের কি প্রশ্ন আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—অবস্থা অনুযায়ী যেরকম ব্যবস্থা করা দরকার, সেভাবে ট্রানসফার ইত্যাদি করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—একথা কি সত্য যে যাদের বেকিং আছে, তাদেরই ট্রানসফার করা হয়, আর যাদের ব্যাকিং নাই, মন্ত্রী মহোদয়কে খুশি করতে পারেন না, তারা বছরের পর বছর এক জায়গায় পড়ে থাকে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :--মাননীয় ওপজিশান মেম্বারকে খুশি করতে পারলেই কোয়েশ্চান এ্যাসেম্বলীতে করা যেতে পারে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তিনি যে প্রথম প্রশ্নোত্তরে না করলেন, তাহলে কোন রুল অনুযায়ী ট্রানসফার করা হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি আগেই বলেছি যে কোন রুল নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন কোন হেড মাষ্টার, হেড মিষ্ট্রেস বর্ত্তমানে লাগাতর কত বছর কোন স্কুলে আছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—দিস স্যুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মহোদয় ক্ল্যারিফাই করবেন কি—হোয়াট কাইণ্ডস অব পাবলিক ইন্টারেষ্ট ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—জনগণের হিতার্থে।

মিঃ স্পীকার :—হি ওয়ান্টস ক্ল্যারিফিকেশান।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য : যদি জনগণ মনে করেন যে কোন হেড মাষ্টার বা হেড মিষ্ট্রেস কোন স্কুলে ১২ বছর থাকলে পরে ভাল হয়, সেখানে তিনি থাকেন, আবার জনগণের হিতার্থে যদি ট্রানসফার করা দরকার হয়, তাহলে তাকে ট্রানসফার করা হবে।

মিঃ স্পীকার :--শ্রীবিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৫।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নম্বার ১৬৫ স্যার।

QUESTION

(1) Number of population taken into account in Tripura while planning for Fourth Five Year Plan ?

(2) Number of Scheduled Castes population amongst the total population ?

ANSWER

(1) Consus is taken decennially. The Latest census figures available are for 1961 and the population of Tripura according to 1961 census is 11,42,005 The Projected population in Tripura at the end of the year 1969 is 16(sixteen) lakhs.

(2) Scheduled Caste population in Tripura according to 1961 census is ১,১৯,১২৫।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস :— চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার সময় যে আনুমানিক লোকসংখ্যা ধরা হয়েছে, সেটা কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—১৫ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস ঃ—আনুমানিক লোক সংখ্যা যদি ১৫ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ ধরা হয়ে থাকে, তার মধ্যে সিডুল কাষ্টের সংখ্যা কত ধরা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯৭।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯৭ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ধর্ম্মনগর সাব-ডিভিসনে জুরী নদীর উপর (১) তিলথৈ (২) মঙ্গলখাসী এস. পি, টি, ব্রীজ কনষ্ট্রাকশান হওয়ার জন্য দীর্ঘ দিন পূর্ব্বে যে কনট্রাক্ট দেওয়া হয় উহার কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

খ) উক্ত এস, পি, টি, ব্রীজগুলির কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করা হবে কি ?

উত্তর

ক) তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।

খ) এস, পি, টি, ব্রীজগুলির কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অবিলম্বে আরম্ভ হবে মানে বর্ষায় আরম্ভ হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা চেষ্টা করব যাতে বর্ষার আগে আরম্ভ করা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে জায়গাতে গত ফ্লাডের সংগে এই ব্রীজগুলির জন্য টেণ্ডার কল করে কন্ট্রাকটর নিযুক্ত করা হয় কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ঐগুলির কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটার জন্য আমি বলেছি যে তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যাতে থাটি ফাষ্ট এর আগে কাজটা আরম্ভ হয় এবং যাতে সেটা শেষ হয় সেদিকে দৃষ্টি দিবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই স্যাইড অব ইট দ্যাট দীস ওয়ার্ক উইল বী ষ্টার্টেড উইদাউট ডিলে।

মিঃ স্পীকার :—সুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৬, স্যার।

প্রশ্ন

ক) কমলপুর সাকিনের শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র গোস্বামী নামক জনৈক কৃষককে সরকারী খাস ভূমি হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে কিনা ?

খ) উচ্ছেদের কারণ কি ?

গ) ঐ ভূমি সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন ছিল কি ?

ঘ) এই ভূমি কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারীকে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য কোন প্রস্তাব কমলপুর এস, ডি, ও অফিস হইতে আগরতলা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের অফিসে প্রেরিত হইয়াছে কি ?

ঙ) উচ্ছেদের সময় উপরোক্ত ভূমিতে শ্রীপ্রতাপ গোস্বামীর ফলায়িত জমি ফসলের কি ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হইয়াছে ?

উত্তর

ক,খ,গ,
ঘ,ঙ, } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯১৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯১৮।

প্রশ্ন

১। উদয়পুরের Asstt. Fishery Officer (South Zone), শ্রীনারায়ণ ঘোষ ধনিসাগর ফিসারীর কত পরিমাণ জমি ১৯৬৭-৬৯ সালে ভাগচাষ প্রথায় চাষ করান এবং তাহা হইতে কত পরিমাণ ধান পান তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব ;

২। ঐ ধান বিক্রয় করিয়া সরকারের নিকট কত টাকা জমা দিয়াছেন তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব ;

৩। যদি জমা না দিয়া থাকেন তবে সরকার ঐ টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় করার কি ব্যবস্থা করিবেন ?

উত্তর

১। }
২। } তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।
৩। }

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৬০।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৬০, স্যার।

QUESTION

1. Whether it is a fact that Lecturers of R. T. College, Agartala who have completed two years of continuous service have not yet been confirmed by the Education Department, Govt. of Tripura ;
2. If so, the reasons thereof ?

ANSWER

1. No.
2. It is a matter to be decided by the College authority.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে রামঠাকুর কলেজের অধ্যাপকেরা তাদের এই সমস্ত দাবী দাওয়া নিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কোন ডেপুটেশান দিয়েছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—দিয়েছিলেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কত তারিখে তারা এই ডেপুটেশান দিয়েছিলেন এবং তাদের দাবীগুলি কি কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রথমে যখন ডেপুটেশান মিট করেন তখন তাদেরকে তাদের ডিটেলস ডিমাণ্ডগুলি লিখে আনার জন্য একটা তারিখ করে দিয়েছিলেন, এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—রাম ঠাকুর কলেজের ডেপুটেশানের জন্য কোন তারিখ করা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৯৪।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৯৪, স্যার।

প্রশ্ন

ক) ধর্ম্মনগর সাবডিভিসনে তিলথৈ-আনন্দবাজার রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়েছে কি ? যদি না হয়ে থাকে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ হবে কি ?

খ) উক্ত রাস্তায় ২টি S. P. T. bridge construction করার জন্য দীর্ঘদিন পূর্ব্বে কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া সত্ত্বেও কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

গ) ১৯৬৭ ইং জুন মাসে বিধানসভার ২১৬ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ আছে যে পরবর্তী মার্চ মাস মধ্যে ঐ রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন পরও কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

ক, খ ও গ) তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮৫, স্যার।

QUESTION

1) Whether it is a fact that a proposal for extension of Bodhjung Girls' Higher Secondary school building and area is pending for years together ;

2) If so, the reasons therefor.

ANSWER

1) The work of extension of the school building has already been taken up. Action for acquisition of land for extension of school area is in process.

2) Does not arise.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে স্কুল বিল্ডিংটা নূতন করে এ্যাক্সটেনশান হওয়ার কথা, কিন্তু সেখানে এখনও কোন কন্‌ষ্ট্রাকশনের কাজ আরম্ভ করা হচ্ছে না।

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Expenditure sanction to a sum of Rs. 99,200/- was accorded by the Public Works Deptt., vide their letter No. F. 21(3)-PWD(W)/67, dated 10. 6. 68 for construction of Class-rooms and Laboratory for Bodjung Girls' Higher Secondary School, Agartala on the basis of Administrative approval conveyed for the work vide Education Department memo No. F. 61(79)-E/67 dated 23. 2. 67. The building is to be constructed in two wings. The work in one wing has already been taken up is in progress. The work of the other wing will be taken after dismentling the Kutcha building which falls in the way of construction of the wing.

As regards extension of school area it may be stated here that there is a proposal for acquisition of land measuring 3.795 acres for Bodjung Girls' Higher Secondary School. The land proposed for acquisition has already been approved by the Site Selection Committee and the Land Acquision Officer has already been requested to intimate the assessment of valuation of the land so that administrative approval may be accorded to initiate land acquisition proceedings.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর রাখেন কি যে বিল্ডিংটা হবে সেখানে একটু কাছেই একটা পুরানো ঘর আছে, সেটা ভেঙে তবে কনষ্ট্রাকশন হবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেটা না ভাঙ্গার কারণ কি, কেন সেটা হেল্ড আপ হয়ে আছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা কেন ভাঙ্গা হচ্ছে না, সেজন্য আমার কাছে এখন কোন মেটেরিয়েল্‌স নেই কাজেই ফর দাস্‌ আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯।

শ্রীএস. এল, সিংহ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৯ স্যার।

QUESTION

(ক) বিগত জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে কাঞ্চনপুর এলাকায় লালজুরী বাজার (Hostile Mizo) বিদ্রোহী মিজো কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল কি; এবং বর্তমানে তথায় লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত কি না।

(খ) উক্ত ঘটনার ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কি?

(গ) উক্ত ঘটনায় কোন লোক নিহত এবং জখম হইয়াছে কি?

(ঘ) উক্ত এলাকায় কোন পুলিশ ক্যাম্প ছিল কি বা আছে কি?

ANSWER

১। বিগত জানুয়ারী মাসের ২৮ তারিখ ভোরবেলা মিজোরা লালজুরী বাজার আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু এখন তথাকার লোকজন দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে।

২। একজন লোক নিহত এবং নগদও জিনিষপত্রে ক্ষতি আনুমানিক ৭৭৮৲ টাকা।

৩। হাঁ হইয়াছে। নিহত একজন ও আহত ৪ জন।

৪। লালজুরী কাঞ্চনপুর থানার আওতায় আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই লালজুরি এলাকাতে একটা সি, আর, পি, ক্যাম্প ছিল এবং ৫/৬ মাস আগে সেই ক্যাম্পটা উইথড্র করা হয়। আর এই ক্যাম্প উইথড্র করার জন্যই এই ঘটনা হয়েছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেখানে ক্যাম্প ছিল এবং সেই ক্যাম্প উইথড্র করা হয়েছে। এখন ঐ ক্যাম্প উইথড্র করার জন্য এই ঘটনা ঘটেছে একথা বলা চলে না। কারণ ক্যাম্প থাকলে যে হবে না তারও কোন কারণ নেই। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এজন্য যে যারা এসব করছে, তাদের গেরিলা প্রেক্‌টিস আছে এবং তারা যে কোন মুহূর্তে সেটা করতে পারেন। অতএব ক্যাম্প উইথড্র করার জন্য এটা হয়েছে এই পর্য্যায়ে তাকে ফেলা যায় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই এলাকাটা যখন একটা ডিষ্টারভড এরিয়া তখন সেই জায়গাতে কোন পার্মানেন্ট পুলিশ ক্যাম্প করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—এখন টেম্পোরারী ক্যাম্প সেখানে রাখা হয়েছে।

Mr. Speaker :—Today there is no unstarred question. So we pass on to the next item. There is one Calling Attention Notice of by Shri Bidya Ch. Deb Barma on 12. 2. 70 to which the Minister concerned agreed to make a statement today.

I would call on the Hon'ble Minister of the Labour Department to make a statement.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— Mr. Speaker, Sir, on the 27th December, 1969 there were some working at Gumti Dam site. At about 5 P. M. these workers met an accident when the rock over which they were working slipped down. As a result of this accident, 8 persons were injured, out of whom 3 died on the spot. The remaining 5 persons were immediately removed to the nearest hospital situated at Nutan Bazar where another one succumbed to death. Of the remaining 4 persons 2 were released after giving primary medical aid and the other two were removed to G. B. Hospital, Agartala for better treatment. The four dead bodies were removed from Nutan Bazar Hospital next day in presence of the Police. Out of those two cases referred to G. B. Hospital, one has already been released after a fortnight and the last one released a few days back.

These workers were working at Gumti Dam site under a sub-contractor, who was engaged by the NPCC, the principal employer. NPCC instructed the subcontractor to take precautionary measures so that such accidents might not take place. The sub-contractor had taken precautionary measures at the initial stage by way of hanging a rope on the top of a tree, where the excavation work was going on, for use of the workers. But the accident could not be avoided which is regretable.

As the personal injuries were caused to those workmen by accident arising out of and in the course of their employment, the employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provision of the Workmen's Compensation Act, 1923.

NPCC has already sent a report of the accident addressed to the Labour Commissioner (Chief Labour Officer) and the Workmen's Compensation Commissioner as required under the Workmen's Compensation Act, 1923. In Tripura the District and Sessions Judge has been appointed as Workmen's Compensation Commissioner by the Govt. of Tripura. NPCC is agreeable to pay compensation to the deceased.

The Medical expenses of the rest injured workers are being borne by the employer, as and when required, but no compensation has yet been paid to the legal heirs of the deceased workers as the matter is still pending before the Workmen's Compensation Commissioner. As per Schedule IV of the Workmen's Copensation Act, 1923, all the workers will get compensation according to the nature of injury resulting in temporary disablement or permanent disablement or death, as the case may be, which will be decided by the Workmen's Compensation Commissioner.

No payment of compensation in respect of workmen whose injury has resulted in death, and no payment of a lump sum as compensation to a woman or a person under a legal disablity shall be made otherwise than by deposit with the Commissioner and no such payment made directly by an employer shall be deemed to be a payment of compensation (vide section 8 of Workmen's Compensation Act, 1923).

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রসঙ্গটা সাধারণত বাংলায় নোটিশ দেওয়া হয় সেটা আমার মনে হয় বাংলাতেই উত্তর দেওয়া উচিত।

Mr. Speaker :—Yes, I agree.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন। যে চারজন লেবার মারা গেছে তাদের নামগুলি কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা খুব দূর থেকে আসার জন্য তাড়াতাড়ি বাংলা ট্রেনশ্লেশান করা সম্ভব হয় নি। তবে মুখে আমি বাংলা বলে দিতে পারি।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৬৯ তারিখে অনুমান ৫ ঘটিকার সময় ডুম্বুর প্রজেক্টের ওয়ার্কিং সাইটে কাজ করবার সময় ৫ জন লোক একটা দুর্ঘটনায় আহত হন এবং সেখানে তিনজন লোককে মৃত বলে দেখা যায়। আর যারা চারজন ছিল তাদের মধ্যে দুই জনকে জি, বি, হস্‌পিটালে পাঠানো হয়। নূতন বাজারে যখন হাসপাতালে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় তখন একজন মারা যায়। পরের দিন তাদের ডেড বডি পুলিশের উপস্থিতিতে তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। আর বাকী একজনকে কয়েকদিন আগে ছেড়ে

দেওয়া হয়েছে। এন, পি, সি, সি, তাদের অধীনে যে সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করেছিলেন তাকে নির্দ্দেশ দিয়েছিন যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেইজন্য। সাব-কন্ট্রাক্টরও প্রিকশানারী মেজার নিয়েছিলেন প্রথম দিকে। কিন্তু দুর্ঘটনা এড়ানো যায় নাই। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

যেহেতু তারা কাজ করা কালীন মারা গিয়েছেন বা আহত হয়েছেন সেই জন্য এন, পি, সি, সি, ওয়ার্কমেনস্ অ্যাক্ট, ১৯২৩ সনের নিয়মানুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণে বাধ্য। এই নিয়ম অনুযায়ী তারা চীফ লেবার অফিসার এবং ওয়ার্কস্‌মেন কমপেনসেসান কমিশনারের কাছে ব্যাপারটা জানিয়েছেন। ত্রিপরাতে ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসান জাজকে ত্রিপুরা সরকার ওয়ার্কমেনস্ কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। এন, পি, সি, সি, মৃত শ্রমিকদের উত্তরাধিকারীদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী আছেন। আর যারা আহত হয়েছেন তাদেরও চিকিৎসার খরচ যখন যা প্রয়োজন হয় এন, পি, সি, সি, দিয়ে যাচ্ছেন। তবে কোন ক্ষতিপূরণ আজ পর্যন্ত মৃতের উত্তরাধিকারীদিগকে দেওয়া হয় নাই। কারণ ব্যাপারটা এখনও কমপেনসেসান কমিসনারের কাছে আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার একটা পয়েন্ট অব ইনফরমেশান ছিল। আমি নামগুলি চেয়েছিলাম পাই নি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—খুব কারেক্ট ইনফরমেশান আমার কাছে নাই। যে ৮জন ইঞ্জুরড হয়েছেন তাদের নামগুলি আমার কাছে আছে। ওদের সকলের বাড়ী হচ্ছে গঞ্জাম ডিসট্রিকট উড়িষ্যাতে।

(১) মায়েল নায়েক, (২) বিতম্বা সাহু (মৃত), (৩) নিত্যানন্দ বাউরী, (৪) ভগবান নায়েক, (৫) উদয় নায়েক (মৃত), (৬) চৈতা নায়েক, (৭) পাণ্ডু নায়েক এবং (৮) তামল সাহু।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এখানে বলা হয়েছে যে গাছের সংগে দড়ি বাঁধা হয়েছিল। তার আগে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এই ব্যবস্থাটাকে একজামিন করেছিলেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই তথ্য আমার কাছে নাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে মেডিকেল এ্যাড দেওয়া হয়েছিল কিনা এবং পুলিশ ফাষ্ট এন্‌ফরমেশানে সেখানে কোন সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ওয়ান্ট নোটীশ ফর অল দিজ ক্লারিফিকেশানস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—প্রটেকশান হিসাবে এন, পি সি'র নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দড়িতে বাঁধার কথা, সেই ইনষ্ট্রাকশান মত কনট্রাকটার দড়ি দিয়ে বেধেছিলেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—আমি যতটুকু জানি তারা দড়ি বাঁধা ছিল, যখন এক্সিডেন্ট হয়। তার মধ্যেও পাথর স্লিপ করাতে, যেটার জন্য তারা হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না, কেউ কেউ সেখানে পাথরের নীচে পড়ে যান।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেখানে যারা হত হয়েছেন বা আহত হয়েছেন, তাদের লেবার কমিশন কত করে কমপেন্‌সেশান দেবে এবং সেটা কবে পর্যন্ত দেবেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আইনের বিধান অনুযায়ী হত এবং আহত ব্যক্তিদের যে লীগ্যাল এয়ার আছেন তাদেরকে লেবার কমিশনারের কাছে ডিমাণ্ড করতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে ডিটেলস কোন ক্লেইমস আসেনি। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে আইনের সিডুলে দেওয়া আছে কে কত করে কমপেনশেশান পাবেন। আমি এখানে রাফলি বলছি যাদের মাসিক বেতন ৮০-১০০, তার মৃত্যু হলে পরে, মেক্সিমাম যে নির্দ্ধারিত করা আছে সেটা হচ্ছে ৬০০০ টাকা, আর যদি পার্মানেণ্ট ডিজএ্যাবলমেণ্ট হন, তাহলে তিনি পাবেন ৮৪০০ টাকা, আর যদি টেমপোরারী ডিজএ্যাবলমেণ্ট হন, তাহলে যতদিন পর্য্যন্ত ডিজএ্যাবলমেণ্ট থাকবেন ততদিন পর্য্যন্ত মাসিক ২৬ টাকা করে পাবেন। এইভাবে প্রত্যেক শ্ল্যাবের জন্য আইনে ধরা আছে, সেইভাবে তারা পেয়ে যাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই এক্সিডেণ্টে যাদের মৃত্যু ঘটেছে বা যারা আহত অবস্থায় আছেন, তাদের আত্মীয় স্বজন এখানে আছেন কিনা ? যদি না থাকে, তাদের জানানো হয়েছে কিনা এবং যারা মারা গেছেন, তাদের উপর যারা ডিপেনডেণ্টস, তাদেরকে ইমিডিয়েট হেল্‌পের কোন ব্যবস্থা শ্রম দপ্তর থেকে করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—শ্রম দপ্তর থেকে কম্‌পেনশেশান দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। আইন অনুযায়ী এটা দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে এন, পি, সি, সি, দ্যাট ইজ এম্পলয়ার যিনি তিনি এই কমপেনশেশান দেবেন। লেবার দপ্তর থেকে আলাদা কোন সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। আজ পর্য্যন্ত যখন তাদের আত্মীয় স্বজন থেকে কোন ডিমাণ্ড আসে নাই, তাতেই বুঝা যায় তাদের আত্মীয় স্বজন এখানে নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তাদের আত্মীয়স্বজন এখানে যখন নেই, তারা যেখানেই আছে, সেখানে খবর দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা করার ভার ডিষ্ট্রীক্ট জাজের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে পরে তাদেরকে ডেকে এনে, খোঁজ খবর নিয়ে তাদের কেস এসার্টেন করতে পারেন বা যখনই তাদের লীগ্যাল এয়ার আসবে তখন তাদের টাকাটা দিয়ে দিতে পারেন, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে কমিশনারের উপর, তিনি আইন অনুযায়ী সেটা করবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—পয়েণ্ট অব অর্ডার। কলিং এ্যাটেনশানের উপর কয়টা প্রশ্ন চলতে পারে ?

মিঃ স্পীকার :—সেটার কোন লিমিট নেই। ফর ক্লারিফিকেশান প্রশ্ন করতে পারেন। ইট ডিপেন্‌ডস অন দি ডিসক্রিয়েশান অব দি স্পীকার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যারা মারা গেলেন, তাদের কাছে খবরাখবর পোঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে শ্রম দপ্তরের। তারা খবর জানলে পরেতো দাবী করবে। জাজমেণ্ট, হিয়ারিং দেওয়া সেটা পরের কথা। তাদের কাছে খবর পোঁছে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমার কাছে তেমন কোন প্রমাণ নেই। তবে তাদের আত্মীয় স্বজন নিশ্চয়ই খবর পেয়ে থাকবেন। কারণ অন্যান্য যারা এখানে তাদের দেশ থেকে কাজ করতে এসেছেন, তারা নিশ্চয়ই তাদেরকে চিঠি লিখে জানিয়ে থাকবেন। কিন্তু আমার কাছে তেমন কোন প্রমাণ নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এরা যদি খবর দিয়ে থাকে সেটা দেওয়া হয়েছে নন-অফিশ্যালি। আমি জানতে চাই অফিশ্যালি তাদেরকে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—শ্রম দপ্তর থেকে আলাদাভাবে কোন গাইড করার ক্ষমতা নেই। যাকে এই বিষয়ে ভার দেওয়া হয়েছে, তিনি আইন অনুযায়ী সব করতে পারেন।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION

Mr. Speaker :—I have received Notice from Shri Promode Ranjan Das Gupta, Member desiring to raise discussion on—

'Disparity in Tripura Junior Service Rules'

I have admitted the Notice and the Discussion will raise to-day the 16th Feb., 1970 after Item No. III of the List of Business for 16.2.70.

GOVERNMENT BUSINESS (Legislation).

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে জানতে চাইছি যে আমার যে একটা প্রিভিলেজ মোশান দেওয়া হয়েছে, সেটা সম্পর্কে। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে আরেকটা নোটিস যেটা মননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিজএ্যালাউ করেছেন, সেটার বিষয় বস্তুটা এই হাউসে আমি পড়ে দিতে চাই যদি আপনি এ্যালাউ করেন।

Mr. Speaker :—Let me finish first.

Shri Aghore Deb Barma :—আমি শুধু পড়ে দিতে চাই। আমি কোন ডিসকাশান করব না।

Mr. Speaker :—Which one ?

Shri Aghore Deb Barma :—আমি যেটা দিয়েছিলাম সেটা এখানে পড়লেই তো হাউসে জানতে পারবে। সেটা হচ্ছে—

"This House disapproves the statement made by the Chief Minister in this House on the 30th September, 1969 in reply to the Calling Attention Notice of Sri Benoy Bhushan Banerjee regarding incident on 17.9.69 at the M. L. A.'s Hostel, Agartala."

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION).

(a) Consideration & Passing of the Salaries and Allowances of Miniisters (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970).

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business...

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill. 1970 (Bill No. 2 of 1970) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the...

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্যার, এটাতো আলোচনা করার কথা। কিন্তু আলোচনা না করে এখন কেন ভোটে দেওয়া হচ্ছে...

মিঃ স্পীকার :—ডু ইউ লাইক টু ডিস্কাস ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—হ্যাঁ, তাতো করব, কিন্তু এখন কি সবগুলি একত্রে করব, না একটা একটা করে করব ?

মিঃ স্পীকার :—অল টুগেদার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আগে তো সবগুলি মুভ করতে হবে, তা না হলে কি করে আলোচনা হবে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তাহলে এক সঙ্গে মুভ করুক, পরে আমরাও এক সঙ্গে ডিসকাস করব।

মিঃ স্পীকার :—করুন না, আলাদা ভাবেই করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মিনিষ্টারদের সেলারী এবং এ্যালাউন্স বাড়াবার জন্য যে এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটি এই হাউসের সামনে আনা হয়েছে ....

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এই বিলের প্রিন্সিপাল এবং জেনারেল প্রভিশান সম্পর্কে শুধু আলোচনা করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তাতো বটে, কিন্তু এই সম্পর্কে যদি কোন রেফারেন্স দিতে হয় সেটা আমি দেব। সে যাহা হউক মন্ত্রীদের বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধির জন্য যে বিলটা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখব। ত্রিপুরাতে বর্তমানে যে একটা অবস্থা চলছে তা যদি আমরা দেখি তাহলে প্রথমে দেখব ত্রিপুরার সাধারণ কর্মচারী যেমন ক্লাশ ফোর, ক্লাশ থ্রি তাদের যে অবস্থা সেটাই আমাদের ভাবতে

হয়। আজকে তারা যেভাবে অর্থ নৈতিক দুর্দিনের মধ্যে জীবন যাপন করছে সেদিকে চিন্তা না করে যেহেতু উনাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাই তাঁরা তাদের বেতন বাড়াতে কোন রকম দ্বিধা বোধ করছেন না। আজকে আমাদের এই হাউসের সামনে যেখানে বন কর্মীদের ব্যাপারে তারা একটা অনির্দিষ্ট ভাবে যে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করে চলছে, সেদিকে আজকে সরকার সম্পূর্ণ নীরব। সেখানে যে আলোচনা করার একটা নীতি আছে সেটাও তারা করতে চাইছেন না। সেজন্য এখানে বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধির যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। উনারা প্রায়ই বলে থাকেন মহাত্মা গান্ধীর কথা এবং তাঁর শিষ্য বলে তারা নিজেদেরকে জাহীর করে থাবেন। আর তারা মাঠে বাজারে এবং হাটে সর্ব্বত্র জনসাধারণের সংগে কথা বলেন তখন কত যে উপদেশ বাণী তারা দেন সেটা দেশের মানুষ সকলেই জানেন। অর্থাৎ তারা সেই সব জায়গাতে বলে থাকেন যে তোমরা সেক্রিফাইস কর। কিন্তু আমি বলি উনারা কি সেক্রিফাইস করলেন এবং কাদের জন্য কতটুকু সেক্রিফাইস করছেন। সেটা তো আর মানুষের চোখে কোথাও পড়ছে বলে আমি অন্ততঃ দেখছি না। আমি প্রশ্ন করি তারা কি সরকারী কর্ম্মচারীদের সেই সামান্য বেতন ভাতা পর্য্যন্ত বাড়াতে রাজি নন এবং সেটা বাড়াবার কোন প্রচেষ্টাই সরকার থেকে গত বছর পর্য্যন্ত হচ্ছে না। আর তা যদি হত তাহলে পশ্চিম বঙ্গের হারে যে এ্যানামলীজগুলি এখানে রয়ে গেছে সেগুলি দূর করবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হত না। বর্ত্তমান আর্থিক অনাটনের মধ্যে তাদের পক্ষে চলা যে কত কষ্টকর সেটা যে উনারা বুঝেন না তা নয়। সেটা বুঝা সত্ত্বেও উনারা তাদের বেলায় বলবেন যে তোমরা সেক্রিফাইস কর। কিন্তু উনাদের বেলায় উনারা সুদূর দিল্লী গিয়ে রাতারাতি করে যাতে উনাদের বেতন বাড়ানো যায়, সেই ব্যবস্থা করতে উনারা কোনদিন পিছপা হবে না। তাই বলছিলাম যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থার সংগে এর কোন মিল নেই যদি আমরা সব কিছু তলাইয়ে দেখি তাহলে দেখব যে এর কোন সঙ্গতিও নেই। এখন তারা যদি সত্যিকারের মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে থাকেন এবং সব ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীকে পথ প্রদর্শক বলে দাবী করতে চান তাহলে এই রকম হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। আজকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের জীবন যাত্রার সংগে যদি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের তুলনা করি তাহলে দেখব যে আমাদের এখানে সেই জীবন যাত্রার মান অনেক বেশী। এখানে জিনিষপত্রের দাম ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী, কিন্তু মানুষের আয় বাড়াবার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ এখানে খরচ বেশী এবং আয়ের ভাগ খুবই কম। তা সত্ত্বেও আমরা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি যেমন মন্ত্রীদের মুখ দিয়ে শুধু গরীব জনসাধারণ এবং কর্ম্মচারীদের জন্য উপদেশ বের হচ্ছে যে তোমরা কেবল সেক্রিফাইশ কর। এভাবে সেক্রিফাইস তারা আর কতদিন করতে থাকবে যদি না তাদের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি কোন রকম দৃষ্টি না দেওয়া হয়। তাদের আজকে ন্যুনতম যে জিনিষটার প্রয়োজন সেটা যদি তারা ঠিকমত না পায় এবং ন্যায্য মূল্যে না পায় তাহলে এই সেক্রিফাইস করার উপদেশ দেওয়া একটা হেয়ালিপনা ছাড়া আর কিছু নয় বলে আমি মনে করি। তারা যদি সত্যি মহাত্মা গান্ধীর ফলোয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে গত ২২।২৩

বছর ধরে যে সব কাজ কর্ম তারা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা কি সমর্থন যোগ্য। তাই বলছিলাম যে এভাবে আজকে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য এবং বিলাসের জন্য বেতন ভাতা না বাড়ানো উচিত ছিল। কিন্তু সেটা তারা শুনবেন কেন? আমি তো আগেই বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চোরে কখনও ধর্মের কাহিনী শুনে? তারা শুনবে না। তারা শুধু মুখে বড় বড় কথা বল্‌বেন আর কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। নিজেদের বেলায় যাতে বেশী টাকা কোথায় এবং কেমন পাওয়া যায় বা কামাই করা যায়, সেটা তাদের লক্ষ্য। আর তারা কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে অনেক সময়ে বলে থাকেন যে তারা কোন কম্ম করে না বা দেশের উন্নতি অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত স্কীম বা পরিকল্পনা সরকার হাতে নেয় সেগুলি ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে তারা সরকারের সহযোগীতা করছে না। এগুলি যে কত অমুলক সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেন আমি একথা বলছি, বলছি এই কারণে আজকে ভারতের সর্বত্র যেসব স্কীম বা পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবে রূপায়িত করেছে, আমাদের এই কর্ম্মচারী ভাইগণ। তারা যদি তা না করত তাহলে ৪র্থ পরিকল্পনা করেছি সেগুলি কোন মতেই সাফল্য লাভ করত না এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে উন্নতি হয়েছে সেটা কারো চোখে পড়ত না। কিন্তু এটা তারা বলবেন, বলবেন এজন্য যে তারা যে সব দোষ ত্রুটি করে সেগুলি ঢাক বার জন্যই এই কর্ম্মচারীদের উপর দোষ দেওয়া হচ্ছে। অথচ এই কর্ম্মচারীরা তাদের কাজের তুলনায় কিছুই পাচ্ছে না। আর উনারা মন্ত্রী হয়ে সেসব সুযোগ সুবিধা লুঠে নিচ্ছে। কাজেই আমি বলছি যে কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার। এবং তারা যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে, তাদের ছেলে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে, এসব কথা চিন্তা করে আজকে তাদের বেতন ও ভাতা বাড়ানো দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা সামান্য ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই যে বন কর্মী রয়েছে এবং অন্যান্য কর্মীদের বেতনের যে অসামঞ্জস্য রয়েছে, তারা তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে ২।১ বার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা, করেছেন। বনকর্মীদের ব্যাপারে একটা ইনকোয়ারী কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। ইনকোয়েরী কমিটিটা যে পারপাসে করা হয়েছিল, সেই অনুসারে এখন আর কোন কাজই হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলি যে পারপাসে এই ইনকোয়েরী কমিটি করা হয়েছে সেটাকে চলতে দেওয়া দরকার। সেটা না চলার কোন কারণ তো থাকিতে পারে না। অথচ দেখছি যে কয়েক-দিন কাজ করার পর সেটা আর কাজ করছে না, বন্ধ হয়ে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ঐ ইনকোয়েরী কমিটি গঠন সম্পর্কে আমি একটা রেফারেন্স দিচ্ছি। সেটা হল আগরতলা, নভেম্বর ২০, ১৯৬৯। An enquiry committee consisting of ADM (Central). ফরেষ্ট কর্ম্মচারীদের কথা বলছি। তাদের টার্মিনেশানের বিভিন্ন কেস সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য এটা করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে যে কোন কারণ না দেখিয়ে অনেক কর্ম্মচারীকে তাদের চাকুরী থেকে টার্মিনেট করা হয়েছে। সেখানে ১।২ জন না, অনেকগুলি কর্ম্মচারীকে এভাবে রুল ফাইভ দিয়ে কোন কারণ না দেখিয়ে চাকুরী থেকে টার্মিনেট করা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এটা তো কোন পে-স্কেলের কথা নয়। উনি যেটা বলছেন সেটা কর্মচারীদের গ্রিভায়েন্স এবং এ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে। কাজেই এই রেফারেন্স এখানে আনার কোন মানে হয় না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনি যে বক্তব্য এখানে রাখছেন, তার সঙ্গে এখানে আলোচ্য বিষয়ের কোন সামঞ্জস্য নেই। আপনি তো এখানে যে বিল রাখা হয়েছে তার প্রিন্সিপাল এবং জেনারেল প্রভিশানের উপর আপনার বক্তব্য রাখবেন। এটার সঙ্গে পে-স্কেলের তুলনামূলক কিছু হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি বলছি এই কারনে, যে বহুদিন ধরে আমি এ্যাসেম্বলীতে আছি, তাছাড়া অন্যান্য এ্যাসেম্বলীতে দেখেছি এবং পার্লামেন্টেও দেখেছি যে কর্ম্মচারীদের বেতন এবং ভাতার সঙ্গে তুলনা মূলকভাবে এখানে বলা যেতে পারে। তাছাড়া আমি তো শুধু রেফারেন্স দিয়ে মাত্র কমপেয়ার করছি। সেটার থেকে আমি সিফট করছি না। আমি শুধুমাত্র কমপেয়ার করছি।

মিঃ স্পীকার :—আপনি তো অন্যান্য স্টেটের মিনিস্টারদের সঙ্গেও তুলনা করতে পারেন। নট উইথ দি এমপ্লয়িজ।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—না স্যার সেই রকম কিছু নেই। ইট ইজ নট পার্লামেন্টারী প্রেকটিস। আমি এখানে কম্পেয়ার করতে পারি, এটা করার অধিকার আমার আছে আর সেজন্যই আমি এখানে রেফারেন্স দিচ্ছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—স্যার, আমি পয়েন্ট অব অর্ডার চাচ্ছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আপনি বসে পড়ুন।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউ কেন নট ডিক্টেট টু টেক হিজ সীট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং ঃ—উনি যে কথাগুলি বলছেন যে উনি সেগুলি মানছেন না। আমি বলি তাতে কি উনি স্পীকারকে চেলেঞ্জ করছেন না? তিনি এটা করতে পারেন কিনা।

মিঃ স্পীকার :—হি ইজ ডিস্এগ্রিড্ উইথ মাই রুলিংস।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—দ্যাট ইজ নট এ কোয়েশ্চান অব চ্যালেঞ্জ। দিস ইজ প্র্যাকটিস। এখানে ১, ২, ৩ করে অনেকগুলি এমপ্লয়ীকে টারমিনেট করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি বলেছেন অধিকার আছে, সেটা অন্য প্রসঙ্গে বলতে পারেন।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—সেটা কেন বলতে পারব না। একদিকে কর্ম্মচারীদের অন্যায়ভাবে তাড়ানো হচ্ছে, অন্যদিকে মিনিষ্টারদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে। তাই এই কথাটা বলতে গিয়ে আমি এই রেফারেন্স দিয়েছি। সকলেই এটা জানেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। কর্ম্মচারীদের আত্মীয় স্বজন, স্ত্রীপুত্র আছে, তার উপর তারা ডিপেনডেন্ট। আমি শুধু কম্পেয়ার করছি। আর মিনিষ্টাররা তাদের বেতন বাড়াচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনি ত নিম্ন কর্ম্মচারীদের কথা বলছেন। কিন্তু উপরের ডি, এম, চীফ কমিশনার, লেফটেনান্ট গভর্ণার, ওদের সংগে তুলনা করেন না কেন ?

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—আমি কি বলব না বলব সেটা আমার উপর নির্ভর করছে।

মিঃ স্পীকার—আপনি নিম্ন কর্মচারীদের সঙ্গে তুলনা করছেন, উপর দিকে করেন না কেন ? (শ্রীমতী রেনু চক্রবর্তী :—কেরালার চীফ মিনিষ্টার কত পায় ?)

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—আমি বলছি কিভাবে অন্যায়ভাবে এতগুলি কর্ম্মচারীদের টারমিনেট করে দিচ্ছেন।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মাননীয় স্পীকারের রুলিং এর অ্যাগেনষ্টে যদি কেউ কোন ভাষণ দেন সেটা কি প্রসিডিংসে থাকতে পারবে ?

মিঃ স্পীকার :—স্পীকারের রুলিং এর অ্যাগেনষ্টে যদি কোন বক্তব্য রাখেন তবে সেটা রেকর্ডে থাকবে না।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—কেন থাকবে না ? যদি আমার আরগুমেন্ট করতে হয় তাহলে আমি সতের রকমের জিনিষের সঙ্গে তুলনা করব।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার। আজকে এখানে আমরা যে জনতার প্রতিনিধি হয়ে এসেছি সেখানে আমরা যদি বলতে চাই তা হলে সমস্ত দপ্তরের লোকদের সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে।

মিঃ স্পীকার :—তা পারা যায়।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে পলিসি নিয়ে আলোচনা রাখছি সেটা যদি আমার আরগুমেন্ট এষ্টারিশ করতে হয় তাহলে সতের রকমের রেফারেন্সে টেনে সেটা এস্টারিশ করব। কাজেই আমি রেফারেন্স টানছি।

মিঃ স্পীকার :—আই হ্যাভ গিভেন মাই রুলিং। বাট ইউ আর স্পীকিং অ্যাগেনষ্ট মাই রুলিং।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা : –আমার বক্তব্য হচ্ছে এখানে এনকোয়ারী কমিটির চেয়ারম্যান—

মিঃ স্পীকার :—এটাতো রিলেভেন্ট নয়।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—আমি রেফারেন্স হিসাবে বলছি। এইভাবে গভর্ণমেন্ট থেকে যাদের অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হচ্ছে জোর করে পেনসন দেওয়া হচ্ছে, এই সমস্ত কেসগুলি অন্যায়ভাবে গভর্ণমেন্ট করেছেন। এই কমিটি যে করা হল সরকার পক্ষ থেকে তাকে যদি কাজ করতে দেওয়া হতো তা হলে এই বিষয়টা হয় না।

মিঃ স্পীকার :—এই বিষয়বস্তুর সঙ্গে এটা রিলেভেন্ট কি ?

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—হা, এটা রিলেভেন্ট ; (নয়েজ) আজকে এই কেসটা সরকার পক্ষ থেকে যেভাবে প্রসিড করেছিল সেইভাবে যদি করত তাহলে এই অবস্থা ঘটত না। ইদানীং চীফ মিনিষ্টার যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন যেটা প্রেস ষ্টেটমেন্ট করেছেন তার সঙ্গে আগের ষ্টেট-মেন্টের কোন মিল নাই। গভর্ণমেন্ট তার পলিসিতে ষ্টিক করা উচিত ছিল। আমি কেন এই

কথাটা বলছি ? আজকে মিনিষ্টারদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আর এক দিকে যারা কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল তাদের কথাও চিন্তা করা উচিত। যারা ক্লাস ফোর, যারা কম বেতন পাচ্ছে বা যেমন ডুম্বুর প্রজেক্টের কর্মচারীরা একটা থ্রেটেনিং দিয়েছে যে যদি তাদের দাবী পূরণ না করা হয় ত, হলে তারা কাজ বন্ধ করে দেবে। ষ্টাফের একটা অংশ লাইটের ফ্যাসিলিটি পায়, জলের ফ্যাসিলিটি পায়. আর একটা অংশ পায় না। এই যে একটা অবস্থা সেটা গভর্ণমেন্ট দূর করতে পারে। একই তার কোয়ালিফিকেশন, একই তার চাকরীর র্যাঙ্ক। কিন্তু একজন পাবে সুযোগ সুবিধা আর একজন পাবে না, তা হলে তো এইরকম চলবেই। আমার যা বিদ্যা, তারও সেই বিদ্যা। অথচ সে পাচ্ছে, আমি পাই না। কাজেই নিজেদের বেলায় ষোল আনা, আর কথা বলার সময় মহাত্মা গান্ধীর দোহাই দিয়ে স্যাক্রিফাইস করতে বলা হয়। কাজেই এই যে সরকারের কথা বার্তায় অ্যানোমেলিজ থাকে তাতে আমাদের কাজকর্ম কি করে চলতে পারে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি আবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—কাজেই ডুম্বুর প্রজেক্টের কথা বলছি যে আমাদের মিনিষ্টার যারা তারা ইচ্ছা করলেই সেটা করতে পারেন। যদি এটা উনাদের নাগালের বাইরে হয়ে থাকে তা হলে উনারা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে বা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে পারেন। আমাদের ক্ষমতা নেই বলে চুপচাপ বসে থাকলে তাদের অযোগ্যতারই কথা, তাহলে তাদের মিনিষ্ট্রি ছেড়ে দেওয়া উচিত। এইগুলির দিকে নজর নেই, নিজেদের বেলায় ষোল আনা

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি এর মধ্যে রিলিভেন্সী আছে কি না ?

Shri Monoranjan Nath :—On point of order—the Rule 106 provides that the principles of the Bill and its provision may be discussed generally, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.

মিঃ স্পীকার :—আমি সেটা আগেই বলেছি।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—আমি রেফারেন্স টেনে এই কথাগুলি বলছি। একদিকে উনাদের বেতন বাড়াচ্ছেন, অন্যদিকে তাদের কথা কোন চিন্তা করছেন না......

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি অবান্তর কথা বলছেন।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের হিন্দি ট্রেনিং শিক্ষকদের বেলায় কি করা হল ১২।১৪ বৎসর চাকুরী করার পরও তারা কোয়াসী পার্মানেন্ট হতে পারল না, যদি এই সম্পর্কে বলা হয়, তাহলে বলা হবে আমাদের ক্ষমতা নেই, অন্যদিকে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বৎসর না হতেই তাদের পার্ম্মানেন্ট করা হচ্ছে। বেতনের ব্যাপারে দেখছি একই ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী করছে যারা এম, এ, পাশ, শিক্ষক, তাদের কিছু সংখ্যক পাচ্ছেন ১৭৫-৩২৫ স্কেল. আবার কিছু সংখ্যক পাচ্ছেন ২২৫-৪৭৫ স্কেল। কাজেই তারা কি করে স্যাটিসফায়েড থাকবে, কিন্তু ঐ দিকে কোন নজর নেই। আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার—আপনি মন্ত্রীদের স্কেল অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রীদের স্কেলের সঙ্গে তুলনা করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—ঐ সব দিকে কোন নজর নেই, মন্ত্রীদের নিজেদের বেতন বৃদ্ধিতেও সন্তুষ্ট নয়, তাদের আবার সাম্পচুয়ারী এ্যালাউয়েন্স না হলে চলেনা, এই হচ্ছে অবস্থা।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য ক্লাস ফোর এমপ্লয়ীদের কথা বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ীদের কথা আমি আগেই বলেছি। আমরা যেমন মানুষ, তারাও মানুষ। আমাদের যেমন সংসার চলেনা, তাদেরও সংসার চলেনা। আমার আবার বেতন বৃদ্ধির উপরও সামচুয়ারী এ্যালাউয়েন্স লাগে। কাজেই সেদিক দিয়ে নজর দেওয়া দরকার। উনাদের আণ্ডারে যারা কাজ করছে, যারা কম বেতনের কর্ম্মচারী, তাদের মিনিষ্টারদের বেতনের সমান করার কথা বলছিনা, কিন্তু এই দুর্দিনে যাতে তারা সন্তান সন্ততি নিয়ে পরিবার নিয়ে চলতে পারে সেটা করেন না কেন? কাজেই এই যে মিনিষ্টারদের বেতন বৃদ্ধি, সামপচুয়ারী এ্যালাউয়েন্স ইত্যাদির জন্য প্রস্তাব এসেছে, আমি তার সম্পুর্ণ বিরোধিতা করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরীঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং সদস্যবর্গের নিকট আমার নিবেদন এই যে আজকে যে এম, এল. এ, মন্ত্রী এবং স্পীকার, ডিপুটি স্পীকার-এর বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব এই হাউসে এসেছে সেটা আমরা সমর্থন করতে পারি কিনা? আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে যখন এখানে এসেছি, জনসাধারণকে আমরা বলে এসেছি আমরা তোমাদের সুখ-দুঃখ সব দূর করে দেব এবং তার জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু আজকে আমরা যখন নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করতে যাচ্ছি তখন এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে দিন মজুরী খেটে খাওয়া মানুষ, পরিশ্রম করে যারা নাকি রোজগার করে তাদের পরিবার প্রতিপালন করে তারা আজ সন্তুষ্ট হয়েছে কি না, এবং আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছি কিনা, সেইটুকু আমাদের আগে চিন্তা করা দরকার। আজকে আমরা দেখতে পাই সমাজের মধ্যে স্তরে স্তরে নানারকম জীবে আমাদেরকে ভাগ করেছি। ক্লাশ ৪, টু ক্লাশ ওয়ান পর্য্যন্ত। আর যারা চাকুরী করেনা তাদের স্তরের কোন অন্ত নেই। জনপ্রতিনিধিরাও তিন জীবে বিভক্ত। প্রথম হচ্ছে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং এম, এল. এ জীব। আজকে উচ্চ মূল্য—এসেনশ্যাল কমডিটিজের উচ্চ মূল্যের দরুণ আমরা আমাদের ভাতা বাড়িয়ে চলেছি, তা বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে মন্ত্রীদের বেতন করা হয়েছে ১০০০ টাকা, তাদের এই বেতন না হলে চলেনা, উপমন্ত্রীদের বেলায় করা হয়েছে ৮০০ টাকা, আর এম, এল, এ'দের ৩৫০ টাকা হলেও চলবে। ২০০০ টাকা না হলে যদি চীফ কমিশনারের না চলে, তা হলে ৭০ টাকায় ক্লাশ ৪ এমপ্লয়ীদের কি করে চলবে? কাজেই আমাদের নিম্নতম ভাতা, যারা পরিশ্রম করে পরিবার প্রতিপালন করছে, তাদের জন্য ঠিক করে দিতে হবে, সেই দিকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেই চিন্তা আমাদের মন্ত্রী সভাই বলুন, লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীই বলুন তাদের তাদের আছে বলে মান হয় না। আজকে তিন বছর ধরে চেষ্টা করছি যাতে নাকি সমস্ত স্তরে একটা নিম্নতম ভাতা, মোটামুটিভাবে যাতে তারা খেয়ে পড়ে

বাঁচতে পারে তা স্থির করার জন্য, কিন্তু তা না করে নিজেদের ভাতা, বেতন বাড়ানোর জন্য ব্যস্ত। তাই মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে আমি বলব যে উনি যে বিল এখানে পেশ করেছেন, তিনি যদি হাজার টাকা না হলে পরে মাসে চলতে না পারেন, তাহলে আমরা কি করে ৩৫০ টাকায় চলব, কি করে ৭০ টাকায় ক্লাশ ফোর কর্ম্মচারীরা চলবে। জনতার প্রতিনিধি হয়ে আমরা এয়ার কনডিশান ঘরে থাকবো, জনসাধারণকে রৌদ্র, বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা কি করেছি আজকে পাঁচ বছরের জন্য আমাদের এয়ার কন্‌ডিশান না হলে চলেনা তারপর আমরা কি করব যখন জনতার রায়ে হেরে যাব?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি প্রিন্সিপাল এবং প্রভিশান অব দি বিলের উপর বলুন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—কাজেই এটা পাশ করার আগে চিন্তা করা দরকার জনপ্রতিধিদের একই রকম বেতন হতে হবে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পীকার, ডিপুটি স্পীকার আছেন, তাদের যদি কাজ বেশী করতে হয়, তাহলে এ্যালাউয়েন্স নিতে পারেন।

আজকে যদি সমান থাকতো, সবার যদি সমান বেতন থাকতো, তাহলে আজকে আমাদের বিবেক বিসর্জ্জন করতে হত না। জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে আমরা যদি বিবেক বিসর্জ্জন দিতে থাকি, তাহলে সেটা জনসাধারণ বিচার করবে যে এক হাজার টাকা বেতন আমরা নিচ্ছি, তাতে আমার কি যোগ্যতা আছে, আমি জনসাধারণের কি করছি। আজকে ১০০ টাকা নেব, ৩০০ টাকা নেব কেন? জনসাধারণের প্রতিনিধিরা সবাই সমান পাবে। আজকে যাতে সবাই সমান ভাবে চলতে পারি, সেজন্য একটা নুনতম বেতন বা ভাতা নির্দিষ্ট করা উচিত। আগে থেকে চলতে, আগেতো মহারাজাও চলে এসেছে। আমরা তাহলে সেই মহারাজার আমল শেষ করছি কেন? জনসাধারণের যদি না কোন উপকার হয়। আর সেটা দেখবার জন্যই তো তারা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে। তাই বলছিলাম যে এখানে যে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখা হয়েছে বা যারা এই বেতন বৃদ্ধি করতে চলেছেন আর সেটা যদি হয় তাহলে আমরা আমাদের সব কিছু ধ্বংশ করে দেব। এখানে যদি জনসাধারণের কথা বলতে না পারি যারা নীচে পড়ে আছে, তারা কি করে উপরে উঠবে, সেই নীতি আমাদের অনুসরন করা উচিত। আমরা আমাদের বিবেককে বাধ্য করব যাতে সেটা আমরা অনুসরণ করতে পারি। যদি তা না হয় তাহলে তারা আর ভবিষ্যতে আমাদেরকে মন্ত্রী রাখবে না, সেই মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের যদি সেই ভয় থাকত, মন্ত্রীদের যদি সেই ভয় থাকত তাহলে আমার মনে হয় আমরা আমাদের বিবেক মত কাজ করতে পারতাম এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের আরও উন্নতি হত। তাই আমি প্রস্তাব করি এই বেতন বৃদ্ধির যে বিল এখানে রাখা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্যবৃন্দ যেন চিন্তা করেন যে কি ভাবে আমরা সমস্তকে অবহেলা করে সমস্তের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের সুখসাচ্ছন্দের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এবং কি ভাবে একটা পয়েন্টে আমাদের বিবেককে ধ্বংশ করে যাচ্ছি। তাই আজকে আমার অনুরোধ যে আপনারা এটাকে গ্রহণ না করে, আজকে চিন্তা করুন, চিন্তা করে বুঝুন যে জনসাধারণ আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে, আমরা তাদের জন্য কতটুকু করতে পেরেছি, তাদের শিক্ষার ও স্বাস্থের জন্য আমরা কতটুকু করতে পেরেছি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এটা গ্রহণ করা উচিত কিনা?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা বাড়াবার যে এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, আমি সেটার তীব্র বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এজন্য যে যেখানে ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থা আর্থিক দিক দিয়ে এত সংকটজনক যে এখানকার কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য তাদের ভাতা প্রভৃতি বৃদ্ধির জন্য তারা লাগাতর অনশন থেকে ধর্মঘট পর্য্যন্ত আরম্ভ করে চলছে অপর দিকে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য স্কুল কলেজের যেসব দাবী উঠেছে, সেই সব দাবী পুরণের ক্ষেত্রে যেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বলে থাবেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে দিচ্ছে না, সেখানে আমরা কি করে স্কুল কলেজ খুলব। যেখানে রাস্তাঘাটের অভাবের জন্য দাবী উঠছে, যখন এখানে নাই নাই ছাড়া আর কোন কথা নেই এবং মানুষ দাবী করলে পর কথায় কথায় বলা হয় যে আমরা দেব কোথায় থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার যে আমাদেরকে দিচ্ছে না যেখানে আজকে ত্রিপুরার এই অবস্থা, সেখানে মন্ত্রীদের বেতন ভাতা বাড়ানোর কথা কি চিন্তা করতে পারা যায়। নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা করবার জন্য কিন্তু তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই রাজ্যের কর্ম্মচারীরা যখন তাদের বেতন বৃদ্ধির কথা বলে, তখন কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা নীরব থাকেন। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যখন ছাত্র সমাজ কেন্দ্রের কাছে টাকা পয়সা আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে বলে, তখনও তারা কোন কথা বলে না। যখন মানুষ একটা হাসপাতাল স্থাপনের জন্য দাবী করে, আন্দোলন করে রাস্তায় বাহির হয় তখন কেন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রের কাছে আরও বেশী টাকা পাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় না বা চাপ দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। আজকে নিজেদের বেতন, ভাতা বৃদ্ধি, সুখ স্বাচ্ছন্দ এবং ভোগবিলাসের মধ্যে নিজেদের জীবনটা ভাসিয়ে দিচ্ছে কি করে? যেখানে কর্মচারীদের এনামলাজগুলি সেই গত ৯ বৎসর যাবত ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে আছে, এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেগুলি পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত বোধ করছেন না, সেখানে কি করে প্রায় ১/২ মাসের মধ্যে সেই দিল্লী দৌড়াদৌড়ি করে রাতারাতি তাদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটা নিয়ে আসল? আজকের মানুষ তো আর এত বোকা নয় যে তারা এসব বুঝবে না। তারা ঠিকই বুঝবে। আজকে ত্রিপুরাতে যারা খেতে পায় না, যারা আজকে তাদের সামান্যতম ভোগবিলাস থেকে বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত, এক ফোঁটা ঔষধ না পেয়ে যাদের মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়, আমরা তাদের প্রতিনিধি হয়ে এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে কি করে আমরা আমাদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির চিন্তা করতে পারি? আমি কিছুতেই সেটা বুঝে উঠতে পারছি না।

আমরা অন্ততঃ সেটা চিন্তা করতে পারি না। তারা সেটা পারেন, আর পারেন বলেই এটা তাদের কাছে সম্ভব হয়েছে। কারণ মন্ত্রীরা জানেন, যে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা হউক, নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা হউক এবং নিজেদের ভোগবিলাসের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়েই তবে মন্ত্রীত্বের সাধ তারা গ্রহণ করুক, এটা মন্ত্রীদের কাম্য। আর

সেজন্যই তারা মন্ত্রীত্বে আসীন হয়েছেন। তা না হলে তো অনেকে মন্ত্রী হত। আর যারা বাকী রইল, সেই মানুষগুলি না খেয়ে মরুক, সেদিকে তাদের চিন্তা করার কিছুই নেই এবং তারা চিন্তা করবেও না। কাজেই এই বিষয়ে খুব বেশী বক্তৃতার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, বর্ত্তমান ত্রিপুরার যে অবস্থা, তার মধ্যে যে মন্ত্রী বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির যে প্রস্তাব হাউসের সামনে আনা হয়েছে, সেটা এই হাউস কোন মতেই স্বীকার করতে নিতে পারেনা এবং সমর্থন করতে পারেন না। আমি সেজন্যই এর তীব্র বিরোধীতা করছি যাতে এই বিল এখানে পাশ না হয়।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের বেতন ও ভাতা বাড়ানোর ব্যাপারে যে এমেণ্ডমেন্ট বিলটি আনা হয়েছে, আমি সেটার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। আমার এই বিরোধীতার কারণ হল যে বর্ত্তমান ত্রিপুরাতে যে আর্থিক সংকট চলছে, এই সংকট মুহূর্ত্তে এই রকম একটা বিল আনার সঙ্গতি নেই। কাজেই তারা নিজেদের লুঠের বাজার চালিয়ে যাওয়ার জন্যই এই বিল এখানে উপস্থাপিত করেছেন বলেই আমার ধারণা। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে তারা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থটাই বেশী করে চিন্তা করছেন। তাই বলব এর দ্বারা জনপ্রতিনিধি এবং জনদরদী হওয়ার কোন লক্ষণ যাচ্ছে না। এভাবে তারা কর্মচারীদের যেটা পাওয়ার, যেখানে পশ্চিম বঙ্গের বেতন হারের অসামঞ্জস্য এখানে রয়ে গেছে সেটা দূর করার কোন চিন্তাই করছেন না। বরং উল্টো দিকে তারা তাদের নিজেদের বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এটা কোন রকমে ভাবতেও পারি না। তাই বলছি যে এসব কথা চিন্তা করলে এই বেতন বাড়ানোর বিল এখানে আসতে পারে না এবং আসার যোগ্যও নয়। এতো সেদিন বেকারেরা এসেছিল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে, তাদের দাবী ছিল বেকার ভাতা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে সেই বেকার ভাতা দেওয়ার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পেরেছিলেন কিনা? তা দিতে পারেন নি। কিন্তু সেই জায়গাতে তারা তাদের বেতনটা বৃদ্ধি করে নিচ্ছেন। আমি বলতে চাই তারা না হয় তাদের বেতন বৃদ্ধি করছেন ভাল কথা, কিন্তু ঐ যে বেকারগুলি বছর এর পর বছর বেকারিত্ব করে আসছেন তাদের কি কিছু করা যায় না, না তারা সারা জীবন ধরে বেকার খেটে যাবেন। তাই আমি বলি যে তাদের এই ধরণের কাজ একটা অমানুষিক ব্যাপার। তাই আমি এই এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলের বিরোধীতা করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম আমি বিরোধী দলের সদস্যদের মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাব যে, তাদের অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছে, চমৎকার অভিনয় তারা করেছেন। আর মাননীয় অঘোর দেববর্ম্মা বলেছেন যে, আমরা যদি মদ খেয়ে মাতলামি করি আর উপদেশ দিই মদ খেয়ো না সেটা কি রকম ঠেকবে। মদের বিষয় সবকিছুই কিছু কিছু রাখা হয়েছে মাননীয় দেববর্মা মদ খাবেন না, তবে তিনি মদ খেয়েছেন আগে। কিন্তু এখন তিনি এই কথা কেন বলছেন বুঝি না। ত্রিপুরার জনসাধারণ তাকে ধন্যবাদ দিত যদি মাননীয় সদস্য এই কথা বলতেন যে, এটা পাশ করলেও এটা আমরা ড্র

করব না। যারা জনতার ভূমিকায় আছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যদি বলতে পারতেন যে, আমরা সেটা নেব না, তাহলে কি অবস্থা হয় বুঝতাম (নয়েজ) আপনাদের জন্যই প্রায় দুইশত টাকা রাখা হয়েছে (নয়েজ)। এখন আমার কথাগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের সহ্য হচ্ছে না। কারণ এই কথা বলার বুকের পাটা তার নেই যে একশত টাকার কনভেয়েন্স অ্যালাউন্স যেটা দেওয়া হবে সেটা নেবেন না। এই কথা বলার বুকের পাটা এই বেটাদের নাই। এখন আমার মনে পড়ে টেরীটোরিয়াল কাউন্সিলের কথা। ১০ টাকা ছিল ডেইলী অ্যালাউন্স। সেটাকে ১৭ টাকা করা হল। তখন বিরোধী দলের নেতারা খুব বক্তৃতা দিলেন। এটা করা উচিত নয়। কিন্তু যখন সেটা পাশ করা হল তখন তারাই এগিয়ে এসে নিয়ে গেলেন। আমরা অভিনয় করি না। আমরা যেটা করি ঠিকভাবেই করি। পার্লামেন্টেও ডি,এ ৫০ টাকা করেছে বাড়িয়ে এম, পি,দের জন্য। তার আগে ছিল ২৫ টাকা। সুতরাং এই সমস্ত বক্তৃতার সংগে কোন রিলেশান আছে বলে মনে করি না। নিম্নতম এমপ্লয়ীদের ৫।৭ বছর পরে একবার করে পে রিভিশন হয়। যেমন গত ৬১ সনে হয়েছে, আবার হবে। নিয়মানুযায়ী তাদের বেতন বৃদ্ধিও হয়। সুতরাং যে সমস্ত সমাজবাদের কথা বলা হল সেগুলি কি অন্তরের কথা, নাকি সমাজবাদের যে দোষগুলি তারা সেটাই দূর করতে পেরেছেন। আমার তো তা মনে হয় না। পার্থক্য চিরকালই থাকে। মাননীয় সদস্য মহাশয় এইরকম করছেন আমার কথাগুলি তার সহ্য হচ্ছে না। অভিনয়টা যে হয়েছে সেটা সকলেই বুঝে। সুতরাং এই অভিনয় থেকে বিরত থাকার জন্য তাকে অনুরোধ করব। তাদের যদি বুকের পাটা থাকে তাহলে বলুন যে আমরা নেব না। তাহলে আমি এই বিল উইথড্র করতে রাজী আছি।

মিঃ স্পীকারঃ—অনারেবল চিফ্ মিনিষ্টার।

শ্রী এস, এল, সিংহঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সমাজবাদের কথা শুনলাম। কিন্তু আমাদের আগে বেতন বৃদ্ধি একটা হয়ে গেছে। তখনও তারা বিরোধীতা করেছিলেন। কিন্তু বেতন নেওয়ার বেলায় আবার সবার আগেই তারা নিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীতা করে আবার ফলো করেন। এটা যে কি নীতি আমরা জানি না। তাদের নীতি বলে কোন জিনিষ আছে কিনা সেটা আমার জানা নাই। তারা একদিকে বিরোধীতা করেন, আবার অন্যদিকে গ্রহণ করেন। কারণ এটা জনসাধারণকে ফাকি দেওয়া। এই কার্যে তারা বিশারদ। সমাজবাদের কথা বলা হয়। অথচ নিজের জমি আছে, বর্গা দিয়ে করান। অথচ সমাজবাদের কথা বলা হয়। সুতরাং সেই তারা তাদের সেই চরিত্রকে উদ্ভাসিত করছেন তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে। আমরা এই বিল উত্থাপন করেছি। ভারতবর্ষের প্রতি জায়গায় যেভাবে বিল আসে সেইরকম ভাবে মিনিষ্টারদের স্যালারীজ এণ্ড অ্যালাউন্স এবং সাম্পচুয়ারী অ্যালাউন্স রাখা হয়েছে। বাংলা দেশে তারা ১৪শতের উপর পেয়ে থাকেন। তারা কি বলতে চান সেখানে ইউনাইটেড ফ্রন্ট হওয়ার সংগে সংগে কি অর্থ নৈতিক উন্নতি হয়েছে? অতএব তাদের প্রথম কথাই হল কথায় ও কাজে সম্পুর্ণ অসামঞ্জস্য রেখে জনসাধারণকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তারা তার বিরোধীতা করছেন। অতএব এই বিরোধীতা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং তারা বাহাদুরী নেওয়ার

জন্যই এটা করছেন। তারপর আরও কতগুলি কথা এখানে বলা হয়েছে। তবে আমি বিশেষ করে কিছু বলতে চাই না। মেম্বারদের স্যালারীজ অ্যাক্ট যখন মুভ করা হবে তখন তখন এর উত্তর দেওয়া হবে।

Mr. Speaker :—Now the discussion is over.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble S. L. Singh that that Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will Please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No Voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

The motion is carried.

Mr. Speaker :—Cl_2 to cl_{11} do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No—Voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :—Cl1 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say, 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No—Voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :—The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No—Voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

(a) Consideration and Passing of the Salariss and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970).

Mr. Speaker :—Cl_2 to Cl_{11} do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will plense say 'Noes'

Ayes.

Mr. Speaker :—I think Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.

Cl_1 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinlon will please say 'Ayes'

Ayes.

As many as are of eontrary opinion will please say 'Ooas'

Mr. Speaker :—I think Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.

The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Ayes.

As many as ere of contrary opinion will please say 'Noes'

Mr. Speaker :—I think Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.

Next Business is the Passing of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970). I shall now request the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for Passing of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries and Allowance of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2, 1970) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker .—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble S. L. Singh that the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

I think Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

The Bill is passed.

(b) Consideration and Passing of the Salaries and Allowances of the Speaker and the Dy. Speaker of the Legislative Assembly (Tripura)

Amendment Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970).

Mr. Speaker :—Next, the Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill 1970 (Bill No. 3 of 1970) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir. I beg to move that the Salaries and Allowances of the Speaker and the Dy. Speaker of the Legislative Assembly Tripura Amendment Bill. 170 (Bill No. 3 of 1970) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble S. L. Singh that the Salaries and Allowances of the Speaker and the Dy. Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Mr. Speaker :—I think Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

The Motion is carried.

Mr. Speaker :—Cl_2 to Cl do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Mr. Speaker :—I think Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.

Cl_2 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Mr. Speaker :—I think Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.

Next business is the Passing of the Salaries and Allowances of the Speaker and the Dy. Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970). I shall now request the Hon'ble Minister in-charge to move this motion for Passing of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the

Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970) as settled in the Assembly be passed.

The Bill was passed by voice vote.

c) Consideration and Passing of the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970).

Mr. Speaker :—Next, the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970). is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970) be taken into consideration at once,

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble S. L. Singh that the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970) be taken into consideration at once.

The Motion was carried by voice vote.

Mr. Speaker : – Cl_2 do stand part of the Bill.

Ayes have it by voice vote.

Mr. Speaker :—Cl_3 do stand part of the Bill.

Ayes have it by voice vote.

Mr. Speaker :—Cl_1 do stand part of the Bill.

Ayes have it by voice vote.

Mr. Speaker :—The Title do stand part of the Bill.

Ayes have it by voice vote.

Mr. Speaker :—Next business is the Passing of the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970). I shall now request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for passing the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble S. L. Singh that the Salaries and Allowances of Members (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970) as settled in the Assembly be passed.

The Bill was passed by voice vote.

QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE RAISED BY SHRI AGHORE DEB BARMA. M.L.A.

Mr. Speaker :—I have received a notice of alleged breach of Privilege raised by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. against the Chief Minister, facts of the case being that the Chief Minister in replying to question No. 63ç (Postponed question) has committed breach of Privilege of the House by asking further postponment of the above mentioned question. Shri Deb Barma's further contention is that the Chief Minister has willfully violated the ruling of the Speaker,

My observation on the alleged question of breach of privillege is that I find no primafacie that the Chief Minister has committed breach of privilege of the House and will-fully violated the order of the Speaker in asking further postponement of the question. As to the ground of my above observation I am inclined to draw the attention of the Hon'ble Members to my ruling of 6. 2. 69 in connection with a similar question of breach of privilege.

However, again reiterating my earlier ruling on this question I would like to remind for the information of the Minister and the Departmental Secretaries that through the Minister has right to ask for time, but that right should not be exercised as a matter of routine. From the examination of the case the question has come to my mind that if any lapse has taken place is not replying the question by Chief Minister, the responsibility should primarily lies on the Departmental Secretaries as collection of the materials for reply of the questions is the duty of the department and it cannot be believed that within six months information could not be collected. if sincere efforts were made. However, I would request the Hon'ble Ministers to instruct the depatrmental Secretaries in this respect and also to make endeavour so that he is not ordinarily to ask for postponement of the question for the second time, when it is shown in the order paper after first postponement.

Another aspect that strikes my mind is that the departmental Secretaries are not giving due attention to the rules and regulations of the House. The particular direction issued by the Speaker was sent to all the Departments and had this been brought to the notice of the Chief Midister by the Departmental Secretary, Such lapse could be avoided.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্নোত্তর হয়, তার জন্য যে মিনিষ্টার সেই সমস্ত প্রশ্নোত্তর দিয়ে থাকেন তিনিই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকেন। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে উনার রুলিং'এ সেক্রেটারীকে দায়ী করেছেন আমার মনে হয় সেক্রেটারীকে দায়ী করার কোন কারণ নেই।

মিঃ স্পীকার :—আমার রুলিং'এর উপর ডিসকাশান হতে পারে না। আমি যে রুলিং দিয়েছি, মাননীয় সদস্য সেটা পড়ে দেখবেন।

DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION.

Mr. Speaker :—Next business is the Discussion on Matters of Urgent Public Importance for Short Duration on :—

"Disparity in Tripura Junior Service Rules'.

I would call on Shri Promode Rn. Das Gupta to start discussion.

Shri P. R, Das Gupta :—Mr. Speaker, Sir, আমি হাউসের সামনে যে ডিসকাশন রেইজ করেছি সেটা খুবই ইম্পোরটেন্ট......

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. today. The Member Speaking will have the floor.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :--মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে ডিস্কাশানটা হাউসের সামনে রেখেছি, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা জুনিয়ার সার্ভিস রুলস। প্রথমতঃ আমি এটার দুটো দিক বলব, যে রুলস্টা কেন এ্যাসেম্বলীতে আনা হল না। আর একটা হচ্ছে এই রুলসের মধ্যে যাদেরকে নেওয়া হয়নি, তাদেরকে কেন নেওয়া হল না আর যাদেরকে নেওয়া হল তাদেরকে কেন প্রমোসান দেওয়া হল না। সেজন্য আমি জিনিষটা এখানে এনেছি যে এই রুলস থাকা সত্বেও তার মধ্যে একটা ডিসপারিটি করা হয়েছে। এই রুলস সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যদিও ইউনিয়ন টেরিটরি এ্যাক্টস্ ১৮ ধারাতে আছে যে—Subject to the provisions of this Act, the Legislative Assembly of a Union Territory may make laws for the whole or any part of the Union Territory with respect to any of the matters enumerated in the State List or the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution. সেই সেভেন্থ সিডিউল লিষ্ট নাম্বার ফোরটি ওয়ানে স্পষ্ট লেখা আছে যে পাবলিক সার্ভিস রুলস্, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর মত রুলস করবার অধিকার আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরিতে আছে। সেখানে আজকে এই একটা ত্রিপুরা জুনিয়ার সার্ভিস রুলস, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আমাদের ত্রিপুরার ছেলেদের ভবিষ্যত, যেসব ছেলেরা গ্রাজুয়েট হয়ে আসছে, তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সেখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে রুলসের ব্যাপারে—যেমন ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট রুলস, আমাদের এই এ্যাসেম্বলীতে আনা হয়নি এবং উড়িষ্যার যে সিকিউরিটি এ্যাক্ট এখানে এ্যাক্সটেণ্ড হয়েছে, সেটাও আমাদের এই এ্যাসেম্বলী থেকে কোন সেন্স নেওয়া হয়নি। অথচ আমরা হচ্ছি জনসাধারণের মুখপাত্র কিন্তু সেখানে আমাদেরকে এড়িয়ে এভাবে আজকে বরুক্রেসী এই ত্রিপুরাতে দিনের পর দিন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজকে ফাণ্ডামেন্টাল প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে যে হো ইজ রুলিং দিস ত্রিপুরা। আজকের ডিস্কাসান হচ্ছে যে ত্রিপুরাতে লেজিসলেচার উইল প্রিভেইল, না দ্যাট বরোক্রেসী উইল প্রিভেইল। কিন্তু আমরা দেখছি যে আজকের ত্রিপুরাতে বরোক্রেসী প্রিভেইল করছে। আমাদের অতীব দুঃখের সহিত এবং ক্ষোভের সহিত বলতে হচ্ছে যে কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস্

ইজ প্রেস্নিং অন দি হেওস্ অব দি বরোক্রেসী। আমরা এটা আশা করিনি যেহেতু উনারা আমাদের রিপ্রেজেন্টিভ আর আমরা হচ্ছি, এম,এল, এ। আমাদের যে বক্তব্য, আমাদের যে প্রেসটিজ, ডেকরাম অব দি হাউস রাইট অব দি হাউস সুড বি প্রটেক্টেড বাই দি চীপ মিনিষ্টার্স এ্যাণ্ড কাউনসিল বরমি নষ্টার্স। এবং আমরা এও দেখছি যে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন টেরিটরিতে যেমন হিমাচলপ্রদেশে প্রত্যেকটি বিল তারা লেজিসলেটিভ এসেম্বলীতে নিয়ে আসে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে আমাদেরকে পিছে রেখে এই বিলগুলি পাশ হয়ে যায়। আর জবাব দেহি করতে আমরা যারা এম, এল, এ. আছি, তাদের। মিনিষ্টারদেরও করতে হয় এম, এল, এরা যখন তাদের কন্‌ষ্টিটিউন্‌সীতে যায় তখন সেখানে যে সব গ্রেজুয়েটেরা আছে যারা কোয়ালিফাইড রয়েছ তারা প্রশ্ন করে যে আমরা কেন স্থান পাচ্ছি না। আমরা কেন জুনিয়র টি, সি. এসে চান্স পাচ্ছি না, আমরা কেন কম্পেটেটিভ এ্যাক্‌জামিনেশানে স্থান পাচ্ছি না। ১৯৬৩ সনে এখানে রুলস বা এ্যক্ট করা হয়েছে সেখানে লেখা আছে টুয়েন্টি পার্সেন্ট গভর্ণমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে নেওয়া হবে আর বাকী এইটি পার্সেন্ট নেওয়া হবে কম্পেটেটিভ এ্যাক্‌জামিনেশানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেই মত কিছু করা হয় নি, সমস্ত যা যা করা হয়েছে সার্কেল অফিসার থেকে সাব ডিপুটি কালেক্টার। সেখানে এইটি পার্সেন্ট অন্যদের থেকে নেওয়ার কথা, সেটা করা হয়নি। এখন আমি যদি বলি যে এটা একটা বিহাইণ্ড রুলস করা হয়েছে, যাদেরকে নেওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে নেওয়া হয়েছে। তাই আমি স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করব যাতে তারা এই ব্যাপারগুলি বিবেক দিয়ে চিন্তা করেন, কেন এসব হল? কেন সমস্ত ডিপাটমেন্ট থেকে নেওয়া হয়েছে, কম্পিটেটিভ একজামিনেশানের মধ্য দিয়ে নেওয়া হয়নি। যারা কো-অপারেটিত এ্যাক্‌সটেন্‌শান অফিসার, যারা এগ্রি এ্যাক্‌সটেনশান অফিসার তারা তো কম্পিট করতে পারত, যারা এ্যাসিষ্টেন্ট পাবলিসিটি অফিসার তারাও তো কম্পিট করতে পারত। এতেই আপনারা বুঝুন আমাদের এই ত্রিপুরাতে কিভাবে দিনের পর দিন আমাদের উপর অক্‌টোপাস চালিয়ে যাচ্ছেন, যদিও এখানে একটা এ্যাসেম্বলী আছে। এ্যাসেম্বলী সাব-অর্ডিনেট টু দি বরোক্রেসি। এবং সেজন্যই আজকে দরকার হয়েছে এই এ্যাসেম্বলীতে আনার। সেজন্য তো পাঞ্জাবে আজকে কথা উঠছে যে লিজিস্‌লেচারের সুবারেইন বড় না হাইকেটের্র সুবারেইন বড়। আমাদের ত্রিপুরাতেও আজকে সেই প্রশ্ন উঠছে যে বরোক্রেসি বড় না লেজিসলেচার বড়। আজকে যদি আমাদের আত্ম সম্মান জ্ঞান থাকে, আজকে যদি আমাদের কন্‌সাসনেস্ থাকে তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে যে ত্রিপুরাতে লেজিস্‌লেচার সুবারেইন সব চাইতে বড়, বরোক্রেসি তার সাব-অর্ডিন্যাট।, বরোক্রেসি সুড গো ইন হেল এ্যাণ্ড বরোক্রেসি সুড পাস এট দি ডিক্‌টেশান অব দি লেজিসলেচার। লেজিসলেচার উইল নট এ্যাক্ট অব ফলো দি ডিক্‌টেশান অব রুলস মেড বাই দি সো কল্‌ড বরোক্রেসি ইম্পোর্টেড আউট সাইড।

এ্যান্ড প্থাট ইজ মাই সাবমিশান। সেকেণ্ড সাবমিশান ইজ দীস। ত্রিপুরার জুনিয়ার সার্ভিস রুলসে এ্যাকস্টেনশান অফিসারদের ইনক্লোড করা হয়েছে। কিন্তু এমনও আছে যাদেরকে করা হয়নি। যেমন এ্যাসিসটেন্ট পাবলিসিটি অফিসার, তারা সারা জীবন ধরেই নন-গেজেটেড অফিসার থাকবে, তাদেরকে ইনক্লোড করা হয়নি। কিন্তু কিছু কিছু এ্যাকস্টেনশান অফিসারকে ইনক্লোড করা হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে রিক্রুয়েটমেন্ট করা হয়েছে কি? রিক্রুটমেন্টের বেলায় দে হেড বীন ডিপ্রাইভভ। সেই রকম আবার ১৭।১৮ জনকে নেওয়া হয়েছে যেমন এ্যাসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, গেজেটেড, আর, ও আর সার্কেল অফিসার থেকে। আজকে আগে যাদের কথা বললাম তারা ইগনোরড্। ইনক্লোড করা হয়েছে তাতেই তারা ধন্য হয়ে গেছে। কেন নেওয়া হল না? কেন ভায়লেশান করা হয়েছে? কেন প্রপোরশানেট্‌লী কমন সিনিয়রিটি ম্যানটেইন করে তাদেরকে নেওয়া হল না? যাদেরকে বা ইনক্লোড করা হয়েছে, তাদেরকে কেন কমন সিনিয়রিটি থেকে নেওয়া হয়নি? আজকে ১৭।১২ বছর ধরে এক একটা গ্রেজুয়েট কেউ ইণ্ডাস্ট্রীয়েল এ্যাকস্টেনশান অফিসার হিসাবে কাজ করে আসছেন। সেখানে একদিন ওয়ান ফাইন মর্ণিং দেখা গেল, তার আণ্ডারে যে এল, ডি, ক্লার্ক হয়ে গেল ফুড ইন্সপেক্টর, তারপরে সার্কেল অফিসার, তারপরে বি, ডি, ও, তারপরে তার বস। হোয়াট সর্ট অব টেকটিস সেখানে হয়েছে? এ্যাণ্ড হোয়াট ইজ দি কাউন্টার ফলেন রেজাল্ট ইজ দিয়ার। এতে কেউ কাজ করতে চায় না। এসব অফিসারেরা কাজ করতে চায় না, কেন না তারা দেখেছে যে তাদের তো বেশ কপাল ফুলছে, কাজেই কাজ করে কি হবে। কাজ না করে যেখানে কপাল ফুলছে, সেখানে কাজের দরকার কি? সেখানে একটা পুরা বিক্ষোভ সেখানে আর যারা রয়েছে, তাদের মান মর্য্যাদা যব কিছু নস্যাত হয়ে যায় এবং তাদের দাবী একটা সার্কেল অফিসারের স্কেল ১৭৫-৩২৫ টাকা আর যারা এ্যাক্সটেনশান অফিসার তাদের স্কেল হল ২০০-৪০০ টাকা অথচ এটা হচ্ছে নন-গেজেটেড আর ঐ সার্কেল অফিসার হলেন গেজেটেড। এভাবে তাদেরকে কেন ইগনোর করা হয়। এসব করে তো আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান যাবার পথে কেন এসব চিন্তা করা হচ্ছে না।

ওরা চিন্তা করেন না যে এইরকম ইনজাসটিস কেন করা হচ্ছে। আমি একবার ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস রুলস্ বিল এখানে আনতে চেয়েছিলাম। আমার দূর্ভাগ্য আমি জানতে পারি নি। কিন্তু সানস অব দি সায়েলস্‌কে যদি প্রটেকশন দিতে হয় তাহলে আমাদের অ্যাসেম্বলীতে এইসমস্ত রুলস আনতে হবে এবং যে সমস্ত ইনজাসটিস করা হচ্ছে একসটেনশান অফিসার এবং অ্যাসিসটেনট পাবলিসিটি অফিসারদের উপর সেগুলিকে দূর করতে হবে। শুধু তাই নয় এ সম্পর্কে এই সুষ্ঠু রুলস করতে হবে এবং যারা ত্রিপুরার শিক্ষিত যুবক তারা যেন এইটুকু জানতে পারে যে উই ফীল ফর দেম। আমরা যেন তাদের বলতে পারি যা আমরা তোমাদের জন্য এই করেছি। একটা লোক গ্রামে কাজ করতে যাবে সে বাংলা জানেনা। সে কি আমাদের জনসাধারণের একসপ্রেশানকে স্যাটিসফাই করতে পারবে? পারবে না। আমি কমিউনালিজমের কথা বলছি না। কিন্তু বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বিচার করতে হবে। এতে সংহতি বাড়ে। কারণ আমার দেশে যদি কাজ চালাতে হয়

তাহলে আমার দেশের ভাষা জানতে হবে এবং সেটাই নিয়ম এবং সেই দিক দিয়ে আমাদের অনেক ড্র ব্যাকস এই রুলসের মধ্যে আছে। আমার স্বাস্থ্যও বেশী ভাল নয়। আমি বেশী সময় নেব না। আমি শুধু এইটুকুই বলব যে সমস্ত একসটেনশান অফিসারদের ইনক্লুড করা হয়েছে রুলস এর মধ্যে তাদের কেন প্রমোশন দেওয়া হল না এবং দ্বিতীয় কথা হল যাদের কোয়ালিফিকেশন আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এরা লিমিটেড। একজন টি, সি, এস, ডেপুটি ডাইরেক্টর পর্য্যন্ত হতে পারে। আমাদের ত্রিপুরা এগ্রি বেইজড। সুতরাং ব্লক ডেভেলাপ-মেন্ট অফিসার গুড বি এন অ্যাগ্রি বি, এস, সি প্রমোটেড ফ্রম একসটেনশান অফিসার। তাহলে ডেভেলাপমেন্ট অব দি অ্যাগ্রিকালচার অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী হবে। আজকে সেজন্যই কো-অপারেটিভ ফল করছে এবং ইণ্ডাষ্ট্রী হচ্ছে না। তাদের মধ্যে একটা ডিসকানটেন্ট আছে যে তাদের ইগনোর করা হয়েছে। তাদের প্রতি বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার করা হচ্ছে বলেই তারা অসন্তুষ্ট। সুতরাং উই শুড গিভ ইনসেনসেটিভ বাই ইনক্লুডিং দেম ইন দি ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস রুলস। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং—অনারেবল স্পীকার, স্যার, হাউসে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ত্রিপুরার ছেলেরা যারা শিক্ষিত যারা ত্রিপুরাতে অবহেলিত এবং যাদের কর্মোদ্যোগকে সুচিন্তিতভাবে কাজে লাগানো হয় নি তাদের জন্যই এই আলোচনার সুত্রপাত করেছেন। সেটা সত্যিই আজকে ভাবনার বিষয়। একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করি যেহেতু আমরা ইউনিয়ন টেরিটরি, যেহেতু আমরা পশ্চাদপদ, যেহেতু আমরা ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত তার জন্যই ভারতবর্ষের সংবিধানে ইউনিয়ন টেরিটরি রাখা হয়েছে এবং এই সুযোগে আমাদের মনে একটা বিরাট সন্দেহের উদ্রেগ হয়েছে এই কারণে যে ইউনিয়ন টেরিটরির সুয়োগ নিয়ে এখানকার ছেলেরা যারা ভারতবর্ষের মধ্যে কাজ করতে চায় কিংবা আমাদের এই রাজ্যের ছেলেরা যারা এই রাজ্যেই কাজ করতে চায় উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আইনের মার প্যাচে আমাদের ছেলেদের ডিপ্রাইভ করে রাখা হয়েছে। অতীব দুঃখের কথা আমাদের ত্রিপুরার ছেলে, নাম বলতে বাধা নেই, আমাদের ডাইরেক্টরেট অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ, শ্রী সি, আর, ভট্টাচার্য্য অনেক দিন যাবত কাজ করে আমাদের ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইউ, পি, এস, সি তে যেতে হয়েছে সেই হেতু সেখানে যখন সারা ভারতের লোকেদের কমপিটিটিভ একজামিনেশনের সুযোগ আছে সেজন্য তিনি না পেয়ে অন্য আর একজন পেয়েছে। আর একজন কেন পেল সেটা কথা নয়। কিন্তু আমাদের ছেলেরা যে কাজ করছে তাদের প্রমোশন দেওয়ার মত কোন সুযোগ নাই। যারা বি, ডি, ও আছে তাদের পক্ষে বাংলা জানা আবশ্যিক। কিন্তু ইউ, পি, এস, সি তে বাংলা জানা আবশ্যিক থাকছে না। তাদের মধ্যে বাংলা ভাষা জানে না এমন অনেক কর্ম্মচারী এসেছেন। তাতে কি হয়েছে ? আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরিজের আইনের ফাকে সারা ভারতবর্ষের লোককে এমপ্লয়মেন্ট এখানে দেবার একটা সুযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ হয়েছে। আমরা আরও সন্দেহ হয়েছে যখন সারা ভারতবর্ষের আই, এ, এস, কোর্সের রিক্রোটমেন্টের জন্য যখন একটা রুলস হতে সুরু করলো তখন বড় বড় বরোক্রেট যারা তারা তার সুযোগ নিচ্ছেন। তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে তাড়াহুড়া করে একটা জুনিয়ার টি, সি, এস এবং সিনিয়ার টি, সি, এস, কেডার করা হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা মহারাজার আমলে যে টি, সি, এস,

রুলস্, ছিল আজকে গভর্ণমেন্টের কাছে সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। গভর্ণমেণ্ট সেটা স্বীকার করতে চাচ্ছেন না। তাহলে ত্রিপুরার ছেলেরা যারা টি, সি, এস, হয়েছে তারাই সব প্রেফারেন্স পেয়ে যাবে। তাই আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে আজকে জুনিয়ার টি, সি, এস, যেটা হচ্ছে সেটা নট ফর দি বেনিফিট অব দি পিপলস্ অব ত্রিপুরা। ত্রিপুরার ছেলেরা যারা টি, সি, এস হিসাবে কন্‌ফারমড হয়েছে, আই, এ, এস, ক্যাডারে, যাবে তারাই সব প্রেফারেন্স পেয়ে যাবে। ত্রিপুরা রাজ্যে চাকুরী করছে আই, এ, এস ক্যাডারে, তারা কোন প্রায়রিটি পাচ্ছে না। তাই আমার মনে আজকে সন্দেহ হচ্ছে যে জুনিয়র টি, সি, এস রুলস্ টু নট ফর দি বেনিফিট অব দি লোক্যাল ইউথস, ইট ইজ দি বেনিফিট অব দি আদার পিপ্‌ল। আমার এখানে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরাতে এবং মণিপুরে যে ইউনিয়ন টেরিটোরী এবং অন্যান্য যেসব জায়গায় টেরিটোরী আছে, সেখানেও পাবলিক ইন্টারেষ্টের জন্য যতগুলি আইন রচনা করা হয়েছে এমনকি পাবলিক সার্ভিস কন্‌ডাক্ট রুলস এবং এক্টস হয়েছে, সেটাকেও বুরোক্রেটিক মেশিনারীর মাধ্যমে খবরদারী না করে, পিপল্‌স রিপ্রেজেন্‌টেটিভ আমরা যারা আছি তাদের কাছে আনা হত তাহলে আমার মনে হয় তাদেরকে প্রটেক্‌শান দেওয়ার সুযোগ সুবিধা থাকত। তাই হাউসের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে প্রত্যেকটি রুল—সিভিল সার্ভিস রুল্‌স এবং অন্যান্য যে সমস্ত রুল্‌স করা হয়, সেগুলি যাতে ষ্টেট বুরোক্রেটিকের মাধ্যমে না করে লেজিসলেশান থেকে সেটাকে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়, তা যদি না করা হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি ছেলে আমাদের ডিপ্রাইভড্ হবে বলে আমি মনে করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত যে সর্ট নোটিশ দিয়ে আরজেন্ট পাবলিক ইমপোরটেন্স'এর উপর যে আলোচনা রেখেছেন, এটা খুবই সময়োপযোগী এবং এটা করার দরকার ছিল। এই প্রসঙ্গে আমার একটা বক্তব্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গত ৬ই তারিখে এই বিষয় বস্তুর উপর একটা মোশান দিয়েছিলাম—এই সম্পর্কে আমি আমার বিষয়বস্তু ছিল যে কর্ম্মচারীদের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে টোকেন ষ্ট্রাইক ইত্যাদি। অতএব যে বিষয়বস্তু এখানে উপস্থিত করা হয়েছে বা আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সেটা আমার প্রস্তাবেও ছিল। আজকে হাউসের মধ্যে স্পীকার হচ্ছেন সুপ্রীম অথরিটি এটা আমি স্বীকার করি এবং তিনি আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন—

Dated Agartala the 8th February, 1970

To
Shri Aghore Deb Barma, Member,
Tripura Legislative Assembly, Agartala.

Sir,

I am directed to refer to your notice dated the 6th Feb, 1970 seeking to

raise discussion on a matter of Urgent Public Importance and to inform you that the Hon'ble Speaker likes to discuss with you about the matter in his Chamber on 9-2-70 at 3 P. M. You are, therefore, requested to make it convenient to meet the Hon'ble Speaker in his Chamber on the date and time mentioned above.

সেক্রেটারী আমাকে এই চিঠি দিয়েছেন। আমি যথাসময়ে অনারাব্যল স্পীকারের সঙ্গে মীট করেছি তিনি আমাকে একথা বলেছিলেন যেহেতু কর্মচারীরা পাবলিক—

Mr. Speaker—Hon'ble Member, that was a discussion between you and me, in my chamber. That you should not disclose in the House.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Point of order—

সেক্রেটারীয়েট থেকে যে চিঠি দিয়েছে, সেই চিঠি পত্র হাউসে পড়া কি উচিত হবে ?

মিঃ স্পীকার— তিনি প্রথমে বলেছিলেন যে তিনি স্পীকার থেকে চিঠি পেয়েছেন। পরবর্ত্তী সময়ে যখন বললেন, তখন দেখা গেল তিনি স্পীকার থেকে পান নাই, তিনি পেয়েছেন সেক্রেটারী থেকে। যে আলোচনা হয়েছে সেটা তার এবং আমায় মধ্যে সীমাবদ্ধ সেটা এখানে প্রকাশ করতে তিনি পারেন না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—তাহলে কি এটা এক্সপাঞ্জড করা হবে স্যার ?

মিঃ স্পীকার—তিনি সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন না, যদি জোর করে করেন, তাহলে সেটা এক্সপাঞ্জড হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। আমি শুধু এখানে রেফারেন্স হিসাবে বলতে চাই এই কনসিডারেশনে যে আমরাও একই বিষয় বস্তুর উপর মোশান ছিল, কি কারনে সেটা এ্যালাউ করা হয়নি সেটা আলোচনার পরও, রিটন মেম্বারকে জানান হয়. অবশ্য রিটন আমি এখনও এই বিষয়ে কোন চিঠি পাই নাই। আমি যেটা বলব সেটাই এক্সপাঞ্জড করা হবে এইভাবে যদি হাউস চালান হয়, তাহলে সেটা মানতে আমি রাজী না। আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে যে মেম্বার হিসাবে আমরা সকলই এক। মেম্বারদের যে সমস্ত রাইটস আছে, সকলের বেলায় একই রাইটস থাকা উচিৎ বলে আমি মনে করি। একজন মেম্বার মোশান আনলে সেটা এলাউ করা হবে, একই সাবজেক্টের উপর আরেকজনকে দেওয়া হবেনা, এই যদি হয় সেটা বড় দুঃখের ব্যাপার হবে। পরবর্ত্তী সময়ে যাতে এইরকম না ঘটে সেইজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি। প্রশ্ন হচ্ছে আজকে কর্মচারীদের

Shri S. L. Singh—I draw the attention of the Speaker that he is putting aspersion on the Chair saying that the Chair is discriminating in allowing the questions and motions. In his version he has said that the same categories of questions and motions one was allowed and another was not allowed. I want to know whether he can say like that ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি কি এরকম বলেছেন ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা : —এ্যাসপারিশানের প্রশ্ন এখানে আসতে পারে না। আমি এই সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করি নাই। যে ঘটনা হয়ে গেছে, যে ঘটনা সত্য সেটাই আমি এখানে বলেছি।

মিঃ স্পীকার :—এটা উনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলেন নাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যদি স্বীকার করেন যে উনি একথা বলেন নাই যে একই ধরণের প্রশ্ন আমি হাউসের সামনে উত্থাপন করেছিলাম একটাকে গ্রহণ করা হল, আরেকটাকে গ্রহন করা হল না, এটা যদি উনি বলেন আমি বলি নাই, তাহলে সেটা অন্য কথা।

মিঃ স্পীকার :—আমার মনে হয় তিনি কোন এ্যাসপারশান করেননি, তিনি কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলেছেন। তিনি এর উপর কোন মন্তব্য করেননি। আমি সেটা তার রেকর্ড থেকে এক্সপাঞ্জড করতে বলে দিয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেটা সত্য ঘটনা সেটা বলছি আমি বলতে উঠলেই সেটা রেকর্ড থেকে এক্সপাঞ্জড করতে হবে, এই যদি রুলিং পার্টির ইচ্ছা হয়, সেটা আমি মেনে নিতে রাজি নই। মাননীয় স্পীকার এর নিকট আমি অনুরোধ রাখব। তিনি সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এই সাবজেক্টের উপর ডিসকাসান করেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—নিশ্চয়ই ডিসকাশান করব। আমরাও একই সাবজেক্ট ছিল। ব্যাপার হচ্ছে আজকে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান যে অসন্তোষ সেই অসন্তোষ আমরা একই ফমে আলোচনা করতে চাইছি। আমরা যে বিষয় বস্তু সেদিন হাউসের সামনে আলোচনা রাখতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট রুলস সম্পর্কে, তারা সেদিন টোকন ষ্ট্রাইক করছিল এই ঘটনার দিনে

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি জুনিয়ার সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমি সেদিন একটি ঘটনার কথা বলিনাই যে সমস্ত ঘটনাগুলি আজকে ঘটছে, সেই সম্পর্কে এই হাউসের ডিসকাশান হওয়া দরকার। সরকার পক্ষ যে কাজকর্ম্ম চালাচ্ছেন, এই সম্পর্কে হাউসের মধ্যে যদি আলোচনা না হয়, তাহলে সেটা অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি। কাজেই মেম্বার হিসাবে আলোচনা করার অধিকার আছে। এখানে যে বিষয় বস্তুর কথা বলা হয়েছে, আজকে এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে, শুধু একথাই বলতে হয়, আজকে সরকার পক্ষ একটা অরাজকতার রাজত্ব চালাচ্ছেন। সরকার যে সমস্ত কার্যাক্রম চালাচ্ছেন এই সম্পর্কে হাউসের মধ্যে আলাপ আলোচনা যদি না হয় তাহলে ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের হবে। কেননা, এই হাউসের সদস্য হিসাবে এখানে আলোচনা করবার অধিকার আমাদের আছে আর সেজনাই আমি এগুলি আনছি। আজকে এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে সরকার আজকে যেভাবে একটা অরাজকতার রাজত্ব চালিয়েছেন, নীতি বা প্রিনসিপ্যাল বলতে যে সমস্ত লেইড ডাউন করা হইয়াছে, যেখানে সেগুলি মেনে চলার

কথা, তারা সেগুলিও মানছেন না। সেজন্যই আমি বলছি যে এই সমস্ত ঘটনাগুলি আজকে হাউসের মধ্যে আলোচনা করা দরকার। এখানে সরকার সাব-ডিপুটি কালেক্টার নিয়োগ করবার যে সমস্ত রিক্রুইয়টমেন্ট রুলস ফ্রেম করেছেন তাতে দেখা যায় যে টুয়েনটি পার্সেণ্ট সার্কেল অফিসারদের মধ্য থেকে নেওয়া হবে আর বাকী এইটি পার্সেণ্ট নেওয়া হবে ডাইরেক্ট রিক্রুইয়টমেন্ট করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যে সব এ্যাকসটেনশান অফিসার আছে, যেমন কো-অপারেটিভে আছে, এগ্রিকালচারে আছে, ইনডাষ্ট্রীতে আছে এবং সার্ভে সেটেলমেণ্টে আছে, তাদেরকে এটার মধ্যে ইনক্লুড করা হয়নি, অথচ তাদের যোগ্যতা তাদের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। এদেরকে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়নি। কিন্তু যেখানে টুয়েন্টি পার্সেণ্ট করার কথা, সেখানে দেখা গেল যে মাত্র টেন পার্সেণ্ট করা হল। এতে এইটি পার্সেণ্ট করা তো দূরের কথা ঐ টুয়েনটি পার্সেণ্ট করার কথা, সেটাও টেন পার্সেণ্ট করেই সেনট পার্সেণ্ট করা হয়ে গেল। কাজেই প্রশ্নটা হল যেখানে তারা যে নীতি মানবেন বলে ঠিক করেছেন, সেটা তারা ঠিকঠিকভাবে মানছেন না। অর্থাৎ তারা পলিসি নেন এক রকম আর কাজ করেন অন্য রকম। সেজন্য কর্মচারীদের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তার জন্য তারা দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে সরকার। এই সরকারের অনুসৃত কাজ কর্মের জন্যই আজকে চারদিকে কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এখানে যে একটা দুইটা ঘটনা হয়েছে, তা নয় এরকম যে কত ঘটনা ঘটছে তার কোন সীমা নেই। অথচ সেই-গুলির প্রতিকার চাইলে, তার কোন প্রতিকার হয় না। বরং সেখানে তারা যাতে এই রকম কোন অভিযোগ না করে সেজন্য তাদের উপর উল্টো চাপ সৃষ্টি করা হয়। তারপরে আছে অনেক মজার ব্যাপার—সেটা হল যারা পার্মানেণ্ট এবং কোন একটি পোষ্ট হল্ডিং করেছেন এবং তাদের যথেষ্ট এফিসিয়ানসীও আছে, সিনিয়রিটিও আছে সেই হিসাবে তাদেরকে প্রমোশন দেওয়ার যে একটা রীতি আছে, সেটা তারা সব ক্ষেত্রে মানছেন না। এতে দেখা যায় নানা ডিপার্টমেন্টের মধে নানা ভাবে তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে সুপারসিড করে তাদের জুনিয়ারকে উপরের পোষ্টে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। ফলে কর্মচারীদের মধ্যে দিনের পর দিন একটা বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। আমি বলি এগুলির জন্য কি কর্মচারীরা দায়ী? তারা দায়ী হবে কেন? এ সব তো সরকারই সৃষ্টি করেছেন কাজেই সরকারই দায়ী। কারণ সরকারই এই সব বিক্ষোভ কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। সরকার এক রকম পলিসি নেবেন আর কাজ করবেন অন্য রকম। এই রকম চলতে থাকলে এই ধরণের বিক্ষোভ সৃষ্টি না হয়ে পারে না। আর তারই জন্য আজকে ষ্ট্রাইক, কালকে টুকেন ষ্ট্রাইক, পরশু ধর্ম্মঘট, অনশন ইত্যাদি চলছে। এভাবে তারা যেন একটা অরাজকতার সৃষ্টি করে চলছেন, এটাই প্রমাণ করে। আমি এই ধরণের বহু ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু কথা হল যদি এগুলি যদি দূর না করা হয় তাহলে সারা রাজ্যের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, তাতে করে রাজ্যের অর্থ-নৈতিক অবস্থার কাঠামো আরও ভেঙ্গে পড়বে। তাই বলছি যে রিক্রুইটমেণ্টের বেলায় হউক, আর ট্রেন্সফারের বেলায় হউক সরকারের যে নীতি বা পলিসি আছে, সেটা হুবহু মানা উচিত। তা না মেনে রাজ্যের মধ্যে যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয় তাহলে এই রাজ্যের

কোন উন্নতি হবে না। কাজেই তাদের দাবী দাওয়াগুলি মেনে নিয়ে এই সব বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটানো দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা —মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু যে আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স মেটারটা ডিসকাসশানের জন্য এখানে এনেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করছি। কারণ আমরা দেখছি যে ত্রিপুরাতে সাব ডিপুটি কালেক্টর নিয়োগের যে পদ্ধতি সরকার থেকে করেছেন, তার মধ্যে শুধুমাত্র সার্কেল অফিসারদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আর অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যে সব এ্যাক্সটেনশান অফিসার আছেন, কো-অপারেটিভ এ্যাক্‌ষ্টেনশান অফিসার, এগ্রি এ্যাক্‌ষ্টেশান অফিসার, ইণ্ডাষ্ট্রিজ এ্যাক্‌ষ্টেনশান অফিসার এবং সার্ভে সেটেলমেন্টের কানুনগো রয়েছেন, তাদেরকে এই জুনিয়ার সার্ভিস রুলে যাওয়ার জন্য কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ তাদের মধ্যে অনেক গ্রেজুয়েট ও কোয়ালিফাইড রয়েছেন যে তারা এই জুনিয়ার সার্ভিসে অংশ নিতে পারেন। এই সুযোগ না পাওয়ার দরুণ এসব অফিসারদের মধ্যে বেশ একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ তাদেরকে এই সুযোগটা দেওয়া দরকার। কিন্তু সরকারের গড়িমশি মনোভাবের দরুণ তারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ও কর্মচারীদের পার্মানেন্ট করার ব্যাপারে, কোয়াসী পার্মানেন্ট এর ব্যাপারে এবং প্রমোশন ইত্যাদি ব্যাপারে নানা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ সরকার নীতিগত ভাবে এসব ব্যাপারে যে সমস্ত নীতি পলিসি গ্রহণ করেছেন, তারা কার্য্যক্ষেত্রে সেগুলি মানছেন। সেখানে কর্মচারীদিগের মধ্যে যারা সিনিয়র আছে, তাদেরকে প্রমোশান না দিয়ে, জুনিয়ারকে প্রমোশন দিয়ে দিনের পর দিন এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করছেন, যার ফলে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। এমন একটা সরকারী ডিপার্টমেন্ট নেই যেখানে এই ধরণের ঘটনা অহরহ ঘটছে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রুলিং পার্টি বা সরকার তার ক্ষমতার অপপ্রয়োগে কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্ট করছেন, তাতে করে সরকারী কাজ নানাভাবে ডিলে হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের যে সব পরিকল্পনার কাজকর্ম আছে সেগুলিও ঠিক মত হচ্ছে না। এসব করার জন্য সরকার কর্মচারীদিগকে দিনের পর দিন একটা আন্দোলনের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এই অবস্থা চলতে থাকলে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন উন্নতি বা অগ্রগতি হবে কিনা সেটা আমি সরকারকে একবার ভেবে দেখতে বলব। কাজেই আজকে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, এই উদভূত সমস্যার সমাধান কি করে করা যায়। এর সমাধান যে সরকার করতে পারেন না এমন নয়। সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে এবং তারা যদি ঠিকভাবে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের কার্য্যক্রম চালিয়ে যান তাহলে এসব সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব কিছু নয়। তাই বলছিলাম সরকার কর্মচারীদের নায্য দাবী দাওয়া মেনে নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন এবং রাজ্যের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা আনয়ন করতে পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রমোদবাবু যে প্রশ্ন হাউসের সামনে রেখেছেন সেটা হল Many of the posts under the Government of Tripura, such

as Panchayet Extension Officer, Assistant Publicity Officer, other Extension Officers, Kanungo and many other civilian posts which deserve similar rules.

প্রমোদ বাবুকে আমি দৃষ্টি দিতে বলব যে উনি যেটা বলেছেন আমি কি কি পোষ্টগুলি ইনক্লুডেড আছে সেটা উনি জানতে চেয়েছেন। সেটা আমি বলছি।

Circle Officer, Revenue Inspector under District Administration, Assistant Settlement Officer (Gazetted) under the Survey Settlement Department, Rehabilitation ... ..., Inspector of Food & Civil Supplies Election Inspector, Co-operative Inspector including Co-operative Extension Officer, Progress Assistant of Statistical Department, Social Organiser of Education Department, Extension Officer (Industry), Panchayat Extension Officer, Extension Officer (Agriculture)- এই করা আছে। আর উনি বলেছেন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এবং ডিস্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রার, সুপারভাইজার, ইনস্পেক্টার (ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট) এই পোষ্টগুলি হল ফীডার পোষ্ট। আর একটি পোষ্ট আছে সার্ভিস পোষ্ট। এই দুই ভাগে ভাগ করা আছে। তার মধ্যে কতগুলি কেডার পোষ্ট আছে, কতগুলি নন্-কেডার পোষ্ট আছে। এই জায়গাতে বলতে গিয়ে উনি বলেছেন যে কোন্ ক্ষমতা বলে এটা করা হয়েছে। আমি উনাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে বলব। In the excercise of the powers conferred by the provision of article 309 of the constitution read with the Govt. India Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 27/59 dated the 13th July 1959. The Administrator of Tripura in consultation with the Public Service Commission is pleased to make the following rules. আর রুলস্‌গুলি অ্যাক্টে নির্দিষ্ট থাকে কে অ্যাক্ট করবে। নির্দেশ থাকে যে এক্জিকিউটিভ অফিসার রুলস্ করে। ঠিক সেই অনুসারে সেই রুলস্ করা হয়েছে। অতএব এই দিকে মাননীয় সদস্যকে আমি দৃষ্টি দিতে বলব। অতএব ৩০৯ ধারা তাকে আমি পড়তে বলব এবং সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে কথা বললে পরে যুক্তিযুক্ত হবে। তারপর মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমাদের টেরিটরি, উনি পাঞ্জাবের কথা বলেছেন, পাঞ্জাবের সাথে আমাদের টেরিটরির তুলনা করা হয়েছে। তাতে মনে হচ্ছে এই যে আমাদের যে কি পাওয়ার আছে সেই সম্বন্ধে তিনি একবারে অবহিত নন। তাদের রুল করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। অ্যাক্ট করার ক্ষমতা আছে এবং তাদের লোক্যাল বডি আছে। কিন্তু সেজন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে অ্যাক্ট সেটা করার ক্ষমতা কোন ষ্টেটের নাই। সেটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট করেন। পার্লামেন্ট করবেন। কিন্তু লোক্যাল কমিটি আমাদের এখানে নাই। আমাদের ইন্সপেক্টর থেকে সুরু করে সার্কেল অফিসার পর্যন্ত সমস্ত কিছুই করতে হয় এবং ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেটা করেন। লোক্যাল সার্ভিস বলে কোন সার্ভিস আমাদের এখানে নেই এবং সেটা করতে গেলেও আমাদের হোম মিনিষ্ট্রীর অপিনিয়ন আনতে হয়। উইদাউট দি অপিনিয়ন অব দি হোম মিনিষ্ট্রী আমরা অ্যাক্ট করতে পারি না। অতএব উনি

অ্যাক্টকে রুল বলে মনে করছেন। সেজন্যই তিনি এটা বলছেন। সেজন্য আমি আমি করব উনি সজ্ঞানে তা করছেন আর না হয় উনি বলতে হবে সেজন্যই বলছেন (গোলমাল) অতএব এই জিনিষগুলির দিকে আমরা দৃষ্টি দেব এবং সেইভাবে আমরা চিন্তা করব (গোলমাল) সেই জায়গাতে এখন উনি চিৎকার দিতে পারেন, তবে যতই চিৎকার দেন না কেন, পেছন থেকে যতই ডিষ্টার্ব করুন না কেন আমাকে আমার পথ থেকে বিচলিত করার শক্তি কারো নাই। অতএব আমার মনে হয় উনি তা করতে পারেন। অতএব পশ্চাৎ প্রান্ত থেকে বলতে পারেন। (এ ভয়েস অ্যাসপারসান করছেন) আমি কোন জায়গায় অ্যাসপারসান করিনি। আমি বলেছি, আমি পড়ে শুনিয়েছি সেই নোটিফিকেশানটা। সেই অনুসারে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ইজ এমপাওয়ার্ড টু ফ্রেম রুলস অ্যাণ্ড অন দ্যাট পাওয়ার হী মেড রুলস। অতএব সেই জায়গায় এই কথা বলার সাথে সাথে যদি কেউ উত্তপ্ত হয়ে যান তাহলে আমি নাচার, উনি যদি অ্যাসপারশান বলে মনে করেন তাহলেও আমি নাচার, যদি দুঃখিত হন তাহলেও আমি নাচার (নয়েজ) উনি যদি আমাকে ইন্টারপ্ট করেন তাহলেও আমি নাচার এবং সেই অনুসারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য রেখেছি। তারপর আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিউটি পোষ্ট সম্পর্কে। সে সম্পর্কে আমি বলছি।

Duty post means any Post specified in the Schedule I and includes a temporary Post carrying the same designation and identical scale of Pay or any of the Post specified in the schedule and any other temporary post declared as duty Post by the Administrator. And members of the service means persons appointed in a substantive capacity to the servoices and include a person appointed on promotion to the service. He also said about the method of recruitment. That also I am telling before the House

Services as provided in rule 18 appointed to the service shall be made by the following methods vis. 50% of the substantive posts/ vacancies which occur from time to time in the authorised permanent strength of the service shall be dealt by the direct recruitment in this manner specified in the part IV of the Rules.

In the Part IV strength of the service is defined.

Authorised permanent strength of the service and the person included therein shall be as specified in schedule I. The Central Government or the Administrator subject to such condition and limitation as may be prescribed by the Central Government in this behalf may by order create duty post for such period as may be specified therein,

অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে যুক্তির অবতারনা করেছেন সেই যুক্তি অ্যাক্ট এবং রুলস্ অনুসারে প্রতিবাদ্য নয়। তবে আশা রাখা ভাল এবং সেটা রাখব যে আমরা যাতে ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারি, লোক্যাল সার্ভিস গঠন করতে পারি এটা আশা রাখা অন্যায় মনে করব না।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আশা রাখা ভাল, আমরা আশা রাখব যাতে ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারি। সে আশা রাখা অন্যায় হবে বলে আমি করবনা। অতএব আমাদের এ্যাক্ট অনুসারে আমাদের কি কি ডেফিশিয়েন্সী আছে সেই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত তাদেরকে স্মরণ রাখতে বলব, চিন্তা করতে বলব। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য অবহিত আছেন। কাজেই আমরা যখন বক্তব্য রাখব তখন আইনানুগভাবেই বক্তৃতা রাখতে চেষ্টা করব কারণ উই অবে দি কন্‌ষ্টিটিউশান। যারা কন্‌ষ্টিটিউশান মানেননা, তাদের ক্ষেত্র আলাদা। অতএব আমি তাদের কথা বলছিনা। কারণ ওদের আইনে দুইটি ধারা থাকবে একটা হচ্ছে তারা এ্যাক্টটে প্রভিশান করবে এবং করে তার মাধ্যমে ইল্লীগেল এ্যাকটিভিটীজ চালিয়ে যাবে বাইরে এবং ভিতরে, কনষ্টিটিউশানকে ধ্বংশ করার ব্যবস্থা তাদের আইনে রয়েছে। কিন্তু আমরা যারা কন্‌ষ্টিটিউশানকে বিশ্বাস করি, আমরা কন্‌ষ্টিটিউশানকে শক্তিশালী করব, গণতন্ত্রকে প্রাণবন্ত করব, এবং সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা তার পর্যালোচনা করব। আমি আরেকটা দিকে তাদের দৃষ্টি দিতে বলব যে আমরা সমস্ত পোষ্টগুলিকে ক্যাডার পোষ্ট করব কি না, না সেখানে নন-ক্যাডার পোস্টও থাকবে সেই দিকেও আমাদের চিন্তা করতে হবে। ইউনিয়ন টেরিটোরী এ্যাক্ট যেটা এর আগে হয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা হয়তো সেই বিষয়ে অবগত আছি যে সেটা হাইকোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। তার ফলে কি হবে? আমি যদি সব পোষ্টগুলি ক্যাডার পোষ্ট করি তাহলে পরে আমরা যাচ্ছি তা আমরা পাব কি না। এখানে বলতে গিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। আজকে যদি এ্যাগ্রিকালচার ডিরেক্টারের পোষ্টকে ক্যাডার পোস্ট করি তাহলে পরে সেখানে আই, এ, এস, আসবে, পঞ্চায়েত ডিরেক্টারের পোস্টকে ক্যাডার পোস্ট করি তাহলে সেখানে আই, এ, এস, আসবে। কোঅপারেটিভ অফিসারের পোষ্টগুলি যদি ক্যাডার পোষ্ট করি তাহলে সেখানে আই, এ, এস, আসবে। উনারা বলছেন আমাদের লোক্যাল ছেলেদের মধ্যে অসন্তোষ আছে, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সেই অসন্তোষ কি ক্যাডার সার্ভিস করার জন্য? তা তো তারা বলছেন না। কারণ এসব ক্যাডার পোষ্ট যদি করা হয়, তাহলে তারা কি করে যাবেন? যেতে হলে তাদেরকে কম্পীট করতে হবে কিন্তু বর্ত্তমান পরিবেশে তারা সেখানে এ' পোষ্টগুলিতে থাকতে পারেন না। অতএব একদিক তারা বলছেন আমাদের ছেলেদের এ পোষ্টগুলি দাও, অন্যদিকে বলছেন ক্যাডার পোস্ট কর। সুতরাং কোনটা তাদের অভিমত? বকা দরকার, এ্যাডমিনিস্ট্রেশান যারা চালাচ্ছেন, তাদের কিছু বকতে হবে, সেটা অস্বাভাবিক, নয়, কারণ বেদনা নানা ধরণের আছে কারও হয়তো ব্যক্তিগত, কারও হয়তো স্বভাবগত কারও হয়তো আদর্শগত। অতএব সেই দিক দিয়ে আদর্শের সঙ্ঘাত হবে আদর্শের জন্যও বলব আবার বকার জন্যও বকব। আন্দোলনের জন্য আন্দোলন করব। কতগুলি বক্তব্য এমনভাবে রাখব যেগুলির মধ্যে সংগতি থাকবেনা। তা তারা করতে পারেন। কারণ তাদের বলার স্বাধীনতা প্রভূত রয়েছে, আমার যেমন আছে অন্যদেরও ঠিক তদরূপ আছে। তবে আশা করব আইনের দিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা তা করব। এখানে আমাদের আই. এ. এস. ত্রিপুরা

টেরিটোরী ক্যাডার যেটা হল এবং যেটা সুপ্রীম কোর্ট'এ আছে সেই সম্পর্কে আমরা বলতে পারিনা, হাই কোর্ট থেকে নালিফায়েড হয়েছে যদি না হুত, তাহলে আমরা আই. এ. এস'এর জন্য নমিনেশান চেয়ে পাঠাতে পারতাম, নমিনেশানে পাঠালেই আমাদের নমিনেশান যে টু টু গ্রহণ করা হবে তারও কারণ নেই। সমগ্র ভারবর্ষের ক্যাডার সার্ভিসের সিনিয়রিটি অনুসারে তারা তা গ্রহণ করে থাকেন। অতএব সেইদিকে চিন্তা করে আমার নান-ক্যাডারের পোস্ট রেখে, কেন রেখেছি যাতে এখানকার ছেলেরা সেখানে যেতে পারেন এবং সে পোস্টগুলির কার্য চালাতে পারেন। তবে আই. এ. এস ক্যাডারে যারা এখানে আসবেন, তাদের সকলকে যে এখানকার ভাষা জানতে হবে তার কোন কারণ নেই কারণ আই. এ. এস. অল্ ইণ্ডিয়া ক্যাডার, যে কোন টেরিটোরী থেকে আসতে পারেন, অতএব তাদের এই ভাষা জানার কোন কারণ নেই। তবে সাধারণতঃ তারা চেষ্টা করেন শিখতে যে প্রদেশে তারা রিক্রুটেড হন। আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে মুভ করছি যাতে এটা লোক্যাল সার্ভিস করতে পারি, পত্রালাপ চলছে এই ব্যাপারে। এটা যদি হয়, তাহলে আমাদের যেসব অসুবিধা আছে আমরা তা দূরীকরণ করতে পারব। ক্লাশ—৩ থেকে ক্লাশ টু-তে এবং ক্লাশ টু থেকে ক্লাশ ওয়নে আমরা তাকে প্রমোশন দিতে পারব এবং ডিরেক্ট রিক্রুটমেণ্টও আমরা ক্লাশ টুতে দিতে পারব। যে ক্ষমতা আজকে স্টেটের আছে, সেই ক্ষমতা টেরিটোরীর নেই সেটা পাওয়ার জন্যই আমরা পত্রালাপ করছি, সেটা হলে পরে আমরা এই সমস্যা সমাধান করতে পারব এই বিশ্বাস রেখে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The Discussion is over.

Shri P. R. Das Gupta :—Right of reply নাই Sir ?

Mr. Speaker :—No, rules do not provide such. আপনি রুল দেখান যে সর্ট নোটিশ ডিসকাশানে রিপ্লাইয়ের রাইটস আছে, তাহলে আমি আপনাকে দেব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—যদি কোন পয়েন্টসের উপর ক্লারিফিকেশানের দরকার হয়। কারণ যে জিনিষটা ডিসকাশন হয়, তার মধ্যে কোন ডিস্টর্শান হয়, তাহলে পরে সেটা ক্লারিফিকেশানের জন্য রাইট অব রিপ্লাই থাকা দরকার।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানতে চাই ডিস্টর্শান হয়েছে কি না ? সেটা দেখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্পীকারের কি না ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ওয়ান মিনিট স্যার। আমার একটা মোশানের ব্যাপারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে রিপ্লাই দিয়েছেন, তার মধ্যে কারণ সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয় নাই। সেখানে বলা হয়েছে—

Shri Aghore Deb Barma :—Agartala, the 15th Feb., 1970.

To Shrj Aghore Deb Barma, M. L. A.

Sir,

I am directed to refer to the Motion notice of which was given by you on 13. 2. 70, and to inform you that Hon'ble Speaker is not inclined to give consent to your motion being moved. etc. etc....'

মিঃ স্পীকার :—আপনি কোন্ বিষয়ে বলছেন আমি বুঝতে পারছিনা। আমার চেম্বারে এসে আপনি খোঁজ নেবেন।

I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stand prorogued.